ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধৰ্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন

অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ "।

২১শ ভাগ। ১ম সংখ্যা। | " এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ " | শকাব্দা ১৮২০। বৈশাখ মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

অথ স্ত্রীসংগ্রহণপ্রকরণম্।

পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহ্যঃ কেশাকেশিপরস্ত্রিয়োঃ।
সদ্যো বা কামজৈশ্চিহ্নৈঃ প্রতিপত্তৌ দ্বয়োস্তথা॥

যদি কোনও পুরুষকে পরস্ত্রী সহ পরস্পর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে দেখা যায়, অথবা তাহার শরীরে তজ্জন্য নখ দশনাদি কৃত সদ্য ক্ষত লক্ষিত হয়, বা তাহাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর অনুরাগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষ পরস্ত্রী সংগ্রহে প্রবৃত্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

নীবীস্তনপ্রাবরণসক্‌থিকেশাবিমর্শনং।
অদেশকালসম্ভাষং সহৈকাসনমেব চ॥

যে পুরুষ সকাম ভাবে পরস্ত্রীর নীবী, অঞ্চল, জঙ্ঘা, ও কেশ স্পর্শ করে, কি নির্জ্জন, জনকীর্ণ বা অন্ধকারময় স্থানে তৎসহ আলাপাদি করে, অথবা পরস্ত্রী সহ একাসনে উপবেশন করে, তাহাকেও স্ত্রী সংগ্রহে প্রবৃত্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

স্ত্রী নিষেধে শতং দদ্যাদ্দ্বিশতং তু দমং পুমান্।
প্রতিষেধে তয়োর্দণ্ডো যথা সংগ্রহণে তথা॥

যে পুরুষের সহিত পতিপিত্রাদি আলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহার সহিত যদি কোন স্ত্রী আলাপ করে তবে তাহার এক শত পণ দণ্ড হইবে। পুরুষের পক্ষে এই রূপ নিষিদ্ধ আলাপনে দুই শত পণ দণ্ড বিধি। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই নিষেধ করা সত্ত্বেও যদি তাহারা আলাপ করে তবে ব্যভিচারের দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।

সজাতাবুত্তমো দণ্ড আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসো নার্য্যাঃ কর্ণাদিকর্ত্তনম্॥

স্বজাতীয়া স্ত্রীতে ব্যভিচার করিলে উত্তম সাহস, তদপেক্ষা নীচ জাতীয়াতে করিলে মধ্যম সাহস এবং উচ্চ জাতীয়াতে করিলে বধ দণ্ড বিহিত। নীচ জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে নারীর নাসা কর্ণ ছেদন দণ্ড।

অলঙ্কৃতাং হরেৎকন্যামুত্তমং হ্যন্যথাধমম্।
দণ্ডং দদ্যাৎ সবর্ণাসু প্রাতিলোম্যে বধঃ স্মৃতঃ॥

সালঙ্কারা যে কন্যার বিবাহ সম্মুখে তাহাকে সমান জাতীয় কোনও পুরুষ হরণ করিলে হরণকারীর উত্তম সাহস দণ্ড; কিন্তু কন্যা বিবাহোন্মুখী না হইলে প্রথম সাহস দণ্ড বিহিত। হৃত কন্যা উচ্চতর জাতি সম্পন্না হইলে পুরুষের প্রাণ দণ্ড হইবে।

সকামাস্বনুলোমাসু ন দোষস্ত্বন্যথা দমঃ।
দূষণে তু করচ্ছেদ উত্তমায়াং বধস্তথা॥

যদি কন্যা সানুরাগা ও হীন বর্ণা হয় তবে দোষা-

ভাব বশতঃ কোন দণ্ডই পুরুষকে ভোগ করিতে হইবে না; কিন্তু কর্ত্রীর ইচ্ছা না থাকিলে প্রথম সাহস দণ্ড দিতে হইবে। এই রূপ অকামা কন্যা নখক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে করচ্ছেদ ব্যবস্থা। কন্যা উত্তমবর্ণা হইলে অপরাধীর বধসাধন বিধেয়।

শতং স্ত্রীদূষণে দদ্যাদ্দ্বে তু মিথ্যাভিশংসনে।
পশূন্ গচ্ছন্ শতং দাপ্যোহীনাং স্ত্রীংগাং চ মধ্যমম্॥

সত্য হইলেও যদি কেহ কোন কন্যার দোষ ঘোষণা করে তবে তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। মিথ্যা হইলে দণ্ড দুই শত পণ নির্দ্দিষ্ট। পশু গমনে শত পণ দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য। হীনা স্ত্রী ও গাভীতে উপগত হইলে দণ্ড মধ্যম সাহস।

অবরুদ্ধাসু দাসীষু ভুজিষ্যাসু তথৈব চ।
গম্যাস্বপি পুমান্ দাপ্যঃ পঞ্চাশৎপণিকম্ দমম্॥

কাহারও অধীনে অবরুদ্ধা দাসী বেশ্যাদিতে গমন করিলে পুরুষের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড বিধেয়। কারণ তাহারা সাধারণতঃ গম্যা হইলেও তখন ব্যক্তি বিশেষের ভোগ্যা।

প্রসহ্য দাস্যভিগমে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
বহূনাং যদ্যকামাহসৌ চতুর্ব্বিংশতিকঃ পৃথক্॥

সাধারণ পুরুষসম্ভোগজীবিকা দাসী বেশ্যাদিতে শুল্ক না দিয়া বল পূর্ব্বক গমন করিলে দশ পণ দণ্ড বিহিত। যদি অনেকে দল বাঁধিয়া অকামা বেশ্যাদিতে গমন করে তবে প্রত্যেকের চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড দেয়।

গৃহীতবেতনা বেশ্যা নেচ্ছন্তী দ্বিগুণং বহেৎ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যঃ পুমানপ্যেবমেব চ॥

শুল্ক লইয়া যদি কোনও বেশ্যা নীরোগ শরীর হইলেও ভোগ বিমুখী হয় তবে সে পুরুষকে দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। যদি শুল্ক না লইয়াই প্রথমে স্বীকার করিয়া পরে প্রত্যাখ্যান করে তবে শুল্কের সমান মুদ্রা দণ্ড দিবে। পুরুষ সম্বন্ধেও এই রূপ ব্যবস্থা।

অযোনৌ গচ্ছতো যোষাং পুরুষং বাপি মেহতঃ।
চতুর্ব্বিংশতিকো দণ্ডস্তথা প্রব্রজিতাগমে॥

যে পুরুষ অঙ্গ বিচার বিমূঢ় বা অন্য পুরুষের অভিমুখে ক্রীড়ারত অথবা সন্ন্যাসিনী গমন করে তাহার চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড বিধেয়।

অন্ত্যাভিগমনে ত্বঙ্ক্যঃ কুবন্ধেন প্রবাসয়েৎ।
শূদ্রস্তথান্ত্য এব স্যাদন্ত্যস্যার্য্যাগমে বধঃ॥

চাণ্ডালী গমন করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ললাটে কুৎসিত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাজা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। শূদ্র যদি গমন করে তবে সে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে। উচ্চজাতীয়াতে গমন করিলে চাণ্ডালের প্রাণ দণ্ড বিধি।

ক্রমশঃ।

## ঋষভের উপদেশ।

ঋষভদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ! বরাহ প্রভৃতি বিষ্ঠাভোজিগণও যাহা ভোগ করে, সেই সকল কষ্টজনক বিষয়সুখ সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত এই মনুষ্যদেহ কল্পিত হয় নাই। অতএব তাহাতে আসক্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। হে বৎসগণ! তপস্যাই একমাত্র সারপদার্থ; তদ্দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। সেই সত্ত্বশুদ্ধি অক্ষয় ব্রহ্মসুখের কারণ। মহৎসেবাই মুক্তির দ্বার স্বরূপ এবং স্ত্রৈণদিগের সহবাসই ঘোর সংসারদুঃখ সংঘটিত করে। যাহারা সমচিত্ত, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত ও সদাচার সমন্বিত এবং সর্ব্বাংশেই ক্রোধরহিত; যাহারা আমার প্রতি প্রীতিকেই পরম পুরুষার্থ বোধ করে; পুত্র, কলত্র, ধন, গৃহ ও অন্যান্য বিষয়সুখে যাহাদের প্রীতি নাই এবং যাহারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহের অধিক ধনলাভে লোলুপ হয় না, তাহারাই মহান্। মনুষ্য ইন্দ্রিয়প্রীতির নিমিত্ত ধাবমান হইলেই, জ্ঞানশূন্য হইয়া, পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু যখন পূর্ব্ব জন্মে পাপকর্ম্ম করিয়া, এই ক্লেশময় দেহ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তখন পুনরায় সেই জুগুপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎসগণ।

পুরুষ যাবৎ আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে প্রবৃত্ত না হয়, তাবৎ সে অজ্ঞানবশতঃ পদে পদেই পরাভূত হইয়া থাকে। কেননা, ক্রিয়ার অবসান না হইলে, এই কর্ম্মময় মন বিনষ্ট হয় না। এই মনই শরীরধারণের হেতু। এইরূপ, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই মনকে পুনরায় কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। ফলতঃ আমিই আত্মোপাধি বাসুদেব, অবিদ্যা বশতঃ যত দিন না আমাতে প্রীতিসঞ্চার হয়, তাবৎ দেহবন্ধ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হে বৎসগণ! যে বিবেকী পুরুষ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া, ইন্দ্রিয়দিগের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া বোধ না করে, সে সত্বর আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, মিথুনসুখময় গৃহলাভ পূর্ব্বক পদে পদেই সন্তপ্ত হয়।

হে বৎসগণ! স্ত্রী পুরুষের মিথুনী ভাবকে তাহাদের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি কহে। এই হৃদয়গ্রন্থি হইতেই ধন, গৃহ, ক্ষেত্র, আত্মীয় ও পুত্র প্রভৃতিতে "আমি, আমার" এইরূপ মোহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মনোরূপ দৃঢ়তর হৃদয়গ্রন্থি কর্ম্ম বশতই সংঘটিত হয়। কালবশে ইহা শিথিল হইলেই, মনুষ্য সেই মিথুনীভাব হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া, অহংকার পরিহার পূর্ব্বক মুক্তি ও পরম পদ লাভ করে। আমি পরমহংস ও সকলের গুরু। আমাতে ভক্তি প্রদর্শন, আমার অনুবৃত্তি তৎপরতা, বিষয়বাসনাবিসর্জ্জন, সুখ দুঃখাদি সহিষ্ণুতা, কি ইহলোক কি পর লোক সর্ব্বত্র প্রাণিগণের দুঃখানুসন্ধান, তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষ, কাম্য কর্ম্মের পরিবর্জ্জন, তপশ্চর্য্যা, আমার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, আমার কথা-কীর্ত্তন, আমিই যাহাদের পরম দেবতা তাহাদের সহিত সর্ব্বদা সংবাস, আমার গুণ কীর্ত্তন, বৈরত্যাগ, সমদর্শিতা, উপশম, শরীর ও গৃহে মমতা পরিহার, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জ্জন সেবা, ইন্দ্রিয় ও মনের বশীকরণ, সাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বদা কর্ত্তব্য-কার্য্যের অনুসরণ, সম্যক্ রূপে বাক্যসংযম, যদ্দ্বারা সর্ব্বত্র আমার চিন্তা করা যায় সেই অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞান এবং সমাধি এই সকল উপায়ে ধৈর্য্য, প্রযত্ন ও বিবেক সম্পন্ন হইয়া, একবারেই অহংকার পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর অবিদ্যা বশতঃ যে কর্ম্মময় হৃদয়গ্রন্থি নিবদ্ধ হয়, সাবধান হৃদয়ে যথোপদিষ্ট উপায়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পরিশেষে সেই উপায় হইতেও বিরত হইবে।

হে বৎসগণ! আমার অনুগ্রহ ও আমার লোক লাভে অভিলাষ থাকিলে, ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে ও রাজা প্রজাকে উল্লিখিত রূপে উপদেশ দিবেন; যাহারা তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ও শ্রেয়োবোধে কর্ম্মে আসক্ত হয়, তাহাদিগকে কখন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। যে ব্যক্তি নিতান্ত কামনা পরতন্ত্র হইয়া, আপনার প্রকৃত কল্যাণপথ দেখিতে না পায়, কেবল অর্থচেষ্টাতেই ধাবমান হয় এবং সামান্য সুখলেশের নিমিত্ত পরস্পর শত্রুতা করে, সেই মূঢ় পরিণামে যে অনন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাহা জানিতে পারে না। সেই দুর্ব্বুদ্ধি সর্ব্বদাই অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং অন্ধের ন্যায় বিপথে পদার্পণ করে। অতএব কোন্ সদয়হৃদয় বুদ্ধিমান্ পুরুষ সবিশেষ জানিয়াও, তাহারে পুনরায় সেই কুপথে প্রবর্ত্তিত করিবে? ফলতঃ, যিনি সংসাররূপ দুর্গম গহ্বরে নিপতিত এরূপ লোককে ব্যক্তিকে উদ্ধার না করেন, তিনি তাহার গুরু নহেন, আত্মীয় নহেন, পিতা নহেন, জননী নহেন, দেবতা নহেন এবং স্বামী নহেন।

হে পুত্রগণ! আমি প্রাকৃত মনুষ্য নহি। ইচ্ছা করিয়া, এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি। আমার হৃদয় পরম তত্ত্ব স্বরূপ; উহাতে ধর্ম্ম সর্ব্বদাই বিরাজমান রহিয়াছে। অধর্ম্ম আমার ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে না। এই জন্য সাধুগণ আমারে ঋষভ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করে। তোমরা সকলেই আমার শুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয় দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব মাৎসর্য্য পরিহার পূর্ব্বক এই ভরতের উপাসনা কর। ইনি তোমাদের সহোদর ও পরম সাধু। ইহাঁর সেবা করিলেই, আমার শুশ্রূষা ও প্রজাপালন প্রভৃতি তোমাদের সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

হে বৎসগণ ! চেতনাচেতন বস্তু সকলের মধ্যে স্থাবরগণ শ্রেষ্ঠ, স্থাবরগণের মধ্যে সরীসৃপ, সরীসৃপের মধ্যে পশু, পশুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ভূত ও প্রেত প্রভৃতি প্রমথগণ, প্রমথগণের মধ্যে গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বের মধ্যে সিদ্ধ, সিদ্ধের মধ্যে কিন্নর, কিন্নর অপেক্ষা অসুর, অসুর অপেক্ষা দেবতা, দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্র অপেক্ষা দক্ষ প্রভৃতি ব্রহ্মতনয়গণ, এবং ব্রহ্মতনয়দিগের মধ্যে ভগবান্ শঙ্কর শ্রেষ্ঠ। সেই শঙ্কর যে ব্রহ্মার বলে বলবান্, তিনি আমার একান্ত বশংবদ। এইরূপে আমি শ্রেষ্ঠ হইয়াও, ব্রাহ্মণদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করি। অতএব ব্রাহ্মণই সকলের প্রধান ও পরম পূজনীয় বস্তু ।

হে দ্বিজাতিগণ। সংসারে তোমাদের সমকক্ষ বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; অতএব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না । আমি এই ব্রাহ্মণমুখে মানবগণের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নাদি হুতদ্রব্য যেরূপ তৃপ্তি পূর্ব্বক ভক্ষণ করি, অগ্নিহোত্রে আমার সে রূপ তৃপ্তি হয় না । এই ব্রাহ্মণগণ ইহলোকে আমার পরম রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ইঁহারা পরম পবিত্র সত্ব, শম, সত্য, অনুগ্রহ, তপ, তিতিক্ষা ও প্রভাব এই অষ্টবিধ গুণের আধার ভূমি । আমি পরাৎপর ও অনন্ত এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি। কিন্তু রাজ্যাদির কথা দূরে থাক, ইঁহারা আমার নিকট এক বারেই কিছুমাত্রও প্রার্থনা করেন না। ফলতঃ ইঁহারা অকিঞ্চন, আমারে ভক্তিমাত্র প্রদান করিয়াই সন্তুষ্ট হন। অতএব তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহাদের পূজা করিবে। অধিক কি, এই সংসারের যাবতীয় বস্তুতেই আমার অধিষ্ঠান আছে। অতএব তোমরা পবিত্রদৃষ্টি হইয়া, পদে পদেই তাহাদিগের সম্মাননা করিবে। তাহা হইলেই, আমার পূজা করা হইবে। আমার পূজাই মন, বাক্য, চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারের প্রত্যক্ষ ফল। ফলতঃ, আমার পূজা ব্যতিরেকে পুরুষ কখন মহামোহময় কৃতান্তপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। (কালী প্রসন্ন সরকারের ভাগবত)

# গীতা ভাষ্য।

* উপক্রমণিকা—১

নারায়ণ [ যিনি এই বিশ্বস্থ স্থাবর জঙ্গমাদি তাবৎ শরীরের অধিষ্ঠান ভূত ও অন্তর্য্যামী তিনি ] প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতি হইতে এই [ পরিদৃশ্যমান অণ্ডাকার ] ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ভূর্ভুবাদি লোক ও জম্বু প্লক্ষাদি সপ্তদ্বীপ সমন্বিতা পৃথিবী সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত। সেই ভগবান্ এই জগৎ রচনা করিয়া ইহার রক্ষণ মানসে প্রথমে মরীচি আদি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করেন ও তাঁহাদিগকে স্বর্গ সুখাদি প্রাপক বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি লক্ষণ প্রবৃত্তি ধর্ম্ম শিক্ষা দেন । তদনন্তর সনক সনন্দনাদিকে উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রদান করেন।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ ভেদে বেদে দুই প্রকার ধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটী জগতের সংস্থিতির কারণ, ও প্রাণী গণের অভ্যুদয়ের সাক্ষাৎ ও মোক্ষ লাভের গৌণ হেতু। এই প্রবৃত্তি ধর্ম্ম কল্যাণার্থী ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমে বহুকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল। [ক্রমে] অনুষ্ঠাতৃগণের কামনার উদ্ভববশতঃ বিবেক বিজ্ঞানের হানি হইতে থাকায় অধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া [ নিজে ] বর্দ্ধিত হইতে থাকে। [ এই অবস্থায় ] সেই আদি কর্ত্তা নারায়ণ নামা বিষ্ণু জগৎ রক্ষার ইচ্ছায় মর্ত্তালোকে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য দেবকী গর্ভে বসুদেব হইতে অবতার ভাবে কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন ; কারণ বৈদিক ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বর্ণাশ্রমভেদ ব্রাহ্মণত্বেরই অধীন হওয়ায় ব্রাহ্মণত্বের রক্ষা হইলেই বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া থাকে।

সেই ভগবান্ আবার সদা জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি বলবীর্য্য ও তেজঃ সম্পন্ন। তিনি নিজ বৈষ্ণবী মায়া মূল প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজে জন্ম ও অপক্ষয়াদি বর্জ্জিত, জীবগণের নিয়ন্তা, ও নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব ( অর্থাৎ

* শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ।

প্রাকৃত দেহবন্ধনের হেতু অবিদ্যা, কাম, কর্ম্মাদি রহিত] হইলেও নিজ অচিন্ত্য শক্তি মায়া দ্বারা [ জনসমাজে ] প্রাকৃত জীবের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকেন। [ তিনি ] নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় শোক মোহ মহাসাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনকে বৈদিক ধর্ম্মদ্বয় উপদেশ করেন। কারণ ভগবান্ পুরুষ কর্তৃক ধর্ম্ম গৃহীত ও আচরিত হইলে তাহা সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়া থাকে। ভগবৎ কথিত এই ধর্ম্মোপদেশ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতা নামধেয় সপ্তশত শ্লোকে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার [ উপনিষদ্ ] হইতে সঙ্কলিত হওয়ায় ইহার অর্থ সহজে বোধগম্য হয় না। অনেকে ইহার অর্থ নির্ণয়ের জন্য পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, বিগ্রহবাক্য যোজনা ( সমাস ভাঙ্গা ) ও আক্ষেপ সমাধানাদি ( আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের উল্লেখ ) বিবৃত করিলেও লোকে ইহার পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক প্রকার অর্থ করিয়া থাকে। তদ্দর্শনে ভগবান্ ভাষ্যকার সংক্ষেপে গীতার যথাযথ ( বিবেক সম্মত ) অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই ব্যাখ্যের গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন [ দুঃখ রূপ ] সংসার ও তাহার হেতুভূত [ অবিদ্যার ] সম্পূর্ণ নিবৃত্তি রূপ পরামুক্তি লাভ। এই মুক্তি সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতোক্ত এই ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া ভগবানই "অনুগীতায়" বলিয়াছেন "সেই জ্ঞান-নিষ্ঠা রূপ ধর্ম্ম [ দ্বারা ] ই [ জীব ] ব্রহ্ম পদ লাভে সমর্থ ইত্যাদি"; পুনশ্চ, তাহাতেই আছে "যিনি বাক্য ও চিন্তা সংযত করিয়া [বিশ্বের] এক মাত্র অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্রহ্মে লীন হন তিনি ধর্ম্মীও নহেন, অধর্ম্মীও নহেন, তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই নাই"। জ্ঞানের লক্ষণ যে সর্ব্ব-কর্ম্ম-ত্যাগ তাহা এই গীতাতেও শেষে অর্জ্জুনকে বলা হইয়াছে, যথা,"তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও"। শুভ সমৃদ্ধি লাভের জন্য অনুষ্ঠেয় যে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম, যাহা বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছে, তাহা স্বর্গাদি লাভের হেতু হইলেও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে ও তজ্জন্য ফলাভিসন্ধি না থাকিলে তাহাও সত্ত্বশুদ্ধির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। সত্ত্বশুদ্ধি হইতে [ জীবের ] জ্ঞাননিষ্ঠা সম্বন্ধে যোগ্যতা ও তদনন্তর [ শ্রবণ মননাদি দ্বারা ] জ্ঞানের উৎপত্তি এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি হওয়ায় সত্ত্বশুদ্ধির মোক্ষ-হেতুত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। এই অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইবে "যোগিগণ মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত মোক্ষ ফলের প্রতিও আসক্ত না হইয়া ভৃত্যবৎ ভগবৎ প্রেরণা বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া থাকেন।"

[ সুতরাং দেখা যাইতেছে ] গীতার প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও প্রতিপাদ্য বিষয় সাধারণ নহে। নির্ব্বাণ মুক্তিই ইহার প্রয়োজন; পূর্ব্বব্যাখ্যাত ( প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ) ধর্ম্মদ্বয় সেই মুক্তির সাধন; এবং পরমার্থ তত্ত্বস্বরূপ বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং ইহার অর্থানুভূতি দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থই সিদ্ধ হইতে পারে। ভগবান্ ভাষ্যকার তজ্জন্যই তদ্বিবরণে প্রযত্ন করিতেছেন। এখন, ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন ইত্যাদি—

## প্রতিমা পূজা।

জড় বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য জাতির মহতী উন্নতি দেখিয়া আমারা বিস্ময়াভিভূত হই। বিজ্ঞান বিষয়ে যে বিস্ময়, পাশ্চাত্য মনীষিগণের রহস্যোদ্ভেদিনী ধীশক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে; সেই বিস্ময়, অন্যান্য বিষয়েও তাঁহাদের তাদৃশী শক্তির আরোপ করিয়া, সেই সেই বিষয়ে তাঁহাদের অনুমিতি বা অভিমতি আমাদের শিরোধার্য্য করিয়া তুলিতেছে। সেই কারণে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসার এত সমাদর করিয়া থাকি। স্বীকার করি এ সকল বিষয়েও তাঁহারা অল্পশক্তি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু

বিজ্ঞান জগতে তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি দেখিয়া আমারা যেরূপ নতশীর্ষ হই, এবং এমন কি তাঁহাদিগকে গুরুর আসন প্রদান করিতেও প্রস্তুত হইতে পারি; অধ্যাত্মরাজ্যেও তাঁহাদের জ্ঞানসমৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সেই ভাবে তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকারে সম্মত হইতে পারি কি না? পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালীতে অত্যধিক আস্থার জন্য মিল, কমটি, স্পেন্সার, ক্যাণ্ট্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ আমাদের চিন্তাস্রোতকে নূতন প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, কপিল, কণাদ, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতি আর্য্য দার্শনিকগণের মহীয়সী চিন্তা আমাদের ইদানীন্তনী রুচির প্রীতিসাধন করিতে পারিতেছে না। একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখা উচিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন। উন্নতির অর্থই ঊর্দ্ধগতি—জ্ঞানের নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে স্থানই জ্ঞানবিষয়িণী উন্নতির বাচ্য। মানব বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত জ্ঞানোন্নতি একই সূত্রে বদ্ধ। মনীষী নিউটন্ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে এক দিন বাষ্পবলে অর্ণবপোত বা লৌহরথ, তুরঙ্গমগতি পরাস্ত করিয়া ও লক্ষ মণ ভার উদরে লইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইবে; অথবা আশুপ্রাণনাশিনী সৌদামিনী সংবাদবাহিকা হইয়া মানবের আজ্ঞা পালন করিবে; কিম্বা ক্ষণপ্রভা নামের বিসম্বাদিনী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিষ্পন্দোজ্জ্বল প্রভায় নৈশতিমির অপসারিত করিবে। অনলস পরিশ্রমের সহিত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় কতিপয় শতাব্দী মধ্যে কল্পনার দুরধিগম্য বিষয় প্রত্যক্ষ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে মানুষ কোন বিষয়ের তত্ত্বোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলে অল্প সময়ের মধ্যে কি রূপ অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভে সমর্থ হয়। প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া যাহাদিগকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অধিকার করিতে হইতেছে, জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তারই যে তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। সেই কারণে পাশ্চাত্যজাতি বহির্ম্মুখিনী উন্নতিতে জগতের অগ্রণী হইয়াছেন। কিন্তু মানুষের মানসিক বৃত্তি সমূহের স্ফূরণ বহির্জগৎ সম্বন্ধেও যেরূপ অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ। তবে জড়সম্বন্ধীয় কোন একটি সিদ্ধান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ দ্বারা অনেকটা স্পষ্টীকৃত হইতে পারে; কিন্তু অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় কোন একটী সিদ্ধান্ত তাহা হইবার নহে। মনের গভীরতা ও বুদ্ধির তীব্র সূক্ষ্মদর্শিতার ন্যূনতাধিক্যানুসারে তাহার তাৎপর্য্য পরিজ্ঞানের তারতম্য হইয়া থাকে; অথবা যাঁহারা চিন্তাশীল এবং সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারাও পূর্ব্ব হইতে কোন একটি ধারণার নিকট আত্মবিক্রয় করার নিরপেক্ষভাবে, স্থিরচিত্তে তাহার আলোচনা করিতে পারেন না। আর্য্য জাতির অপৌরুষেয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে যাঁহারা ঈশ্বর বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক তাঁহারাও মানব বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে বুঝিবেন অধ্যাত্ম জগতে আর্য্য জাতির তীব্র সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা অবহেলার বস্তু নহে। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ ভারতবর্ষে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শান্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়া আর্য্যমনীষিগণ জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। এবং সেই কারণে বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাহ্যবস্তু হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া আত্মতত্ত্বনির্ণয়ে নিয়োজিত করিলেন। যদি জড় জগতে পাশ্চাত্য জাতির এই কতিপয় বর্ষব্যাপিনী গবেষণা এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ফলোৎপাদনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অধ্যাত্ম জগতে আর্য্যমনীষিগণের বহুবর্ষ ব্যাপিনী সাধনা কেন যে সর্ব্বাতিশায়িনী উন্নতি লাভ করিবে না তাহার কারণ কিছুই নাই। আর্য্য জাতির জ্ঞানতরু বহুশাখায় বিস্তারিত হইয়া "সভ্য" নামধেয় সকলজাতিকেই প্রথম আশ্রয় দান করিয়াছে। সকল সভ্য জাতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা দূরতর সম্বন্ধে, প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা পরোক্ষ ভাবে সভ্যতার মাতৃভূমি ভারতের নিকট ঋণী। সকল প্রকার উন্নতির চক্রে আর্য্যমনীষিগণই প্রথম গতিশক্তি প্রদান করেন। বহির্বিষয়েও তাঁহাদের জ্ঞান অল্প

ছিল না; কিন্তু অকিঞ্চিৎকরী বহির্ম্মুখিনী উন্নতির প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদায়িনী আধ্যাত্মিকী উন্নতিতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য আর্য্যজাতি অধ্যাত্মসম্পদে সমধিক ঐশ্বর্য্যশালী। আমারা আর্য্যমনীষিগণের কঠোর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তাঁহারা যে সকল লোকহিতকরী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন তাহারই আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। যুক্তির সাহায্যে এই সকল প্রথার উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার বিচার আমরা দোষাবহ বিবেচনা করি না। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই এই সকল প্রথাকে অসার স্থির করিয়া বিচার আরম্ভ করিলে বিচারের ফল অসুদারতাই প্রকাশ করিবে। প্রতিমা পূজাই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। প্রতিমা পূজাকে কুসংস্কার বা অজ্ঞানের ফল বলিয়া কেহ বা আমাদিগকে হিদেন-পেগানের (Heathen, pagan) অন্তর্নিবিষ্ট করেন; কেহ বা ইহাকে স্বার্থপর প্রভুত্বপ্রয়াসী ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্ব রক্ষার ও অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করেন। কিন্তু প্রতিমা পূজা যে আর্য্যমনীষিগণের সর্ব্বদেশ দর্শিনী বুদ্ধির বহু আলোচনার ফল, তাহা আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠক জানেন গ্রীস এবং রোমেও এক সময়ে মূর্ত্তি পূজার প্রাদুর্ভাব ছিল; কিন্তু গ্রীস এবং রোমে যখন জ্ঞানের উন্মেষ হইতে লাগিল; যখন সক্রেটিস্ প্রভৃতি বুধবর্গের উপদেশ সমূহ পাশ্চাত্য চিন্তারাজ্যে অধ্যাত্মরাজ্যের আলোকচ্ছটা নিক্ষেপ করিল, সেই দিন মূর্ত্তি পূজার ভিত্তি শিথিলীভূত হইল। আবার যে দিন বেথেলহামের প্রচারক ব্রহ্মজ্ঞানের গোমুখী-নির্ঝর হইতে নূতন ধর্ম্মভাবের মন্দাকিনী ধারা জেরুজিলাম ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন; সেই দিন এই নবধর্ম্মের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে ইয়ুরোপ ভূমিতে মূর্ত্তি পূজার শিথিলমূল দুর্গ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ডুবিয়া গেল। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধনই এই সকল পূজার উৎপত্তি, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারে ক্রীড়াপরায়ণ বালক বিরচিত বালুকা সেতুর ন্যায় মূর্ত্তি পূজার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। সেই কারণে "ওক" বৃক্ষের উপাসক সম্প্রদায়, "ওদিনের" (Odin) সেবক মণ্ডলী, মলক (Moloch) বেলিয়ালের (Belial) আরাধনাকারীগণ এক্ষণে যীশুসেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছেন। একেশ্বরবাদের প্রচারে সর্ব্বদেশে মূর্ত্তি পূজার যখন এই দশা ঘটিল তখন ভারতবর্ষে ইহার দশা অন্যবিধ হইল কেন? ব্রহ্মজ্ঞানের বিলাস-নিকুঞ্জ, দর্শন বিজ্ঞানের মাতৃভূমি ভারত ভূমিতে প্রতিমা-পূজা অস্তমিত-মহিমা হইল না কেন? বুদ্ধ, নানক, দয়ানন্দ, কেশব; অধিকন্তু মুসলমান মোল্লা ও খ্রীষ্টান পাদরী প্রভৃতি শত ধর্ম্ম প্রচারকের প্রচণ্ড ঘন আক্রমণে ভারতে মূর্ত্তি পূজা বিলুপ্ত হইল না কেন? শূন্যোদর জলবিম্ব ফুৎকারের তেজেই মিশিয়া যায়, আর এই "অসারগর্ভ" মূর্ত্তি পূজা এত আক্রমণেও বিধ্বস্ত হইল না কেন? এই সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর পড়িয়া রহিয়াছে— ভারতের প্রতিমা পূজা অসার নহে, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। আলোক এবং অন্ধকার একত্র থাকিতে পারে না, ইহা স্বভাবের নিয়ম। সেই রূপ জ্ঞানময়ী ব্রহ্মোপাসনার সন্নিকর্ষে অজ্ঞানময়ী প্রতিমা পূজা কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু ভারতে প্রতিমা পূজা ত এতকাল ব্রহ্মোপাসনার পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ ইহা অজ্ঞান মূলক নহে, ইহার আভ্যন্তরীণ ভাগ ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক রেখায় মণ্ডিত। যিনি একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন, ক্ষুদ্র প্রতিমা—সাকার সীমাবদ্ধ মানবগঠিত মূর্ত্তি, সাধকের নিকট ক্ষুদ্র নহে; সাধক তাহাকেই ব্রহ্মময় দেখিতেছেন। শিব দুর্গা প্রভৃতির সহস্র নাম পাঠ করিলে রজতগিরিনিভ মহেশ বা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা দুর্গার অনেক দূরে যাইয়া পড়িতে হয়। শক্তির অসীমতায় ক্ষুদ্র প্রতিমা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী; ধাতু, শৈল, দারু, বা মৃত্তিকার ক্ষুদ্র

মূর্ত্তি একটী ক্ষুদ্র অবলম্বন মাত্র; কিন্তু তদন্তরালবর্ত্তিনী প্রাণময়ী শক্তি সমগ্র বিশ্বের প্রাণ, অনাদি অনন্ত, অক্ষয় ব্রহ্মের সহিত একীভূতা। এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে ব্রহ্মের এরূপ আকার কল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি ? নিত্য চিৎপদার্থকে জড়ীয় কাল্পনিক আবরণে আচ্ছাদিত্ত করিব কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা যথা সময়ে দিব। যাহাই হউক প্রতিমা পূজা ব্রহ্মোপাসনার প্রথম সোপান। সেই কারণে ইহা ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণের আদরণীয় ও সম্পূজ্য হইয়াছিল। ইহা আচার ভ্রষ্ট ব্যভিচার দুষ্ট লোভলালস চিত্ত আধুনিক যাজক ব্রাহ্মণের প্রবর্ত্তিত প্রথা নহে ; ইহা সংসার ত্যাগী, বিষয় বিরাগী, ইন্দ্রিয়বিজয়ী, আত্মতত্ত্বদর্শী, তপোবনবাসী মহর্ষিগণের বহুচিন্তার উৎকৃষ্ট ফল। যদি কেহ প্রতিমা পূজার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ প্রতিমা পূজা প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণের পুণ্য চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন, তাহা হইলে তিনি নিজেরই সঙ্কীর্ণ চিত্ততার পরিচয় দেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভারত ভিন্ন অন্যস্থানে প্রতিমা পূজা থাকে নাই। ইয়ুরোপ ভূমিতে যে মূর্ত্তি পূজা ছিল তাহা প্রতিমা পূজা নহে, তাহা জড়োপাসনা বা নরোপাসনারই অন্তর্ভূত হইবে। আদিম ব্রিটনগণের পাদপ পূজায় জড়োপাসনা ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় না। স্কান্দিনেবিয়া নিবাসিগণের "ওদিন"-উপাসনায় নরোপাসনারই রেখাপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য প্রকৃতিতে যাহা কিছু ভয়াবহ, ক্ষতিকর বা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, মূঢ়মানব তাহাতেই অনিষ্টকরী শক্তি নিহিত আছে ভাবিয়া ভয়বিবশ চিত্তে তাহারই উপাসনা করিয়াছিল; অথবা ব্যক্তি বিশেষে বল বুদ্ধির বিশেষ আধিক্য দেখিয়া তাহারই নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। এ পূজাতেও ভক্তি আছে ; কিন্তু ভয় হইতেই এ ভক্তির উৎপত্তি, ইহা মানব হৃদয় নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের ঈশ্বরাভিমুখিনী গতি বা স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তি নহে। এ ভক্তির পাত্র জড়বস্তু, মানব বা দানব ; চিৎপদার্থ বা চিন্ময়ী শক্তিকে ইহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের প্রতিমা পূজা অন্যবিধ। "তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং" সাধারণ বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইবার নহে, তাই অবাঙ্মনসগোচর অসীম অনন্ত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমাবদ্ধ আকারে আবদ্ধ হইয়া সাধকের হৃদয়ে ভক্তির উৎস উৎসারিত করেন। এ ভক্তি ভীতিসংমিশ্রিত সম্মানের স্ফূর্ত্তি নহে ; ইহা—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈকমনসা বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা ॥

যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, অণু হইতেও অণীয়ান, মহান্ হইতেও মহীয়ান্, যিনি বিরাট বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ নিচয়ে ব্যাপ্ত, সাধকের সুবিধার জন্য তিনি যদি আকার বিশেষে আবিষ্ট হইয়া আরাধিত হয়েন তাহাতে কিছুই দোষ হইতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিবন্ধন পাদপ পুত্তলিকা প্রভৃতির পূজা অবশ্য পরিত্যাগের বিষয় হইতে পারে। একেশ্বরবাদী ভ্রাতৃগণ সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন এবং আমেরিকা আফ্রিকা প্রভৃতি ভূখণ্ডে তাঁহাদের তাদৃশী চেষ্টা অনেক পরিমাণে ফলবতীও হইয়াছে। কিন্তু ভারতে সে চেষ্টা সেরূপ ফল প্রসব করিতেছে না কেন ? কারণ, ভারতের প্রতিমা পূজা সর্ব্বময় ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব বশতঃ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সর্ব্বময় ঈশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি মানুষ মানসে ধরিতে পারে না বলিয়াই প্রতিমা পূজার প্রবর্ত্তনা। অর্জ্জুনের ন্যায় মনস্বী ভক্ত যে বিরাট রূপ দেখিয়া সন্ত্রস্ত এবং অভিভূত হইয়াছিলেন সে বিরাট মূর্ত্তি কি তুমি আমি সকলেই সহ্য করিতে পারিব ? সহ্য করা দূরের কথা আমাদের চিন্তার বিস্তৃত প্রাঙ্গনে তাহার অংশ মাত্রও আয়ত্ত হইবে না ? তাই আমরা সে বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে চাহি না। ফলতঃ আর্য্য সন্তান জানেন ঈশ্বর এক মাত্র। পুরাণের পত্রে পত্রে তাহার প্রভূত প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞতা নিবন্ধন আর্য্যজাতি প্রতিমা পূজা করেন নাই। ক্রমশঃ।

## তাঁরে চেনা দায়!

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু হায়, আবার এ কি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম!—তাঁরে চেনা দায়। চিনিতে দিবেন না বলিয়াই ত তিনি আবার যুগান্তরে দ্বাপরের কৃষ্ণ হইয়া আসিলেন। এবারে আর সে ঘন-রাম নব-দুর্ব্বাদল আত্মানন্দ রূপ নাই। যুগকালোপযোগী নব-জলধর শ্যামসুন্দর নয়নানন্দ রূপে, জ্ঞান-ভক্তি স্বরূপ অহংকংশকারারুদ্ধ বসুদেব দেবকীর সাধের সাধন-মূর্ত্তিতে, ভারত অন্ধকার হরণ করিলেন। কিন্তু তখনই বা কয় জন সাধক সে বাঁকাঠাকুরের বাঁকা চাল্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন? সে কালে যেমন দশরথ দেহে কৈকেয়ী প্রেমানুরোধে রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের পরিবর্ত্তে, তাঁহাকে বন প্রেরণ করিয়া হা রাম! হা রাম! করিয়া শোকার্ত্ত প্রাণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজও ঠিক্ তদ্রূপ তিনি এই বসুদেব দেহে, কংশ হস্তে সুকুমার কৃষ্ণের প্রাণনাশ আশঙ্কা করিয়া, ব্রজ পুরে যশোদারূপিনী কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন কারণে, সেই ঘোর অমানিশায় ভব-পার-কর্ণধারকে বুকে করিয়া, সামান্য যমুনা পারে চিন্তিত! তাই বলিতেছিলাম তাঁরে হাতে পাইয়াই কি প্রাণে বোঝা যায়? কৈ কৈকেয়ী, রাম মাতা হইতে দেবকী দেহে সেই কৃষ্ণ রামে কোলে পাইয়া, কোলে রাখিয়া স্তন্য সুধা দিয়া প্রকৃত জননী হইতে ত পারিলেন না! সে কালে যে ছলনায় তিনি রামের বনবাস কারণ হইয়াছিলেন এ কালে সেই প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাস ব্যবস্থা করিলেন। সে কালে রাম ভরতে ভেদ করিয়া যেমন লোকাপবাদ হস্তে নিস্তার পান নাই, এ কালে সেইরূপ ঠিক বাল-প্রাণ-কৃষ্ণে সামান্য সন্তান বোধে বিদায় দিয়া, কংশ আদিষ্ট বুকের পাথর নামাইতে পারিলেন না। ভোগ দেহ ধারণ করিয়া, কর্ম্ম ফল সংস্কার শেষ না হইলে, সেই প্রাণারাম শান্তিময় পুরুষ সাক্ষাৎ লাভ করিয়াও হারাইতে হয়; ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। যথাসম্ভব তাঁহার বৈদান্তিক আত্মতত্ত্ব সহিত, তাঁহার দৃশ্যলীলা-পুরাণ-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, এই মর প্রাণে সেই আত্মারামের বিশেষ অনুভূতি আসিতে পারে না। তাই, আজ বড় খেদে বলিতেছি, তাঁরে চেনা দায়। আজ তিনি ব্রজে নন্দালয়ে বাল গোপাল বেশে, তাঁহার পূর্ব্ব অবতার মাতা, যশোদা রূপিণী কৌশল্যা মায়ের স্তন্য পান করিয়া, হাসিতে হাসিতে যখন নিজ মুখ বিবরে আব্রহ্ম চতুর্দ্দশভুবন লীলা দেখাইয়াছিলেন; তৎপরে কতক্ষণ মা যশোদাকে তাঁহার প্রতি ভগবদ্-বুদ্ধি রাখিতে দিয়াছিলেন? মায়াদেহে, সেই মায়া-ময় লীলা মনে রাখিয়া, এই মায়া পুরে কার্য্যরত থাকা, সদাই এ মরণশীল মনের সামর্থ্যের অতীত। আজ মহাতপা দ্রোণ নন্দ দেহে ভগবানকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইয়া কৈ তাঁহাকে চিনিলেন? কৈ তাঁহাকে জন্মান্তরীয় সাধন সংস্কারে ক্ষণেকের জন্য, পার্থিব মোহ-পুত্র-বোধ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের পাদপদ্মে গড়াইয়া পড়িতে পারিলেন? পার্থিববোধ বোধে পরমাত্মায় ঐকান্তিক সঙ্গরতি আসিলেও এই অবাস্তব পুরের মায়া মোহ হস্তে নিস্তার পাওয়া যায় না। মায়ার স্বভাবই বিস্মৃতি। আবার বলি, বিস্মৃতি আছে বলিয়াই এ বিশ্বব্যাপারে বিশৃঙ্খলতা ঘটে না! যে যাহার নির্ণীত কাল বিষয় সুখে শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান আছি; কিন্তু ইহার উপর যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম জীবন কর্ম্মাদি বা সম্বন্ধাদি স্মৃতি পথে আসিত তাহা হইলে কি এ মনো-নাশের কোন রূপ উপায় হইত? সততই শত শত জন্ম সম্বন্ধ "ল্যাঠা" জড়াইয়া, লাঠালাঠি করিয়া মরিতে হইত। প্রতি বাসক্ষেত্রে প্রতিদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সৃষ্টি ও প্রতিনিয়ত অযথা বল ক্ষয় হইত। এই কয় দিনের আত্ম-পর বোধে, এই সামান্য বিষয়াদির "আমি আমার" টানের টান্ যদি এত হয়, তবে না জানি সেই অনন্ত কালের "আমি আমার" সংস্কার টান্ থাকিলে আমাদের কি দশা হইত! একদিনের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাকে ভাবিতে পাইতাম না, সততই এই

ছেঁড়া মায়া সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পাগল হইয়া থাকিতাম। তাই বলি মায়াই মায়া নাশের একমাত্র সদুপায়। এই মায়ার ভিতর হইতে, যাঁহার যতটুকু তাঁহার প্রতি মায়া মমতা আসিয়া যায় তাঁহার প্রতি মা মহামায়া ততটুকু অনুগ্রহ-মায়া প্রকাশ করিয়া এই মোহমায়া পুরের বিষয়াদি জ্বালাইয়া, পুত্রাদি হরণ করিয়া ও যশঃখ্যাতিতে অযশ অপবাদ সংঘটন করিয়া, তাঁহার দিকে টানিয়া লন। যে সাধক তাঁহার এই অবিসম্বাদী ব্যাপারে বিরক্ত না হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ উত্তরোত্তর অনুরক্ত হয়েন তিনিই কেবল তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়াও, তাঁহার চেনা হইতে পারেন। এই চেনা হইলেই, সেই অচেনা লোকের লীলা কালে, এই পার্থিব দেহে, সেই অপার্থিব দেবের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই, ভগিনী, সখী, সখা, দাস ও শিষ্যাদি হইতে পারা যায়। তিনিই ভাগ্যধর, যিনি সেই অধর পুরুষের শ্রীধর মুর্ত্তি সেবায় অজ্ঞানেও অধিকারী। ঔষধের গুণাগুণ না জানিলেও, ঔষধ রোগীর রোগ নাশ করিয়া থাকে। তাঁহাকে চিনিতে পারি বা না পারি, তাঁহার নাম গুণ গানে রতি মতি থাকিলেই, তাঁহার অধম তারণ নাম বলে যে অধম আমি, এই অপার ভব মায়া জলধি পারে পৌঁছিতে পারিব, এ কথায় অবিশ্বাস আসিবে কেন? এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই, এই জ্ঞানানন্দ আত্মা আমি, অজ্ঞানানন্দ জীব আমি কর্ম্ম বিপাকে সংসার কর্ম্মে সতত তাঁহা-অচেনা প্রাণে, তাঁহা-চেনা হইতে তাঁহার এ বিশ্ব কর্ম্মে কায়-মনোবাক্যে ব্যস্ত। যদিই এ সাধনপ্রথা অনভিজ্ঞ সাধন জীবন কালে, তিনি আমায় তাঁহাকে চিনিতে না দেন, আজীবনই তাঁহা-খোঁজা প্রাণে পাগল করিয়া রাখেন, তাহাতে তিলমাত্র দুঃখিত নহি। কিন্তু সে দিন, যে দিন এ পাপ প্রাণ, সেই পাপহর্ত্তা-পুরুষ দণ্ডদাতা মহাকালের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনে কাতর হইয়া নিরুপায় জ্ঞানে বালকের ন্যায় "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে, সেই সর্ব্ব বিধায়ে "সওয়াল জবাব" বিহীন কি এক ক্ষণে, মা যদি এই অজ্ঞানে ডাকা কাঁদা স্মরণ করিয়া, অবোধ সন্তান বোধে অভয় দিতে সম্মুখস্থ হন, তখন কি সেই অভয় পদে পড়িয়া, এই ভয়াবহ বিপৎ সঙ্কুল পথের ভুল ভ্রান্তি হইতে "রেহাই" পাইব না? নিশ্চয় পাইব। তিনি যে পতিত পাবন, তা না হইলে যে তাঁহার পবিত্র নামে কলঙ্ক হইবে। আর তিনি সে দিন নিজে বলিয়াছিলেন—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
য প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

তবে আমাদের ভাবনার বিষয় কি? আছে, একটা আছে; সে দিন ডাকিতে মনে পড়া চাই। কিন্তু না পড়িবেই বা কেন? অভ্যাসের কার্য্য ভাব, স্বভাবে পৌঁছিয়া গেলে তাহার অভাব বোধ হয় না। তবে কেনই এ নিয়ত স্মরণ করা নাম তখন স্মরণে আসিবে না? মন চিন্তান্তরে থাকিলেও, মুখ স্বয়ং সে সাধা নামের ধ্বনি করিবে। ঐকান্তিক প্রাণে রামকে ভাল বাসিলে, যদি শ্যামের সম্মুখে সেই রামের নাম বাহির হইয়া পড়ে তবে সে দিন কেনই বা এই অষ্টপ্রহরের নিশ্বাস প্রশ্বাসের হাটে ঘাটে ধ্যানে জ্ঞানে সাধা কাঁদা প্রাণের ঠাকুরের নাম, সেই কালান্তক কালের নিকটে ভুল ক্রমে বাহির হইয়া পড়িবে না? যে মহাত্মা জীবনে একদিন একবার সরল প্রাণে সংসার ভুলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিয়াছেন আমার বিশ্বাস তাঁহার শেষ শ্বাস কালে, তাঁহার সেই ডাক এই সাধের সংসার-ভোলা-কালে স্মৃতি পথে আসিবেই আসিবে। কেননা অবস্থাগত ভাবের অবস্থা প্রাপ্তিতে পুনঃ নূতন হইয়া উঠা স্বভাব সিদ্ধ সংস্কার। তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ কি? এসো ভাই প্রাণের সাধক, যে যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই তুষ্ট থাকিয়া সদ্ভাবে সেই সরল বিশ্বাস রক্ষা করিতে থাকি; যথা সময়ে সেই প্রাণের হারাধনে হাতে পাইব। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, সে ধন কখন কোন রূপে খোয়া যাইবার নহে। হারধন বিশ্বাসে তাঁহাকে পাইবার আশা রাখিলে, সে আশার তিনি সুসার করিয়া থাকেন। চিন্তা থাকিলে সে চিন্তাতীত

চিন্তামণি লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। কিন্তু এ বিশ্ব চিন্তা বিভ্রাটে, সেই বিশ্বনাথ চিন্তায় বিভ্রাট বোধ আসিলে বা তাঁহার চিন্তা লইয়া ধরা মাথায় করিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া, তাঁহার চিন্তা পন্থা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলে, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া, তাঁহার চিন্তা প্রথা পথের সন্ধান পাইবে না। তিনি কৃপা করিয়া যাঁহাকে যতটুকু বুঝিতে দিয়াছেন, তাহার বেশি বুঝিতে যাইলে, সে বোঝা "বোঝা" হইয়া আসিবে। তাই গাই—

বেহাগ—মধ্যমান।

যে যা বোঝে তাঁর বিষয়, তাইতে তার যথেষ্ট হয়।
যদি সে বিশ্বাস ভরে, সেই লয়ে প্রাণ্ প'ড়ে রয়॥
যখন্ হোক সুবিধা মতে, একবার অহোরাত্র মধ্যেতে,
পারিলে প্রাণ্ খুলে ডাকিতে, তখনি হন্ তিনি সদয়॥
তাঁর কাছে দুঃখের কথা, জানাতে যোগ্ যাগের প্রথা,
শিখ্‌তে হয় না সতত মাথা, যদি অবনত রয়॥
না ডাক্‌লে যে শুন্‌তে পায়, ভাবের আগে যে ভাব জোগায়,
তাঁর কৃপা কি চাইতে হয়, কৃপা যে তাঁর সর্ব্বময়॥
যারে যা বুঝ্‌তে দিয়েছেন, যারে যে ভোগে রেখেছেন,
তার বেশি যিনি চাইতেছেন, তার ভোগের না শেষ হয়॥
জ্ঞানানন্দ ভোগের ভরে, যৎকিঞ্চিৎ মা-জ্ঞান পেয়ে,
যথেষ্ট ভেবে লইয়ে, সদানন্দে কাল্ করে ক্ষয়॥

ভাল বাসায় আত্মহারা, আদর সম্মানে বোধ হারা, বিবাদ বিতর্কে দেশ ছাড়া, সাংসারিক ক্রিয়া কর্ম্মে লক্ষ্মীছাড়া, ও স্বভাব চরিত্রে কেমন এক পাগলপারা ধারা না হইলে, সেই "অধরা"-প্রেমে সদানন্দে সদাতৃপ্ত ভাব রক্ষা করা যায় না। সাধন কালে সাধন বোধ, ভোগ কালে আরাম বোধ ও দেহে আত্ম বোধ থাকিতে সেই দেহস্থিত প্রাণ কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সুখের অধিকারী হওয়া যায় না। পরার্থে স্বার্থ ত্যাগ ও স্বার্থে পরার্থ রক্ষা চেষ্টা থাকিলে, একদিন তাঁহার কৃপা কণা প্রাপ্তি আশা প্রাণে আসিতে পারে; কিন্তু আবার দেখ কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি।

তাঁরে চেনা দায়। তাঁহাকে চিনিব বলিয়া চিনিবার চেষ্টায় থাকিলে, তাঁরে চেনা দায়। আজ বাঁকা দেব তাঁহার বাপ্ মায়ের অচেনা থাকিয়া কেমন সাধের ব্রজ লীলা শেষ করিয়া, অক্রূর-রথে মথুরায় কংশ-কাল হইয়া গমন করিতেছেন, একটু চিন্তা করিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। সেই গোপ বালক লীলা, সেই কেমন ননীচুরি বাল খেলা, সেই কি এক অবাস্তব শক্তিতে গোবর্দ্ধন ধারণ, সেই কেমন ঐন্দ্রজালিক বলে ব্রজবাসী কাঁদাইয়া কালীয় হ্রদে নিমজ্জন ও কাল স্বরূপ কাল সর্পের দমন, সকলই ভুলিয়া কেমন নিঠুর প্রাণে সকলের সকল "অহং" হরণ করিয়া, আপন "অহং" এ মিশাইয়া কংশাহং খর্ব্ব করিতে চলিতেছেন; যেন সে রাখাল, সে কৃষ্ণ নন। তাই বলিতেছিলাম তাঁর কোন্ কালের কোন্ লীলা আলোচনে তাঁহাকে চিনিব! প্রবন্ধ বাহুল্য কারণে উক্ত কোন বিষয়ের ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না; কিন্তু ব্রজের সাধের মধুর রস রাসক্রীড়ার কথঞ্চিৎ লীলা ভাব না দিয়াও এ লীলার উপসংহার করিতে প্রাণ চায় না। জানি সবাই সব জানে, তবু কিন্তু কেন যে তাঁর কথায় এত পাগল হইয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় "আবল তাবল" বকি তাহা বুঝিতে পারি না; পারি না বলিয়াই ত এ লোকের লোক নিকটে পাগল বলিয়া খ্যাত। আর তাও বলি, পাগল না হইলেই বা এ বদ্ধ অহং অহংকারের লাঘব হইবে কিসে? এবং যত দিন না এই রূপ করিতে করিতে "পাগল আমি" বোধ আমা হইতে না যায় ততদিনই বা ঠিক তাঁহা গত ভাবে পাগল হইয়াছি বলিলেই পাগল হওয়া হইল কৈ? তখনই পাগল হইব যখন আর অবধারিত আশ্রমে না গিয়া, রাস্তায় রাস্তায় "কে আমি" "কোথাকার আমি" হইয়া, আমার আমির তথ্যানুসন্ধানে উদ্বিগ্ন হইব। শুদ্ধাশুদ্ধ সংস্কার হত জ্ঞানে, সকলের পরিত্যাজ্য উচ্ছিষ্ট অন্ন সেবনে এই অন্নময় কোষের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, আপন মনে যথা তথা অনাথের ন্যায় পড়িয়া থাকিয়া সেই অনাথ নাথের নাম গানে বিভোর হইয়া থাকিব। যে দিন সর্ব্ব বিধায়ে আভ্যন্তরীণ সর্ব্ব প্রকার বাসন বিহীন হইয়া, বাহ্যলৌকিক এ বাহ্যবাস যখন পরিধান ভ্রান্ত হইব সেই দিন সেই দিগ্বসন দিগম্বর দেহে হয় তো মা দিগম্বরী জগদম্বার জগজ্জন-মনোমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিনিলেও চিনিতে পারি। এখনকার এ নাম পাগল আমার সেই পাগলিনীর কৃপা সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁরে চিনিতে চাওয়া আর আকাশের চাঁদ ধরিতে চাওয়া একই কথা। তাই বলিতেছিলাম যে দিন চির পরিচিতের নাম রূপে স্মৃতিহারা হইয়া, তাঁহার নাম রূপ বোধে পাগল হইয়া আলিঙ্গন

করিব সে দিন বোধ হয় তিনি তাঁহার স্বরূপ দেখাইলেও দেখাইতে পারেন। কিন্তু সে দেখা পাইয়াই বা সে দেখা দেখিতে কতক্ষণ পাইব! এই তো তাঁহার সে দেখায় তাঁহার সাধের ব্রজবাসীরা পাগল হইল, কিন্তু চকিতের সে দেখায় তাঁহাদের চমক্ ভাঙ্গিল কৈ? আবার যে কে সেই, সেই ব্রজময় হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! সেই রাস রসিক "চিৎ" কৃষ্ণের বিরহ বেদনায় আকুল! কেহই প্রাণ ধরিয়া, প্রাণে হেরিয়া, সেই প্রাণেশের বাহ্য মথুরা গমন অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। সকলেই যেন কাল চক্র কৌশল পেষিত সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় ভগবান প্রাণকৃষ্ণের রথ চক্র তলে পতিত। তবে আমাদের এ সাধন-দেখাকে দেখা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকি কি রূপে? কৈ তো কোন যুগের কোন সাধক দেখার মত দেখিয়া, এ দেখা-আড়াল জগতে আত্মানন্দ অন্তরে তাঁহার অভাব বোধে কাঁদিতে ভোলেন নাই। তবে তুমি আমিই বা আত্মানন্দ জ্ঞানে সদানন্দ থাকি কি রূপে? যদি নন্দদুলাল জননী হইয়া মা যশোদা, ললিতমোহন লীলাময়ের লীলা উপকরণ সামগ্রী হইয়া ললিতা বিশাখাদি গোপীবৃন্দ, সদৃঢ় সখ্যসূত্রাবদ্ধ হইয়া অভেদভাবে আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুকে কাল ক্ষেপ করিয়া সুবল সুদামাদি গোপবালক, মহাতপস্যা বলে মহিমার্ণব জগদেকচন্দ্র জগদীশ্বরের জনক হইয়া চিদানন্দ নন্দ, এমন কি, অনাদি কাল হইতে একাত্মকরূপী শ্রীকৃষ্ণ বিলাস আনন্দ হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা আনন্দময়ী সেই রাসরসিক দামোদরের প্রাণেশ্বরী হইয়া শ্রীরাধা, তাঁহার এই খণ্ডলীলা কালের ক্ষণ লৌকিক দর্শনাভাবে হতজ্ঞান হইলেন, তবে তুমি আমি তাঁহার প্রেমরসোন্মাদী নামে জ্ঞানানন্দ হইয়া তাঁহার অভাব বোধে কাতর না হইব কেন? এবং সেই কাতরতার সহিত আমার অজ্ঞাতে, আমার বিশ্বাসের গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্র নিধি মূলে, ভুলভ্রান্তি পড়িয়া থাকিবে না কেন? মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি, আজীবন এ দেহ থাকিতে, সেই একটু কেমন ভ্রান্তি আমার এ আমিতে থাকিবেই থাকিবে। যদি কোন উচ্চ অঙ্গের সাধক, আমার এ সাধন সাধা শব্দে হতাদর করিয়া বলেন, "তিনি এই ভ্রান্তিময় লোকে তাঁহার ভ্রান্তি দেহে সম্পূর্ণ রূপে অভ্রান্ত হইয়াছেন" তবে আমি বলিব, তিনি মিথ্যাবাদী। তিনি তাঁহাতে বিশ্বাস আনিবেন কি, এখনও তিনি তাঁহার আপনাতেই বিশ্বাস আনিতে পারেন নাই। আজ দেখি যুগযুগান্তরের সাধন সিদ্ধ মহাতপা তাপস আয়ান, যা যোগমায়া রাধা শক্তির নাম-স্বামী হইয়া, সম্পূর্ণ কামক্রিয়া অনভিজ্ঞ নপুংসক দেহ লাভ করিয়া, তাঁহার পরপার তরণী স্বরূপা রাধারাণীতেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস রক্ষা করিতে অসমর্থ। তিনিও জটিলা কুটিলার কুহক মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার হৃদয় অধিষ্ঠাত্রী মহাকালী মূর্ত্তির খণ্ড বিগ্রহ কৃষ্ণ দেহে ভ্রান্ত হইয়া রাধা পীড়নে এক দিন ভুলেও ভুলিলেন না। তবে আমরা এই প্রবৃত্তি প্রকৃতি জটিলা কুটিলার কুহক এড়াইয়া, সেই প্রাণকৃষ্ণে অবিতর্কিত ভাবে বিশ্বাস পোষণ করিয়া অভ্রান্ত অন্তরে কাল কাটাইয়া যাইব কেমন করিয়া? এ সদা পরিবর্ত্তনময়ী মায়া সংসারের বস্তু হইয়া, সতত সাধন সময়েও সেই প্রাণের ঠাকুরের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন লীলা দেখিতে হইতেছে। শাস্ত্রীয় সাধন সিদ্ধি প্রথা সাধনেও, এ পরিবর্ত্তন সদা অবস্থিত। সাধক, অভিষেক অবস্থা অনুরূপ, চক্র পদ্ম, পদ্মান্তরে; সেই পদ্মাবতীর রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া চিন্তা করিতে বাধ্য। নতুবা এই নিয়ত পরিবর্ত্তমান বিশ্বব্যাপারে তাঁহাকে সর্ব্বভাবে ভাবিতে, তিনি চিরকাল অনভিজ্ঞ থাকিবেন। একে অনন্ত ও অনন্তে এক বোধ, তাঁহার বোধে আসিবে না। আজীবনই গোঁড়া বৈষ্ণবের ন্যায় সেই আদ্যাশক্তিতে বিষ্ণু দাসী বোধ, ও পঞ্চমকার সাধনোন্মত্ত পান-প্রিয় বাহ্য কৌল কুলতিলক সাধকের ন্যায়, ব্রহ্মাবিষ্ণু বিগ্রহ দেবতায়, সেই মহাকালীর ক্রীতদাস বোধ রাখিয়া, দেবদ্বেষী অপরাধে অপরাধী হইয়া, অনন্তকাল এই হিংসা দ্বেষ পূর্ণ বিশ্বে গমনাগমন করিতে হইবে। তাই বলি সাধক, সদ্গুরু উপদেশ অনুবর্ত্তী হইয়া এসো, জগতস্থ সকল সম্প্রদায়ের প্রাণের ঠাকুরের ভিতরে, আমাদের প্রাণের ঠাকুরের বিকাশ বিভূতি বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হই। তাহা হইলে কালে এ বিসম্বাদী মনের নাশ করিয়া তাঁহাতে মিলিত হইতে পারিব। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার সকল অবস্থার ভিতর হইতে, আমাদের ভিতরের ভাব অনুরূপে দর্শন দিয়া, আমাদের ভ্রান্তি দূর করিবেন। ভ্রান্তি ক্ষয়ে যাহা দেখিব, তাহাই তিনি; নতুবা এ ভ্রান্তি পূর্ণ প্রাণে, তিনি ছাড়া কেহই, বিশ্বাসে আনিয়া দিতে পারে না যে, তিনি দেখিবার বস্তু বা দেখা পাইলেই, তাঁরে চেনা যায়। ক্রমশঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

| ২১শ ভাগ। | " এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮২০। |
|---|---|---|
| ২য় সংখ্যা। | শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ " | জ্যৈষ্ঠ মাস। |


## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

### অথ প্রকীর্ণক প্রকরণং।

ঊনং বাভ্যধিকং বাপি লিখেদ্যো রাজশাসনম্।
পারদারিকচৌরং বা মুঞ্চতো দণ্ড উত্তমঃ ॥ ১

যে ব্যক্তি রাজ নির্দ্ধারণ কমাইয়া অথবা বাড়াইয়া লিখে, কিম্বা ব্যভিচারী বা তস্করকে ধৃত করিয়া রাজ-হস্তে সমর্পণ না করিয়া নিজেই ছাড়িয়া দেয় তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে।

অভক্ষ্যেণ দ্বিজং দূষ্যন্দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
মধ্যমং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং প্রথমং শূদ্রমর্দ্ধকম্ ॥ ২

মূত্র পুরীষাদি অভক্ষ্য পদার্থ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইয়া যে ব্রাহ্মণকে দূষিত করে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি এরূপ আচরণ করিলে যথাক্রমে, মধ্যম, প্রথম ও প্রথমার্দ্ধ সাহস দণ্ড বিধান করিতে হইবে।

কূটস্বর্ণব্যবহারী বিমাংসস্য চ বিক্রয়ী।
অঙ্গহীনস্তু কর্ত্তব্যো দাপ্যশ্চোত্তমসাহসম্ ॥ ৩

যে ব্যক্তি (স্বর্ণকার) নিকৃষ্ট স্বর্ণ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ব্যবহার করে, অথবা যে কুক্কুর মার্জ্জারাদির কুৎসিত মাংস বিক্রয় করে তাহার নাসা কর্ণ ও কর ছেদন করিয়া উত্তম সাহস দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য।

চতুষ্পাদকৃতো দোষো নাপেহীতি প্রজল্পতঃ।
কাষ্ঠলোষ্টেষুপাষাণবাহুযুগ্যকৃতস্তথা ॥ ৪

গো গজাদি চতুষ্পদ জন্তু কর্ত্তৃক মনুষ্য মারণাদি কোন দোষ কৃত হইলে মারণ কালে " সরিয়া যাও " ইত্যাদি বলিয়া সেই গবাদির স্বামী যদি চিৎকার করে তবে সে সেই দোষের ভাগী হইবে না। এই রূপ কাষ্ঠ লোষ্ট্র, বাণ বা প্রস্তর খণ্ড উৎক্ষেপণ অথবা বাহু বা যুগবাহী অশ্বাদি দ্বারা যদি পূর্ব্বোক্ত রূপ অপরাধ কৃত হয় তাহা হইলেও যথা সময়ে " সরিয়া যাও " ইত্যাদি বাক্য উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলে অপরাধীর হিংসাদি অভিপ্রায় না থাকায় কোনও দণ্ড হইবে না।

ছিন্ননস্যেন যানেন তথা ভগ্নযুগাদিনা।
পশ্চাচ্চৈবাপসরতা হিংসনে স্বাম্যদোষভাক্ ॥ ৫

বলীবর্দ্দের নাসা রজ্জু ছিন্ন বা যুগাদি (জুয়া) ভগ্ন হওয়ায় যদি কোন শকট পশ্চাতে (বা পার্শ্বের দিকে) সরিয়া গিয়া কাহারও অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে সেই শকট-স্বামীর কোনও দোষ হইবে না।

শক্তোঽপ্যমোক্ষয়ন্ স্বামী দংষ্ট্রিণাং শৃঙ্গিণাং তথা।
প্রথমং সাহসং দদ্যাদ্বিক্রুষ্টে দ্বিগুণং তথা ॥ ৬

গজাদি দংষ্ট্রাযুক্ত বা গবাদি শৃঙ্গ যুক্ত জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তৎস্বামী যদি সামর্থ্য সত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তিকে মুক্ত না করে তবে তাহার প্রথম সাহস দণ্ড

হইবে। আক্রান্ত ব্যক্তি চিৎকার করিলেও যদি সে না যায় তাহা হইলে দণ্ড তাহার দ্বিগুণ হইবে।

অরিং চৌরেত্যভিনদন্ দাপ্যঃ পঞ্চশতং দমম্।
উপজীব্যধনং মুঞ্চংস্তদেবাষ্টগুণীকৃতম্॥ ৭

যদি কেহ নিজ বংশের কলঙ্কের ভয়ে কোন ব্যভিচারীকে "চৌর! চৌর" বলিয়া ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার পঞ্চশত পণ দণ্ড হইবে। যদি কেহ উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দেয় তবে গৃহীত অর্থের অষ্টগুণ অর্থ দণ্ডে তাহাকে দণ্ডিত করিবে।

রাজ্ঞোঽনিষ্ট প্রবক্তারং তস্যৈবাক্রোশকারিণম্।
তন্মন্ত্রস্য চ ভেত্তারম্ ছিত্বা জিহ্বাং প্রবাসয়েৎ॥ ৮

যদি কেহ রাজার অনিষ্টের কথা বলে বা রাজনিন্দা করে, অথবা রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেয় তবে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।

মৃতাঙ্গ লগ্নবিক্রেতুর্গুরোস্তাড়য়িতুস্তথা।
রাজ যানাসনারোঢ়ুর্দণ্ড উত্তমসাহসঃ॥ ৯

যে মৃতশরীর সংলগ্ন বস্ত্র পুষ্পাদি বিক্রয় করে, কি গুরু জনকে তাড়না করে, অথবা বিনা অনুমতিতে রাজার গজাশ্বাদিতে আরোহণ বা সিংহাসনাদিতে উপবেশন করে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড বিধি।

দ্বিনেত্রভেদিনো রাজদ্বিষ্টাদেশ কৃত স্তথা।
বিপ্রত্বেন চ শূদ্রস্য জীবতোঽষ্টশতো দমঃ॥ ১০

যদি কেহ ক্রোধাদি বশতঃ অপর কাহারও নেত্রদ্বয় নষ্ট করে; কিম্বা গুরু আদি হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যতীত অপর কোনও জ্যোতির্ব্বিৎ রাজার সমক্ষে অচিরে তোমার রাজভঙ্গাদি হইবে এইরূপ প্রচার করে; অথবা যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় সূত্র ধারণাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তবে তাহাদের প্রত্যেককে অষ্টশত পণ দণ্ড দিতে হইবে।

দুর্দ্দিষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্দ্বিগুণং দমম্॥ ১১

সভাসদগণ যদি লোভাদির বশে কোন ব্যবহারে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমত বিচার না করেন তবে রাজা স্বয়ং তাহা দেখিবেন এবং দোষী প্রমাণিত হইলে ব্যবহারে জয়ী সহ সমস্ত সভ্যগণকে পরাজিত ব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

যো মন্যেতাজিতোঽস্মীতি ন্যায়েনাপি পরাজিতঃ।
তমায়ান্তং পুনর্জিত্বা দাপয়েদ্দ্বিগুণং দমম্॥ ১২

যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে পরাজিত হইলেও "আমি পরাজিত হই নাই" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া পুনরায় ধর্ম্মাধিকরণে আসে, তাহাকে ন্যায় বিচারে পরাস্ত করিয়া পূর্ব্ব দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিবে।

রাজ্ঞাঽন্যায়েন যো দণ্ডো গৃহীতো বরুণায় তম্।
নিবেদ্য দদ্যাদ্বিপ্রেভ্যঃ স্বয়ং ত্রিংশদ্ গুণীকৃতম্॥ ১৩

লোভ বশতঃ যদি রাজা অন্যায় পূর্ব্বক কাহারও নিকট হইতে দণ্ড গ্রহণ করেন তবে সেই দণ্ডের ত্রিংশৎ গুণ অর্থ বরুণ দেবের নামে সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন। এবং সংগৃহীত দণ্ড দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ইতি

ব্যবহারাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

## প্রতিমা পূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পুরাণ পাঠে সকলেরই অধিকার আছে। এবং পুরাণের বহু স্থানে ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আর্য্য জাতির বর্ণ ভেদে অধিকার ভেদ থাকিলেও প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে কেহই বঞ্চিত থাকেন নাই। পুরাণেই লিখিত আছে—

দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতং।
বর্জ্জিতং ভূততন্মাত্রৈ গুণ জন্মাশনাদিভিঃ॥
স্বপ্রকাশং নিরাকারং সদানন্দমনাদি সৎ।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং।
তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদং॥

এই রূপ ব্রহ্মস্বরূপ অবধারিত করিয়া ও জন সাধারণের দৃষ্টি পাথে এই ব্রহ্মরূপ রাখিয়াও আর্য্য

ঋষীগণ কেন কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনা করিতে উপদেশ দিলেন এবং জন সাধারণই বা কেন প্রকৃত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমাতে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে উৎসাহিত হইল? আর্য্যমনীষিগণ দেখিয়াছিলেন এবং জন সাধারণও বুঝিয়াছিল যে এ ব্রহ্মস্বরূপ সাধারণ বুদ্ধির অনায়ত্ত; নিরাকার ঈশ্বর সাধারণ চিন্তার অনধিগম্য। সেই কারণে আর্য্য ধর্ম্ম প্রযোজকগণ আকার কল্পনা করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, "অমূর্ত্তে চেৎ স্থিরো ন স্যাত্ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ"। যদি অমূর্ত্ত মনোমধ্যে স্থির না থাকে তাহা হইলে মূর্ত্তের অনুধ্যানই বিধেয়। ইহাতে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের ন্যূনতা ঘটিল না। খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্মও যেরূপ ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝেন আর্য্য জনসাধারণও তাহাই বুঝিল, কেবল মাত্র উপাসনার পদ্ধতিতে পার্থক্য ঘটিল। উপাসনা গৃহে মুদিত নয়নে শূন্যমনে নিরাকার চিন্তা করিয়াই উপাসনার পরিসমাপ্তি হইল না। যাহাতে মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়গণ মুগ্ধ হয়, হৃদয়ে আনন্দ হয়, তাহারই বিধান বদ্ধ হইল। মানবের মন ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত হইল। প্রতিমা পূজা প্রবর্ত্তিত হইল। ইহা পুত্তলিকার পূজা নহে। পুত্তলিকার প্রাণ নাই, কিন্তু প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্য্যগণ তাহার পূজা করিয়া থাকেন। জড় মূর্ত্তিতে চিন্ময়ী শক্তির উদ্বোধন করিয়া তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকেন।

স্পর্শানুকূল সূর্য্যকান্ত মণি যেরূপ সৌরকরানুপ্রবেশে দাহিকা শক্তি বিশিষ্ট হয়; সূর্য্যরশ্মি সহযোগে শশধরের যেরূপ স্নিগ্ধ মধুর ভাব প্রকাশিত হয়; স্বভাব মলিন লৌহ যেরূপ অগ্নি সংযোগে অগ্নিবর্ণ হয়; প্লাটিনাম্ তার যেরূপ তড়িচ্ছক্তি সঞ্চারে জ্বলদনলভাস্বর হইয়া উঠে; জগদ্ব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের জ্যোতির অনুপ্রবেশে কল্পিত মূর্ত্তিও সেই রূপ প্রভাভাস্বর হইয়া উপাসকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। উপাসক তখন মনের আবেগে, ভক্তির আবেশে, প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে, প্রাণের প্রেমোল্লাসে, কণ্টকিত কলেবরে ধূল্যবলুণ্ঠিত হন। ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের প্রথম প্রশস্ত সোপান।

সকল মানবই সমপরিমাণে মানসিক শক্তির অধিকারী নহে। ব্যক্তি ভেদে মানসিক শক্তির বিশেষ ন্যূনতাধিক্য লক্ষিত হয়। মার্জ্জিত মস্তিষ্ক পণ্ডিত এবং নিরক্ষর মূর্খের মানসিক শক্তি একরূপ হইতে পারে না। যে বিষয় পণ্ডিতের পক্ষে অনায়াস বোধ্য তাহাই মূর্খের পক্ষে দুর্ব্বোধ। একজন নিরক্ষর মূর্খকে কোন একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যতই বিশদ্ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা কর না কেন সে তাহা ধারণায় আনিতে পারিবে না। অধ্যাত্ম তত্ত্বের পক্ষেও সেই কথা; "আত্মার দুঃখ নাই, শোক নাই" প্রভৃতি গীতার জ্ঞানসার মূর্খের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নিরাকার ঈশ্বরের যে মহিমা এবং মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন মূর্খ তাহা বুদ্ধিস্থ করিতে পারিবে না। মানব মণ্ডলীতে জ্ঞানেরও পরিমাণ ভেদ আছে। চরম জ্ঞান সুশিক্ষিত মস্তিষ্কের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির আয়ত্ত হইবার নহে। যদি কেহ বলেন ধর্ম্মকে সকল শ্রেণীর বুদ্ধির উপযোগী করা উচিত তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধি অর্থাৎ ক্ষুদ্র বিষয় গ্রাহিণী বুদ্ধি যত টুকু তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে তত টুকু তত্ত্বই ধর্ম্মের প্রাণ হইবে। তাহা হইলে তত্ত্বের প্রকৃত অর্থটী লুকাইয়া রাখিতে হইবে; জ্ঞানের মাত্রা সঙ্কীর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ করিতে হইবে। ধর্ম্ম অধ্যাত্ম জগতের সীমা স্পর্শ করিতে পারিবে না। এরূপ সর্ব্ববুদ্ধি গ্রাহ্য ধর্ম্ম জগতে নাই। আধুনিক খৃষ্টান প্রভৃতি একেশ্বরবাদিগণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোককে সমানাধিকার দিয়া ধর্ম্মকে সাধারণ গ্রাহ্য করিতেছেন বলিয়া উদারতা ও শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের ধর্ম্ম নিম্ন শ্রেণীর বুদ্ধির উপযোগী নহে। মার্জ্জিতবুদ্ধি অধিগতশাস্ত্র জ্ঞানীর ধ্যেয় বস্তু সাধারণের ধারণার

বিষয়ীভূত করিতে গেলে জন সাধারণ শুকপক্ষীর শ্লোকাবৃত্তির ন্যায় কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দমাত্র শিখিয়া রাখিবে, অধ্যাত্ম জগতের বিমল জ্যোতি তাহাদের মনে কখনও সমুদ্ভাসিত হইবে না। একেশ্বর বাদিগণের মধ্যে যাহারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেই বুঝিতে পারা যায় ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কত অপরিস্ফুট। ঈশ্বরের মহনীয় তত্ত্ব তাহাদের বুদ্ধির স্পর্শাতীত। সুতরাং একেশ্বর বাদের আলোক-বর্ত্তিকা অজ্ঞানের অন্ধকার সামান্য স্থান হইতে অপসারিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত করিতেছে মাত্র। কিন্তু আর্য্য মহর্ষিগণ এরূপ নাম মাত্র মহদ্ধর্ম্মের ছায়ায় সাধারণকে আশ্রয় দেন নাই। তাঁহারা মানুষের অবস্থা ভেদে বিচক্ষণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, মানুষের অধিকাংশ জ্ঞানই শিক্ষাকে অপেক্ষা করে। সকল শিক্ষারই আরম্ভ, উন্নতি ও পরিসমাপ্তি আছে। অধ্যাত্ম জ্ঞানও শিক্ষার অনপেক্ষ হইতে পারে না, এবং কেবল মাত্র মানসিক শিক্ষাই অধ্যাত্ম জ্ঞান বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে। আত্মা এবং মন উভয়েরই ঈশ্বরাভিমুখিনী শক্তির যাহাতে বিকাশ হয় তদ্বিষয়ে যত্ন লইতে হইবে। এবং প্রতিমা পূজাই এ শিক্ষার প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয়। প্রতিমা পূজাই এ শিক্ষার আরম্ভ এবং মুক্তি এ শিক্ষার পরিসমাপ্তি। সেই কারণে মনস্তত্ত্ব পণ্ডিত আর্য্য মনীষিগণ মানসিক শক্তি ভেদে উপাসনার বিভিন্নতা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন তাঁহারা তাঁহাদের ধারণার উপযোগিনী পূজা করিবেন; ধাতু শিলা দারু মৃত্তিকা প্রভৃতির দ্বারা দেব প্রতিমা নির্ম্মিত করিয়া তাঁহারা ভগবদুপাসনা করিবেন। যাঁহাদের মানসিকী বৃত্তি গুলি অপেক্ষাকৃত পুষ্টি লাভ করিয়াছে তাঁহারা প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা তেজোময় অগ্নিতে তেজোনিধান ঈশ্বরের স্বরূপতা নিরীক্ষণ করিবেন। যাঁহাদিগের মানসিকী শক্তি এই রূপে প্রকৃষ্ট ভাবে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে তাঁহারা আত্মহৃদয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা করিবেন; এবং যাঁহাদের আত্মা ও মন উভয়েরই শক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাঁহারাই ঈশ্বরের বিদ্যমানতা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে পারেন। যথা—

অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবো হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতো হরিঃ॥

অন্যত্র ভগবদুক্তিতেও এই কথা প্রকাশিত হইয়াছে; যথা—

অগ্নৌ ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাহং মনীষিনাং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামস্মি সর্ব্বতঃ॥

এই রূপে মানসিকী শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ ভেদে উপাসনার পদ্ধতি ভেদ ঘটিয়াছে। আর্য্য মহর্ষিগণ বিভিন্ন শক্তি সাধকের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া, মানুষের রুচির বিভিন্নতায় ক্রিয়ার বিভিন্নতায়, উপাসনার পদ্ধতি ভেদ হয়। আর্য্যের সর্ব্বদেশ দর্শিনী বুদ্ধি উপাসনাকে সর্ব্বাবস্থার উপযোগিনী করিয়া গিয়াছে। ফলতঃ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, মানব যে ভাবেই বিভোর থাকুক না কেন, তাহার হৃদয়ে ঈশ্বর ভক্তির বীজবপন করা উচিত। সেই জন্যই সাধারণতঃ সত্ত্বরজস্তম ভেদে তাঁহারা পূজার পদ্ধতিও ত্রিবিধ করিয়াছেন, এবং বিভিন্ন ভাবাক্রান্ত উপাসক গণের সহজ মনোবৃত্তির অনুরূপিণী বহুবিধ মূর্ত্তির বিকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

## সংসার-সাধন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান সংসার এরূপ ভাবে ছিল না। স্রষ্টার কল্পনা মধ্যে এই সৃষ্টি নিহিত ছিল। কল্পনাই সংসার সৃষ্টির কৌশল ও কুশল রক্ষা করিতেছে। সৃষ্টিজাত প্রাণীর সহিত, প্রাণিবর্গের দেহ মন প্রাণ তৃপ্তিকর বহুবিধ পদার্থাদি দেশকাল পাত্রাদির পরিবর্ত্তনের সহিত পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। পরিণামশীল পার্থিব প্রাণী পদার্থের পরিবর্ত্তন হইলেও, এক কালীন কাহারও অস্তিত্ব শূন্য হয় না। কালের পরিণতিতে যুগযুগান্তর হইতে প্রাণী পদার্থের পরমার্থ-

গত পরমাণুগুলি ধীরে ধীরে সেই আদি সৃষ্টিশক্তিতে বিলীন হইয়া, পার্থিবভাবমিশ্রিত পরমাণুগুলি পর্য্যায়-ক্রমে সৃষ্টির কার্য্যার্থ সংসারে প্রকাশিত হয়। এই রূপে ত্রিগুণমিশ্রিত অবস্থায়, পার্থিব জীব জন্তুর সহিত, সকল সাংসারিক দৃশ্যগত বস্তুর গতি, সেই পরম মহা-শক্তিতে সংমিশ্রিত হইতেছে। কালের গতিতে যুগে যুগে এই রূপে সকল পদার্থের সার স্বচ্ছাংশ তাঁহাতে গিয়া, শরীর গঠন উপযোগী স্থূল অস্বচ্ছাংশ সংসারের কার্য্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কার্য্যই এই সাক্ষাৎ সংসার। সংসার কার্য্যে তাঁহার শক্তি ওতপ্রোত ভাবে সতত অবস্থিত। এই অবস্থিতিই, সৃষ্টির স্থিতি শক্তি। সেই শক্তিতেই এই পাঞ্চভৌতিক পদার্থের বিচিত্র ভাবে বিশ্বময় বিচরণ। বিশ্বস্থ সকল বস্তুতেই, সেই বিশ্বস্রষ্টার অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়া শক্তি জাজ্বল্যমান। সেই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া, বাহ্য বৃত্তি ভোগ কার্য্য নির্ব্বা-হার্থ, জীবগণ এই সংসার ক্ষেত্রে গমনাগমন করিয়া থাকে। গমনাগমন মধ্যে, জীব পরমাণুর অবিরাম আভ্যন্তরীণ সংস্কার লয়, অবিরাম গতিতে হইয়া থাকে। সাংসারিক সকল কার্য্যেই সেই অনন্ত লয় উদ্দেশ্য সন্নিবেশিত আছে। কোন কার্য্যই অকারণ অনুষ্ঠিত হয় না। যাহার যে রূপ সংস্কার কার্য্য, ক্রমান্বয়ে সংসার পথে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশিষ্ট থাকে, সেই সেই কার্য্য কারণ সূত্রাবদ্ধ হইয়া, সে তাহার তদ্রূপ কার্য্য-সাধন-শরীর লাভ করিয়া থাকে। বাহ্য আকার প্রকার নিহিত কর্ম্ম সংস্কার, আপনা আপনি স্বভাব সূত্রে সংজড়িত হইয়া যায়। যতকাল পর্য্যন্ত শরীরগত সুখ চেষ্টার অপলাপ না হয়, ততদিন তাহার ভোগ সুখ তৃপ্তি কারণে, কোন না কোন সংসার দেহ-ধারণ অপরিহার্য্য। সংসার আব্রহ্ম ভুবন ব্যাপী জীবের সাধন ক্ষেত্র। ভাব স্বভাব-অনুরূপ, জীবের অভুক্ত অন্তর অণুপরমাণু গুলি, এই রূপে সৃষ্টি শক্তির নিয়ত অবস্থিতির কার্য্য রক্ষা করিতেছে বলিয়া, এ বিশ্ব এরূপ সদা বৈচিত্র্য পূর্ণ। জীবের প্রকৃতিগত ভাব ভিন্নতায়, সংসারস্থ কোন জীবের দেহ গঠনে ঐক্য দেখা যায় না। দেহানুরূপ জীবের ভাবগত মনের গতি, সতত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য্যরত। মনের ও দেহের অনন্ত বিভিন্নতায়, এ সংসারে সতত বিচিত্র ভাবের কার্য্যলীলা হইয়া আসিতেছে। এ সংসার, অনন্ত কার্য্যলীলা সমাধা ক্ষেত্র। প্রবৃত্তি ভিন্নতায় সকলের পক্ষেই এ সংসার সাধন ভূমি। উৎকর্ষ লাভই সাধন। বৃত্তিগত কার্য্যান্তে, নিবৃত্তি গত সংস্কার জীবে আপনা আপনি আসে। ইহার জন্য কোন নূতন চেষ্টা চরিত্র করিতে হয় না। অন্তরগত পুরাতন সংস্কার আজ্ঞা চালিত হইয়া, সংসার জীবন শেষ মুখী হইলে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপথ আশ্রয় করে। নিবৃত্তির কার্য্য, নিবৃত্তি। নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তি প্রকৃতিস্থ হয়। প্রবৃত্তি প্রকৃতিস্থ করণ উপায়ের নামই সাধন। সাধনা, প্রবৃত্তিগত। প্রবৃত্তির পরিপাকে, সাধনার পরিণতি। প্রবৃত্তি-কার্য্য-পরিত্যাগীর প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি আশ্রয় করিলে, কালে স্বতঃ প্রবৃত্তি প্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে, অনন্ত এই প্রবৃত্তি কার্য্য-রত থাকিয়া, নিবৃত্তি অনুরাগ পোষণ করিতে পারিলে, সাধক প্রাণে নিবৃত্তির আলোক আসিতে থাকে। নিবৃত্তির দূরস্থিত আলোক, প্রবৃত্তির অন্তরস্থিত মহান্ অন্ধকার আপনা আপনি হরণ করিতে থাকে। এই ঘন-তম অবস্থার ক্ষীণ স্থিতিতেই, প্রবৃত্তিগত পাপ পুণ্যের কার্য্য সংস্কার জাগরূক হয়। আলো অন্ধকারের এই একত্র অবস্থিতি স্থান, সংসার। সংসারকার্য্য মধ্যে এতদুভয় অবস্থায় সমান ভাবে দৃষ্টি রাখাই, জীবের সাধন। তাই বলি, সংসারই সাধন।

সংসারে আসিয়া "নিছক" আলো বা "নিছক" অন্ধকার অনুভব করিবার উপায় নাই। দেহ থাকিতে সাধকের উভয় অনুভূতিই থাকিবে। তবে কার্য্যগত বুদ্ধি বিচারণার তারতম্যে, কেহ আলোর অংশ অধিক বা কেহ অন্ধকারের পরিসর বহুবিস্তৃত অনুভব করিবে। কিন্তু একের এক কালীন অন্তর্ধান, কেহই ধ্যানে আনিতে পারিবেন না। কেন না সৃষ্টি মূলে, এই

আলো অন্ধকারের প্রকাশ স্থিতি, এক সূত্রে গ্রথিত । সুতরাং কর্ম্ম সূত্রাবদ্ধ যোনি-জীব-দেহ থাকতে, এই উভয়বিধ সংস্কারই থাকিয়া যায় । এবং যে ভাবের সংস্কার কার্য্য, যে জীবে যত অধিক হইয়া যায়, সে তত অধিক তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই লয় বা তাহা হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হয় । অর্থাৎ পুণ্যাধিক্যে পাপে অরুচি হইলে, পাপের অনুষ্ঠান অভাবে দেহাবসানে পুণ্যময়ে মিলন ; আর পাপাধিক্যে পুণ্যে অনাস্থা হেতু, পাপের সদা অনুষ্ঠানে এই পাপাধিক্য পুরে আগমন হইয়া থাকে । উননে ইন্ধন সংযোগের অভাব হইলে, জ্বালিত কাষ্ঠ জ্বলিয়া নিবিয়া যায় ; সংযোগ থাকিলে নিয়ত জ্বলিতে থাকে । সাধু দেহী বিবেক উদিত সংস্কারে জন্মান্তরীণ পাপতাপ স্মরণ করিয়া, ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে হইতে, এই ত্রিতাপ জ্বালা শেষ করিয়া যান, আর পাপ শরীরী ভোগানন্দে ইন্দ্রিয় সুখকর বস্তু আহরণ করিতে করিতে ভোগ আসক্ত প্রাণে চিতা অনল আশ্রয় করি বলিয়া, তাহার জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয় না । চিতা ধূমের সহিত, আবার তার জড় ধূম দেহের সমবায় হইতে থাকে । এ সৃষ্টির লীলাই এই । এ লীলা খেলা কার্য্য শেষ করণ ইচ্ছাই সাধন । সাধনার সহিত শেষ দিনের গতি মুক্তি কথা, দিবারাত্র স্মরণ থাকিলে, সাধকের ভোগ সুখের কর্ম্ম রোল কমিয়া আসে, ও অনাহত পুরের নিয়ত উত্থিত বিবেক বাণী, শ্রুতিপুটে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে । এই প্রতিধ্বনিই, যথার্থ শিব উক্তি । এই উক্তি আদেশে এই দেহ যাত্রা কর্ম্মশীল থাকিলে, সংসার সাধন সহজে সংসাধিত হয় ও সর্ব্ব কর্ম্ম মধ্যে তাঁহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া অনুভবে আসে । এতদ্রূপ অনুভবই আত্ম জ্ঞান । আত্মজ্ঞানে জন্মান্তরীয় কর্ম্মপাশ গ্রন্থির শিথিল ও আপন বিমুক্তি বোধের বৃদ্ধি হইতে থাকে । বিবেক বর্দ্ধিত এই বোধই, বোধ । এই বোধে, এই সংসার কর্ম্মে রত থাকাই, সংসার সাধন বলিয়া মনে হয় । এতৎ প্রতিকূল অনুষ্ঠানই, সংসার বন্ধন । ইহ সংসারের সকল কর্ম্মই ভাব ভেদে মুক্তি ও বন্ধনের কারণ । কর্ম্মের সহিত মন মজিয়া যাওয়া বন্ধন ও ভাসা ভাসা কর্ত্তব্য বোধে তাহার সাধনেই মুক্তি । দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ কারক কর্ম্মে, আপন কর্ত্তৃত্ব বোধ না থাকিলে, কর্ম্মীর কর্ম্ম, মুক্তির বাধক না হইয়া, সাধক হইয়া থাকে । সংসার কর্ম্মে কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব বোধ না থাকিলে, সংসার শৃঙ্খলা শূন্য হইয়া পড়ে । সংসার শৃঙ্খলা রক্ষা করিব বলিয়া, কর্ত্তৃত্ব পোষণ করিলে, পাশ মুক্তি কিছুতেই অধিকারে আসে না । যাঁহার সংসার তিনিই করিবেন বোধে, আপনাহং তাঁহাতে অর্পণ করিয়া শৃঙ্খলা দৃষ্টি শূন্য হইলে, সাধকের সংসার আপনা আপনি শৃঙ্খলা যুক্ত হইয়া পড়ে ; কোথা হইতে ভূতে যেন, তাঁহার অভাব পূরণ করিয়া যায় । যেখানে যে বস্তুর সমবায় হইলে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেইখানে সেই সেই বস্তুর সমাবেশ, সেই সর্ব্বেশ্বরের কৃপায় যুগযুগান্তর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে । তুমি আমি তবে কেন, এই দু দিনের কর্ম্ম সাধন সংসারে নিমিত্ত কর্ম্মের অধীন হইয়া আসিয়া নিজ সংকীর্ণ-মোহ ভ্রমে অনন্ত কালের জন্য মায়াধীনে অবস্থান করি ? এই একটু আপনাহং লক্ষ্য লাঘব হইলে যদি সেই মায়াধীশ মাধবের প্রিয় হইতে পারা যায়, তবে তাহা না করিয়া এ সংসার সাধন কার্য্যে আমি কর্ত্তা হই কেন ? এই 'কেন'র যথাযথ সমালোচনা করিয়া প্রাণের অশান্তি অপনোদনার্থ এ অভাগার এই "সংসার সাধন" ।

এ সংসার সর্ব্ব প্রকার পাপী তাপীর এক মাত্র আরাম স্থান । এই স্থানে আসিয়া সকলকেই সেই স্থানে যাইতে হয় । কেহই এখানে না আসিয়া সেখানকার লোক হইতে পান নাই । সেখানকার লোক এখানে আসিয়া এখানকার লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়াই এখনকার লোক, এ লোকের এত আদর যত্ন করিয়া থাকে । সে লোকের লোকই, এ লোকের লোক সৃষ্টি কার্য্য কৌশল শিখাইয়াছেন । তবে এ লোকের লোক কার্য্যে, এত পাপ তাপ অনুতাপ আনয়ন করিল

কে ? সে লোকের লোকই যদি এ লোকের সকল বিধি ব্যবস্থার মূল হন, তবে এ লোকের লোক সভাবে এত স্থূল ভুল আসিল কিরূপে ? এতদুত্তরে আমার প্রাণে এই আসে, সে লোকের লোক দেবে আমাদের কৃতজ্ঞতার অভাবই, সকল অনর্থের মূল। সে লোকের লোক, এ লোকে আসিয়া এ লোকের শান্তি সংকেত রূপে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এ লোকবাসীর যথেষ্ট। সে লোকে এ লোকে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া এ লোকের কার্য্য সম্পন্ন হইলে সে লোকের বিচারে অক্লেশে মুক্তি পাওয়া যায়। সে লোকে বিচার, এ লোকে আচার। আচারে বিচার থাকিলে, বিবেক বিচারের অভাব আপনা আপনি ঘুচিয়া যায়। কিন্তু সে বিবেক বিচারের শান্তি বাণী শুনিবে কে ? আচারে বিচার রাখিয়া যে শুনিবে, সে কোথায় ? বিচারে বিতণ্ডা আনিয়া সে তো অনেক কাল মরিয়া গিয়াছে। যে আছে সে তো মরিয়া দানা পাইয়া আপন ভাবে যদৃচ্ছা কর্ম্মরত হইয়াছে। তবে তাহার শান্তি আসিবে কোথা হইতে ? তাই সে তাহার জ্ঞানে, সদাই বলে সংসারে শান্তি নাই। সত্য ত্রেতা দ্বাপর সকলেই এই সংসার পথ আশ্রয় করিয়া শান্তি অমিয় পান করিতে করিতে সেই শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন। আর তুমি আমি এই ঘোর কলিকালে স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া সে পথে কণ্টক দিয়া বলিতেছি, এ পথ বড়ই দুর্গম, এ পথ ধরিয়া সে পথে যাইবার আশা ভরসা নাই। আমাদের "আমির" অসদাচারে, আমাদের পঙ্কিল "আমি" আরও পঙ্কপ্রোথিত হইয়া পড়িতেছে। একবার ভাবি না, আমি কে ? আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি ? তলাইয়া না দেখিয়া বেশ মুক্ত কণ্ঠে বলি, আমি ব্রাহ্মণ। আচার অনার্য্য হইয়া, ব্যবহার জগতে আর্য্য বলিতে দশ মুখ খুলিয়াছি। আর্য্য বলিলে অপরাপর যুগে যে অর্থ বুঝাইত, যে একটা শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব সম্পন্ন জাতি বুঝাইত, এখন এই কলিমল পরিপূরিত ঘোর স্বেচ্ছাচার সমন্বিত সকল শাস্ত্রীয় ভাব বিহীন সর্ব্ব বিধানে ইহ পারলৌকিক সকল আচার নীতি ও ধর্ম্ম-বিপ্লব-গ্রস্ত দিনে সেই জাতীয় ভাবরস গৌরবান্বিত ধীর গভীর চিন্তা শীল, আত্মপর ভাব বিবর্জ্জিত পরস্পর এক সূত্রাত্মা সম্ভূত সংস্কারে পরস্পর পরস্পরের মানাপমান দায় অদায়, সুখে দুঃখে সমভাবে কায় মনোবাক্যে মঙ্গল চেষ্টা পরায়ণ কেমন এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় জাতি বলিয়া প্রতীত হইত, তেমন কৈ তো বুঝায় না। সেই ব্যাস বাল্মীকি বশিষ্ঠ পরাশরাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ প্রদর্শিত পন্থানুগামী শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ বংশের বংশধর বলিয়া কৈ তো কিছুতেই আমাকে দেখায় না। যুগযুগান্তরের লোক পরম্পরাগত ঐতিহাসিক পুঁথিগত ভাবে পরস্পরের পূর্ব্ব পুরুষ বর্গের বাচনিক শিক্ষায় বিদিত না হইলে জানি না বলিতে পারিতাম কি না যে, আমরা সেই আর্য্য সন্তান। ভাগ্য ক্রমে বাল্যকাল হইতে আমরা বংশাবলী ক্রমে আমাদের নামের গৌরব কার্য্যতঃ না হউক, বাচনিক ভাবে বলিতে এক কালে ভুলি নাই। উপস্থিত বল্লালী কুলীন ভায়াদের মত, কোন গুণে গুণান্বিত না হইয়া সেই সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ তপস্যাতৎপর যোগজ্ঞান ধর্ম্মনিষ্ঠ ভগবান্ ভরদ্বাজ, কশ্যপ শাণ্ডিল্যাদি সাধু মহাত্মা বর্গের কুলতিলক আর্য্য আমি বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। আহা। আমরা সেই আর্য্য, যে আর্য্য আচার ব্যবহারে, আবাল বৃদ্ধ বনিতায় এক ভাবানুবদ্ধ হইয়া এই জরামরণ সঙ্কুল প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসার জীবন মধুময় করিয়া ভাবায় এক অপূর্ব্ব অমিয় পূরিত পবিত্র নামকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা স্মরণ করিলেও এই আমাদের বিচারের ঘোর অশান্তিপূর্ণ সংসারবাস শ্রেয়ঃ শান্তিময় বলিয়া প্রাণে প্রতীতি জন্মে। এই কেমন একটা প্রত্যয় আসে বলিয়াই, তুমি আমি অনেকেই দ্বেষ হিংসাদি জঘন্য বৃত্তি পূর্ণ স্বভাবে সাহংকারে আপনা ছাপিয়া সাধারণের নিকট স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্য পরায়ণ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইতে হৃদয়ের অনন্ত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা সদৃশ দুরন্ত সাংসারিক পীড়

গোপন করিয়া কপট ভাবে কলি সংসার সাধন করিয়া যাইতেছি। একবার ভাবি না, যে কালের সংসারের সহিত এ কালের সংসার সাধন কত কঠিন! বেশ ইন্দ্রিয়ারাম ভোগসুখের মুখাপেক্ষী হইয়া সেই সাধু মহাত্মা বর্গের স্বাভাবিক শাস্ত্রীয় সংস্কার সুনীতি মুদ্রিত "সংসার সার ধর্ম্মের" দোহাই দিয়া, আপনাকে বেকসুর বৈরাগ্য ধর্ম্মের "বিভীষিকাময়" পথ হইতে খালাস করিয়া কালক্ষেপ করিতেছি। অহো, একবার যে যার হৃদয়ে হস্ত দিয়া দেখ না যে, হৃদয়ের তন্ত্রীতে২ কি এক অসহনীয় আঘাত লাগিতেছে। একটু নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখি না যে, কি এক অভিনব নরকের দিকে শনৈঃ শনৈঃ পরিচালিত হইতেছি। অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া ভাবিলে, বেশ বুঝিতে পারি, যে যার দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া এই বিষয় বিষ্ঠা ভোজন করিতেছি। পশ্চাৎ দৃষ্টি পাইলে, দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতাম, সংসার পীড়নে পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া শতধা কি ভাবে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। দৃষ্টি নাই, বোধ নাই, এক কালীন সকল সাত্ত্বিক চেতন হারাইয়াছি বলিয়াই, নারকী আমি, এই কালের সংসার ধর্ম্ম সার কর্ম্ম বলিয়া সহস্র মুখে ঘোষণা করিতে লজ্জা বোধ করি না। লজ্জা লজ্জা পাইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে! দোষ কেবল আমাদেরই নয়। আজ কালের লজ্জাহীন ভোগ আরাম আয়াসী শাস্ত্র ব্যাখ্যাতারা আমাদের এ নরক পথের প্রধান নেতা। বেশ হাসিতে হাসিতে, কাল মাহাত্ম্যে তাঁহারা এই কলিরাজের পার্শ্ব পারিষদ হইয়া সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের কালোচিত ব্যাখ্যা করিতেছেন। একটু লজ্জা বোধ নাই, বেশ ধর্ম্মের ভান করিয়া দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। আজ সেই আর্য্য ধর্ম্ম ক্ষেত্রে, অনার্য্য ভাবে অধিকার অনধিকার বিচার বিহীন হইয়া যোগ, জ্ঞান, নীতি ধর্ম্ম কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে, দক্ষিণা ধার্য্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। ধন্য কলি! ইহাঁরাই এ ক্ষেত্রে সিদ্ধ যোগী সাধু বলিয়া পরিগণিত। যোগধর্ম্মও বাজারে হাটে কিনিতে মিলিতেছে। অথবা ইহা দেখিয়া বৃথা কেন মর্ম্মাহত হই। ইহা তো এ যুগের অবশ্য অনুষ্ঠেয় আচার। অনেক কাল পূর্ব্বে সেই সর্ব্বকালবিদ্ মহর্ষিবর্গের লিপিতে উজ্জ্বল অক্ষরে তো ইহা লিখিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

---

# গীতা ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[যদি ও "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি (২।১১) হইতেই গীতার প্রকৃত আরম্ভ তথাপি] প্রথম অধ্যায়ের "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" (১।২) ইত্যাদি হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের "নযোৎস্য ইতি গোবিন্দ মুক্ত্বা তুষ্ণীম্ বভূব হ" পর্য্যন্ত যত গুলি শ্লোক আছে তাহাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ এই শ্লোক গুলিতে প্রাণিগণের সাংসারিক দুঃখের নিদানভূত শোক মোহাদি দোষের উৎপাদক [অহঙ্কারের] কারণ স্বরূপ অবিদ্যার বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অর্জ্জুন যে "কথম্ ভীষ্মমহং সংখ্যে" (২।৪) ইত্যাদি বাক্যে রাজ্য, গুরু, পুত্র, মিত্র, সুহৃৎ, স্বজন, সম্বন্ধী ও বান্ধবে "আমি ইহাদের" ও "ইহারা আমার" এই রূপ মিথ্যা প্রত্যয় স্থাপন করিয়া স্নেহ ও বিচ্ছেদাদি নিবন্ধন মোহ ও শোক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা [এই প্রাণি জগতের দুঃখ ও তৎকারণের] উপলক্ষণ মাত্র। তিনি স্বতএব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও, শোক মোহে তাঁহার বিচার বুদ্ধি ও তত্ত্বানুভব শক্তি মগ্নীভূত হইয়া যাওয়ায় সেই যুদ্ধ হইতে উপরত হইয়া ভিক্ষা বৃত্যাদি রূপ পরধর্ম্মে গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শোক মোহাদি দ্বারা এই রূপ চিত্ত অভিভূত হইলে স্বভাবতঃ সকল প্রাণীই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষিদ্ধ বিষয়ের সেবা করিয়া থাকে। যাহারা স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তও হয় তাহাদেরও কায় মনো বাক্যের কর্ম্ম চেষ্টার পূর্ব্বে ফল [বা কর্ম্ম জন্য

সুখের ] অভিসন্ধি হইয়া থাকে। এবং সেই চেষ্টার মূলে অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এরূপ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা শুভাশুভ অদৃষ্ট সঞ্চিত হওয়ায় উত্তম ও অধম যোনিতে জন্ম এবং সুখ দুঃখাদি ভোগ রূপ সংসার বিনষ্ট হয় না। তদ্দর্শনে ভগবান্ বাসুদেব সংসারের বীজ স্বরূপ শোক মোহের নিবৃত্তি, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্ম জ্ঞান লাভ ব্যতীত অপর কোনও উপায়ে হয় না, এই উপদেশ দিবার ইচ্ছায় সর্ব্ব লোকের প্রতি অনুগ্রহ করণার্থ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া বলিলেন "অশোচ্যানিত্যাদি"।

এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র আত্ম জ্ঞান নিষ্ঠাতেই কৈবল্য প্রাপ্তি হয় না; পরন্তু অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম সহিত জ্ঞাননিষ্ঠা হইতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এবং সমগ্র গীতায় এই অর্থই নিশ্চয় রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা "অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি" (২। ৩৩) "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (২। ৪৭) "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং" (৪। ১৫) ইত্যাদি গীতার বচনও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। [ তাঁহারা আরও বলেন ] বৈদিক কর্ম্মে জীব হিংসাদি করিতে হয় বলিয়া তাহাতে অধর্ম্ম হয়; এরূপ আশঙ্কাও করা উচিত নহে। কারণ ভগবান্ যখন যুদ্ধ-রূপ ক্ষাত্র কর্ম্মে গুরু, ভ্রাতা ও পুত্রাদির হিংসারূপ অতি গর্হিততর কার্য্যও স্বধর্ম্ম বলিয়া অধর্ম্ম জনক নহে, বরং তাহা না করিলে "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" (২। ৩৩) তোমার স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হানি হইবে এবং তুমি পাপ ভাগী হইবে বলিয়া [ ভয় দেখাইলেন ], তখন "যাবজ্জীবাদি" শ্রুতি বিহিত যে সকল কার্য্যে কেবল মাত্র পশ্বাদির হিংসার ব্যবস্থা আছে, সে গুলি যে অধর্ম্ম জনক নহে তাহা পূর্ব্বেই নিশ্চিত রূপে উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

[ কিন্তু ভাষ্যকার বলিতেছেন ] এরূপ সিদ্ধান্ত অসৎ। কারণ কর্ম্ম নিষ্ঠা ও জ্ঞান নিষ্ঠা দুই প্রকার [ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ] বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাদের বিভাগ অর্থাৎ তাহারা যে একত্র অবস্থান করিতে পারে না তদ্বিষয়ক বচনও রহিয়াছে। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" (২। ১১) হইতে "স্বধর্ম্মমপিচাবেক্ষ্য" (২। ৩১) পর্য্যন্ত কতিপয় শ্লোকে ভগবান্ যে পরমার্থ স্বরূপ আত্ম তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই সাংখ্য বা প্রকৃত তত্ত্ব। আত্মা জন্মাদি ষড়্বিকার বর্জ্জিত, সুতরাং অকর্ত্তা এই বাক্যার্থ বিচার দ্বারা যে বুদ্ধি জন্মে, আত্ম বিষয়িণী সেই বুদ্ধির নাম সাংখ্য বুদ্ধি। যে সকল জ্ঞানী পুরুষের সেই বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগকেও সাংখ্য কহে। এই বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া [ "আমি কর্ত্তা", "আমি ভোক্তা" এই রূপ বুদ্ধিতে ] ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক মোক্ষ সাধনানুষ্ঠান নিরূপণ করার নাম যোগ, এবং তদ্বিষয়া বুদ্ধির নাম যোগ বুদ্ধি। যে সকল কর্ম্মীর সেই বুদ্ধি জন্মিয়াছে তাঁহারাই যোগী। ভগবান্ "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" (২। ৩৯) [ এই বাক্যে ] এই দুই বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্বুদ্ধিদ্বয়ের মধ্যে সাংখ্য বুদ্ধ্যাশ্রিত জ্ঞান যোগের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ দিগের যে নিষ্ঠা উদিত হয়, তাহার কথা পরে (৩য় অধ্যায়ে) "পুরা (বেদাত্মনা) ময়া প্রোক্তা" ইত্যাদি বাক্যে পৃথক্ ভাবে তিনি বলিবেন; এবং যোগ বুদ্ধ্যাশ্রিত কর্ম্ম যোগের দ্বারা যে নিষ্ঠা লাভ হয়, "কর্ম্ম যোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি বাক্যে (৩। ৩) তাহাও স্বতন্ত্র ভাবে তিনি বর্ণনা করিবেন। এই রূপে সাংখ্য বুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধির আশ্রিত দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন। কারণ তিনি দেখিয়াছেন যে, জ্ঞানে অকর্ত্তৃত্ব ও একত্ব বুদ্ধি এবং কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব ও অনেকত্ব বুদ্ধি থাকায় [ একই সময়ে ] একই ব্যক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্ম নিষ্ঠার একত্র অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব। জ্ঞান ও কর্ম্মের এই স্বাতন্ত্র্য যেরূপ এখানে (গীতায়) প্রদর্শিত হইয়াছে, "শতপথ ব্রাহ্মণেও" তদ্রূপ দেখান

হইয়াছে। তাহাতে আছে "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি" অর্থাৎ এই [আত্ম]—লোক লাভাকাঙ্ক্ষী ব্রহ্মত্বাভিলাষী জনগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহারা যে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, উদ্ধৃত শ্রুতির শেষ ভাগে তাহারও প্রমাণ আছে; যথা, "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" অর্থাৎ প্রজা (সন্তান) উৎপাদন করিয়া কি করিব? যে লৌকিক সুখের জন্য সন্তান, সেই লোকই যে আমাদের আত্মা! [যিনি সকলই ব্রহ্মময় দেখেন তাঁহার লোকান্তর গমন বুদ্ধি থাকে না, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক সুখ সাধনের প্রতিও তাঁহার অনাস্থা জন্মে। সন্তানোৎপাদন সাংসারিক কার্য্যের উপলক্ষণ মাত্র।] পুনশ্চ তাহাতেই লিখিত আছে যে "প্রাকৃত (ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন) জীব ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবার পর লোকত্রয় সাধন পুত্র ও দুই প্রকার বিত্ত, যথা—পিতৃ লোক প্রাপ্তি সাধন কর্ম্মরূপ মানুষ্য বিত্ত এবং দেব লোক প্রাপ্তি সাধন উপাসনা রূপ দৈব বিত্ত কামনা করিয়াছিলেন।" এতদ্দ্বারা অবিদ্যা ও কামনা যুক্ত জীবেরই পক্ষে শ্রৌতাদি সর্ব্ব কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। [তদনন্তর] "সেই [কর্ম্ম] পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন" এতদ্ বাক্যে আত্ম লোক কামিগণের পক্ষে ব্যুত্থান বা কর্ম্ম পরিত্যাগেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। [সুতরাং দেখা যাইতেছে] জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে এই বিভাগ বচন অপ্রমাণ হইয়া পড়ে।

[এতদ্ব্যতীত] অর্জ্জুন যে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" (৩।১) ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছেন [জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় বাদ সিদ্ধ হইলে] তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। একই ব্যক্তির পক্ষে যে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব অসম্ভব, ভগবান্ তাহা পূর্ব্বে বলেন নাই। অর্জ্জুনও কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, একথা শুনেন নাই। [ভাল, যদি তাহাই হয়] তবে অর্জ্জুন এ কথা গুলি ভগবানে আরোপ করিলেন কি বলিয়া? এ অবস্থায় "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন" এ প্রশ্ন কি মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না? পরন্তু, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই যদি সাধারণ সিদ্ধান্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্জ্জুনের প্রতিও তাহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি উভয়েরই [এক কালীন অনুষ্ঠেয়ত্ব] উপদেশ করা হইত, তাহা হইলে "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্" (৫।১) বাক্যে একতর সম্বন্ধে প্রশ্ন সম্ভব হইত কি? হইত না। কারণ পিত্ত প্রশমনকারী বৈদ্য যদি মধুর ও শীতল দ্রব্য ভক্ষণের উপদেশ দেন, তাহা হইলে "পিত্ত প্রশমনার্থ কোন্ দ্রব্য ভোজন করিব?" এরূপ প্রশ্ন হয় না। পুনশ্চ, যদি বল অর্জ্জুন ভগবদুক্ত বচনের অর্থ বিচারে অসমর্থ হওয়ায় এই প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা হইলেও ভগবান্ প্রশ্নানুরূপ উত্তর দিতেন। তিনি হয় ত বলিতেন, আমি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ের কথা বলিলাম, তুমি কি জন্য এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া [অসংলগ্ন প্রশ্ন করিতেছ?] কিন্তু তিনি [তাহা না বলিয়া] বলিলেন, আমি পূর্ব্বে দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি। সমুচ্চয় বাদ সত্য হইলে এরূপ উত্তর প্রশ্নের অনুরূপ হয় না, এবং তাহা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিতও জ্ঞানের সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে [উল্লিখিত] বিভাগ বচনাদি অপ্রমাণ হইয়া যায়। এবং ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধরূপ কর্ম্ম স্বধর্ম্ম, ইহা অর্জ্জুনের জ্ঞাত থাকায় "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব" এই ভীষণ কর্ম্মে কেন আমায় নিয়োজিত করিতেছ? এ অনুযোগও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। [তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন] এই গীতাশাস্ত্রে শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত আত্মজ্ঞানের একত্রাবস্থান বিন্দুমাত্রও কেহ দেখাইতে পারিবেন না।

যিনি অজ্ঞান বা রাগ দ্বেষাদি বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, যজ্ঞ দান অথবা তপস্যা দ্বারা তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইলে, যখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এক মাত্র সত্য

স্বরূপ ও সম্পূর্ণ কর্ম্ম শূন্য ব্রহ্ম—তদীয় অন্তঃকরণে পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক এই রূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাঁহার কর্ম্ম ও কর্ম্মপ্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও তিনি লোক সকলকে ধর্ম্ম মার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য (লোক সংগ্রহার্থ) যত্ন পূর্ব্বক যথা প্রবৃত্তি কর্ম্ম করিতে পারেন। এ অবস্থায় তাঁহাতে যাহা কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তাহা বস্তুতঃ কর্ম্ম নহে, যাহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হইয়াছে বলিতে পারা যায়। যেমন ভগবান্ বাসুদেবের ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাচরণ মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানের সহিত সমন্বিত হইয়াছে বলা যায় না, বিদ্বান্ ব্যক্তিরও তদ্বৎ কর্ম্ম ফলে অভিসন্ধি ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ না থাকায় তাঁহার কর্ম্মও মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। [কর্ম্ম করিতে করিতে] "আমি করিতেছি" এরূপ চিন্তা তত্ত্ববিদের মনে উঠে না, কিম্বা তাহার ফলের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। যেরূপ স্বর্গাদি ভোগলিপ্সু ব্যক্তি অগ্নি হোত্রাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অগ্নি লইয়া তদ্বৎ কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, কোনও কারণ বশতঃ তাহার দৃঢ় কামনার অর্দ্ধেকও যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠীয়মান অগ্নিহোত্রাদি যেরূপ [কর্ম্ম ফল প্রদানে সমর্থ না হওয়ায়] আর কাম্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না, [ফলাভিসন্ধি না থাকায় তদ্রূপ তত্ত্ববিদও কর্ম্ম করিয়া অকর্ম্মকৃৎ থাকিয়া যান]। ভগবান্ও তাই বলিয়াছেন "কুর্ব্বন্নপি নকরোতি ন লিপ্যতে" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও তাহা করেন না বা তাহাতে লিপ্ত হন না। এই কর্ম্ম সম্বন্ধে "পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং; (৪। ১৫)" কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" (৩ : ২০) প্রভৃতি যে বচন আছে, তাহাও জ্ঞান ও কর্ম্মের পার্থক্য বোধক। যদি জনকাদি প্রাচীন মহাত্মাগণ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, লোক সংগ্রহার্থই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের সহিত মিলিত হইতেছে। এবং এই জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারাই তাঁহারা মুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্ম সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্ম সহিতই মুক্তাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, প্রারব্ধ বশাৎ কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। পরন্তু যদি তাঁহাদের [প্রথমে] তত্ত্বজ্ঞান লাভ নাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম রূপ সাধন দ্বারা তাঁহারা সত্ত্বশুদ্ধি বা জ্ঞানোৎপত্তি রূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত বাক্যের এই রূপ ব্যাখ্যা করা উচিত। এই অর্থই ভগবান্ নির্দ্দেশ করিবেন—"সত্ত্ব শুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি" ইত্যাদি বাক্যে। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (১৮। ৪৬) স্বকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করে, এই কথা বলিয়া ভগবান্ সিদ্ধি প্রাপ্ত জীবের পুনরায় জ্ঞান নিষ্ঠার কথাও বলিবেন—"সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে (১৮। ৫০)। সুতরাং দেখা যাইতেছে গীতায় কেবল মাত্র তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, পরন্তু কর্ম্ম সমন্বিত জ্ঞান হইতে হয় না, ইহাই নিশ্চয়রূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। এবং ব্যাখ্যা কালে ভাষ্যকার ইহা শ্লোক হইতেই দেখাইয়া দিবেন বলিতেছেন।

এক্ষণে ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতা ভ্রান্ত ও মহা শোক-সাগর নিমগ্ন অর্জ্জুনের আত্ম জ্ঞান ব্যতীত অপর কোনও উপায়ে উদ্ধারের আশা নাই দেখিয়া ভগবান্ বাসুদেব তৎ প্রতি কৃপা পরায়ণ হইয়া তাঁহার উদ্ধার মানসে তদীয় আত্মজ্ঞানোন্মেষের নিমিত্ত বক্ষ্যমান্ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ক্রমশঃ।

---

## বিরহ সঙ্গীত।

"পিন্ রোয়ে কো পাইয়া প্রেম পিয়ারে মিৎ।"

* * * * * *

"প্রেম বিনা ধীরজ নেহি বিরহ বিনা বৈরাগ।
নাম বিনা মিটে নেহি মন মনসা কা দাগ॥"

কবির।

যাঁহাকে পাইলে সকল দুঃখের অবসান হয়, যিনি অক্ষয় সুখের

আসিয়া, সেই পরম প্রেমাস্পদকে প্রাণ না কাঁদিলে কি পাওয়া যায়? হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া বিরহের অশ্রুকণা যত দিন না বক্ষে বদন প্লাবিত করে, তত দিন সে প্রাণ জুড়ান ধনকে লাভ করা যায় না। মানব! তুমি অভাব লইয়াই জগতে আসিয়াছ, সে অভাব মিটাইবার ক্রন্দন ছাড়া তোমার আর কি কোনও উপায় আছে? প্রকৃত বিরহ বুদ্ধির উদয় হইলেই তুমি স্বতএব কাঁদিয়া ফেল; তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেই তোমার প্রিয় বস্তু কোনও না কোনও পন্থা অবলম্বন করিয়া তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেন হয় তাহা কি জান? তুমি জান না তোমার ইন্দ্রিয়ের অলক্ষিতে তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী এক জন আছেন, যাঁহার প্রেরণায় তোমার যাবৎ প্রয়োজনীয় পদার্থই আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দিন তাঁহার দিকে তোমার মন যাইবে তুমি সেই দিনই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে শাস্ত্র বিধির মর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন তোমার জীবনের এক মাত্র মহাব্রত হইবে। সে ব্রত সাধনে তুমি সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া অটল ধৈর্য্য ধারণ করিবে; তুমি সংসারের সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে তোমার সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িলে প্রথমে এই রূপই হয়। কিন্তু ক্রমে প্রাণ সে প্রেমের আধারকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় না করিলে আর থাকিতে পারে না। তিনিও সহজে ধরা দিবার পাত্র নহেন। কাজেই জীবের অপর সকল অভাব ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতে থাকে এবং সেই একের অভাবই তীব্রাতিতীব্র রূপে অনুভূত হয়। এই রূপে বিরহে মানব মহাবৈরাগী হইয়া উঠে। সকল দিক ছাড়িয়া তখন তাহার চিত্ত বৃত্তির প্রবাহ তাঁহার গুণ গাথার দিকেই ধাবিত হইতে থাকে, এবং একাগ্রতা বশতঃ অন্তঃকরণের সমস্ত সংস্কার রাশিই বিনষ্ট হইয়া যায়। চিত্তের এই নিথর নিস্তরঙ্গ অবস্থায় তখন তিনি আসিয়া উদয় হন। সরল সাধকের এই সকল অবস্থা সকল দেশে, সকল কালে ও সকল সম্প্রদায়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের সঙ্গীতটী হইতে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। গত শীতকালে একদিন প্রাতে নিজ কক্ষে বসিয়া আছি, সহসা অদূরে রাস্তা হইতে পুরুষ কণ্ঠ নিঃসৃত অতি ধীর, উদার, স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর স্বর লহরী আসিয়া কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। প্রথমে সঙ্গীতের ভাষা বোধ না হইলেও তাহার স্বর বিবিধ বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে আমার মর্ম্ম গ্রন্থি যেন শিথিল করিয়া দিল; সে স্বরের মধুরতায় আমার মন প্রাণ গলিয়া গেল। আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম দুই জন মুসলমান ফকীর গান গাইতে গাইতে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে ডাকাইয়া গানটী শুনিলাম। যেরূপ শুনিয়াছিলাম, প্রায় তদ্রূপই নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"তো সনেহি নেহ মে যোগীন ভঈ মঁয় আয় পিয়া।
পিকে পিয়ালা প্রেমকা মাতি ফিরুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ১

যোগীন সরণকো বনায়কে    কণ্ঠা গলেমে ডারকে
তাব তো চলি মঁয় ধায়কে, তীরথ করুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ২

ভস্মা কিয়া মঁয় ভেখ কো,    তাজ্ কর্ দিয়া মঁয় দেশকো,
রোবৎ চলি পরদেশ কো, বন বন ঢুঁড়ুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ৩

ঘর বার মণ্ডল ত্যজ দিয়া    বন খণ্ড ও ভন আপনা কিয়া
তুঝ নামকা সুমিরণ লিয়া, মালা জপুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ৪

যহ রায়েন আঁধেরি কালিয়া    হাম পর বিরহকী জালিয়া,
পিবিন ভঈ আব ভারিয়া, কিস্ গুণ কাটেগী আয় পিয়া॥ ৫

যহ নৈন মটমা কর রহে    আশা দরশ কা ধর রহে,
হরদম রুজু স কর রহে, আব মৎ জুদা হো আয় পিয়া॥ ৬

সুকী পিয়া তেরে দাগমে,    পিয়ারী ভয়ী বৈরাগমে,
জলতী বিরহ কী আগমে, বুঝ বুঝ জলুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ৭

অনুবাদ।

১। অয়ি প্রিয়তম, তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য যে আমি যোগিনী হইয়াছি! তোমার প্রেম মদিরা পান করিয়া নাথ, আমি যে উন্মাদিনীর ন্যায় ফিরিতেছি!

২। [শুনিয়াছি তীর্থে তীর্থে সাধু মণ্ডলীর মাঝে তোমার বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে]। হে প্রিয়তম! আমি তাই যোগিনীর বেশে কণ্ঠে মালা পরিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ধাবিত হইতেছি।

৩। আমি বর্ণাশ্রমের বহিরাবরণ ভস্মীভূত করিয়া দেশ ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানি না কোথায় যাইতেছি! হে নাথ আমি যে বনে বনে তোমায় কত খুঁজিতেছি!

৪। আমি ঘর বাড়ী সমাজ প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়া বনবাস মাত্র সার করিয়াছি, তোমারই নাম আমার এক মাত্র অবলম্বন হইয়াছে। হে প্রিয়তম! আমি মালা লইয়া যে কেবল তাহাই জপ করি!

৫। হে নাথ, আমি যে ঘোর অন্ধকারের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। তোমার বিরহে যে হৃদয়ে আর কিছু মাত্রও উৎসাহ নাই। অনাথিনী আমি তোমারই ভার্য্যা, বলিয়া দেও ঠাকুর এ বিড়ম্বনার অবসান কিসে হইবে কেমন করিয়া তোমায় দেখিতে পাইব!

৬। নয়ন আমার সতত তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন; তোমারই দর্শনের আশায় সে সতত প্রেমাশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া বুক বাঁধিয়া রহিয়াছে। হে প্রিয়তম! আর তুমি দূরে থাকিও না।

৭। [ঠাকুর, তুমি ধরা দিয়াও দেও না ছলনা করিয়া পলায়ন কর; দেখ দেখি তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে] আমি কি রূপ তক্ত হইয়া গিয়াছি। জগতের আর কোনও পদার্থই আমার ভাল লাগে না। সতত তোমার বিরহের আগুনে জ্বলিতেছি। হায় নাথ, এ তুঁষের আগুন কি নিবিবেনা?

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ·

# ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। ৩য় সংখ্যা।

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্ত্ু গচ্ছতি ॥ "

শকাব্দা ১৮২০। আষাঢ় মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

### অথ প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ঃ।

### অথ অশৌচপ্রকরণম্।

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
আশ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো জ্ঞাতিভির্যুতঃ ॥ ১
যমসূক্তং তথা গাথা জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা।
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ ॥ ২

অনন্তর অশৌচগ্রস্ত সপিণ্ড বর্গের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। মৃত যদি দুই বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ গ্রামের বহির্ভাগে কোন শুচিস্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিবে; এবং তাহার উদ্দেশে তিলাঞ্জলি আদি কিছুই দান করিবে না। বয়স দুই বৎসর পূর্ণ বা তদপেক্ষা অধিক হইলে তাহার জ্ঞাতিগণ শ্মশান পর্য্যন্ত সেই দেহের অনুগমন করিবে ও বেদোক্ত যমসূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে তাহা দগ্ধ করিবে। মৃত উপনীত হইয়া থাকিলে অগ্নিহোত্রীকে গৃহ্য অগ্নি দ্বারা প্রয়োজনীয় পাত্রের সাহায্যে দাহাদি করিবে, অগ্নিহোত্রী না হইলে সাধারণ অগ্নিতে দাহ করিবে। অনন্তর সংস্কারান্তে কি কর্ত্তব্য কথিত হইতেছে।

সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপযন্ত্যপঃ।
অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ ॥ ৩

সপ্তম অথবা দশম দিনের পূর্ব্বে কোনও অযুগ্ম দিবসে জ্ঞাতিগণ "অপনঃ শোশুচদঘম্" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে জলাশয়ের সমীপে আসিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া প্রেতাত্মার উদ্দেশে জল দান করিবেন।

এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানামুদকক্রিয়া।
কামোদকং সখিপ্রত্তা স্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্ ॥

এই প্রকার পরলোক গত মাতামহ ও আচার্য্যের উদ্দেশেও জল দান করিবে। এবং ইচ্ছা হইলে মিত্র, বিবাহিতা কন্যা, ভাগিনেয়, শ্বশুর ও ঋত্বিক্ গণের প্রেতাত্মার অভ্যুদয়ের জন্যও জল দান করিতে পার।

সকৃৎপ্রসিঞ্চন্ত্যুদকং নামগোত্রেণ বাগ্যতাঃ।
ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতাস্তথা ॥ ৫

সপিণ্ডগণ প্রেতাত্মার নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যহ একবার জল দান করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ব্রহ্মচারী বা পতিত হন তাহা হইলে জল দান করিতে পারিবেন না।

পাষণ্ড্যনাশ্রিতাঃ স্তেনা ভর্ত্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদক ভাজনাঃ ॥ ৬

জলদাতার ন্যায় জল দানের পাত্র সম্বন্ধেও নিষেধ বিবৃত হইতেছে। নরশিরকপালধারী, (আশ্রমের অধিকারী হইয়াও) আশ্রম-শূন্য ব্যক্তি, চোর, পতিঘাতিনী বা স্বেচ্ছাচারিণী প্রভৃতি স্ত্রী, নিষিদ্ধ সুরাপায়ী ও আত্মঘাতী পুরুষকে জল দান করিবে না।

---

আগার, সেই পরম প্রেমাস্পদকে প্রাণ না কাঁদিলে কি পাওয়া যায় ? হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া বিরহের অশ্রুকণা যত দিন না বক্ষে নয়ন প্লাবিত করে, তত দিন সে প্রাণ জুড়ান ধনকে লাভ করা যায় না। মানব ! তুমিত অভাব লইয়াই জগতে আসিয়াছ, সে অভাব মিটাইবার ক্রন্দন ছাড়া তোমার আর কি কোনও উপায় আছে ? প্রকৃত বিরহ বুদ্ধির উদয় হইলেই তুমি স্বতএব কাঁদিয়া ফেল ; তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেই তোমার প্রিয় বস্তু কোনও না কোনও পন্থা অবলম্বন করিয়া তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেন হয় তাহা কি জান ? তুমি জান না তোমার ইন্দ্রিয়ের অলক্ষিতে তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী এক জন আছেন, যাঁহার প্রেরণায় তোমার তাবৎ প্রয়োজনীয় পদার্থই আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দিন তাঁহার দিকে তোমার মন যাইবে তুমি সেই দিনই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না । তাঁহাকে ভাল বাসিলে শাস্ত্র বিধির মর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন তোমার জীবনের এক মাত্র মহাব্রত হইবে। সে ব্রত সাধনে তুমি সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া অটল ধৈর্য্য ধারণ করিবে ; তুমি সংসারের সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে তোমার সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে । প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িলে প্রথমে এই রূপই হয়। কিন্তু ক্রমে প্রাণ সে প্রেমের আধারকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় না করিলে আর থাকিতে পারে না। তিনিও সহজে ধরা দিবার পাত্র নহেন । কাযেই জীবের অপর সকল অভাব ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতে থাকে এবং সেই একের অভাবই তীব্রাতিতীব্র রূপে অনুভূত হয়। এই রূপে বিরহে মানব মহাবৈরাগী হইয়া উঠে । সকল দিক ছাড়িয়া তখন তাহার চিত্ত বৃত্তির প্রবাহ তাঁহার গুণ গাথার দিকেই ধাবিত হইতে থাকে, এবং একাগ্রতা বশতঃ অন্তঃকরণের সমস্ত সংস্কার রাশিই বিনষ্ট হইয়া যায়। চিত্তের এই নিথর নিস্তরঙ্গ অবস্থায় তখন তিনি আসিয়া উদয় হন । সরল সাধকের এই সকল অবস্থা সকল দেশে, সকল কালেতে ও সকল সম্প্রদায়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে. উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের সঙ্গীতটী হইতে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। গত শীতকালে একদিন প্রাতে নিজ কক্ষে বসিয়া আছি. সহসা অদূরে রাস্তা হইতে পুরুষ কণ্ঠ নিঃসৃত অতি ধীর, উদার, স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর স্বর লহরী আসিয়া কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল । প্রথমে সঙ্গীতের ভাষা বোধ না হইলেও তাহার স্বর বিবিধ বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে আমার মর্ম্ম গ্রন্থি যেন শিথিল করিয়া দিল ; সে স্বরের মধুরতায় আমার মন প্রাণ গলিয়া গেল । আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম দুই জন মুসলমান ফকীর গান গাইতে গাইতে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে ডাকাইয়া গানটী শুনিলাম । যেরূপ শুনিয়াছিলাম, প্রায় তদ্রূপই নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

" তো সনেহি নেহ মে যোগীন ভয়ী-মঁয় আয় পিয়া।
পিকে পিয়ালা প্রেমকা মাতি ফিরুঁ মঁয় আয় পিয়া ॥ ১

যোগীন বরণকো বনায়কে কণ্ঠা গলেমে ডারকে
যাব তো চলি মঁয় ধায়কে, তীরথ করুঁ মঁয় আয় পিয়া ॥ ২

তন্মা কিয়া মঁয় ভেখ কো, ত্যজ্ কর্ দিয়া মঁয় দেশকো,
রোবৎ চলি পরদেশ কো, বন বন ঢুঁড়ুঁ মঁয় আয় পিয়া ॥ ৩

ঘর বার মণ্ডল ত্যজ দিয়া বন খণ্ড ও তন আপনা কিয়া
তুঝ নামকা সুমিরণ লিয়া, মালা জপুঁ মঁয় আয় পিয়া ॥ ৪

যহ রায়েন আঁধেরি কালিয়া হাম পর বিরহকী জালিয়া,
পিবিন ভয়ী আব ভারিয়া, কিস্ গুণ কাটেগী আয় পিয়া ॥ ৫

যহ নৈন রটনা লগ রহে আশা দরশ কা ধর রহে,
হরদম রুজুঁ সে ভর রহে, আব মৎ জুদা হো আয় পিয়া ॥ ৬

সুকী পিয়া তেরে দাগমে, পিয়ারী ভয়ী বৈরাগমে,
জলতী বিরহ কী আগমে, বুঝ বুঝ জলুঁ মঁয় আয় পিয়া ॥ ৭

অনুবাদ।

১। অয়ি প্রিয়তম, তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য যে আমি যোগিনী হইয়াছি ! তোমার প্রেম মদিরা পান করিয়া নাথ, আমি যে উন্মাদিনীর ন্যায় ফিরিতেছি !

২। [ শুনিয়াছি তীর্থে তীর্থে সাধু মণ্ডলীর মাঝে তোমার বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ]। হে প্রিয়তম ! আমি তাই যোগিনীর বেশে কণ্ঠে মালা পরিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ধাবিত হইতেছি।

৩। আমি বর্ণাশ্রমের বহিরাবরণ ভস্মীভূত করিয়া দেশ ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানি না কোথায় যাইতেছি ! হে নাথ আমি যে বনে বনে তোমায় কত খুঁজিতেছি !

৪। আমি ঘর বাড়ী সমাজ প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়া বনবাস মাত্র সার করিয়াছি, তোমারই নাম আমার এক মাত্র অবলম্বন হইয়াছে। হে প্রিয়তম ! আমি মালা লইয়া যে কেবল তাহাই জপ করি।

৫। হে নাথ, আমি যে ঘোর অন্ধকারের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। তোমার বিরহে যে হৃদয়ে আর কিছু মাত্রও উৎসাহ নাই। অনাথিনী আমি তোমারই ভার্য্যা, বলিয়া দেও ঠাকুর এ বিড়ম্বনার অবসান কিসে হইবে-কেমন করিয়া তোমায় দেখিতে পাইব !

৬। নয়ন আমার সতত তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন ; তোমারই দর্শনের আশায় সে সতত প্রেমাশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া বুক বাঁধিয়া রহিয়াছে । হে প্রিয়তম ! আর তুমি দূরে থাকি ও না।

৭। [ ঠাকুর, তুমি ধরা দিয়াও দেও না ছলনা করিয়া পলায়ন কর ; দেখ দেখি তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে ] আমি কি রূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছি। জগতের আর কোনও পদার্থই আমার ভাল লাগে না। সতত তোমার বিরহের আগুনে জ্বলিতেছি। হায় নাথ, এ দুঃখের আগুন কি নিবিবেনা ?

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। ৩য় সংখ্যা। "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্ত্ব গচ্ছতি॥" শকাব্দা ১৮২০। আষাঢ় মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

অথ প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ঃ।

অথ অশৌচপ্রকরণম্।

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
আশ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো জ্ঞাতিভির্ম্মৃতঃ॥ ১
যমসূক্তং তথা গাথা জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা।
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ॥ ২

অনন্তর অশৌচগ্রস্ত সপিণ্ড বর্গের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। মৃত যদি দুই বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ গ্রামের বহির্ভাগে কোন শুচিস্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিবে; এবং তাহার উদ্দেশে তিলাঞ্জলি আদি কিছুই দান করিবে না। বয়স দুই বৎসর পূর্ণ বা তদপেক্ষা অধিক হইলে তাহার জ্ঞাতিগণ শ্মশান পর্য্যন্ত সেই দেহের অনুগমন করিবে ও বেদোক্ত যমসূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে তাহা দগ্ধ করিবে। মৃত উপনীত হইয়া থাকিলে অগ্নিহোত্রীকে গৃহ্য অগ্নি দ্বারা প্রয়োজনীয় পাত্রের সাহায্যে দাহাদি করিবে, অগ্নিহোত্রী না হইলে সাধারণ অগ্নিতে দাহ করিবে। অনন্তর সংস্কারান্তে কি কর্ত্তব্য কথিত হইতেছে।

সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপযন্ত্যপঃ।
অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ॥ ৩

সপ্তম অথবা দশম দিনের পূর্ব্বে কোনও অযুগ্ম দিবসে জ্ঞাতিগণ "অপনঃ শোশুচদঘম্" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে জলাশয়ের সমীপে আসিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া প্রেতাত্মার উদ্দেশে জল দান করিবেন।

এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানামুদকক্রিয়া।
কামোদকং সখিপ্রত্তা স্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্॥

এই প্রকার পরলোক গত মাতামহ ও আচার্য্যের উদ্দেশেও জল দান করিবে। এবং ইচ্ছা হইলে মিত্র, বিবাহিতা কন্যা, ভাগিনেয়, শ্বশুর ও ঋত্বিক্ গণের প্রেতাত্মার অভ্যুদয়ের জন্যও জল দান করিতে পার।

সকৃৎপ্রসিঞ্চন্ত্যুদকং নামগোত্রেণ বাগ্যতাঃ।
ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতাস্তথা॥ ৫

সপিণ্ডগণ প্রেতাত্মার নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যহ একবার জল দান করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ব্রহ্মচারী বা পতিত হন তাহা হইলে জল দান করিতে পারিবেন না।

পাষণ্ড্যনাশ্রিতাঃ স্তেনা ভর্ত্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদক ভাজনাঃ॥৬

জলদাতার ন্যায় জল দানের পাত্র সম্বন্ধেও নিষেধ বিবৃত হইতেছে। নরশিরকপালধারী, (আশ্রমের অধিকারী হইয়াও) আশ্রম-শূন্য ব্যক্তি, চৌর, পতিঘাতিনী বা স্বেচ্ছাচারিণী প্রভৃতি স্ত্রী, নিষিদ্ধ সুরাপায়ী ও আত্মঘাতী পুরুষকে জল দান করিবে না।

আপিার, সেই পরম প্রেমাস্পদকে প্রাণ না কাঁদিলে কি পাওয়া যায়.? হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া বিরহের অশ্রুকণা যত দিন না বক্ষে নয়ন প্লাবিত করে, তত দিন সে প্রাণ জুড়ান ধনকে লাভ করা যায় না। মানব! তুমিত অভাব লইয়াই জগতে আসিয়াছ, সে অভাব মিটাইবার ক্রন্দন ছাড়া তোমার আর কি কোনও উপায় আছে? প্রকৃত বিরহ বুদ্ধির উদয় হইলেই তুমি স্বতএব কাঁদিয়া ফেল; তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেই তোমার প্রিয় বস্তু কোনও না কোনও পন্থা অবলম্বন করিয়া তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। কেন হয় তাহা কি জান? তুমি জান না তোমার ইন্দ্রিয়ের অলক্ষিতে তোমার সুখে সুখী, তোমার দুঃখে দুঃখী এক জন আছেন, যাঁহার প্রেরণায় তোমার তাবৎ প্রয়োজনীয় পদার্থই আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দিন তাঁহার দিকে তোমার মন যাইবে তুমি সেই দিনই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে শাস্ত্র বিধির মর্য্যাদা রক্ষা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন তোমার জীবনের এক মাত্র মহাব্রত হইবে। সে ব্রত সাধনে তুমি সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া অটল ধৈর্য্য ধারণ করিবে; তুমি সংসারের সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে তোমার সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িলে প্রথমে এই রূপই হয়। কিন্তু ক্রমে প্রাণ সে প্রেমের আধারকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় না করিলে আর থাকিতে পারে না। তিনিও সহজে ধরা দিবার পাত্র নহেন। কাযেই জীবের অপর সকল অভাব ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতে থাকে এবং সেই একের অভাবই তীব্রাতিতীব্র রূপে অনুভূত হয়। এই রূপে বিরহে মানব মহাবৈরাগী হইয়া উঠে। সকল দিক ছাড়িয়া তখন তাহার চিত্ত বৃত্তির প্রবাহ তাঁহার গুণ গাথার দিকেই ধাবিত হইতে থাকে, এবং একাগ্রতা বশতঃ অন্তঃকরণের সমস্ত সংস্কার রাশিই বিনষ্ট হইয়া যায়। চিত্তের এই নিথর নিস্তরঙ্গ অবস্থায় তখন তিনি আসিয়া উদয় হন। সকল সাধকের এই সকল অবস্থা সকল দেশে, সকল কালে ও সকল সম্প্রদায়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের সঙ্গীতটী হইতে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। গত শীতকালে একদিন প্রাতে নিজ কক্ষে বসিয়া আছি, সহসা অদূরে রাস্তা হইতে পুরুষ কণ্ঠ নিঃসৃত অতি ধীর, উদার, স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর স্বর লহরী আসিয়া কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। প্রথমে সঙ্গীতের ভাষা বোধ না হইলেও তাহার স্বর বিবিধ বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গে আমার মর্ম্ম গ্রন্থি যেন শিথিল করিয়া দিল; সে স্বরের মধুরতায় আমার মন প্রাণ গলিয়া গেল। আমি বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম দুই জন মুসলমান ফকীর গান গাইতে গাইতে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে ডাকাইয়া গানটী শুনিলাম। যেরূপ শুনিয়াছিলাম, প্রায় তদ্রূপই নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> তো সনেহি নেহ মে যোগীন ভাই-মঁয় আয় পিয়া।
> পিকে পিয়ালা প্রেমকা মাতি ফিরুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ১
>
> যোগীন সরণকো বনায়কে কণ্ঠী গলেমে ডারকে
> সাব তো চলি মঁয় ধায়কে, তীরথ করুঁ ম্যয় আয় পিয়া॥ ২
>
> তম্‌সা কিয়া মঁয় ভেখ কো, ত্যজ্ কর্ দিয়া মঁয় দেশকো,
> রোবত চলি পরদেশ কো, বন বন ঢুঁড়ুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ৩
>
> ঘর বার সঙ্গুল ত্যজ দিয়া বন খণ্ড ও তন আপনা কিয়া
> তুঝ নামকা সুমিরণ লিয়া, মালা জপুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ৪
>
> যহ রায়েন আঁধেরি কালিয়া হাম পর বিরহকী জালিয়া,
> পিবিন তনী আব ভারিয়া, কিস্ গুণ কাটেগী আয় পিয়া॥ ৫
>
> যহ নৈন রটনা কর রহে আশা দরশ কা ধর রহে,
> হরদম কজুঁস কর রহে, আব মৎ জুদা হো আয় পিয়া॥ ৬
>
> সুফী পিয়া তেরে লাগমে পিয়ারী ভরী বৈরাগমে,
> জলতী বিরহ কী আগমে, বুঝ বুঝ জপুঁ মঁয় আয় পিয়া॥ ৭

অনুবাদ।

১। অয়ি প্রিয়তম, তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য যে আমি যোগিনী হইয়াছি! তোমার প্রেম মদিরা পান করিয়া নাথ, আমি যে উন্মাদিনীর ন্যায় ফিরিতেছি!

২। [শুনিয়াছি তীর্থে তীর্থে সাধু মণ্ডলীর মাঝে তোমার বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে]। হে প্রিয়তম! আমি তাই যোগিনীর বেশে কণ্ঠে মালা পরিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ধাবিত হইতেছি।

৩। আমি বর্ণাশ্রমের বহিরাবরণ ভস্মীভূত করিয়া দেশ ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানি না কোথায় যাইতেছি! হে নাথ আমি যে বনে বনে তোমায় কত খুঁজিতেছি!

৪। আমি ঘর বাড়ী সমাজ প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়া বনবাস মাত্র সার করিয়াছি, তোমারই নাম আমার এক মাত্র অবলম্বন হইয়াছে। হে প্রিয়তম! আমি মালা লইয়া যে কেবল তাহাই জপ করি!

৫। হে নাথ, আমি যে ঘোর অন্ধকারের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি। তোমার বিরহে যে হৃদয়ে আর কিছু মাত্রও উৎসাহ নাই। অনাথিনী আমি তোমারই ভার্য্যা, বলিয়াদেও ঠাকুর এ বিড়ম্বনায় অবসান কিসে হইবে-কেমন করিয়া তোমায় দেখিতে পাইব!

৬। নয়ন আমার সতত তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন; তোমারই দর্শনের আশায় সে সতত প্রেমাশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া বুক বাঁধিয়া রহিয়াছে। হে প্রিয়তম! আর তুমি দূরে থাকি ও না।

৭। [ঠাকুর, তুমি ধরা দিয়াও দেও না ছলনা করিয়া পলায়ন কর; দেখ দেখি তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে] আমি কি রূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছি। জগতের আর কোনও পদার্থই আমার ভাল লাগে না। সতত তোমার বিরহের আগুনে জ্বলিতেছি। হায় নাথ, এ তুঁষের আগুন কি নিবিবেনা?

---

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | " এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥" | শকাব্দা ১৮২০। আষাঢ় মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

অথ প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ঃ।

অথ অশৌচপ্রকরণম্।

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
আশ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো জ্ঞাতিভির্ম্মৃতঃ॥ ১
যমসূক্তং তথা গাথা জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা।
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ॥ ২

অনন্তর অশৌচগ্রস্ত সপিণ্ড বর্গের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইতেছে। মৃত যদি দুই বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ গ্রামের বহির্ভাগে কোন শুচিস্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিবে; এবং তাহার উদ্দেশে তিলাঞ্জলি আদি কিছুই দান করিবে না। বয়স দুই বৎসর পূর্ণ বা তদপেক্ষা অধিক হইলে তাহার জ্ঞাতি-গণ শ্মশান পর্য্যন্ত সেই দেহের অনুগমন করিবে ও বেদোক্ত যমসূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে তাহা দগ্ধ করিবে। মৃত উপনীত হইয়া থাকিলে অগ্নি-হোত্রীকে গৃহ্য অগ্নি দ্বারা প্রয়োজনীয় পাত্রের সাহায্যে দাহাদি করিবে, অগ্নিহোত্রী না হইলে সাধারণ অগ্নিতে দাহ করিবে। অনন্তর সংস্কারান্তে কি কর্ত্তব্য কথিত হইতেছে।

সপ্তমাদ্দশমাদ্বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপযন্ত্যপঃ।
অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ॥ ৩

সপ্তম অথবা দশম দিনের পূর্ব্বে কোনও অযুগ্ম দিবসে জ্ঞাতিগণ "অপনঃ শোশুচদঘম্" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে জলাশয়ের সমীপে আসিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া প্রেতাত্মার উদ্দেশে জল দান করিবেন।

এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানামুদকক্রিয়া।
কামোদকং সখিপ্রত্তা স্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্॥

এই প্রকার পরলোক গত মাতামহ ও আচার্য্যের উদ্দেশেও জল দান করিবে। এবং ইচ্ছা হইলে মিত্র, বিবাহিতা কন্যা, ভাগিনেয়, শ্বশুর ও ঋত্বিক্ গণের প্রেতাত্মার অভ্যুদয়ের জন্যও জল দান করিতে পার।

সকৃৎপ্রসিঞ্চন্ত্যুদকং নামগোত্রেণ বাগ্যতাঃ।
ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতাস্তথা॥ ৫

সপিণ্ডগণ প্রেতাত্মার নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যহ একবার জল দান করিবেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ব্রহ্মচারী বা পতিত হন তাহা হইলে জল দান করিতে পারিবেন না।

পাখণ্ড্যনাশ্রিতাঃ স্তেনা ভর্ত্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদক ভাজনাঃ॥৬

জলদাতার ন্যায় জল দানের পাত্র সম্বন্ধেও নিষেধ বিবৃত হইতেছে। নরশিরকপালধারী, (আশ্রমের অধিকারী হইয়াও) আশ্রম-শূন্য ব্যক্তি, চৌর, পতি-ঘাতিনী বা স্বেচ্ছাচারিণী প্রভৃতি স্ত্রী, নিষিদ্ধ সুরা-পায়ী ও আত্মঘাতী পুরুষকে জল দান করিবে না।

---

## বিচারণা।

বিচারণাই জীব জগতের মধ্যে মনুষ্যকে বিশেষত্ব দিয়া থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীতেও অল্পাধিক পরিমাণে বিচার বুদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু মানবের পরিণত মস্তিষ্কেই বিচারণার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি বৈচিত্র্যই বিচারণার কারণ, এই জন্য এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জড় চৈতন্যের বিভিন্ন বিকার রাশি স্বতএব বিচার বুদ্ধিকে বিকাশিত করিতে থাকে। তরুণ তৃণ শোভিত ভূমিতল, অগণিত তারকা খচিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল নভোমণ্ডল, প্রখর রবিকর কর্ষিত মরীচিকাময় মরু স্থল, অথবা উত্তালতরঙ্গাকুল বিশাল বারিধি বক্ষঃ, সপ্তার্চ্চিশোভিত অথবা তুষারধবলিত শৈলশিখর সকল, অণুপরিমিত কীটাবয়ব হইতে আরম্ভ করিয়া মত্ত মাতঙ্গের বিশাল বপু দেখিতে ২ চিন্তা স্রোত আপনা আপনিই ছুটিতে থাকে। জড় চৈতন্যের অভিনব সম্মিলনে অজস্র জীব প্রবাহ মনকে নিশ্চল থাকিতে দেয় না। বিশ্বপাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া এই রূপে জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রকৃতির প্রেরণায় তখন মনে—

"চিন্ময় কোহহং, কথং জগদিদং, কেন কৃতা বিশ্বরচনারে" ইত্যাদি ভাব তরঙ্গ আপনা আপনি উঠিতে থাকে।

এই চিন্তা স্রোতকে বিধিবদ্ধ ও সংযমিত করিয়া বিবিধ উপায়ে জীবনের কল্যাণ পথ পরিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যেই দেশকাল পাত্র ভেদে অসংখ্য শাস্ত্র ও শিক্ষার প্রচার হইয়াছে, হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে।

অনন্ত জগতের অনন্ত জীব অগণিত উপায়ে নিজ নিজ ইষ্ট সাধনে যত্ন করিতেছে। জাতিগত সংস্কার অনুসারে তাহারা এক একটী পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। বিচারের অল্পতা ও অস্থায়িতা বশতঃ তাহাদের ভাবের বিকাশ হইতে পায়না। কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধির আপেক্ষিক পূর্ণতা হেতু মানবমন জাতিগত সাধারণ সংস্কার ছাড়াইয়া অন্যান্য অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে।

জড় ও চৈতন্যের আপেক্ষিক পার্থক্য বশতঃ তাঁহাদের সম্মিলন স্থান মনেরও * বেগ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই রূপে বহির্ম্মুখীন ও অন্তর্ম্মুখীন চিত্ত বৃত্তির প্রবাহ হইতে থাকে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ এবং আজন্ম বহিরিন্দ্রিয় চালনা করিয়া অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ জগৎ দেখিতে দেখিতে মনের বেগ স্বতঃই বহির্ম্মুখীন হইয়া যায়, সেই জন্য জড় জগতের প্রতি অধিক অনুরাগ হইয়া থাকে। বাহিরের বিষয় জানিবার জন্য লোকের একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। মনের স্বভাবসুলভ অসংখ্য বিষয় বিলাসে মত্ত হইয়া বারম্বার সকলেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকে, অন্তর্বৃত্তি যোগে অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুভব করিতে কাহারও অনুরাগ হয় না। বিশ্বের অনন্ত পদার্থবিকার দেখিয়া এবং তাহারই সংযোগ বিয়োগে সমস্ত ঘটনাবলী সংসাধিত হইতেছে প্রত্যক্ষ করিয়া সহজেই সকলের মন উহাদের কার্য্য কারণ সম্বন্ধের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপে জড় বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার ভেদ হইয়া পড়ে। জড়ের অনন্ত বিকারকে শতধা আলোচনা করিয়াও তাহার শেষ করা যায় না, এই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শত সহস্র মুখী প্রবৃত্তিও তাহার সীমা নিরূপণ বা সমাপ্তি করিতে পারিতেছে না, একটীর পর আর একটী করিয়া নূতন নূতন বিষয় আসিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিকে অধিকার করিতেছে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার এ ইন্দ্রজাল অতিক্রম করা ইন্দ্রিয়ের অসাধ্য ব্যাপার। কেন্দ্র হইতে যতই দূর দেশে যাইবে, বৃত্তের সীমা ততই বাড়িয়া যাইবে, এ কথায় উপেক্ষা করিলে

* যোগবাশিষ্ঠে মন চিৎ-জড়-গ্রন্থি রূপে নির্ণীত হইয়াছে। জড় চৈতন্যের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য এরূপ সুন্দর সমাধান পাশ্চাত্য দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাতে পাণ্ডিত্যের আবরণে কতক গুলি বালকোচিত কল্পনা সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র। কেবল কল্পনা বলে জড় ও চৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই সমর্থ হয়েন নাই, এবং কল্পনা ব্যতীত মনস্তত্ব নির্ণয়ে তাঁহাদের অন্য উপায় জানা না থাকায়, তাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে কোনই সমীচীন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

কেহই শীঘ্র স্বস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না। চৈতন্যের অনুসরণে অমনোযোগী হইলে জড়াভিমুখী বৃত্তি দ্বারা ক্রমশঃই প্রবৃত্তির বেগ বাড়িয়া মনকে চঞ্চল ও বহির্বিষয়ে অনুরাগী করিয়া ফেলে ।

জড় জগতের বহিরাবরণের বিচারণায় ব্যাপৃত থাকিলে অন্তর্দৃষ্টি প্রায়ই অল্প হইয়া পড়ে। সেই হেতু চৈতন্যের অনুসরণে আর প্রীতি হয় না, ক্রমে দেহেন্দ্রিয়াদি-গ্রাহ্য সুখ দুঃখের অপেক্ষায় সমস্ত বিষয়কে শরীর মনের অনুকূল করিবার অথবা প্রতিকূল পদার্থকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য চেষ্টা হইতে থাকে । নব্য দর্শনে লোভ, ক্রোধ ও হিংসা প্রভৃতি মনের বিবিধ বৃত্তি বিষয়ক যে সকল আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বহির্জগতের অন্তর্গত। ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা মনোবৃত্তির বহিরঙ্গ ক্রিয়া মাত্রেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি সকলের অন্তর্ম্মুখীন ক্রিয়া অনুভব করিবার অনভ্যাস বশতঃ ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের যুক্তি কৌশল সাধারণতঃ উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া অনুমিত হয় । কিন্তু অন্তর্বৃত্তি প্রবাহের অজ্ঞানতাই ইহার একমাত্র কারণ । সম্মুখের বস্তুতে যাহার দৃষ্টি আবদ্ধ, চক্ষু ফিরাইতে যে অনভ্যস্ত বা বিস্মৃত, পশ্চাদ্বর্ত্তী পদার্থ দর্শন করিতে তাহার কিরূপে উৎসাহ হইবে ? সে কেবল শরীর মনের সুখকর পদার্থের আলোচনায় সদৈব ব্যাপৃত থাকিতে ইচ্ছা করে, এবং দেহাত্ম বুদ্ধিতে শরীরকে সুখে রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকে। (১) এই রূপে বহির্জগতের স্থূল অবয়বের বহুল আলোচনা করিয়াও প্রকৃত বিচারণার উদ্রেক হয় না, কেন না উহা দ্বারা কোন কালেই ত্রিকাল স্থায়ী সত্য পদার্থের উপলব্ধি হয় না ; প্রকৃতির অনন্ত শক্তির যে অতি অল্প মাত্রই এরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে পাশ্চাত্য দেশে জড় জগতের গুরু গবেষণাই তাহার এক মাত্র প্রমাণ স্থল। ইহাতে চিন্তা বিভিন্ন মুখে ধাবিত হয়, বৃথা বিতণ্ডায় মনের তেজ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; এই রূপ ক্রমেই বহির্বিচারের প্রসার বাড়িয়া মননশীলতার গাম্ভীর্য্য কমিয়া যাইতেছে ; মনের একাগ্রতাকে উপসর্গ বিশেষ বলিয়া বোধ হইতেছে (২)। কূটতর্কে ও জড় চৈতন্যের বিষম গণ্ডগোলে পড়িয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক মত কতকগুলি বিসদৃশ কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রকৃতির বহিরঙ্গের আলোচনায় ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য চিন্তা স্রোত মনের অতীত অবস্থাকে ঘোর অন্ধকাররূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের এ সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা যুক্তির বহির্ভূত, এই জন্য সেরূপ প্রয়াসেরও কোন প্রয়োজন নাই। কাল ক্রমে জড় জগতের আলোচনায় মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অভাব বুঝিতে পারিলেই আপনা আপনিই চিন্তার বেগ ফিরিবে । ধন, রাজ্য, বাণিজ্য ও অদ্ভুত শিল্প কৌশল দ্বারা অশেষ প্রকারে বিষয় ভোগ করিয়াও শান্তি লাভ না হইলে অবশেষে তাঁহাদের ভ্রম দূর হইবে, তখনই তাঁহাদের মধ্যেও চৈতন্যাভিমুখী বৃত্তি স্ফুরিত হইতে থাকিবে।

পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালীর সহিত প্রাচ্য চিন্তা প্রবাহের ও ঠিক পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভেদ। চৈতন্য সত্তার উপলব্ধি করাইবার জন্যই যেন বিধাতা কৃপা করিয়া ঋষি দিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র শস্যশালিনী ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আর্য্যগণ দৈহিক অভাবের অনুভব অতি অল্পমাত্রই করিতেন ; তাই তাঁহাদের মনোবেগ বহির্জগতে আবদ্ধ না হইয়া অন্তর্জগতের দিকে ধাবিত হইয়াছিল (৩) ; তাঁহারা এই প্রাকৃত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশী সত্তার একরস বিদ্যমানতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই অশরীরী বাণীর অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সৃষ্টি স্থিতির তত্ত্ব নিরূপণে কৃতকার্য্য

(১) ভোগজনিত মনের সর্ব্বপ্রকার সুখই শারীর সুখের অন্তর্গত।

(২) পাশ্চাত্য দেশে কেহ কেহ মনের নিরুদ্ধ অবস্থাকে রোগ বিশেষ স্থির করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন।

(৩) বুঝিবার দোষে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই ভাবকেই হিন্দুদিগের নিশ্চেষ্টতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

হইয়া ছিলেন। তাঁহারা অপরোক্ষানুভূতিতে সাকার নিরাকারের তত্ত্ব বুঝিয়া উহা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আধার আধেয় ভাবে বিশ্বেশ্বরের অঙ্গে বিম্ববৎ এই বিশাল বিশ্বের বিকাশ দেখিয়াছিলেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"—গীতা

মনের অন্তর্ম্মুখীন বৃত্তি প্রবাহ দ্বারা এই বিচিত্র বিচারণা যোগ লাভ করিয়া তাঁহারা বিপরীতধর্ম্মী জড় চৈতন্যের সমন্বয়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পাঠক! আর্য্য জীবনের প্রতি কার্য্যে, আর্য্য শাস্ত্রের প্রতি ছত্রে, এই সমন্বয় দেখিতে পাইবেন। যে কৌশলে কার্য্য করিলে মনের চিন্তা বিধিবদ্ধ হইয়া উহার অনন্ত দিগভিমুখী বেগ একীভূত হইয়া যায়, আর্য্য শাস্ত্রে ও আর্য্যদিগের জাতীয় জীবনে তাহারই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। আর্য্য শাস্ত্রের পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক, জ্ঞান অজ্ঞান ও ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা বুঝিতে হইলে আর্য্যদিগের অনুসৃত বিচারপথ অবলম্বনীয়। মনে তদনুরূপ সংস্কার রেখা অঙ্কিত না হইলে শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালী অনুধাবন করিতে পারা যায় না। এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অথবা তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ আর্য্য শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বোধে অসমর্থ হইয়া থাকেন। যাঁহারা অসংস্কৃত বুদ্ধিতে শব্দার্থের সাহায্যে সাহিত্যের ন্যায় শাস্ত্রের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও শাস্ত্রের রস আস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন। যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রানুমোদিত বিচারণার বেগ উদ্রিক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আর্য্যশাস্ত্র বা আর্য্য দিগের প্রতি পালিত বিধি ব্যবস্থায় আস্থা কদাচই হইবে না। অনেকে যে পুঞ্জায়মান পুঁথি পড়িয়া অথবা আজীবন ব্রতানুষ্ঠান করিয়াও অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন, তাহা কেবল এক মাত্র বৈধী বিচারণার অভাব জন্যই বুঝিতে হইবে। বিচারণার দৃঢ়তা না জন্মিলে কেবল মাত্র কতকগুলি শাস্ত্রীয় কথা জানিয়া রাখিলে ইন্দ্রিয়াদির বহির্বেগ সংযত বা ব্রহ্মাকার বুদ্ধির উদয় হইতেই পারে না। যে সকল সত্য বিচার বুদ্ধিতে সিদ্ধান্তীকৃত, তাহা বৃথা তর্কে মীমাংসিত হইবার নহে। মনোবৃত্তির বেগ অন্তর্ম্মুখীন না হইলে আর্য্য শাস্ত্রীয় সত্য চিরদিনই "দিল্লীকা লাড্ডু" বলিয়া অনুমিত হইবে। জ্ঞান, ভক্তি, ও কার্য্যাকার্য্যের প্রকৃত তথ্য বিচারণা যোগেই অনুভূত হইয়া থাকে। আর্য্যগণ বিচারণার এতই মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের সমস্ত শাস্ত্রেই মুখ্য ও গৌণ ভাবে ঐ একই বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর্য্যগণ অন্তর্জগতের অনুসন্ধান লইতে গিয়া বাহিরের বিষয়ে একরূপ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল মাত্র দেহধারণের উপযোগী আহার ঔষধাদি নিরূপণ জন্য অবশ্যাবশ্যকীয় প্রাকৃত বিদ্যার পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য তত্ত্ব আলোচনার নিকট জড় জগতের বহুল আলোচনা তাঁহাদের অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত। কালবশে যেমন আত্মতত্ত্ব বোধের অল্পতা হইয়া আসিতে লাগিল, অমনি বিবিধ বিজ্ঞানের ও শিল্প নৈপুণ্যের আধিক্য ভারতেও আরম্ভ হইল। এই কাল অন্যের চক্ষে উন্নতির সময় বোধ হইলেও ভারতীয় দৃষ্টিতে এই সময়েই অবনতির আরম্ভ। আত্মতত্ত্ব বিচার লোপ হওয়ায় শাস্ত্রীয় শুষ্ক পাণ্ডিত্য নিশ্চেষ্টতা উৎপাদন করিয়া সংসারের উন্নতির পথেও বাধা জন্মাইতে লাগিল। এই দুই ভাবের সংঘর্ষণে বৈষয়িক উন্নতির বেগও স্থগিত হইল; শেষে ভারতকে জড়বাদের বেগ আসিয়া পদ দলিত করিয়া ফেলিল। এক্ষণে জড়বাদোন্মত্ত ও তত্ত্ববিচার বর্জ্জিত উভয় শ্রেণীর আর্য্য সন্তানগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসারে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় আচরণ করিতেছেন। জড় বাদের আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহারা আপনাকে ভুলিয়াছেন, অথচ প্রকৃতিগত বিবেক বুদ্ধি তাঁহাদিগকে সংসারের প্রতিও একান্ত অনুরাগী হইয়া থাকিতে দিতেছে না, সময় পাইলেই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়া থাকে। এই জন্য ভারতীয় প্রকৃতিতে আত্মতত্ত্ব বোধ যত সহজ সাধ্য, জড় জগতের চরমোন্নতি লাভ তত সুলভ নহে। এ উন্নতি উহার অন্তঃস্পর্শী হইবে না। চির দিনই আলগা আলগা থাকিয়া যাইবে। তত্ত্ব বিচারানুসারিণী বুদ্ধি ভারতের প্রকৃতিনিহিত।

যথানিয়মে কার্য্য করিলে ভারতীয় মস্তিষ্কে উহার উন্মেষ অতি অনায়াসেই হইতে পারে। সেই জন্য বলিতেছি পাঠক মহোদয়গণ! পাশ্চাত্য প্রথা পরিত্যাগ করিয়া একবার সমন্বয়ের উদ্দেশে বুদ্ধিকে কেন্দ্রীভূত করিবার উপায় অবলম্বন করুন। বৃথা বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যাইবে, যাহা পূর্ব্বে নীরস বোধ হইত, তাহাই আবার প্রকৃত পক্ষে পরম উপাদেয় বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, মুক্তি আদির তত্ত্ব পরিস্ফুট হইবে। বিনা বিচার বুদ্ধিতে আর্য্য শাস্ত্র বা আর্য্য ধর্ম্মের সত্যতা নিরূপণের উপায়ান্তর নাই। একমাত্র বিচারণা দ্বারাই সমস্ত সন্দেহ নিরসন ও জীবনের গুহ্য প্রহেলিকার মীমাংসা হইয়া থাকে। আর্য্য শাস্ত্রীয় কর্ম্মোপাসনা বিচারণাকেই পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকারের সাধন প্রকরণ এই উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায়ে ব্রহ্ম বিচারণাই মনুষ্যের পশুবৃত্তির বিনাশ করিয়া তাহাকে পুরুষোত্তম পদে পৌঁছাইয়া দেয়। সংসারাসক্তি নির্ম্মূল করিবার, প্রবৃত্তি প্রবাহ সংযত করিবার, চঞ্চল মনকে স্থির করিবার বিচারণাই এক মাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। মনুষ্যত্বের পরা কাষ্ঠা লাভের জন্য বিচার বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণই জীবনের পরম পুরুষার্থ, শত সহস্র শিক্ষা ও উপদেশ বিনা বিচারণায় ব্যর্থ হইয়া যায়। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় না হইলে কর্ত্তব্য পথ নির্ণীত হইতে পারে না। এই জন্যই পদে ২ বিচার অবলম্বনীয়। পরচর্চ্চায় অন্যের পরীক্ষায় বৃথা সময় ক্ষেপ না করিয়া একান্তে আপনার দোষ গুণের বিচার করিলে, বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া আত্ম বিচার করিয়া নিজ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারিলে বিচারণার মহতী শক্তি অনুভূত হইবে। বিচারণা-জনিত-সুখ দুঃখের দিকেও সমভাবে থাকে। বিচারণা চিরদিনের জন্য সৃষ্টি রহস্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া থাকে, আর ভ্রমেও ভুল হয় না। ছুরিকা দ্বারা শবচ্ছেদ করিয়া অস্থি মাংসাদির সমাবেশ জড় শরীরের আংশিক জ্ঞান হইয়া থাকে মাত্র; কিন্তু উহাতে শরীরীর কোনই সমাচার পাওয়া যায় না। আর বিচারণা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলে জড় চৈতন্যের স্বরূপ জ্ঞান চিরদিনের জন্য দেহাত্মবুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। বিচারে বাহিরের প্রত্যেক বিষয়ের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তত্ত্বতঃ তাহাদিগের সমন্বয় করিতে হইবে। আর্য্য শাস্ত্রীয় শিক্ষা, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রোক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা এবং সাধন প্রণালীর গূঢ়ার্থ এই বিচারণা ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না। বিচারণার মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে পাঠক মহোদয়গণ, একবার জিজ্ঞাসু হইয়া কোন মহাপুরুষের নিকট "যোগবাশিষ্ঠ" শ্রবণ করিবেন, সমস্ত শঙ্কা বিদূরিত হইবে, সত্য পথ প্রকাশিত হইবে। বিচারণাই মনুষ্য জীবন সার্থক করিবার এক মাত্র উত্তমা গতি। ভগবান্ সকলকেই এই শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

---

## মহামতি শালিগ্রাম।

যে উচ্চপদ ও রাজ সম্মান শিক্ষিত ভারতবাসীর ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, যাহা লাভ করিলে অধিকাংশ মানুষই চতুর্ব্বর্গ করতলগত বলিয়া মনে করে' এবং মর্য্যাদা মদে প্রমত্ত হইয়া বসুন্ধরা বক্ষে পদক্ষেপ করিতে চাহে না, তত্তাবতের অধিকারী হইয়াও যে মহাপ্রাণ পুরুষ তাহাতে চিত্ত সংলগ্ন না রাখিয়া, দীনতা ও নিরভিমানিতার পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ হইয়া, মোক্ষ মার্গের পথিক হইয়াছেন, সেই মহাত্মা শালিগ্রামের পুণ্যময় জীবন সংক্রান্ত দুই একটী কথা আজ আমরা পাঠক বর্গকে শুনাইব।

ভারতীয় শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই আছেন, যাঁহারা শালিগ্রামের অসাধারণ প্রতিভা ও গুণ গ্রামের বিষয় শুনেন নাই। তিনি পশ্চিমোত্তর প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে অবস্থান সময়ে যাদৃশ কার্য্য দক্ষতা এবং প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। আমরা সে বিষয়ে কোন কথাই

বলিতে চাহি না। তাঁহার জীবনের যে অংশে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাকে ভারতাকাশে "সন্ত"-সমাজের একটী ভাস্বর নক্ষত্র বলিয়া বোধ হয় তাহাই আমাদের আলোচ্য।

জন সাধারণে শালিগ্রামকে "জাত যোগী" বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন কাহিনী আলোড়ন করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে শালিগ্রাম যোগিজনসুলভ সংস্কার রাশি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অষ্টম বর্ষ বয়সের সময় শালিগ্রামের পিতা মাতা তাঁহার বিবাহের আয়োজন করেন। তাঁহাদের কুল প্রথানুসারে বিবাহের পূর্ব্বে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইতে হয়। তদনুসারে মথুরা হইতে তাঁহাদের কুল গুরু আনীত হন এবং বালককে তাঁহার সম্মুখীন করান হয়। মন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে বালক তাঁহাকে জ্ঞান-বৃদ্ধের ন্যায় কয়েকটী সূক্ষ্ম পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু কুলগুরু তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন না, সুতরাং বালকের প্রশ্নোত্তরে পরাংমুখ হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ বালক কুলগুরুকে অনুপযুক্ত মনে করিয়া, বিনীত ভাবে, তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে অমত প্রকাশ করিল। ও দিকে তাঁহার পিতা মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা কিন্তু তাঁহাকে কুল গুরুর নিকটই দীক্ষিত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কোন ক্রমেই অপরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের সম্মতি দিতে প্রস্তুত নহেন। বালক তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা দুর্ব্বিনয় বিবেচনা করিয়া, অগত্যা কুলগুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতেই সম্মত হইল; কিন্তু গুরুর সহিত এই চুক্তি থাকিল যে, সৌভাগ্য ক্রমে কোন দিন কোন মহাপুরুষ লাভ করিলে, বিনা আপত্তিতে তিনি (কুলগুরু) তাঁহার শরণাগত ও শিক্ষাধীন হইতে তাহাকে অনুমতি প্রদান করিবেন। কেবল তাহাই নহে, কুলগুরু নিজেও তাহার সহিত মহাপুরুষ সকাশে গমন করিবেন। অনন্তর এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া, বালক শালিগ্রাম কুলগুরুর নিকট যথা বিধানে দীক্ষিত হইল।

শালিগ্রামের পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া শিক্ষকেরা বলিতেন "এই বালক এক দিন স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী যে তদীয় জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ডাক বিভাগে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হওয়া অপর কোন ভারত সন্তানের কপালে ঘটিয়া উঠে নাই। তদ্ব্যতীত তিনি অধ্যাত্ম রাজ্যের যে রূপ উচ্চস্তরে উত্থিত হইয়াছেন, তাহার তুলনায় ঐ পার্থিব পদ-গৌরব অতি নগণ্য।

শৈশব হইতেই ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে শালিগ্রামের অতীব আগ্রহ ও তদগত ভাব লক্ষিত হইত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ঘনীভূত হইতে থাকে; এক্ষণে তাঁহার জীবনের সার সর্ব্বস্বই পরমার্থ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি পোষ্টাফিসের পরিদর্শক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন অনেক গুলি দুর্ঘটনায় তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। জরা ব্যাধি মৃত্যু ময় সংসারের যে ছবিতে শাক্যসিংহের হৃদয়ে নির্ব্বেদের অগ্নি জ্বলিয়াছিল, শালিগ্রামের অন্তরেও সেই দৃশ্য ঔদাস্যের সঞ্চার করিয়া বিষয়-বৈমুখ্য জন্মাইল। সম্পদ্, প্রমদা-প্রমোদ, প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে তিনি রুচিহীন হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, অবসান-বিরহিত সুখ কিসে নিহিত আছে, এবং তাহা লাভ করিবার উপায় কি, ইহাই তাঁহার এক মাত্র চিন্তনীয় হইয়া উঠিল। অধ্যাত্ম রাজ্যের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক পাইবার জন্য তাঁহার অতি মাত্র আকুলতার উদয় হইল। এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, লালা প্রতাপ সিংহ নামক একজন ডাক বিভাগীয় কর্ম্মচারী কথা প্রসঙ্গে শালিগ্রামের মনোগত ভাব জানিয়া বলিলেন, "আপনি আমার অগ্রজের নিকট গমন করিলে, হয়ত আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তিনি এক জন অদ্ভুত শক্তিমান্ মহাপুরুষ। ধর্ম্ম পিপাসু

হইয়া যাঁহারা তাঁহার নিকট যাইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই সফলকাম হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই মুমুক্ষু সমাজে জ্ঞান বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। আমার জনক জননী সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। নিজ সন্তান বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই।" শালিগ্রাম প্রতাপ সিংহের বর্ণিত যোগীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন এবং অবিলম্বেই তাঁহাকে দেখিতে গমন করিলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহার কুলগুরুও সঙ্গে চলিলেন।

অনন্তর, সাধুকে সন্দর্শন করিয়া শালিগ্রামের মনে স্বতঃই বিশ্বাস জন্মিল যে তদ্দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট পূরণ হইবে। যেরূপ তিনি প্রতাপ সিংহের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, তাহার ঘুণাক্ষরও অতিরঞ্জিত বোধ হইল না। তথাপি হঠাৎ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন না। ক্রমাগত দুই বৎসর কাল তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া, তিনি কি রূপ প্রকৃতির লোক, কি প্রকার পদ্ধতিতে চলেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া শালিগ্রাম যখন তাঁহার পবিত্রতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন, এবং তদীয় উপদেশ সমূহের সহিত শ্রুত্যাদি শাস্ত্র বাক্যের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহাকে গুরু রূপে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি রহিল না। উক্ত মহাপুরুষও শালিগ্রামের ঐকান্তিক ধর্ম্মপিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদানে সম্মত হইলেন। শুভক্ষণে তীব্র তাপনীশক্তি সঞ্চারে শালিগ্রামের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল।

আগ্রাতে শালিগ্রাম যত দিন ছিলেন, ততদিন অধিকাংশ সময়ই গুরু সেবায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি অপর কাহাকেও গুরুর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না; সমস্ত প্রয়োজনীয় কাযই তিনি স্বহস্তে করিতেন। স্বয়ং গোধূম চূর্ণ করিয়া গুরুর আহার্য্য প্রস্তুত করা এবং প্রতি দিন প্রাতঃকালে দুই তিন মাইল ব্যবধান হইতে কলসী মস্তকে বহন করিয়া গুরুর স্নানের জল আনয়ন, শালিগ্রামের শ্লাঘনীয় মনে হইত। এমন অভিমান হীনতা, এবং অসাধারণ গুরুভক্তি পৌরাণিক প্রসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ এতাদৃশ মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত আজ কাল সংসারে আর আছে কি না সন্দেহ।

শালিগ্রাম মাসান্তে বেতনের সমস্ত টাকাই গুরুর হস্তে আনিয়া সমর্পণ করিতেন, এবং তিনি শালিগ্রামের স্ত্রী পুত্রাদির গ্রাস-বাসের জন্য তাহা হইতে কিয়দংশ পাঠাইয়া দিতেন। অবশিষ্ট ভাগ বিতরণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত। সংসারের কোন কার্য্যেই তাঁহার সংস্রব ছিল না, সকল বিষয়ের ভারই গুরুর উপর ন্যস্ত করিয়া শালিগ্রাম নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

তিনি যখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে উন্নীত হন, তখন গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য ভার গ্রহণ করিলে, সাধনের বিঘ্ন ঘটিবে মনে করিয়া, তাহা ছাড়িয়া দিবার জন্য গুরুর অনুমতি চাহেন। গুরু তৎপ্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত হৃদয়ের পক্ষে উক্ত রাজকার্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিকূল হইবে না, এবং তিনি প্রতিদিনই তাঁহাকে দেখা দিয়া অন্তরে বল বিধান করিবেন। অতঃপর গুরু বাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তিনি আগ্রা হইতে প্রয়াগে গমন করেন। তথায় বহু বৎসর পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদে কার্য্য করেন। ডাক বিভাগীয় অনেক সংস্কার ও সুবন্দোবস্ত তৎকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে।

গুরুর তিরোভাবের পর, ১৮৯৭ সনে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি সমস্ত প্রাণ মনঃ সাধনে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পার্শী, মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় ও নানা সংপ্রদায়ের তত্ত্বার্থী ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট যাইয়া থাকেন। অনেক ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় খৃষ্টান তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। য়িহুদী ও মুসলমানদিগের মধ্যেও তাঁহার শিষ্য আছে। হিন্দুদের কথা ত উল্লেখই বাহুল্য।

আগ্রার ক্ষেত্রী ও কায়স্থ জাতীয় লোকদিগের

বিশ্বাস যে, শালিগ্রামের নিকট মানুষ গেলেই উদাসী হইয়া যায়। এই প্রত্যয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা নিজ নিজ সন্তান সন্ততিকে তাঁহার সংসর্গে যাইতে নিষেধ করিয়া থাকে। যে রাস্তার পার্শ্বে শালিগ্রামের বাগ-ভবন, সেই পথে উহাদের কোন আত্মীয় স্বজন চলিলেই এই আশঙ্কার উদয় হয়, বুঝিবা সে বিরাগী হইয়া গেল। শালিগ্রামের বাগ্‌ভঙ্গি, প্রকৃতির মাধুর্য্য, এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব এতদূর চিত্তাকর্ষক যে, কেহ একবার তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে, মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সাধারণের যে বিশ্বাস তাহা অমূলক নহে। প্রতিদিন তাঁহার গৃহে বহুসংখ্যক সাধু-সংসর্গকামী লোকের সম্মিলন হইয়া থাকে। বহু দূর দেশ হইতেও ধর্ম্মবৎসল ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শনের জন্য আগমন করেন। অভ্যাগতদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার দিবসে পাঁচবার সময় নির্দ্ধারিত আছে। দিবা ও রাত্রির মধ্যে মাত্র দুই ঘণ্টা কাল তাঁহার নিদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট। অবশিষ্ট সময় কেবলই ইষ্ট কার্য্যে অতিবাহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, ম্লেচ্ছ যবন, উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার নিকট সমান আদরে গৃহীত হইয়া থাকে। যে সকল সদাত্মা ব্যক্তি অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক বশতঃ তাঁহার সংসর্গ ভোগ করিতে পারে না, তিনি তাঁহাদের সহিত পত্রীয় আলাপে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না।

শালিগ্রাম অসামান্য যোগ বিভবের অধিকারী। কিন্তু তিনি যোগজ প্রভাব প্রকাশ করা অতি বিগর্হিত ও সাধনের অন্তরায় বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নানা প্রকার ব্যাধি ও বিপত্তি গ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার অনুগ্রহে প্রতিকার লাভ করিয়াছেন।

শালিগ্রাম হিমালয়ের নিভৃত গুহা আশ্রয় না করিলেও, সংসারের এক প্রান্তে বসিয়া নির্ব্বাত দীপ কলিকার ন্যায় নিস্তরঙ্গ চিত্তে প্রশান্তিময় জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার বিকীর্ণ আলোকে অনেক পথহারা পথিক পথ চিনিয়া লইতেছে। তিনি এখন সপ্ততি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

---

# গীতা ভাষ্য।

## ( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ২।১১

ভীষ্ম দ্রোণাদি [ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত ] বিহিত আচারবান্ পুরুষ, [ মরণান্তে সদ্‌গতি লাভ করিবেন ]; তদ্ব্যতীত পরমার্থতঃ [ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিচারে ] তাঁহারা নিত্য বিদ্যমান [ মৃত্যুরহিত ]; সুতরাং তাঁহারা শোকের বিষয় হইতে পারেন না। তুমি কিন্তু " তাঁহারা আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া রাজ্য সুখাদি লইয়া আমি কি করিব " বলিয়া সেই অশোচ্য ব্যক্তি বর্গের জন্য শোক করিতেছ। আবার [ " নরকে নিয়তং বাস " ইত্যাদি শ্লোকে মরণান্তেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ] বুদ্ধিমানের মত কথাও বলিতেছ। [ এই বিসদৃশ ব্যবহারে] তুমি আত্মবিষয়ে উন্মত্তবৎ পাণ্ডিত্য-বিরুদ্ধ মূঢ়তাই দেখাইতেছ। কারণ পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না। আত্মবিষয়া বুদ্ধির নাম পণ্ডা। যাঁহার তাহা আছে তিনিই পণ্ডিত। " পাণ্ডিত্যং [আত্মজ্ঞান] নির্ব্বিদ্য [ নিশ্চয় রূপে উপলব্ধি করিয়া ] বাল্যেন [বালকবৎ] তিষ্ঠাসেৎ " [ অবস্থিতি করিবে ] ইত্যাদি শ্রুতি বচনই তাহার প্রমাণ। পরমার্থতঃ নিত্য সুতরাং শোকের অযোগ্য ব্যক্তিগণের জন্য তুমি শোক করিতেছ, সুতরাং তুমি মূর্খতাই দেখাইতেছ, ইহাই শ্লোকটীর অভিপ্রায়।

নত্বেবাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥

তাঁহাদের জন্য শোকের প্রয়োজন নাই কেন?—না তাঁহারা নিত্য। কি প্রকারে? [তাই ভগবান্ বলিতেছেন] "আমি যে কখনও ছিলাম না তাহা নহে, পরন্তু ছিলামই।" অতীত কালে [কূর্ম্মবরাহাদি অবতারে] আমার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়াছিল। তখন ঘটমধ্যে আকাশের ন্যায় আমি তত্তদ্দেহে অবস্থিত ছিলাম। [ঘট ভগ্ন হইলে যে রূপ তন্মধ্যস্থ আকাশের নাশ হয় না, বরং ঘটাকাশ মহাকাশে পরিণত হয়, তদ্রূপ আমার পূর্ব্ব দেহ নাশেও আমার নাশ হয় নাই, আমি আমার স্বরূপ সত্তায় সদাকালই বর্ত্তমান ছিলাম, এবং এখনও আছি, তবে এখন কৃষ্ণ দেহের সহিত সংযোগ হইয়াছে মাত্র।] এই রূপ তুমি ও যে ছিলে না তাহাও নহে; অর্থাৎ [অতীত কালে] তুমিও ছিলে। এবং রাজন্য বর্গও যে ছিলেন না তাহাও মনে করিও না; তাঁহারাও ছিলেন। এই প্রকারে এই দেহ বিনাশের পরে ভবিষ্যতেও যে আমরা সকলে থাকিব না তাহাও নহে, অর্থাৎ থাকিবই। আমরা নিত্যাত্ম স্বরূপে ত্রিকালেই বর্ত্তমান। দেহ ভেদ অনুসারে ভগবান্ বহুবচনান্ত সর্ব্বনামের ব্যবহার করিয়াছেন, বস্তুতঃ আত্মভেদ বা আত্মার বহুত্ব অভিপ্রেত নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩

আত্মা কিরূপ নিত্য তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। যাঁহার দেহ আছে তিনিই দেহী। [সুতরাং দেহী অর্থে আত্মা]। দেহ যুক্ত আত্মার এই বর্ত্তমান স্থুল শরীরে যে রূপ পরস্পর বিভিন্ন বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য রূপ অবস্থাত্রয়, তাহাদের প্রথমটীর নাশে যেমন আত্মার নাশ হয় না, বা দ্বিতীয়টীর উদ্ভবে আত্মার উদ্ভব হয় না, কেবল অবিক্রিয় আত্মার দ্বিতীয় তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে মাত্র দৃষ্ট হয়, [অর্থাৎ কাল ক্রমে ধীরে ধীরে বালক শরীর নষ্ট হইয়া যখন যুবা শরীর উৎপন্ন হয়, তখন যেমন "বালক আমি" মরিয়া "যুবা আমি" উৎপন্ন হইয়াছি এরূপ বোধ হয় না, প্রত্যুত: বালক শরীরে যে আমি ছিলাম যুবা শরীরেও সেই আমি আছি, এই রূপ বোধ হয়, এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে আত্মা যখন নূতন দেহ ধারণ করে তখনও ঠিক এই রূপই বোধ হইয়া থাকে। এক অবিনাশী আত্মা, এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় মাত্র।] ধীমান্ ব্যক্তি তাহা চিন্তা করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৫

যিনি আত্মাকে নিত্য বলিয়া জানেন [দেহনাশে] আত্মার বিনাশ হইল ভাবিয়া তাঁহার মোহ না হইতে পারে, শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ সংযোগ নিমিত্ত [তাঁহার] লৌকিক মোহ ত দেখা গিয়া থাকে। সুখ বিয়োগে মোহ এবং দুঃখ সংযোগে শোক [ইহা লোক প্রসিদ্ধি; সুতরাং ভীষ্ম দ্রোণাদির বিয়োগে আমাকে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে] পাছে অর্জ্জুন এরূপ কথা বলেন সেই আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন "মাত্রাস্পর্শ" ইত্যাদি। যদ্দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি বিদিত হওয়া যায় তাহার নাম মাত্রা। [সুতরাং মাত্রা অর্থে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ]। শব্দাদি বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়গণের স্পর্শ বা সংযোগের নাম মাত্রাস্পর্শ। এবং সেই সংযোগ হইতেই শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। অথবা যাহা স্পর্শ করা যায় তাহাই স্পর্শ বা বিষয়, যথা শব্দাদি। এতদর্থে শব্দাদি ও ইন্দ্রিয়গণই শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। শীত কখনও সুখকর কখনও বা দুঃখ কর, উষ্ণও তদ্রূপ অনিয়ত স্বরূপ [পরিবর্ত্তন শীল]। পরন্তু "সুখ দুঃখ" নিয়ত স্বরূপ, অর্থাৎ তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং শীতোষ্ণ হইতে পৃথক। এই মাত্রা স্পর্শ উৎপত্তি ও বিনাশ শীল, তুমি তাহাদিগকে সহ্য কর, তজ্জন্য হর্ষিত বা বিষণ্ণ হইও না।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

যদি বল শীতোষ্ণাদি সহ্য করিলে কি হইবে? তবে শুন। যে পুরুষ সুখ দুঃখ প্রাপ্তিতে হর্ষ বিষাদ রহিত এবং ধীমান্; নিত্য [ অর্থাৎ ত্রিকালে বিদ্যমান, অবিনাশী] আত্মাকে দর্শন করাতে শীতোষ্ণাদি যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সেই নিত্যাত্মস্বরূপ-দর্শননিষ্ঠ দ্বন্দ্বসহিষ্ণু পুরুষ মোক্ষ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

---

## জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা।

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা উপলক্ষে নানা স্থানে ধুমধাম ও মহা সমারোহ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম জীবন হিন্দুগণ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া ভগবানের দারুময় মূর্ত্তি দর্শন করতঃ জন্ম সার্থক করেন। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদিগের মধ্যে রথযাত্রার প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অনভিজ্ঞ। কাহা কর্ত্তৃক, কোন্ সময়ে, কি উদ্দেশ্যে ইহা এই দেশে প্রবর্ত্তিত হয় সে বিষয়ে অনেকেরই নানা প্রকার সংশয় ও সময়ে২ তন্নিবন্ধন নানা প্রকার কূটতর্ক ও বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াও থাকে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা মার্জ্জিত বুদ্ধি আধুনিক যুবকদিগের নিকট এ বিষয়ে এক প্রকার চরম সিদ্ধান্তও হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের মতে বুদ্ধদেবই এই মূর্ত্তির স্থাপন কর্ত্তা। কারণ বুদ্ধদেব জাতি ভেদ মানিতেন না, আর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেও অন্নের কোন বিচার নাই। সকল জাতিই সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে কোন পাপ নাই। তদপেক্ষা আরও উন্নত বুদ্ধির মতে রথ মুসলমান দিগের তাজিয়ার (গোমরার) অনুরূপ মাত্র। অতএব মুসলমানগণই ইহার আদি স্রষ্টা। যেমন ওলাবিবি, বিবিমা প্রভৃতি মুসলমান দেবী মূর্ত্তির পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই রূপ তাজিয়াও রথ নামে অভিহিত হইয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পূজিত হইয়া থাকে! ধন্য যুক্তি!! ধন্য সিদ্ধান্ত!!! যাহা হউক এ প্রকার সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া একণে রথযাত্রা সম্বন্ধে সাধারণের কুসংস্কার দূর করণ মানসে সংক্ষেপে ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক অতি ধার্ম্মিক ও পরমাত্ম তত্ত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট নরপতি ছিলেন *। ইনি সূর্য্য বংশীয় ক্ষত্রিয় কুলজাত। অবন্তীনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ইনি সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শী মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে তত্ত্ব উপদেশ দেন। সেই জ্ঞান প্রভাবে জীবগণের কল্যাণ কামনায় ও জীবগণ জ্ঞানাভাবে এই দুর্ব্বিসহ জন্ম মরণাদি রূপ ব্যাধি জনিত মহা কষ্ট ভোগ করিতেছে দেখিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবার জন্য সমুদ্র কূলে এই গভীর তত্ত্ব পূর্ণ দারুময় ব্রহ্মমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। এই শ্রীমূর্ত্তির সংস্থাপনের পূর্ব্বে গুরু দেবের আদেশে নিজ চিত্ত শুদ্ধির জন্য মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে এই পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপন দ্বারা মহারাজ শুদ্ধ আধ্যাত্ম তত্ত্ব জ্ঞানের স্বরূপ উপদেশ প্রদান করেন। এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে জন্ম মরণাদি ব্যাধি হইতে জীব মুক্তি লাভ করে। পুরাণে আছে যে—

দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

দোলায় শ্রীগোবিন্দ জীউকে, মঞ্চে শ্রীমধুসূদনকে ও রথে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কারণ শ্রীজগন্নাথ দেব সাক্ষাৎ প্রণব মূর্ত্তি। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে প্রণব আকারই ঠিক জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি। যিনি প্রণব তিনিই ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্ম দর্শনে আর কখনই জন্ম হয় না। যথা—

---

* পুরীর নিকট ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এখনও জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রী গণ তথায় নানা প্রকার বৈদিক ক্রিয়াদি করিয়া থাকেন।

ওঁকারস্তৎ পরংব্রহ্ম সাবিত্রী স্যাত্তদক্ষরম।
এষ মন্ত্রোমহাযোগঃ সারাৎসার উদাহৃতঃ ॥
( কূর্ম্মপুরাণ )

প্রণবঃ ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
( যাজ্ঞবল্ক্যঃ )

প্রণব, আত্মা ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। এই প্রণব দর্শনে মুক্তি লাভ হয়, সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র এক বাক্যে প্রমাণ দিতেছেন।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতিতীচ।
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ ॥
( মনুঃ )

প্রণব (অ+উ+ম) এই তিন বর্ণ ও ভূঃ—ভূলোক ভুব—পাতাল ও স্বঃ—স্বর্গ এই ব্যাহৃতি সাম, যজুঃ ও ঋক এই বেদত্রয় হইতে পদ্ম যোনি ব্রহ্মা সারাংশ দোহন করিয়াছেন। প্রণব যে সকল বেদের সার তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর জগন্নাথ দেব যে প্রণব রূপী পরমাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রণবাবলম্বনে যে ফল জগন্নাথ দেব দর্শনে সেই ফল। যেমন প্রণবাবলম্বী ব্যক্তি আর পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করেন না, সেই রূপ জগন্নাথ দেবের ব্রহ্ম মূর্ত্তি দর্শনে আর পুনর্জ্জন্ম নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যাহার জীবনে কোন সাধনা নাই একবার প্রণব মূর্ত্তি দর্শনে কি রূপে মুক্তি লাভ হইতে পারে? মুক্তি লাভ হইতে পারে, যদি "সংসারবিষয়ে ঘোরে পুন র্যদি ন লিপ্যতে" অর্থাৎ যদি জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দর্শনানন্তর আর সংসারে লিপ্ত না হয়। অতএব ভগবান জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দর্শনে মোক্ষ দাতৃত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অ+উ+ম ও নাদ প্রণবের মাত্রা চতুষ্টয়; সুভদ্রা, সুদর্শন, বলরাম ও জগন্নাথ দেবও মাত্রা চতুষ্টয়। সুভদ্রা দেবীই অকার স্বরূপা, সুদর্শন উকার রূপী, বলরামই মকার রূপী ও নাদ রূপী শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব।

তথায় জাতি ভেদ নাই কেন? পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেই জীব পরম পবিত্রতা লাভ করেন। "পরমাত্মতত্ত্বে জাতে সর্ব্বে পবিত্রা ভবন্তীতি। তত্র ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র সঙ্কর চণ্ডালাদ্যজাদি বিবেচনা কার্য্যা"। পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ হইলে জীব সর্ব্বদা পবিত্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর বর্ণ, চণ্ডাল ও অন্যান্য অন্ত্যজ জাতির মধ্যে ও কোন বিচার থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে কেহই অপবিত্র থাকেন না। আবার উপনিষদে বলিতেছেন "অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো ভবতি, অনুপনীত উপনীতো ভবতি, সোঽগ্নিপূতো ভবতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রণবাবলম্বী পুরুষ অশ্রোত্রিয় হইলেও শ্রোত্রিয়, অনুপনীত হইলেও উপনীত হন। সকলেই সর্ব্বদা পবিত্র, তিনি সকল বেদ অধ্যয়নের, সর্ব্ব তীর্থ স্নানের ও সর্ব্ব যজ্ঞের ফল লাভ করেন। সেই রূপ আধ্যাত্ম তত্ত্ব জ্ঞান স্বরূপ এই পুরুষোত্তম দর্শন করিলে সকলেই পবিত্রতা, বেদজ্ঞত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সেই জন্য জাতি ভেদের বিচারণা অনাবশ্যক।

আবার তত্ত্ব জ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম যোগীদিগকেও উপদেশ দিতেছেন যে এই ষট্‌চক্র বিশিষ্ট দেহরথে অবস্থিত জগন্নাথ রূপী পরমাত্মাকে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

এই প্রকার গভীর তত্ত্ব জ্ঞান উপদেশ, মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন জীবের কল্যাণ, কামনায় রথ যাত্রাদি রূপে প্রকারান্তরে প্রকাশ করেন। ইহাই রথের উদ্দেশ্য। ইহা অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিম্বা অন্য কাহার ও অনুরূপ কল্পনা নহে। ইহার যথেষ্ট তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ প্রদানের উপযোগিতা জন্য মহা জ্ঞানী মহাত্মাগণ ইহার বিশেষ সম্মান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জ্ঞানী মহাত্মা গণ জগল্লোকে কৃতার্থ হইতেছেন। প্রণব অবলম্বনই ভব সমুদ্র পার হইবার উপায়। অলমিতি।

# পওহারী বাবা।

নৈষ্কর্ম্মে কি অপূর্ব্ব রস আছে কর্ম্মপাগল মানব তাহা বুঝে না। তাঁহার মন নৈতিক উন্নতির অনন্ত ধারার কল্পনায় শুষ্ক, কর্ম্মশূন্য অবস্থা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। প্রকৃত হিন্দু কর্ম্ম করেন কর্ম্ম নাশের জন্য, ভোগ করেন ভোগ বিলাসের উচ্ছেদ সাধন জন্য। ভোগ বাসনা তাঁহার নিকট প্রাকৃতিক উপদ্রব, শরীর তাঁহার কারাগার, ক্ষুধা তাঁহার ব্যাধি, ভোজন ঔষধ সেবন মাত্র। তাঁহার প্রাণের এক মাত্র পিপাসা স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বরূপে অবস্থিতি। কাযেই সাধকের জীবন সাধারণতঃ সৃষ্টি ছাড়া এক উদ্ভট ব্যাপার বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অনেকেই গাজীপুরের সুপ্রসিদ্ধ যোগী "পাহাড়ী বাবার" নাম শুনিয়া থাকিবেন। ভারতের পাহাড়ে পর্ব্বতে আজিও সেরূপ কত মহাত্মা প্রস্ফুটিত বন কুসুমের ন্যায় নিজ সুষমা সৌরভে বনস্থলী আমোদিত করিয়া রহিয়াছেন কে তাহার সংবাদ লইয়া থাকে? পাহাড়ী বাবা জনস্থানের একটু নিকট ছিলেন, তাই তাঁহার কথা সমাজে কিছু প্রচারিত। সম্প্রতি এই মহাত্মার অদ্ভূত ভাবে দেহত্যাগের কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইঁহার জীবন সম্বন্ধে ২।৪টী কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"গাজীপুর জিলার অন্তঃর্গত কুথা নামক গ্রামে একজন সিদ্ধ বাস করিতেন, দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে উক্ত গ্রামে তিনি তাঁহার পিতৃব্যের আশ্রমে আসেন। তাঁহার পিতৃব্যও সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি পিতৃব্যের আশ্রমে আসার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার পিতৃব্যের পরলোক প্রাপ্তি হয়। পিতৃব্যের পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপনান্তে তিনি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। বদরিকাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া শেষে "গিরনার" পর্ব্বতে যান, সেখানে কোন মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন। সেই মহাপুরুষের নিকট যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়া ও নানা উপদেশ গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। তখন হইতে তিনি অন্ন ত্যাগ করেন এবং সাধারণে তাঁহাকে পওহারী বাবা অর্থাৎ পবন আহারী নামে অভিহিত করে; কিন্তু বাস্তবিক, তিনি পবন আহারী ছিলেন না; বৃক্ষপত্র, রস, দুগ্ধ ও সামান্য ফল মূল ভক্ষণ করিতেন।

পওহারী বাবা পরম রূপবান, উন্নত, সুপুষ্ট দেহ ও অপরিমিত বলশালী ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় মিষ্ট ও বিনম্র, ভাষা কোমল ও মধুর ছিল।

ইনি সমস্ত দিন "ভগবদ্ গীতা" "বাল্মিকী রামায়ণ" ও নানা গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করিয়া সমস্ত রাত্রি নির্জ্জনে গঙ্গাতীরস্থ সৈকত ভূমিতে একাকী বসিয়া যোগ সাধন করিতেন। অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে আশ্রমস্থ কুটীর মধ্যে এক গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহারই মধ্যে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন, এবং কুটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন, কেবল একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি তিথিতে ও রথ-যাত্রাদি পর্ব্বাহে কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া থাকিতেন; কিন্তু ষোনর বৎসর পূর্ব্ব হইতে একেবারে দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। একেবারে দ্বার বন্ধ করার চারি বৎসর ৩ মাস পরে এক ভাণ্ডারা দেন, সেই ভাণ্ডারা উপলক্ষে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ হইতে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়, প্রায় এক মাস কাল ব্যাপিয়া সেই যজ্ঞের সময় ১১ দিন পওহারী বাবা কুটীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকলকে দর্শন দেন। কিন্তু যজ্ঞ শেষে সেই যে দ্বার রুদ্ধ করেন, আর তাহা খোলেন নাই।

রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে বসিয়া সময়ে সময়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন, অনেক সাধু সন্ন্যাসী বহুদূর হইতে তাঁহার নিকটে আসিতেন, দেশ দেশান্তর হইতে গৃহাশ্রমী সম্ভ্রান্ত লোকও অনেকে আসিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিয়া যাইতেন।

বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ২০ শে মে শুক্রবার অমাবস্যা তিথিতে অতি অদ্ভূত ভাবে তিনি দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার উষা কালে পওহারী বাবার পুষ্প চয়ন, পূজার পাত্রাদি মার্জ্জন, ও পূজা শেষে ঘণ্টার নিনাদ সকলে শুনিতে এবং অনুভব করিতে পারিয়াছিল। অতি প্রত্যুষে পওহারী বাবার দ্বিতল কুটীরের ছাদে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়, তখন আশ্রমের বহিঃ প্রাঙ্গনে দুই তিন জন গ্রাম্য জমিদার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা হোমের ধূম মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে শুভ্র মেঘের ন্যায় ধূম রাশিতে ছাদ ঢাকিয়া যায়, তখন অনেকে প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া সভয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া বলেন মহারাজ! এ আগ্ন যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে এখন আমরা নিবাইয়া ফেলি, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে সহস্র শিখা তুলিয়া কুটীরের ছাদ ব্যাপিয়া প্রবল বাহ্ন জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কা ভুলিয়া সেই প্রবল অগ্নি শিখার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাহিরের দ্বার খুলিয়া দিলেন, তখন সকলেই আশ্রম অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, দ্বিতল কুটীরের প্রান্তভাগে পওহারী বাবা যেখানে হোম করিতেন, সেই হোমকুণ্ডের উপর প্রবল শিখা তুলিয়া তাঁহার দেহ জ্বলিতেছে। অনেকে তাঁহার নিকটে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেই প্রচণ্ড অগ্নি শিখার সম্মুখীন কেহ হইতে পারিল না।

পর দিবস প্রাতে তাঁহার দেহাবশিষ্ট ভস্মরাশির সহিত গঙ্গা বক্ষে নিমগ্ন করা হয়।"

---

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধর্ম্ম প্রচারক।
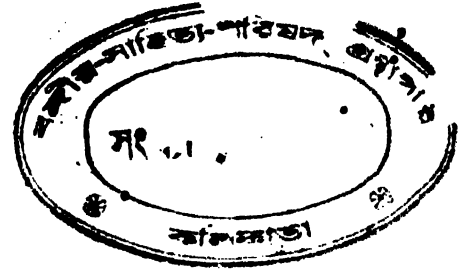
" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা।

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥ "

শকাব্দা ১৮২০। শ্রাবণ মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অশৌচপ্রকরণং।

( পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ )

কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্।
স্নাতানপবদেয়ুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ॥ ৭

মৃত ব্যক্তির পুত্রাদি জল দান ক্রিয়া সমাপনান্তে স্নান করিয়া জলাশয় হইতে উঠিয়া যখন নবোদ্গত তৃণ সমাকীর্ণ ভূভাগে উপবেশন করিবে, কুলবৃদ্ধগণ তখন বক্ষ্যমাণ পুরাতন কথা প্রসঙ্গ দ্বারা তাহাদিগের শোক নিরসন করিবেন।

মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
করোতি যঃ স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥ ৮

মানব কদলীস্তম্ভবৎ অন্তঃসার শূন্য। সংসরণ বা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়াই এই শরীরের ধর্ম্ম। জল বুদ্বুদের ন্যায় ইহা অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ইহাতে স্থিরত্ব অনুসন্ধান করে সে মূঢ়।

পঞ্চধা সংভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈ স্তত্র কা পরিদেবনা॥ ৯

জন্মান্তরীয় শরীর জনিত কর্ম্মবীজ দ্বারা তৎফল-ভোগার্থ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে এই শরীর সংগঠিত হইয়াছিল। ফল ভোগের নিবৃত্তি হওয়ায় এখন তাহা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার জন্য এত বিলাপ কেন?

গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্ত্যলোকো না যাস্যতি॥ ১০

অপিচ মরণই বা এত আশ্চর্য্য কিসের? প্রলয় কালে পৃথিবী, সমুদ্র প্রভৃতি, এমন কি জরামরণবিজয়ী অমরবৃন্দেরও যখন অবসান হয়, তখন ফেনবৎ মরণধর্ম্মী ভূত সকলের বিনাশ হইবে না কেন? সুতরাং প্রকৃতির এ অনিবার্য্য পরিণামে শোক সমাবেশ নিষ্প্রয়োজন।

শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ॥ ১১

পরলোকগত আত্মার বন্ধুগণ শোক সন্তপ্ত হইয়া শ্লেষ্মা অশ্রু আদি যাহা বিসর্জ্জন করেন, সেই সকল তাহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোজন করিতে হয়। সুতরাং রোদন করা উচিত নয়। প্রেতাত্মার হিতাকাঙ্ক্ষিগণ বরং সাধ্যমত শ্রাদ্ধাদি করিবেন।

ইতি সংশ্রুত্য গচ্ছেয়ুর্গৃহং বাল পুরঃসরাঃ।
বিদশ্য নিম্ব পত্রানি নিয়তা দ্বারি বেশ্মনঃ॥ ১২
আচম্যাগ্ন্যাদি সলিলং গোময়ং গৌরসর্ষপান্।
প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য কৃত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ॥ ১৩

এই প্রকারে কুলবৃদ্ধগণের বচন শ্রবণ করিয়া ত্যক্ত-শোক হইয়া বালকগণকে অগ্রে করিয়া গৃহে গমন করিবে। গৃহ দ্বারে আসিয়া সংযত মনে নিম্ব পত্র চর্ব্বন করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তদনন্তর আচমন করিয়া

অগ্নি, সলিল গোময় ও শ্বেত সর্ষপ আদি স্পর্শ করিয়া ( আদি শব্দে দূর্ব্বা, প্রবাল, ও বৃক্ষ গৃহীতব্য ) প্রস্তরের উপর পদ রাখিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিবে।

ক্রমশঃ।

---

## বরাহনগরে শ্রীচৈতন্য।

( বৈষ্ণবেতিহাসের এক পৃষ্ঠা )

তটিনীতটে।

কুল কুল তানে কল্লোলিনী সুরধুনী, বিষ্ণু পাদের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে, অপার পারাবারের বিশাল বক্ষ সমাশ্রয় জন্য ছুটিয়াছে। শিশির স্নাত স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু, অরবিন্দের মকরন্দ গন্ধ, মল্লিকার মধুর সুবাস, টগরের গরব মাখা সুরভিশ্বাস, বেলার অরুণ কিরণ চুম্বিত মোহন হাস, শিরিস কুসুমের সুকোমল পরাগ বিলাস, আর যুথিকার সলজ্জ সুন্দর বিকাশ হরণ করিয়া ভাগীরথী সৈকতে উপবিষ্ট ঐ বিকচ-কমল-নয়ন সুন্দর-বদন বিশাল-বক্ষ পুরুষপুঙ্গবের উত্তরীয় লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সেই মহাত্মার নয়ন যুগল হইতে মূর্ত্তিমতী গঙ্গাযমুনার যুগল প্রবাহ রূপে অশ্রু প্রবাহ গণ্ডবাহিয়া বক্ষদেশ প্লাবিত করিতেছে; আর বক্ষ হইতে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিম্নগ হইয়া ভাগীরথীর পবিত্র সৈকত প্রদেশ পবিত্রতর করিয়া গঙ্গাজলে মিলাইয়া যাইতেছে। উৎপত্তি ও নিবৃত্তি এক। ক্রমে বেলা হইল। ভাটাগেল; জোয়ার হইল; তথাপি অশ্রুর বিরাম নাই; একই ভাব!

ব্রাহ্মণ পূজায় বসিয়াছিলেন, কোশাকুশি জোয়ারের জলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ফুলগুলি লইয়া তরঙ্গ-মালা মালা রচনা করিয়াছে; মালা পরিবার জন্য বীচিমালা কলহ করিতেছে; তরঙ্গিনী বক্ষ, সাগর-তরঙ্গ-সম্মিলনে, আনন্দে গরবে সোহাগে ফুলিয়া উঠিয়াছে; ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র ক্রমে গঙ্গা তরঙ্গের অবিরাম আস্ফালনে কটি ত্যাগের উপক্রম করিয়াছে; ব্রাহ্মণ তথাপি নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টি। কিন্তু সে দৃষ্টি লক্ষ্য-শূন্য; আর যদি লক্ষ্য থাকে, সে লক্ষ্য যে বাহিরে নাই, ইহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। এ দিকে অশ্রু অবিরাম।

ক্রমে অরুণ মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রভাত বায়ু আকণ্ঠ সলিল মগ্ন সেই মহাপুরুষের উত্তরীয় না পাইয়া উদাস প্রাণে খেলা ছাড়িয়া চলিয়াগেল। একটী পাপিয়া চাঁপার উৎকট গন্ধে বিরক্ত হইয়া সংসার বিরক্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় উদাস চিত্তে গাহিতেছিল; চম্পক কলিকার হেমকান্তি দর্শনে তাহার মনে কি যেন কি হইল; গান ছাড়িয়া সেও পলাইল। এ দিকে গঙ্গাজল সাধুর চিবুক-চুম্বন করিল। সাধু শিহরিয়া উঠিলেন, অরুণ নয়নে বাহ্য জ্ঞান দেখা দিল। ঈষৎ হাস্য করিয়া গাহিলেন—

"ব্রজ গোপীর নয়ন জলে
যমুনার দুকুল ভেসে যায়।"

ব্রাহ্মণ জল ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন কোশাকুশি ভাগীরথীর দয়ায় অন্তর্হিত; পুষ্পাদি পূজোপকরণ এক একটী করিয়া তরঙ্গ বালা গণ মাথায় পরিয়াছে। বালকের মত তখন সেই সাধু হাসিতে লাগিলেন, পরে গাহিলেন—

" পূজা ছেড়ে দেখ্‌রে গৌরী
ঘরে দিগম্বর বর।"

এমন সময়ে হঠাৎ উত্তর দিক হইতে অগণ্য মৃদঙ্গ করতাল ধ্বনি ও গগন মেদিনী কম্পিত করিয়া " হরি " " হরি " ধ্বনি সমুত্থিত হইল!!!

আচার্য্য প্রাঙ্গনে।

তখন সিক্ত কলেবরে সেই সাধু সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। মুখে অবিরাম একই কথা " প্রভুর দয়া হয়েছে ", " প্রভুর দয়া হয়েছে! " প্রভুর দয়া হইয়াছে। সাধু দেখিলেন—সম্মুখে ধূলিপটলের চলৎ প্রাচীর ভেদ করিয়া দেখিলেন সারি সারি পথের দুই ধারে পতাকা শ্রেণী; পতাকায় লেখা " হরের্নামৈব কেবলম্‌" "হরে মুকুন্দ মুরারে" "জয় গোবিন্দ গোপাল রাম", " জয় দামোদর কংশদর্পহারী " " হরে কৃষ্ণ

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে;" সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের নিকটে "জয় গোপীনাথ প্রাণধন" আর সঙ্কীর্ত্তনের কেন্দ্রস্থানে "জয় রাধানাথ মদনমোহন"। হরি যন্ত্র, রামশিঙ্গা, তুরী, ভেরী, জগঝম্প, কাড়া, কাঁশর, করতাল, ঝাঁঝ, ঘণ্টা, শঙ্খাদি ধ্বনির মহারোল; কিন্তু সেই মহা-রোল ভেদ করিয়া শুনা যাইতেছে "হরি, হরি বোল!" "বোল হরি বোল" "বোল হরি বোল"!! উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য! প্রমত্ত বিভোর ভাব! চুয়াচন্দন চর্চ্চিত, অগুরুত্রক্ষিত বৈজয়ন্তী মালিকা অলিকুলের প্রাণাকুল করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত। কাষায় কৌপীন বাসে, চাঁচর চিকুর পাশ মুণ্ডিত করিয়া গৌর হরি আজ দণ্ড-ধারী; পার্শ্বে উন্মত্ত অবধূতের প্রমত্ত প্রেমোন্মাদে দশদিক বিভ্রান্ত; ঘন ঘন হুঙ্কার ও সিংহনাদ; এবং গগন বিদারী হরিধ্বনি। মাঝে গোরা চাঁদের চাঁদ মুখ বহিয়া প্রেম মন্দাকিনী যুগল ধারায় তীব্র প্রস্রবণে ধরণী প্লাবিত করিতেছে। প্রভুর দক্ষিণ কর উর্দ্ধে উৎ-ক্ষিপ্ত; বাম কর বাম কটি সন্নিহিত; শ্রীপাদ পদ্ম, প্রভাতবাতাহত কম্পিতাকৃতি নলিনীযুগলের ন্যায় নর্ত্তনভঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিমানবিহারী বিমানাধিষ্ঠিত দেব দেবী বৃন্দের নয়ন মন হরণ করিয়া উজ্জ্বল মধুর রসের বিমল বিভায় ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিয়া অপূর্ব্ব হাস্য করিতে-ছেন; সেই সুনীল গগন গাত্রে চিত্র খণ্ডের ন্যায় এই প্রমত্ত সংকীর্ত্তন কাণ্ড অনুভূত হইতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে অধীর বিভোর ও উন্মত্ত হইয়া আমাদের সেই সাধু প্রভুপদে যষ্টি দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন; প্রভুর অমনি বাহ্য জ্ঞান হইল, ব্যস্ত সমস্তে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। চারি দিকে উচ্চ জয় ধ্বনি হইতে লাগিল; অদ্বৈতের হুঙ্কারের মাত্রা বাড়িয়া গেল। সেই অগণিত ভক্ত বৃন্দ একে একে সাধুকে দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন। তখন সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধুর কুঞ্জাভিমুখে চলিলেন,—তাই ত'বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখি—

"তার পর প্রবেশিলেন প্রভু বরাহনগর।"

বরাহনগরের উত্তর বিভাগে ভাগীরথী তীরে সাধুর কুঞ্জ ছিল। সেই কুঞ্জ প্রাঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায় বহু-ক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনান্তে উপবেশন করিলে সাধু গৌরপূজার জন্য শ্রীভাগবত পাঠ করিলেন; তাঁহার সুকণ্ঠ নিঃসৃত সেই—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ॥
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥১॥

আর সেই

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবতভাগবতং রসমালয়ং,মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

—আদি শ্লোক শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তগণ কৃষ্ণানন্দরসে বিভোর হইতে লাগিলেন। পরে যখন সাধু বিভোর প্রাণে কিন্নর কণ্ঠে গাহিলেন—

"দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ং।
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈ রাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৯॥
নিশম্য ম্রিয়মানস্য মুখতো হরিকীর্ত্তনং।
ভর্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাঽপতন্॥ ৩০॥
বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলং।
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা॥ ৩১॥
(৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ঃ।)

তখন প্রভু—বিচলিত হইলেন; আর থাকিতে না পারিয়া "সাধু! সাধু!" বলিয়া সাধুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন—

"আজি হইতে নাম তব শ্রীভাগবতাচার্য্য।
ভাগবত পাঠ বিনা তব নাহি অন্য কার্য্য॥"

তদবধি সাধুর নাম হইল শ্রীভাগবতাচার্য্য।

দুই শতাব্দি পরে

শ্রীচৈতন্য গৌড় হইতে নীলাচলাভিমুখে আগমন কালে বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এতদ্দেশে এত ভগবদ্ভক্ত থাকিলেও, শ্রীভাগবতাচার্য্যকে কেন কৃতার্থ করিলেন? হেতু আছে।

রাধা ভাবাস্বাদ ও রাধাঋণ শোধ জন্য শ্রীভগবান শ্রীরাধা ও সখীবৃন্দ সহ বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গৌরলীলা রসে বঙ্গ ভূমি পবিত্র করেন। বাহিরে রাধা রূপ, অন্তরে, কৃষ্ণ রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি রচিতা; সখী গণও ভক্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা ও গৌর সঙ্গে মিলিত হইলেন। শ্যামসুন্দরী নামে এক সখী বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণগুণানুবাদরসে পরম রসিকা ছিলেন। তিনিই ভাগবতাচার্য্য রূপে আবির্ভূতা ও কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ শ্রীভাগবত পাঠে প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইলেন।

কাল ক্রমে গৌরলীলার অবসানে শ্যামসুন্দরী আচার্য্য দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে শ্যাম গুণানুবাদ রূপ নিত্য সেবায় নিত্য কাল জন্য নিরত হইলেন। আচার্য্যের দেহ আচার্য্য প্রাঙ্গনে সমাহিত হইল। কিন্তু যে প্রাঙ্গনে গৌর কীর্ত্তন হইয়াছিল প্রতিবেশিবর্গ গভীর নিশীথে চকিত হইয়া শুনিত যেন সেই প্রাঙ্গনে রজনী কালে অশরীরী বাণী যোগে নিত্য মহাসঙ্কীর্ত্তন হয়। লোকে দেখিতে ছুটিয়া আসে; চর্ম্ম চক্ষে দেখা কিছুই যায় না। এই রূপ দুইশত বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে সেই প্রাঙ্গন ও সমাধি ক্ষেত্র বৃক্ষ গুল্ম সমাচ্ছাদিত হইল। কিন্তু সেই অমানব সঙ্কীর্ত্তন জন্য ভয়ে কেহ তথায় বাস করিল না। সন্ধ্যার পর সে দিকে কেহ যাইত না।

### স্বপ্নাদেশ।

কলিকাতা নগরীতে প্রায় দেড়শতাব্দী পূর্ব্বে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামা এক সম্ভ্রান্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কর্ম্মফলে তাঁহাকে শূল রোগ আশ্রয় করে। রোগে অতি কাতর হইয়া তিনি ভগবৎ সমীপে রোগ মুক্তি প্রার্থনা করেন। অমনি রজনী যোগে স্বপ্নাদেশ হইল, "গোপাল, বরাহনগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথী তীরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের আশ্রম আছে, তাহা প্রকট করিয়া আমার সেবা প্রতিষ্ঠিত করিলে তোমার সেবাপরাধ জন্য পীড়া বিদূরিত হইবে।" গোপাল প্রভাত হইবা মাত্র বরাহনগরে আসিয়া স্বপ্নাদেশ পালনে নিরত হইলেন।

### ভাগবতাচার্য্যের আশ্রম আবিষ্কার।

বহু অনুসন্ধানের পর অমানব সঙ্কীর্ত্তনের তত্ত্ব প্রতিবেশি প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া ইতস্ততঃ খনন দ্বারা অবশেষে উত্তর-শয়ান সাধুর সমাহিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন। তিনি তখন আশ্রম বাটী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত, হইলেন; এবং সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এক দিন হঠাৎ নিকটবর্ত্তী প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ পতিত হইতে দেখিয়া সেই নিম্ব কাষ্ঠে তিনি পূর্ব্ব বর্ণিতবৎ স্বপ্নাদেশ-নির্দ্দিষ্ট নিতাই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং সেবার বন্দোবস্ত করিলেন।

### আচার্য্য আশ্রমে শ্রীবিগ্রহ।

এক্ষণে যদিও সেই মন্দির অতি প্রাচীন দশা গ্রস্ত বলিয়া পুনঃ সংস্কার যোগ্য, এবং কাল ক্রমে দেবোত্তর বিলুপ্ত হইয়া সেবা-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাত্রেই সেই শ্রীচৈতন্য-চরণ চিহ্নিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেই অপূর্ব্ব প্রভাবে কণ্টকিতদেহ হইবেন, নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহদ্বয়ে যে দিব্য প্রভাব ও প্রসন্ন ভাব এবং জীবের প্রতি করুণার উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয় তাহাতে হিন্দু মাত্রেরই চিত্ত একান্ত বিগলিত হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীমূর্ত্তিতে সেই মদনদর্পখর্ব্বকারী ভ্রূভঙ্গি, সেই বিলোল কটাক্ষ, সেই প্রেমস্ফীত অধরে মোহন হাস্য, সেই গণ্ডের অপূর্ব্ব দ্যুতি, সেই আয়ত বক্ষে লক্ষ্মীর বিলাস বিভব, এ সকল দেখিলে কোন্ হিন্দুর প্রাণ মধুর রসে ডুবিয়া না যায়! শ্রীনিতাইয়ের সকরুণ দৃষ্টি ও অভয় দান, জগাই মাধাইয়ের ন্যায় অতিপাতকী আমাদের পাষাণ কঠিন হৃদয়কে ক্ষণ জন্য বিচলিত করিয়াছিল। তাই বলি, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, একবার সেই নির্জ্জন তীর্থ ক্ষেত্রে আসিয়া নয়ন মন সার্থক করিয়া যাও। বরাহনগরে যাইতে হইলে বীডন স্কোয়ারে স্টিমার মিলে। বাজারে নামাইয়া দেয়। তথা হইতে তীর্থ স্থান ১৫ মিনিটের পথ। অথচ অপরিচিত। দুরদৃষ্ট আমাদের!!

## ফুটন্ত মানব।

এ জগতে ফুটিয়াছে একটিই ফুল,—
কেহ বলে শ্যামা সে গো, কেহ বলে নয় ;
শ্যাম পত্রাবৃত তাই হয় এই ভুল!
কৌমুদীও সে সৌন্দর্য্যে মানে পরাজয়!

শত মধুকর তথা করে গুণ গান!
সহস্র জোনাকী তার মুখ পানে চায়!
আকাশে অনন্ত তারা করিয়া নির্ব্বাণ,
জগৎ ডুবিয়া থাকে দীপ্ত সুষমায়!

উত্তাল তরঙ্গ তুলি সমুদ্র খেলায়,
চরণের প্রান্ত দেশে দিবস রজনী!
তবুও সে মদালসে অবসন্ন কায়!
ভাঙ্গিয়া পড়িছে যেন চরণ দুখানি!

মহানিদ্রা এ কি—বা এ জাগ্রত স্বপন?
অথবা হইবে কি এ যোগ প্রাণায়াম?
এ গাম্ভীর্য্য—এ স্তব্ধতা—হেন নিমগন!
দেখি নাই কভু কোথা এত গুণগ্রাম!

কার ধ্যানে মগ্ন তুই ফুটন্ত কুসুম?
কার রূপে এত রূপ ধরেছিস বল?
যৌবনের মৃদু জ্যোতিঃ অতি নিরুপম,
পূর্ণ করি রাখিয়াছে শূন্য জল স্থল!

নিঃশব্দে, একাকী তুমি কার প্রতীক্ষায়,
ফুলরাণি! ফেলিতেছ এত অশ্রুনীর?
আছে কি লো কেহ কোথা যে তোরে সুধায়?
প্রেমমুগ্ধ—মন্ত্রমুগ্ধ—উন্মত্ত—অধীর।

---

## ভক্ত কবি মথুরেশ।

কালের করাল দৌরাত্ম্যে রত্নপ্রসূ ভারতের কত শত রত্ন আজ বিস্মৃতির ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক দিন যাহার সমুজ্জ্বল শোভা লোকহৃদয় বিমোহিত করিয়াছিল, এক দিন যাহার বিমল-জ্যোতিঃ শত শত লোকের নয়ন যুগল পরিতর্পিত করিয়াছিল, আজ তাহা অজ্ঞাত ও অনাদৃত অবস্থায় কোথায় পড়িয়া আছে, কে তাহার অনুসন্ধান করে? কত শত কবি, কত শত ভক্ত, কত শত পণ্ডিত, আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার গণনা অসম্ভব। বিজাতীয় শাসন কালে ভারতের কত অমূল্য রত্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কত মহামূল্য গজ মৌক্তিক বিধর্ম্মীর তীব্র পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কত অনাঘ্রাত কুসুম আপনার গন্ধে আপনি মাতোয়ারা হইয়া বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, কত কাব্য কাননের সরস কোকিল, মধুমাখা গলায় প্রাণ মন মাতাইয়া ডাকিয়া ডাকিয়া নীরব হইয়াছে, কত ভক্তি-প্রস্রবণ অমৃতধারা বর্ষণ করিতে করিতে উপলখণ্ডে লীন হইয়া গিয়াছে, কত শীর্ণ নদী কুল কুল রবে ভগবৎ সাগরের দিকে ছুটিয়া ছুটিয়া ভীষণ প্রতিরোধক বস্তু সম্মুখে দেখিয়া সৈকতের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাহাদের গণনা করিতে হইলে যেরূপ বিদ্যা, বুদ্ধি, গবেষণা, সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন তাহা আধুনিক লোকদিগের মধ্যে কয় জনের আছে?

বসন্তের সংবাদবহ আম্রমুকুলকে পদদলিত দেখিলে, স্বর্গ মন্দাকিনীর পবিত্র সলিল পদ প্রক্ষালনের জন্য ব্যবহৃত হইলে, মহামূল্য রত্নকে গর্দ্দভের কণ্ঠহারে অবলোকন করিলে, কাহার হৃদয়ে না দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়? কিন্তু হায়! আমাদের কত শত গৌরবের বস্তু যে অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া আছে, কত শত নারায়ণ মূর্ত্তি যে উপল খণ্ড বোধে উপেক্ষিত হইতেছে, তাহার কি সংখ্যা আছে? আজ আমরা ভক্তকবি মথুরেশের কথা বলিব বলিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি।

এক দিন যাঁহার রচিত "শ্যামা কল্পলতিকা" ভক্ত জগতে অপূর্ব্ব সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাঁহার কথা নূতন করিয়া বলিতে হইল, তাঁহার কবিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ভারত বাসীকে দেখাইতে হইল, ইহা কি সাধারণ আক্ষেপের কথা! ক্ষুদ্র পদ্য লিখিয়া টমাস্ গ্রে (Thomas Gray) কবি বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত,

আদিরসের আপাত মধুর ভাবে 'রসমঞ্জরী' লিখিয়া ভানু কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুবিদিত, কিন্তু "যাঁহার প্রত্যেক কবিতায় ভক্তি ও কবিত্বের, জ্ঞান ও ধর্ম্মের, স্থূল ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিস্ময়কর বিমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ভক্ত কবি মথুরেশ আজ অপরিচিত ও উপেক্ষিত। যাঁহার কটাক্ষে সৌধমালা-বিভূষিতা নগরী সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছে, যাঁহার ইচ্ছায় ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে ইহলৌকিক সুখলিপ্সা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই মহাকালের অঙ্গুলি তাড়নে মথুরেশের এই রূপ না হইবে কেন?

ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতার ২৪ ক্রোশ উত্তরে, বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী নবদ্বীপের ৭ক্রোশ পূর্ব্বে, "গুপ্তপল্লী" নামে গ্রাম আছে। সাধারণ লোকে ইহাকে গুপ্তিপাড়া বলিয়া থাকে। এই গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্গত ও ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। "মহাপুরুষ চরিতম্" নামে সংস্কৃত কাব্যে গুপ্তপল্লীর এই রূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

" তস্মিন্ হুগলীপ্রথিতবিষয়ে গুপ্তপল্লীতি নাম।
পল্লী রম্যা কুসুমদশনা নূত্নদূর্ব্বাম্বরী চ॥
গঙ্গা যস্যাঃ রজতসলিলা হারশোভাং বিধত্তে।
হিত্বা বৃন্দাবিপিনবসতিং বর্ত্ততে যত্র কৃষ্ণঃ॥ "

অনুবাদ। হুগলী জেলায় গুপ্তপল্লী নামে পল্লী আছে। ইহা সুন্দরী, কুসুম দশনা ও নূতন দূর্ব্বাবসনা। রজত সলিলা ভাগীরথী তাহার হারের ন্যায় বর্ত্তমান। বৃন্দাবন বাস পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ এই স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

পূর্ব্বে গঙ্গা গুপ্তপল্লীর পাদদেশ প্রক্ষালন করিয়া প্রবাহিত হইতেন, কিন্তু এক্ষণে ইহার প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তর দিয়া লহরী লীলা বিস্তার করিয়া সাগরাভিমুখে চলিয়াছেন। এই গ্রামের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্বাংশ, পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে গঙ্গা বর্ত্তমানা। এই জন্য "পার্থ-বিজয়ম্" নামক সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা আপনার পরিচয় দিবার স্থলে বলিয়াছেন—

" ভাগীরথীবলয়িতে কিল গুপ্তপল্লী,
গ্রামেঽত্র দেবনিলয়ে দ্বিজবংশজাতঃ" ইত্যাদি।
গঙ্গাবেষ্টিত দেবতাধ্যুষিত গুপ্তপল্লীগ্রামে ইত্যাদি।

বহু দিবস হইতে এই গ্রাম সংখ্যাতীত আর্য্য নর নারীর পবিত্র তীর্থ স্বরূপে পরিসেবিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রী ৺ বৃন্দাবন চন্দ্র, কৃষ্ণ চন্দ্র, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, রামচন্দ্র, দেশ কালিকা, রঘুনাথ প্রভৃতির মন্দিরে বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান ও রথযাত্রা উপলক্ষে বহুদূর হইতে অসংখ্য সাধুর সমাগম হইয়া থাকে। দোল যাত্রা, রাসযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বও যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু সংখ্যক লোকে শ্রীশ্রী ৺ বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির পার্শ্বস্থিত প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপাদ সত্যদেব সরস্বতীর সমাধি-স্থানের মৃত্তিকা কণা সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধ মনোরথ হইয়া থাকে। দেশ কালিকার মন্দিরে ইষ্টকখণ্ড বিলম্বিত করিলে বংশরক্ষা হয়, সাধারণ নরনারীর ইহাতে অটল বিশ্বাস। প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে কুলবালাগণ "সঙ্কটা" করিবার জন্য এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকেন। রেল পথের সুবিধা না থাকাতে যাত্রি-সমাগম সকল সময়ে অধিক হয় না বটে, কিন্তু গমনাগমনের কষ্ট নিবারিত হইলে কালে এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। দেবতা সম্বন্ধীয় খ্যাতি ভিন্ন গুপ্তপল্লীর গৌরব করিবার আরও অনেক বস্তু আছে। ইহার সন্দেশ ও দেশীয় বস্ত্র বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আদৃত। ইহার তপোবনোচিত শান্তি ও সুস্নিগ্ধতা, ইহার নয়নমোহন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ইহার আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ইহার সংস্কৃত চর্চার খ্যাতি প্রতিপত্তি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিখ্যাত। পাঠক, যদি তুমি সত্যদেবের সমাধি পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বৃন্দাবন চন্দ্রের সমুন্নত মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে গুপ্তপল্লীর প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই বিমোহিত হইতে হইবে। মধুমাসের প্রথমাগমনে যখন কুসুম কুল মলয় পবনের অস্ফুট

চুম্বনে বিকসিত হইতে আরম্ভ করে, বহুদূর বিস্তৃত বন সন্নিবিষ্ট রসাল পাদপের সর্ব্বত্র মুকুল সকল দেখা দেয়, পল্লবাভ্যন্তরে কৃষ্ণ দেহ গোপন করিয়া কুহু কুহু রবে কোকিল যখন কূজন করিতে আরম্ভ করে, তখন গুপ্ত-পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তুমি নিশ্চয়ই পুলকিত হইবে। চন্দ্রকরোদ্ভাসিত শারদীয়া রজনীতে রাজা বিশ্বেশ্বর রায়ের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের ভগ্ন মন্দিরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দেবমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পাত করিলে গুপ্তপল্লীর প্রাচীন গৌরব কথা তোমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইবে। চারি দিকে বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও গুল্মরাজি, মন্দিরের মধ্যে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ইষ্টকস্তূপ, তাহার মধ্য স্থলে নির্ম্মল, পবিত্র, স্নাত, নবীন, মহাদেব মূর্ত্তি। বোধ হয় যেন এই মাত্র ইহার পূজা সমাহিত হইয়াছে।

প্রায় দুই শতবৎসর অতীত হইল তদানীন্তন "শোভাকর" বংশীয়েরা গুপ্তপল্লীতে বড়ই প্রসিদ্ধ ছিলেন। অদ্যাবধি ইঁহাদের বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করিতেছেন বটে, প্রভাত গগনে শুক্র গ্রহের ন্যায় তাঁহারা আজ স্তিমিত। সে শৌচ, সে সংযম, সে আচার, সে বিদ্যা, ইহাঁদের আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহাঁদিগকে দেখিলে দুই শতাব্দী পূর্ব্বের শোভাকর-দিগকে বুঝা যায় না।

গুপ্ত পল্লী নাম দেখিয়া অনেকে ইহাকে বৈদ্য প্রধান গ্রাম মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এখান-কার ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বৈদ্যগণের সংখ্যাপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। তবে বৈদ্যজাতীয় অনেক গুলি লোক পার্থিব সম্পদের অধিকারী বটেন। বহু দিন হইতে এই গ্রামে সংস্কৃত বিদ্যার ভূয়সীচর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। মুগ্ধবোধ ও অমরকোষ, ভট্টি ও রঘু, কুমার ও মেঘদূত, নৈষধ ও পদাঙ্কদূত, বেদান্ত ও সাংখ্য তদানীন্তন ছাত্রগণের সমধিক আদরের বিষয় ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কালি-দাসের এক আধ খানি কাব্য অধ্যয়ন করে নাই, দুই একটী উদ্ভট কবিতা বলিয়া হৃদয় মোহিত করিতে পারে না, এ রূপ ছাত্র গুপ্তপল্লীতে বড়ই বিরল ছিল। এই গ্রাম সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—

"গুপ্তিপাড়ার মাটীর গুণে
দেবের ভাষা মানুষ জানে।"

আর একটা প্রবাদ বলে—

"বিসর্গ ও অনুস্বার মুখে অবিরত।
আর্ক ফলার লম্বা বোঁটা নেড়া মাথা যত।"

প্রবাদ গুলি গুপ্তপল্লীর তাৎকালীন সংস্কৃত চর্চার বিশেষ পরিচায়ক।

অনেক গুলি ব্রাহ্মণ গুপ্তপল্লীতে বাস করিলেও দীক্ষা দান ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপের যথাযথ অনুষ্ঠানের অভাব ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্ব বঙ্গের কোটালি-পাড়া নামক স্থান হইতে রামকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননকে আনয়ন করেন। ইনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বৈদিকা-নুষ্ঠানে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইঁহার আগমনের পর হইতে গুপ্তপল্লীতে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তিত হইল দেখিয়া শোভাকর বংশীয়েরা অতীব বিরক্ত হইলেন। রামকৃষ্ণ ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখান্তর্গত শৌনকগোত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তথাপি বঙ্গদেশ লইতে আনীত হওয়ায় লোকে ইঁহাকে "বাঙ্গাল ঠাকুর" বলিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে রামকৃষ্ণের যশঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা প্রাচীন লোকদিগকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি—

"গুপ্তপল্লীকবি বিষ্ণুর্মথুরেশো মহাকবিঃ।"

বিষ্ণু গুপ্তপল্লীর কবি, কিন্তু মথুরেশ মহাকবি।

আনুমানিক বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পবিত্র শোভাকর বংশে মহাকবি মথুরেশের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। বাল্য কালে মথুরেশ মাতৃহীন হন। অল্পকাল মধ্যে পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করায় মথুরেশ পিতামহীর আদরে দিন

দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই পিতামহীর অত্যন্ত আদর পাইয়া মথুরেশ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিলেন। পিতা পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া মথুরেশ কোন অপরাধ করিলেও উপেক্ষা করিতেন। এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে মথুরেশের পিতামহী কাল গ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মথুরেশ মাতৃহীন বালকের ন্যায় বিপন্ন হইলেন। এতদিন যে পিতামহীর স্বর্গীয় স্নেহে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, এত দিন যাঁহার কৃপায় দোষ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইতেছিলেন, তিনি এক্ষণে স্বর্গধামে গমন করায় মথুরেশের বড়ই ক্ষতি হইল। বাল্যকাল হইতে তিনি পাঠে অমনোযোগী ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের বিদ্যা-শিক্ষা দেখিয়া তাঁহার মনে হিংসা আসিয়া অধিকার করিল। বয়ঃ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের বিদ্যা-শিক্ষায় উন্নতি দেখিয়া তিনি পাঠ পরিত্যাগ করিলেন এবং গ্রাম্য বালকদিগের সঙ্গী হইয়া ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইতেন এবং অশিক্ষিত বালক-দিগের নেতা হইয়া প্রতিবেশীর ফলাদি অপহরণ করিতেন। মথুরেশের পিতার নিকটে তাঁহার সম্বন্ধে নিত্য নূতন অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। বিমাতা মাতৃহীন মথুরেশকে স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন বলিয়া প্রথমে প্রথমে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই।

এক দিন জনৈক প্রতিবাসী মথুরেশের পিতার নিকটে আসিয়া গদগদঅশ্রুলোচনে বলিলেন "মহাশয়, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের দৌরাত্ম্যে আমাদের এ গ্রামে বাস করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। হয় আপনি পুত্রকে শাসন করুন, নতুবা আমাদের ভদ্রাসন ক্রয় করিয়া লউন, আমরা গ্রামান্তরে গমন করিয়া এই সকল অত্যা-চার হইতে মুক্তি লাভ করি।" এই কথা শুনিয়া মথুরেশের পিতা সমধিক ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি চতুষ্পাঠী হইতে গৃহে গমন করিয়া মথুরেশের অন্বেষণ করিলেন। সে সময় মথুরেশ উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই শাস্তি পাইতে হইত। সৌভাগ্য ক্রমে মথুরেশ গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহিণীকে বলিলেন "মথুরেশ যখন আসিবে, তখন তাহাকে ছাই খাইতে দিও। এতা-দৃশ দুর্বৃত্ত বালকের উহাই খাওয়া উচিত।" মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল, তথাপি মথুরেশ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। তাঁহার পিতা ছাত্র গণ সমভিব্যাহারে ভোজন করিয়া টোলে গমন করিলেন। অন্যান্য সকলের ভোজন সমাহিত হইল। কেবল মথুরেশ ও তাঁহার স্নেহময়ী বিমাতা অভুক্ত থাকিলেন। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে মথুরেশ চোরের ন্যায় গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ মলিন ও ঘর্ম্মাক্ত; তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। বিমাতা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া অন্ন প্রদান করিলেন, কিন্তু স্বামীর আদেশ বলিয়া অন্নপাত্রের এক অংশে পাংশু কণা প্রদান করিলেন। আহারের জন্য উপবেশন করিয়া মথুরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, ভাতের পার্শে ছাই কেন?" প্রথমে বিমাতা সে কথার কোন উত্তর দান করিলেন না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতা হইয়া যথাযথ বিবরণ বলিলেন। অভিমানে মাতৃহীন মথুরেশের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। স্বর্গীয়া জননীর স্নেহপূর্ণ পবিত্র মুখ, পিতামহীর যত্ন ও আদর একে একে তাঁহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া দিল। তাঁহার নয়ন হইতে অভিমানের অশ্রু নির্গলিত হইতে লাগিল। তিনি আহার করিলেন না। বিমাতা অনেক সান্ত্বনা বাক্য বলিলেন, তথাপি তাঁহার ক্ষোভের শান্তি হইল না। অবশেষে তিনি মনে মনে কি এক সংকল্প করিলেন এবং বলিলেন, "মা, তুমি যদি আমাকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে দীক্ষা দান কর, তাহা হইলে আমি আহার করি, নতুবা নহে।" বিমাতা সানন্দ মনে তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন। মথুরেশ অতিকষ্টে দুই এক গ্রাস অন্ন উদরস্থ করিয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার পিতা পুত্রের দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন। মনে করিলেন পুত্র বোধ হয় এই বার সৎপথ অবলম্বন করিবে।

যথা সময়ে উত্তরায়ণ সংক্রমণ হইল। সেই পবিত্র দিনে গুপ্তপল্লীর গঙ্গা সৈকতে মথুরেশ মাতার নিকটে দীক্ষিত হইলেন। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ক্ষুদ্র কাটোয়া নগরীর ভাগীরথী পুলিনে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ দিনে কেশব ভারতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দিনে সংসার পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, শচী দেবীর মায়া মমতা বিস্মৃত হইয়া, কোমলতাময়ী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম মুখ উপেক্ষা করিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছিলেন। বোধ হয় ঐ দিনের তীব্র বৈরাগ্য প্রদান করিবার শক্তি আছে। ঐ দিনে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য হরি হরি বলিতে বলিতে প্রেমোন্মাদে অধীর হইয়া পাপী তাপী ত্রাণ করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। আমাদের মথুরেশও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে গুপ্ত ভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পর দিন প্রভাতে বৃদ্ধ পিতা ছাত্রবর্গ লইয়া তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বালক মথুরেশের কোন ও সন্ধান পাইলেন না। গুপ্তপল্লীর অনেকেই মথুরেশের অন্তর্দ্ধানে সুখী হইলেন। কেবল তাঁহার পরিত্যক্ত ভবনে বিষাদের কালিমা পরিব্যাপ্ত হইল।

ক্রমশঃ।

---

## পথিকের প্রলাপ।

### মানব ঘড়ী।

দেখ ভাই, মানুষ একটা ঘড়ী। অদৃষ্ট ইহার মেনস্প্রীং; প্রাণ বায়ু ইহার পেণ্ডুলম; শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এই পেণ্ডুলমের দোলন। মন, বুদ্ধি আদি ইহার আভ্যন্তরীণ চাকা। ইন্দ্রিয়গণ ইহার বিবিধ কাঁটা। যেমন অদৃষ্টের পেঁচ খুলিতে থাকে প্রাণ বায়ুও আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই দোলনে মন বুদ্ধি প্রভৃতি চাকা গুলি ঘুরিতে থাকে আর ইন্দ্রিয়গণও সেকেণ্ড মিনিট ও ঘণ্টাদির কাঁটার ঘুরণের মত নানা দিকে নানা ভাবে ছুটিতে থাকে। মেন-স্প্রীং এর দম ফুরাইলে যেমন পেণ্ডুলম আর নড়ে না, অদৃষ্টের ভোগ ফুরাইয়া আসিলেও সেই রূপ প্রাণ বায়ু স্থির হইয়া যায়। আবার দেখিয়াছ পেণ্ডুলম বন্ধ করিয়া দিলেও ঘড়ী বন্ধ হইয়া যায়। ভিতরের চাকা আদি কিছুই ঘুরে না, স্প্রীং এর পেঁচও খুলে না। প্রাণ বায়ু নিরোধ করিয়া কেহ কেহ সেই রূপ জীবন-ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন। তাহাতে মনের ক্রিয়া চিন্তনাদির স্ফুরণ স্থগিত হইয়া গেলেও তাঁদের যে বড় বেশি লাভ হয় তাহা বলা যায় না। কারণ পেণ্ডুলম দোলাইয়া দিলে যেরূপ ঘড়ী আবার পূর্ব্বের মত চলিতে থাকে, হঠযোগীরও সেই রূপ কুম্ভক সমাধি ভাঙ্গিয়া গেলে অন্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ বিবিধ বৃত্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। তবে কৌশল ক্রমে চাকার গতি উল্টাইয়া দিতে পারিলে মন্দ হয় না। ঘড়ীর কাঁটাগুলি নিজ নিজ পথে নির্দ্দিষ্ট দাগের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ সময় নিরূপণ করিয়া দেয়, ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ নিয়মিত বিষয় রাশির সহিত মিলিত হইয়া সুখ ও দুঃখ ভোগের পথে কত দূর আসিয়াছ তাহা বলিয়া দেয়। দুঃখের মত সুখ অযাচিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। পদার্থের সংযোগ ভোগ বা বিয়োগ অদৃষ্ট জন্য প্রকৃতি দ্বারা নিয়মিত। কখনও সুখকর পদার্থের, কখনও বা দুঃখকর পদার্থের সংযোগাদি স্বতএব হইয়া থাকে। তজ্জন্য চিন্তা কি?

তাই বলিতেছি, হে নিজ-কল্যাণেচ্ছু হিন্দু, অনিবার্য্য সুখ দুঃখ উভয়েরই চিন্তা পরিহার করিয়া পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক শাস্ত্র ও সদ্‌গুরু নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পথে নির্ব্বেদশূন্য হৃদয়ে অগ্রসর হও। অদৃষ্টবাদ তোমার অস্থি মজ্জায় গ্রথিত হইলেও তাহার প্রকৃত অর্থ ভুমি ভুলিয়া গিয়াছ। অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারের বিরোধ নাই। শক্তি প্রয়োগ কদাপি ব্যর্থ হইবে না। গুরু মুখে একবার তাহা ভাল করিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লও। অদৃষ্টবাদের সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিধান করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হও, দেখিবে তোমার অমিত তেজে প্রতিপক্ষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।

---

# তাঁরে চেনা দায়।

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

এ লোকের কেহ অনুগ্রহ করিয়া, তাঁরে চিনাইয়া দিলেও আমার জন্মান্তরীয় সাধন-অসিদ্ধ-অন্তর-আঁধারে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। তাঁরে চিনিতে, তাঁহার আবির্ভাব ও "আমি আমার" তিরোভাব ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় উপায় নাই। তবে এই কেমন এক "আমি বড় বুঝি," বুদ্ধির ঝুড়ি হইয়া, কেমন করিয়া কোন্ সাহসে বলি,—তাঁরে চেনা যায়!! তত দিনই তিনি আমার "চেনা-দায়ের" বিষয় হইয়া থাকিবেন, যতদিন না তিনি স্বয়ং আমার এই "আমি-আমার" সাধের সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া, আমায় তাঁহার চারুচরণের ধূলি করিয়া না লইবেন! আজ তিনি তাঁহার এই "তিনি"-ময় বিশ্বে, আমার "আমি-ময়" জ্ঞানে উন্মত্ত করিয়া যদি আমায় আত্মহারা করেন তবে হয় ত আমি, সেই "আমি-নাই" স্থির সংস্কারে, তাঁরে চিনিলেও চিনিতে পারি। নতুবা এই কালোচিত-সাধন-চেনায়, আমরা যে যতটুকু তাঁরে চিনি বলিয়া বিশ্বাস আনিতেছি, ততটুকু তাঁহা-অচেনা হইবার পথ প্রশস্ত করিতেছি, ইহা নিশ্চিত। যখন শুদ্ধ বুদ্ধ তপঃসিদ্ধ মহাভাগ আয়ান, তাঁহার দ্বাপর লীলা কালে, তাঁহার প্রাণ-রাধার কৃপা-সঙ্গ সংকেতেও তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই তখন তুমি আমি এই বদ্ধ কর্ম্ম-সূত্রাবদ্ধ প্রাণে, সামান্য একটু সাধন সংকেতে, তাঁহাকে চিনিয়া লই কি রূপে? তাঁহাকে চেনা দূরের কথা, তাঁর এই সদা-সত্য প্রত্যক্ষী-ভূত পার্থিব পদার্থের স্থিতি ক্ষয়ের কার্য্য কারণ বোধ তিল মাত্র এ কামাভিভূত প্রাণে আসে কি না সন্দেহ। বিশাল এই বিশ্বের সৃষ্টি কর্ত্তারে স্মরণ করিয়া যখন যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই তখন তাঁহার অলৌকিক কার্য্য কৌশল দর্শন করিয়া তাঁরে দেখিবার সাধ হয়। কিন্তু হায়! জানি না কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এই সাধের সাধ পোষণ করিয়া, পার্থিব ভোগ সুখ সাধের প্রহেলিকায় আসা যাওয়া করিতেছি। নদী তরঙ্গ-হীন না হইলে, গগন চাঁদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা জ্যোতিঃ রূপের চিকৃচিকানি ব্যতীত, যেমন তাঁহার মনোমোহন মূর্ত্তির প্রতিরূপ সেই জলে দেখা যায় না, সেই রূপ এ প্রাণের আশা-চঞ্চল অবস্থা থাকিতে, সেই প্রাণ কৃষ্ণের চিন্ময় অখণ্ড মণ্ডলাকার স্বরূপের বাহ্যব্যাপ্ত প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্য্য ব্যতীত, সেই অপ্রাকৃত চিদ্ঘন আত্মারামের প্রতিবিম্ব এ প্রাণে পড়িবে কেন? এবং পড়িলেই বা তাহা ঘন স্থির আত্মানন্দ ভাবে, আমাদের এ সদা-আলোড়িত-অন্তর-অবস্থায় অবস্থান করিবে কি রূপে? তাই বলিতেছিলাম যত কাল জাগতিক কার্য্য-প্রবৃত্তি থাকে, তত কাল এই প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত কার্য্য সকলের মধ্যে আপনাকে, তাঁহার লীলা-গুণ-মাহাত্ম্য রসে মগ্ন রাখিয়া, ধীরে ধীরে প্রাণের বাহ্য বৃত্তি বীচি রাশির সতত স্ফুরণ নিবারণ করাই, সাধকের কর্ত্তব্য। নতুবা অনধিকারে বৃথা চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হইবে? বাহিরের বস্তুতে বাহিরের চক্ষুর সাধ মিটিলে, ভিতরের চক্ষু গঠিত হইতে থাকে। একের পরিণতি পতনে, অপরের অঙ্কুর উদ্গমন স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার। যত দিন সেই অপ্রাকৃত মদনের মোহন রূপ দেখিবার জন্য অন্তশ্চক্ষু সম্পূর্ণ রূপ সংগঠিত না হয়, তত দিন নিজ নিজ আশ্রমোচিত বিধি নিষেধ মানিয়া না চলিলে—স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তি ধর্ম্ম বা নিবৃত্তির পথে প্রবৃত্তি ধর্ম্ম পালন করিতে গেলে ব্যভিচার দোষে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া পরিণামে বিড়ম্বনার এক শেষ দেখিয়া অনু-শোচনার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে হয়। তাই বলি, আসুরিক প্রবৃত্তির তিলমাত্র সংস্কার সত্ত্বে, এই প্রবৃত্তি পরিশোধক সংসার কর্ম্ম সংশ্রব ত্যাগ করিতে নাই; কারণ, তাহা হইলে কেবল নামে সাধু হইয়া, সেই সদ্বস্তু-অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়। বরং তুমি আমি তাঁহা-অন্ধ জীব অহঙ্কারের এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থার অন্ধ বিশ্বাসে তাঁহার নাম গুণ গানে ঘন ঘন অভিনিবিষ্ট হইলে, কালে কখন তাঁহার কৃপায়, তাঁহার সেই

চিদ্ঘন-দীপকজ্যোতি ক্ষণেকের জন্য অনুভব করিলেও করিতে পারি। বিষয় ভ্রমে পড়িয়া, যাঁহাকে ভুবনাতীত বোধে দুরা-প্রত্যাশায় কাঁদিয়া বেড়াইতেছি, হয় তো সেই ভাবময় পুরুষ কৃপা করিয়া, আমাদের এই পার্থিব রূপ মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া, আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম ভ্রমণ জনিত ভ্রমান্ধকার হরণ করিতে পারেন। তাঁহার রাজ্যে তাঁহার এ অবাস্তব লীলা অসম্ভব কিসে? তিনি ইচ্ছা করিলে, তাঁহা-গত ভক্তের অন্তর-প্রকৃতির অস্থিরতা নাশ করিতে তিনি কি অশক্ত? কিছুতেই না। আমার ইচ্ছার মধ্যে, তাঁহার ইচ্ছা কি অন্তর্নিবিষ্ট নাই? অবশ্যই আছে। তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছার মধ্য দিয়া তিনি সততই সকলের সকল ইচ্ছা পূরণ করিতেছেন, আমাদের ইচ্ছায় কিছুই হইতেছে না। তাঁহার ইচ্ছায় আমি, আমার ইচ্ছায় তিনি থাকিলে, তাঁহাকে না পাইব কেন? কিন্তু অবোধ আমি তাঁহাকে একান্ত ভাবে চাই কৈ? আমি এই পাঁচ মিশালি বিষয়ের সহিত তাঁহাকে মিশাইয়া ভাবিতেছি, কেমন করিয়া তাঁহার বিষয়-ছাড়া বিভূতি অনুভব করিব? তাই আমি আমার আশা অনুরূপ কার্য্যে আমার বিষয়পাগল মনকে নিযুক্ত রাখিয়া, সতত চঞ্চল প্রাণের সাধনানুকুল্যের প্রত্যাশা না করিয়া উদাসভাবে সতত তাঁহার উদ্দেশে গাই—

ইমন-খাম্বাজ—আড়া মধ্যম।

কেমনে এ প্রাণ তোর করে, তুলে দি মা বেঁধে ধ'রে।
খুঁজে যে মা পাইনে তারে, সে কখন্ থাকে কোন্ আঁধারে॥
ক্ষণেক আমার সনে, এক্ ভাবে একটা চিন্তনে।
থাকে না সে একাসনে, কিসে তবে ধরি তারে॥
যাই ভাবি সে এই এখানে, আছে ব'সে ধর্ব্ব গোপনে।
অমনি দেখি সে নাই সেখানে, চ'লে গেছে বায়ু ভরে॥
এমনি মা সে বদ্ধ পাগল, গোলে মালে দেয় হরিবোল।
খুঁজে পেতে বাহিরের গোল, যত্ন ক'রে আনে ঘরে॥
তাইতে জ্ঞানানন্দে থেকে, প্রাণের ভার মা দিয়ে তোকে।
যাচ্ছি ধর্ম্ম ডাক্ ডেকে, মুক্ত হ'তে এ কারাগারে॥

এই রূপে এ সদা চঞ্চল কারারুদ্ধ প্রাণের ভার, তাঁহাতে একান্ত নির্ভর করিয়া শূন্য ভাবে এ শূন্য-ক্ষেত্র-কর্ম্ম শেষ করিতে করিতে, যখন ঠিক "আমি কিছু নই" বিশ্বাস দৃঢ় হইবে হয় ত সেই শুভক্ষণে সেই আকার শূন্য পুরুষের সাকার মূর্ত্তি দেখিয়া, আমার এ আমি-আকারের শূন্য স্থান পূর্ণ বোধে তাঁহাতে মিশিয়া গিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিব। যত দিন সে শুভ সংস্কার বোধ আমাতে না আসে ততদিন এই যথাজ্ঞান সাধন নিরত থাকিয়া কথঞ্চিৎ সাময়িক পুরুষকার রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আপন অন্তর আঁধার ক্ষয় কারণে যত্নবান্ থাকাই একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা কলির অন্ধ জীব, আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে কিছু না কিছু অজ্ঞান পড়িয়া থাকিবে না, এ কথা সাহস করিয়া কয় জন বলিতে পারেন। যদি কেহ পারেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি এককালীন এ মায়া সংস্রব শূন্য হইয়াছেন। তিনি জীব দেহে নিশ্চয়ই শিব ভাবে পূজা পাইবার উপযুক্ত। তাঁহাতে আর তিনি নাই, সুতরাং তিনিও আমাদের "চেনা-দায়ের" চিন্ময় পুরুষ। তাঁহারও দেহযাত্রা অবস্থিতি কার্য্য, আমাদের নিকট লীলা বলিয়া গৃহীত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মহাভাগ তৈলঙ্গ স্বামীর তিরোধান হইতে, আর এরূপ মহানির্ব্বাণোক্ত মহাভাব প্রাপ্ত পূর্ণাবধৌত শিব-দেহী দৃষ্টি পথে আসেন নাই। যদি কেহ কোন নিভৃত বনালয়ে থাকেন তবে তাঁহার শ্রীচরণে কোটী কোটী নমস্কার করি, তিনি যেন তাঁহার সর্ব্বান্তর্যামি-শক্তিতে, আমাদের মায়া ভ্রম ক্ষয় আশীর্ব্বাদ করেন। আমরা আমাদের সংস্কারানুরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে, তাঁহার কারণে নিযুক্ত থাকিয়া, ইন্দ্রিয় বর্গের ভোগসুখের অবসান বিষয়ে যত্নবান থাকিব। ভাবহীন অবস্থায় একাকী নির্জ্জনে বসিয়া, পঞ্চরসপ্রিয় মনকে বাহ্য ভোগানন্দ চিন্তার অবসর দিব না। অবসর না পাইলে হয় ত মন আপনা আপনি মরমে মরিয়া যাইবে এবং সেই মরণে,

সেই মরণ-বারণের কৃপা চক্ষে পড়িয়া, এই দেহমরণ কালে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। এই একমাত্র দেখার আশায়, সকল আশায় বিসর্জ্জন দিয়া জীবন্মৃত কলের পুত্তলিকা প্রায় কাল যাপন করিতেছি। কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

তাঁরে চেনা দায়। এই অজ্ঞান পুরে, অজ্ঞান সংস্কারে, অজ্ঞান দেহ লাভ করিয়া তাঁরে চেনা দায়। তিনি কৃপা করিয়া অজ্ঞান বোধে, আমাদের আচরিত অজ্ঞান কর্ম্মের অপরাধ গ্রহণ না করিয়া, যদি এই অজ্ঞান-অন্তর-আঁধারে আসিয়া দেখা দেন তবেই এ ঘোর অজ্ঞান লোকে, তাঁর বিজ্ঞান-ঘন চিদালোকে, তাঁরে চেনা যায়। এ অনুগ্রহ তাঁর আছে বলিয়াই, সাধক যথাজ্ঞানে এই অজ্ঞান দেহে তাঁহারে দেখিতে আশা করে। মায়া বিগ্রহ আকারে ভগবান্ তাঁহা গত ভক্তের এ সাধ অনেকবার মিটাইয়াছেন। এই দেখ সে দিন তাঁহার দ্বাপর লীলায় ব্রজে, তাঁহার সাধের আয়ান-অজ্ঞান-অত্যাচার গ্রহণ না করিয়া, কেমন দেখ মুরলীধর মূর্ত্তি মধ্যে আয়ান-অন্তর-আঁধার নাশ করিয়া, সেই ত্রিলোচন নয়নানন্দ মুক্তকেশী মূর্ত্তি দেখাইলেন। এক কালে এক ক্ষেত্রে এক রূপে আয়ানের কালী, ও রাধার কৃষ্ণ হইয়া, একাধারে অবস্থিত। রাধা চক্ষে সেই হাসি, সেই বাঁশী, সেই ধড়া, সেই চূড়া; ও আয়ান নয়নে করে অসি, ভালে শশী, আধ আধ অট্টহাসি। কি প্রাণারাম দৃশ্য। কেহ কাহারও কার্য্যে কুণ্ঠিত বা ভাবে ব্যথিত নহেন। উভয়েই স্তম্ভিত। যে যাঁহার স্বরূপানন্দে আনন্দিত। এই অবাধ আনন্দই আনন্দ। জগতের চক্ষে, জগৎ যাহা তাহাই রহিল; সাধক মাঝে হ'তে আপনা হারাইয়া কি চক্ষে কি দেখিয়া, সর্ব্বময় মনোমোহন রূপ দর্শন করিয়া কি হইয়া গেল। এই কি-এক-হওন কালেই তাঁহাকে চেনা যায়। ইহার তিলেক তিরোধানে সাধক আর তাঁহার সে সর্ব্বব্যাপী বহুরূপী ভাব হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন না। আবার যে ভ্রম, সেই ভ্রম কোথা হইতে ধীরে ধীরে অন্তর-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাই বলিতেছিলাম, অভ্রান্ত বিশ্বাসে প্রশান্ত প্রাণে কৈ তাঁহাকে চিনিয়া, চেনার মত ভাবে কতক্ষণ থাকিতে পাই? চিনিতে পাই না বলিয়াই তো গাই—

চিত্রাগৌরী—ঝাঁপতাল।

অজ্ঞান মন আয়ান, মায়া কুটিলা কুহকে।
প্রবৃত্তি জটিলা বলে, ভাবে অসতী প্রাণ রাধাকে॥
নিষ্কাম তপস্যা গুণে, পেয়ে প্রাণ রাধা রতনে।
সকাম সন্দিগ্ধ জ্ঞানে, কর্‌তে চায় নিজস্ব তাঁকে॥
প্রেমময়ী প্রাণ রাধিকা, গোপাল প্রাণ তোষিকা।
চিৎকৃষ্ণের প্রাণাধিকা, পঞ্চভূত ধরা ধারিকে॥
তাঁহাকে সেবিকা বোধে, পোড়েছে ভ্রম প্রমাদে।
প্রমোদ আনন্দ মদে, বঞ্চিত রাস রসিকে॥
কাত্যায়নী ব্রত পরা, রাধা প্রাণ সারাৎসারা।
মুছি কালী আয়ান তারা, দেখান চিৎকৃষ্ণে কালীকে॥
তাই জ্ঞানানন্দ ভরে, ক্ষেপা ভোলা ভেদ্ দূর ক'রে।
প্রেমানন্দে সব এক্ ক'রে, ভাবে সর্ব্বার্থ সাধিকে॥

ভাবোদিত উক্ত জ্ঞানে, যদি কখন সাধক-কল্যাণে গুরু কৃপায়, তাঁহার স্বরূপ অনুভূতি এ অধম প্রাণে আসে, তবে তখন যদি প্রকাশ শক্তির অভাব না হয়, না হয় তাঁরে চিনিবার উপায় বলিব। এখন ধর্ম্মপ্রাণ সাধক বৃন্দ, আমার এই "চেনা-দায়" জীবনের "তাঁরে চেনা দায়" প্রবন্ধান্তর্গত সাধন সঙ্কেত মত প্রাণ গঠিত করিয়া, আপনাকে তাঁহা-চেনা ভাবিতে শিক্ষা কর। যখন এই কালোচিত নাম সাধন রসে গলিয়া, আপনা বিস্মৃতি আসিবে, তখনই বুঝিও তুমি তাঁহা চেনা হইয়াছ। তাঁহা চেনা হইলেই আপনা আপনি জগৎ চেনা হইয়া পড়িবে। অন্যের চক্ষে পড়িবার জন্য উচ্চস্থানে উঠিতে হইবে না, তাঁহার চক্ষে পড়িলে, তিনিই তোমায় উচ্চ স্থানে বসাইয়া, উচ্চ পদাভিষিক্ত করিবেন।

ক্রমশঃ।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। ৫ম সংখ্যা।

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥ "

শকাব্দা ১৮২০। ভাদ্র মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অশৌচপ্রকরণং

( পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ )

প্রবেশনাদিকং কর্ম্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি।
ইচ্ছতাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিঃ পরেষাং স্নানসংযমাৎ॥ ১৪

তাঁহারা ভিন্নজাতীয় হইয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শব নিষ্কাসনাদি ব্যাপারে সহায়তা করেন, স্পর্শ জন্য তাঁহাদিগকে নিম্ব পত্র চর্ব্বণাদি গৃহ প্রবেশ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করিতে হইবে, পরন্তু স্নান করিয়া প্রাণায়াম করিবা মাত্রই তাঁহারা শুদ্ধ হইবেন।

আচার্য্যপিত্রুপাধ্যায়ান্নির্হৃত্যাপি ব্রতী ব্রতী।
সকটান্নং চ নাশ্নীয়ান্ন চ তৈঃ সহ সংবসেৎ॥ ১৫

আচার্য্য, মাতা, পিতা বা উপাধ্যায়ের শব শ্মশান পর্য্যন্ত লইয়া গেলেও ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারীই থাকিয়া যান, তাঁহার ব্রত ভঙ্গ হয় না। কিন্তু তিনি কখনও অশৌচগ্রস্ত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবেন না বা তৎসহ বাসও করিবেন না।

ক্রীতলব্ধাশনা ভূমৌ স্বপেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ম্॥ ১৬

অশৌচী ব্যক্তিগণ অন্ন ক্রয় করিয়া (অর্থাৎ অযাচিত অন্ন) ভোজন করিবেন, পৃথক পৃথক ভাবে ভূমি শয্যায় শয়ন করিবেন এবং শ্রাদ্ধের রীতি অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে তিন দিন পিণ্ড রূপ অন্ন দান করিবেন।

জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরং চ মৃন্ময়ে।
বৈতানৌপাসনাঃকার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চশ্রুতি চোদনাৎ॥ ১৭

তাঁহারা প্রেতাত্মার উদ্দেশে এক দিন পৃথক পৃথক পাত্রে জল ও দুগ্ধ শিকাদি দ্বারা আকাশে লম্বিত করিয়া রাখিবেন এবং অশুচি অবস্থায় শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কোন কর্ম্মেই অধিকার না থাকায় অগ্নিহোত্র ও নিত্য হোমাদি বেদ বিহিত নিত্য ক্রিয়া সকল অপর কোন লোক দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লইবেন।

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমিষ্যতে।
ঊনদ্বির্ব উভয়োঃ সূতকং মাতুরেবহি॥ ১৮

অশৌচগ্রস্ত ব্যক্তির বিধি নিষেধ রূপ ধর্ম্মের কথা সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে অশৌচ নিমিত্ত কাল নিয়মের বিষয় বলিতেছেন। সমানোদক ও সপিণ্ড ভেদে মৃতাশৌচ ( ব্রাহ্মণের ) তিন বা দশরাত্রির জন্য হইয়া থাকে। পরন্তু দুই বৎসর বয়সের মধ্যে মৃত্যু হইলে কেবল মৃত শিশুর পিতা মাতার এবং গর্ভে মৃত্যু হইলে জননাস্তে কেবল তাহার মাতারই দশরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। ( সপিণ্ড অর্থে সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি এবং সমানোদক অর্থে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত—যাঁহাদের জন্য তর্পণ করিতে হয় তদ্রূপ—জ্ঞাতি বুঝিতে হইবে)। শ্লোকটীর শেষার্দ্ধের অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে;

যথা—মৃতকের বয়স দুইবৎসরের অনধিক হইলে কেবল তাহার পিতা ও মাতারই অস্পৃশ্যত্ব রূপ অশৌচ হইয়া থাকে, সপিণ্ড বর্গের তাহা হয় না, তাঁহাদের কেবল কোন ক্রিয়াদিতে অধিকার থাকে না মাত্র। দৃষ্টান্ত—যেরূপ জননিমিত্ত অস্পৃশ্যত্ব রূপ অশৌচ কেবল মাতারই হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

---

## ফলিত-জ্যোতিষ। *

১। অনন্ত গগনমার্গে অসীমকালাবধি নিরন্তর-ভ্রমণশীল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ যে পদার্থ নিচয় নয়নগোচর হয়, তাহাদের সহিত পার্থিব পদার্থের বা প্রাণিগণের যে কোনও প্রকার শুভাশুভ ফলোৎপাদক সম্বন্ধ নাই, ইহা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অস্বীকার্য্য। আর্য্যজাতি সেই নিগূঢ় তত্ত্ব বিজ্ঞান বুদ্ধির কৌশলে সর্ব্বাগ্রে জানিতে পারেন ও জড় দেহের অবশ্যম্ভাবি শুভাশুভ ঘটনাবলীর কারণ বলিয়া স্থির করেন। পৃথিবীর যেরূপ সাধারণতঃ ষড়ঋতুতে অবস্থার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, মানবেরও তাদৃশ দশা ভেদে অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে।

২। গগনচারি-জ্যোতিষ্ক পদার্থনিচয়ের আধিপত্যাধীন যাবজ্জড় দেহের যে বিভিন্ন রূপ ফল-বিকাশ হয় আর্য্য মহর্ষিগণ সেই ফলোৎপত্তির সূক্ষ্ম তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণ বোধ্য নিয়মাবলম্বনে "ফলিত-জ্যোতিষ" শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। পাঞ্চভৌতিক মানব দেহের উৎপত্তিকালীন গগনচারি-জ্যোতিষ্ক পদার্থের অবস্থিতানুসারে গ্রহ নক্ষত্রের বিভিন্ন শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জড় দেহে আধিপত্য প্রকাশ করে। আর্য্যকুল-কলঙ্ক স্থূলদর্শী সম্প্রদায় ও পাশ্চাত্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি বিশেষ সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব না বুঝিয়া, "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রের মূল সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পাঠক বৃন্দ! যাহাদের বিজ্ঞানশীর্ষে পদাঘাতে লজ্জা বোধ না হয়, তাহারাই বিজ্ঞানভিত্তিমূলক আর্য্য-শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করিতে সাহসী!

৩। আর্য্য মহর্ষিগণ প্রণীত "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রের মূল যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তির উপর নিহিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রহনক্ষত্রের ত্রিবিধ শক্তি সঞ্চালনে এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। সেই ত্রিবিধ শক্তি এই—প্রথম, উৎপাদিকা; দ্বিতীয়, অনুকূল; তৃতীয়, প্রতিকূল। প্রথম শক্তি হইতে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, দ্বিতীয় শক্তি হইতে পরিবর্দ্ধন, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য, এবং তৃতীয় শক্তি হইতে উৎপন্ন বস্তুর পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ লয় প্রাপ্তি হয়। এই ত্রিবিধ শক্তি গত পদার্থ সমূহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রভাবে পরস্পর পদার্থ মধ্যে যোগাযোগ সম্বন্ধ থাকা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীতি হয়।

৪। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে গ্রহনক্ষত্র পরিবেষ্টিত পৃথিবীর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি প্রভাবে শূন্য মধ্যে অবস্থান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। মুখ্যগ্রহ সূর্য্য ও চন্দ্রের শক্তি প্রভাবে পৃথিবীতে দিন রাত্রি, গ্রীষ্মাদি ষড়ঋতু, প্রাণিবর্গের দেহবর্ণাদির বিভিন্নতা এবং সমুদ্রে জলোচ্ছাস প্রভৃতি কার্য্য নিত্য সম্পন্ন হইতেছে। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য মহর্ষিগণ অপরাপর গ্রহনক্ষত্রেরও শক্তি বিকাশ পক্ষে কোনও প্রকার ন্যূনতা আছে বলিয়া অনুমান করেন নাই। সূর্য্য ও চন্দ্রের শক্তি গত কার্য্যকারিতা

---

* প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ পঞ্জিকাকার ৺ মাধবচন্দ্র সূর্য্যসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পুত্র। ইনি এক্ষণে স্বগ্রাম কাশীপুরে ( ডাকঘর কুচিয়াকোল, জেলা বাঁকুড়া) থাকিয়া আর্য্য জ্যোতিষের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। ইনি ভারতীয় নিয়মে গ্রহণাদির গণনা দ্বারা আমেরিকাতেও প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে ফলিত জ্যোতিষের গণনায় ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে আধুনিক পঞ্জিকাগণনার ভ্রম সংশোধন জন্য ইনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিত সমাজ ও ভদ্র সমাজ সম্যক্ আলোচনা ও উৎসাহ দ্বারা এতৎ মহোদ্দেশ্যের সহায়তা জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে আমাদের দেশে তিথ্যাদির অযথা গণনা বশতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাস্তবিকই যে একটী বিশেষ বাধা বিদূরিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ধঃ প্রঃ সং।

স্থূল বুদ্ধিতে পৃথিবীর উপর অনুভূত হইলে, পাঞ্চভৌতিক মানব দেহে গ্রহনক্ষত্রের স্ব স্ব শক্তিগত ফল বিকাশ কখনই অসম্ভব হইতে পারে না।

৫। জাগতিক নিয়মের অন্তর্গত কাল মাহাত্ম্যে হ্রাস বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি, বিশ্বাস অবিশ্বাস, আদর অনাদর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এক কালে এই বিজ্ঞান ভিত্তি মূলক "ফলিত জ্যোতিষ" উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া, ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। তৎপরে বিজাতীয় রাজ শাসনাধীনে, বিজাতীয় রুচিভেদ সহকারে শাস্ত্রালোচনার হ্রাস হইয়া পড়ে। প্রাচীন ভারত সর্ব্বশাস্ত্রের জন্ম স্থান ও আর্য্য মহার্ষগণ তাহার প্রণেতা। নতুবা এত দিন ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী ক্রিয়া কলাপের ব্যবস্থাদির জন্য অন্যান্য কার্য্যের মত পাশ্চাত্য জাতির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু ইদানীং সেই অবনতি সুযোগে উন্নতশীর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার যশোগীতি ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইলেও সুপ্তসিংহবৎ ভারতসন্তান কালে জাগরিত হইলে, আর্য্য শাস্ত্রালোচনা পুনরপি দিগন্ত ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

৬। ঘোরতমসাচ্ছন্ন রজনীতে গমনাগমনের পক্ষে যেমন আলোক উপকারী অথবা অকূল সমুদ্রে পথ ভ্রষ্ট নাবিকগণের পক্ষে দিঙনির্ণয় যন্ত্রে যেরূপ উপকার দর্শে, এ সংসারে মানব মাত্রের জ্যোতিষ শাস্ত্রে তদ্রূপ উপকার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এই আর্য্য প্রণীত "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলে, মানব মাত্রের স্বভাব, প্রকৃতি মনোবৃত্তি, দেহে কোন্ ধাতুর আধিক্য, এবং উহা কোন্ রোগ প্রবণ, তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায়। সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্ব স্ব শক্তি প্রভাবে মানব দেহে কি প্রকার ফল দান করেন, সে সকল বিষয় সম্যক প্রকারে পরিজ্ঞাত হইলে, অনেক সময় বিপদ্ আপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

৭। সূর্য্য গ্রহ স্বভাবতঃ উত্তাপ ও শুষ্কতা উৎপাদন করেন। সূর্য্যশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি স্থির স্বভাব, সত্ত্বগুণপ্রধান, তিক্তরসপ্রিয় ও পিত্ত-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। শরীরের মধ্যে চক্ষু, মস্তিষ্ক, ও হৃদয়ের দক্ষিণ ভাগে অতিরিক্ত শক্তি প্রকাশ পায়। চন্দ্র গ্রহ স্বভাবতঃ আর্দ্রতা উৎপাদন করে; উহা পৃথিবীর অতিশয় নিকটবর্ত্তী গ্রহ বলিয়া আর্দ্র বায়ু উৎপাদন পূর্ব্বক মানব শরীরে কোমলতা ও জলীয় ভাগ প্রদান করে। অধিক চান্দ্র শক্তি সম্পন্ন মানব রজোগুণ প্রধান, লবণ রস প্রিয় ও শ্লেষ্মা প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। শরীরের মধ্যে তালু, কণ্ঠ, উদর, গ্রন্থি ও শোনিতে এই শক্তির আধিপত্য প্রকাশ পায়। মঙ্গল গ্রহ স্বভাবতঃ শুষ্কতা ও উত্তাপ উৎপাদন করে। মঙ্গল গ্রহের অতিরিক্ত শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি পিত্ত-প্রকৃতি, তমোগুণপ্রধান এবং কটুরসপ্রিয় হয়। শরীরের মধ্যে কটীদেশে, রক্ত বাহিকা নাড়িকা ও গুহ্য দেশে এই শক্তির অতিরিক্ত আধিপত্য প্রকাশ পায়। বুধ গ্রহ কখন শুষ্কতা ও কখন আর্দ্রতা উৎপাদন করে। এই গ্রহের শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি বাতপিত্তকফযুক্ত, সর্ব্বরস প্রিয় ও রজোগুণ বিশিষ্ট হয়, এবং বাক্ শক্তি, বুদ্ধি বৃত্তি, পিত্ত, ত্বক ও জিহ্বাতে তাহার আধিপত্য প্রকাশ করে। বৃহস্পতি গ্রহ অত্যন্ত শীতল শনি গ্রহ ও অতিশয় উত্তাপজনক মঙ্গল গ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ভ্রমণ করায়, ইহা স্বভাবতঃ উত্তাপ ও আর্দ্রতা উৎপন্ন করে। কিন্তু অধিক সময় উষ্ণতাই সমধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। বৃহস্পতি গ্রহশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি মধুররসপ্রিয়, সত্ত্বগুণ প্রধান ও কফপিত্ত যুক্ত হয়। শরীর মধ্যে ফুস্‌ফুস্, রক্ত বাহিকা নাড়ী, হৃদয়ের মেধ ও কণ্ঠ নালীর উপর ইহার অধিক পরিমাণে আধিপত্য প্রকাশ হয়। শুক্রগ্রহ বৃহস্পতি গ্রহের ন্যায় আর্দ্রতা ও উষ্ণতা উৎপাদন করে। ইহাতে অধিক পরিমাণে আর্দ্রতাই অনুভূত হয়। শুক্রগ্রহ-শক্তিসম্পন্ন-ব্যক্তি শ্লেষ্মাত্মক, রজোগুণযুক্ত ও অম্লরসপ্রিয় হইয়া থাকে। ইহা দেহের মধ্যে নাসারন্ধ্র, যকৃত, শুক্র, ও মাংসের উপর বিশিষ্ট রূপে আধিপত্য প্রকাশ করে। শনিগ্রহ পৃথিবীর বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপ হইতে অতিশয়

দূরবর্ত্তী প্রযুক্ত স্বভাবতঃ শুষ্কতা ও শীতলতা উৎপন্ন করে। শনি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রূর বায়ু বিশিষ্ট, কফযুক্ত, তমোগুণময়, স্থিরস্বভাব এবং কষায় রস প্রিয় হইয়া থাকে। শরীরের মধ্যে প্লীহা, দক্ষিণকর্ণ, মস্তিষ্কের শিরা ও মূত্র নালীর উপর ইহা অতিরিক্ত আধিপত্য প্রকাশ করে।

৮। বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন গ্রহগণের উত্তাপ, আর্দ্রতা বা শুষ্কতা প্রভৃতি যে গুণাগুণ লিখিত হইল তন্মধ্যে মানব গণের পক্ষে উত্তাপ ও আর্দ্রতা এই দুই গুণ বিশেষ উপকারী। অনুকূলশক্তিসম্পন্ন উৎপাদিকা-শক্তি উত্তাপ ও আর্দ্রতা গুণের অন্তর্বর্ত্তিনী। পদার্থ সমূহ উক্ত গুণ দ্বয় হইতে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হয়। প্রতিকূল শক্তি বিশিষ্ট শুষ্কতা ও শীতলতা গুণের জন্য পদার্থের পূর্ব্বাবস্থায় পরিণতি অর্থাৎ ধ্বংস হয়। অতএব শুষ্কতা ও শীতলতা গুণ মানবের অপকারী এবং ক্ষয়কারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদগণ উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন ও অনুকূল শক্তি বিশিষ্ট গ্রহগণকে শুভ গ্রহ, এবং প্রতিকূল শক্তি বিশিষ্ট গ্রহগণকে পাপ গ্রহ বলিয়া থাকেন। বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহ পৃথিবীস্থ বস্তু মাত্রের উপর অপর্য্যাপ্ত রূপে উত্তাপ ও আর্দ্রতা উৎপাদন করে। এই জন্য বৃহস্পতি ও শুক্র শুভগ্রহ বলিয়া স্থির হইয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা শুভফল প্রদান করে। চন্দ্র ও বুধ গ্রহ আর্দ্রতা উৎপাদন করে বলিয়া, শুভ গ্রহ মধ্যে পরিগণিত হয়। কিন্তু যখন উহারা পাপগ্রহ সংসর্গে প্রতিকূল শক্তি সম্পন্ন হয়, তখন উহাদিগকে পাপ গ্রহ বলা যায়। মঙ্গল গ্রহ অতিশয় শুষ্কতা উৎপাদন করে এবং শনি গ্রহ নিরবচ্ছিন্ন শীতলতা উৎপাদন করায়, সকল সময়ে উহাদিগকে পাপগ্রহ বা অশুভকারী গ্রহ বলা যায়। সূর্য্য গ্রহ হইতে উত্তাপ ও শুষ্কতা উৎপন্ন হয়; এই জন্য উত্তাপ উৎপত্তির সময় শুভগ্রহ এবং শুষ্কতা উৎপত্তির সময় পাপ গ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জ্যোতির্ব্বিদগণ শনি ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায় রবি গ্রহের অপকারিতা শক্তি স্বীকার করেন নাই; তথাপি উহার অপকারিতা শক্তি থাকায়, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাপ গ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৯। আরও এক কথা—উৎপাদিকাদি-শক্তি-সম্পন্ন গ্রহগণের কার্য্যকারিতা গুণের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বুঝিয়া, মহর্ষিগণ গ্রহগণেরও স্ত্রী পুরুষ সংজ্ঞা স্থির করিয়াছেন। জড় স্বভাব সম্পন্ন আর্দ্রতা গুণের অকর্ম্মকত্ব এবং উত্তাপ, শুষ্কতা, ও শীতলতা গুণের সকর্ম্মকত্ব বিবেচনা করায়, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের পুরুষ ভাবাপন্ন শক্তি এবং চন্দ্র, বুধ ও শুক্র গ্রহের স্ত্রী স্বভাবাপন্ন শক্তি মানব দেহে প্রকাশ প্রায়। হে পাঠক বৃন্দ! গ্রহ গণের স্ত্রীপুরুষ ভাবাপন্ন শক্তি না থাকিলে মানবের বা অপরাপর প্রাণিগণের মনোমধ্যে প্রকৃতি পুরুষ ভাব কোথা হইতে কেমন করিয়া আদিকালে আসিতে পারে? মূঢ় সম্প্রদায় ঈশ্বর কৃপায় অপরিজ্ঞাত বিজ্ঞান ভিত্তি মূলক শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ভেদ করিতে সমর্থ হইলে, অনন্ত শক্তির আধার রূপি গ্রহগণ কাল চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ম্মভূমির কর্ম্মকাণ্ড সম্পাদন করিতেছে বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিবে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ।

---

## প্রতিমা-পূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য শিক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত। তাঁহারা পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের আলোকে অন্তর্মনুষ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব পরীক্ষা করিতে অগ্রসর। যেখানে সে আলোক প্রবেশ করে না তাঁহারা ভাবেন সেখানে কুসংস্কার রাশি ঘনীভূত হইয়া তমোরাশির সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ পৌত্তলিকতার প্রতি অনন্ত ঘৃণা প্রকাশ করেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত আর্য্য সন্তানও পৌত্তলিকতার ঘৃণা প্রতিমা পূজায় সংক্রামিত করিয়া পিতৃ পিতামহ পূজিত প্রতিমাকে সলিল গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পদে যাঁহাদের

আবার তাঁহার পূর্ব্ব উহারা গৃহস্থিত রত্নরাশি পশ্চাতে ফেলিয়া বালক-নীয়মান অন্ধের ন্যায় দরিদ্রের দ্বারদেশে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকেরই মনে সনাতন ধর্ম্মভাব শিথিলমূল। আবার অনেকের ধর্ম্ম জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার শাসন চিহ্ন পূর্ণ ভাবে দেদীপ্যমান। শেষোক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রতিমার পাদপীঠ শূন্য করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত এবং বাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকটে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তনে উৎসাহশীল। খ্রীষ্ট সেবকগণ যেরূপ সময়ে২ গির্জ্জাগৃহের প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে সম্মিলিত হইয়া ঐশী প্রীতি সাধনে প্রার্থনা করেন ইঁহারাও সেই রূপ শূন্য মন্দিরে সমবেত হইয়া ঐশীকরুণাকর্ষণে প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি সাধনে প্রয়াস পান। এরূপ ব্রহ্মোপাসনা পাশ্চাত্য ভজনার অনুকল্প বা অনুকরণ মাত্র—। আর্য্যমহর্ষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা কখনও অস্বীকার করেন নাই, তবে বাচনিক ব্রহ্মজ্ঞান আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিয়া সেরূপ জ্ঞানের পক্ষপাতী থাকেন নাই। যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী তিনি মানব হইয়াও দেবতার দেবতা, জঙ্গম হইয়াও স্থাবর, শরীরী হইয়াও অশরীরী, প্রবীণ হইয়াও শিশু; তিনি দেশকাল পাত্রাদির অনপেক্ষ, বাতবর্ষাশীতাতপের অধৃষ্য, কাম ক্রোধ লোভাদির অনধীন। 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাকার ধারণা যাঁহার বিশ্বাস ভূমিতে বদ্ধমূল, তিনি সংসারে সম্মান লাভের জন্য লালায়িত হইবেন না, আত্মপর বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আত্মপরিজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সতত চেষ্টিত থাকিবেন না, সুখ দুঃখ, হর্ষামর্ষ, মানাপমান প্রভৃতির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অসন্তুষ্ট বা ব্যথিত হইবেন না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ * এবং স্থিতধী †। কিন্তু সুখ সম্মান প্রভুত্ব লালসায় প্রতি নিঃশ্বাসে যাঁহাদের মন সতত বিক্ষোভিত, স্বজন কুটুম্ব ভরণ চিন্তায় যাঁহাদের মন সতত অস্থির, যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ সাধনের জন্য বিলাসিতার নিত্যনব তরঙ্গ ভঙ্গে ভাসমান, যাঁহাদের বাসনা সমুদ্গত নিবিড়ধূমপুঞ্জে আত্মা মন অন্ধীভূত, যাঁহারা আশাভঙ্গে ব্যথিত, অপমানে অতিক্রুদ্ধ, বৈরনির্য্যাতনে ধৃতব্রত, সেই অসমদর্শী অসংযতাত্মা ভোগবিমূঢ় জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান বাচালতা ভিন্ন কি বলিব? যে তীব্রসাধনা বলে মানব এই দেব দুর্লভ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে সে সাধনার পথ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজন সুখসাধ্য ব্রহ্মবিষয়ক কতিপয় বাক্যোচ্চারণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে, আর্য্য মহর্ষিগণ এরূপ উদ্ভট ব্রহ্মজ্ঞানীকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেন। এমন কি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া যে ব্যক্তি মনে মনেও ইন্দ্রিয় সুখ সাধন বিষয়ের স্মরণ করেন তিনিও কপটাচারী বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকেন। * তথাপি তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের কোন ইন্দ্রিয়ই সংযত হয় নাই, বরং ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়াই যাঁহারা সুখানুভব করেন, তাঁহাদের বদনকুহর বিনির্গত ব্রহ্মবাদ সান্নিপাতিক বিকার গ্রস্ত রোগীর প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলিব? এরূপ ব্রহ্মবাদ লোকশিক্ষার প্রতিকূল, সংযম শিক্ষার বাধক, এবং স্বেচ্ছাচারিতার জনক; সুতরাং সাধারণ বুদ্ধির অনায়ত্ত জ্ঞান সাধরণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিতে চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য। সেই জন্য যাঁহারা ব্রহ্মানুচিন্তনে অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারাও লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম সাধনে তৎপর থাকিবেন। জ্ঞান হীন ব্যক্তিগণ আসক্ত চিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষগণ অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জন সাধারণকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। † অনধিকারীকে উচ্চ-

---

* প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥—গীতা॥

† দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥—গীতা॥

* কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥—গীতা॥

† সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং॥—গীতা॥

জ্ঞান দান এক পক্ষে যেরূপ ব্যর্থশ্রম, অন্যপক্ষে সেই রূপ অনিষ্টকর। সে উচ্চজ্ঞান গ্রহণে অসমর্থ, অধিকন্তু উন্নত জ্ঞানের ভগ্নাংশ মাত্র অপরিষ্কার ভাবে তাহার মনে উদিত হয় এবং পূর্ব্বসংস্কারের দৃঢ় দুর্গ বিধ্বস্ত হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ অল্পজ্ঞান ব্যক্তি যে সকল হিতকর কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, নূতনশিক্ষা সেই সকল সদনুষ্ঠানের প্রতি বিরাগ উৎপাদিত করিল, কিন্তু পরম জ্ঞানের রসাস্বাদনে শক্তি জন্মাইতে পারিল না, সেই জন্য অল্পজ্ঞান ব্যক্তিগণকে চরমজ্ঞানের উপদেশ দিতে শাস্ত্রকারগণ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন *। সুতরাং কর্ম্মাসক্তচিত্ত জনগণের বুদ্ধি ভেদ অন্যায়। ধর্ম্মজীবনের জন্যও কর্ম্ম সাধন প্রয়োজনীয়। যে জ্ঞান লাভ করিলে জীব এই কর্ম্মভূমিতে পুনরাবৃত্ত হইবে না, সে জ্ঞানের জন্যও কর্ম্মের প্রয়োজন। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। "কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নেহ দৃশ্যতে"। এ জ্ঞান পরমার্থ জ্ঞান, এ কর্ম্ম জ্ঞানসাধন কর্ম্ম, এ কর্ম্ম নিষ্কামকর্ম্ম। দেহেন্দ্রিয়জ্ঞানাবিশিষ্ট মানব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু কর্ম্মফললিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান মানবের পক্ষে অসম্ভব নহে। সংসার রূপ কর্ম্ম সাগরে শত সহস্র তরঙ্গ সতত সমুত্থিত হইতেছে, কত শত ব্যক্তি ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মতরঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, এবং কর্ম্ম সাগরে অবগাহন করিয়া মনের মলিনতা প্রক্ষালিত না করিয়া বরং ফেনকর্দ্দমক্লেদে দূষিত হইতেছে। যে কর্ম্মে আত্মশুদ্ধি হয় না—যে কর্ম্মে অধ্যাত্ম জীবনের শ্রেয়ঃ সাধন হয় না—যে কর্ম্মে নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হয় না, তাহা বিকর্ম্ম। অধ্যাত্মকল্যাণকামী পুরুষ কামাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন †। দেহাভিমানী মানব একবারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ফলত্যাগ করিলেই তিনি ত্যাগী পদবাচ্য হইলেন। * জনকাদি মহাপুরুষগণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জন সাধারণকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানীজনেরও কর্ত্তব্য †। যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি জন্মে, সুতরাং অনধিকারীর কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দব্রহ্ম স্বরূপ বেদই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্"। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্মও চিত্তের মলিনতা নষ্ট করে সুতরাং এরূপ কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় আছে। "অকৃত্বা বৈদিকং কর্ম্ম প্রত্যবায়ী ভবেন্নর"। এই রূপে জ্ঞান সাধনে কর্ম্ম সাধনের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। মানব দেহাভিমান বর্জ্জিত হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগের অধিকারী হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আত্মদেহে অহং বুদ্ধি থাকিবে সে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে ‡। যে পর্য্যন্ত নদীর পর পারে যাইতে না পারে মানুষ ততক্ষণই নৌকা খুজিয়া থাকে, কিন্তু নদীপারে গমন করিলে নৌকার আর প্রয়োজন থাকে না; সেই রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, মানসিক শান্তি প্রভৃতির অধিকারী হইলে কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাজ্য হইতে পারে ¶। যিনি ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখী বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া অন্তশ্চর পঞ্চ প্রাণের ক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া "নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার" ন্যায় "স্বয়ম্প্রভা সম্বিতের" ব্রাহ্মী দ্যুতিঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের শৈশব পৌগণ্ড কৈশোরে তাঁহাকেও কর্ম্মরত দেখিতে পাইবে।

* ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥—গীতা
অপিচ
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥

† কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

* নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥—গীতা

† কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥—গীতা

‡ যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী
স্তাবদ্ বিধেয়া বিধিবাদ কর্ম্মণাং।
নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥—শ্রীমদ্রামগীতা।

¶ নাবর্থী হি ভবেত্তাবৎ যাবৎপারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং॥ উত্তর গীতা।

যেরূপ সংসারী ব্যক্তির বাল্য জীবনে একটি শিক্ষা আছে যে শিক্ষায় তাহার পদার্থ পরিজ্ঞান পরিপুষ্ট হয়, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, বিচার শক্তি প্রবর্দ্ধিত হয়, চিন্তাশীলতা এবং দূরদর্শিতা সমুৎপন্ন হয়, পরিশ্রমশীলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি অনেক গুণ পরিস্ফুট হয়, যে শিক্ষার ফলে ভবিষ্য জীবনে মানব সাংসারিক সম্পদ্‌সম্মান প্রভৃতির অধিকারী হয়; সেই রূপ ধর্ম্মজীবনেরও শিক্ষা আছে, যাহাতে চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধারণা, অনালস্য, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। মানুষ সাংসারিক শিক্ষায় উন্নত হইলেও আধ্যাত্মিকী শিক্ষায় বর্ণজ্ঞান শূন্য বালকের ন্যায় অজ্ঞ হইতে পারে। যিনি বাহ্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম জীবন সংগঠনের শিক্ষা লাভ করেন নাই তিনি বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত হইলেও অধ্যাত্মজগতে বালক; তাঁহাকে আধ্যাত্মিকী শিক্ষার প্রথম পাঠ হইতে অধ্যয়ন আরম্ভ করিতে হইবে। "প্রতিমা পূজাই" আধ্যাত্মিকী শিক্ষার প্রথম পাঠ, ধর্ম্ম জীবন সংগঠনের আদি উপাদান, মুক্তি-প্রেপ্সুর চরম জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান। প্রতিমা পূজাই ধীরে ধীরে অজ্ঞমনকে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করে; প্রতিমা পূজা ক্রমে ক্রমে মনের ধারণা শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া মনকে ব্রহ্মানুচিন্তনে সমর্থ করে এবং বিপ্রমাথী ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া মনের "প্রত্যক্ চেতনা" * উদ্বোধিত করে। মনের ধারণা শক্তি পরিপুষ্টির জন্য প্রতিমা পূজার যে অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে তাহা পরে দেখাইব। এ স্থলে মনের শান্তি সাধনের জন্য প্রতিমা পূজার অঙ্গীভূত কর্ম্ম সমূহ কিরূপ ফলোপধায়ক তাহারই আভাস দিতেছি। মনের শান্তি ব্যতীত আরাধনা অসম্ভব। এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সংগ্রাম ক্ষেত্রের প্রাণঘাতিনী উত্তেজনা, কর্ণভেদি কোলাহল, এবং গলদ্রুধিরাক্ত সৈন্যগণের প্রমত্ত তাণ্ডবের মধ্যে অভিনিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা যেরূপ অসম্ভব, অসংস্থিত চিত্তে ঈশ্বরোপাসনাও সেই রূপ অসম্ভব। * চিত্তের এই শান্তি সাধনের কতকগুলি অনুকূল কার্য্য আছে। আর্য্য মহর্ষিগণ অন্তঃকরণ বৃত্তি সমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন ইন্দ্রিয় মনের কতক গুলি বৃত্তিকে নিস্তেজ করিতে না পারিলে মনের শান্তি অসম্ভব। বিপ্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ যদি স্বতই অ-রশ্মিসংযত অশ্বের ন্যায় বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয় তাহা হইলে মনের স্থৈর্য্য অথবা দীর্ঘ কালস্থায়িনী ধারণা বা একাগ্রতা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। এই জন্য কতক গুলি ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে। এবং সেই ক্রিয়াগুলিই প্রতিমা পূজার প্রধান অঙ্গ। সেই ক্রিয়াগুলি এই—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন সমাধি। হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সংসারে সতত অশান্তির তরঙ্গ তুলিতেছি এবং মনকেও অশান্তির আগার করিয়া তুলিতেছি। ক্রোধাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক অহিংসাদির আশ্রয়ই যম নামে কথিত হয়। নিয়মও দ্বিবিধ, বাহ্য এবং আভ্যন্তর। † উপবাস স্নানাদি বাহ্য নিয়মের অন্তর্ভূত, শৌচসন্তোষাদি আভ্যন্তর নিয়মের অন্তর্ভূত। উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বল হয়, স্নানানুলেপন প্রভৃতি দ্বারা রুক্ষতা দূরীভূত হয়, এবং শৌচসন্তোষ প্রভৃতির দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য এবং চিত্ত শুদ্ধি উৎপন্ন হয়। আসন করচরণাদির সংস্থান বিশেষ। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে দীর্ঘকাল স্থির ভাবে থাকিতে পারা যায় তাহাই প্রশস্ত আসন। যেরূপ হস্তপদাদির পরিচালনা বিশেষে দেহের পুষ্টি এবং কান্তি সাধিত হয়, সেই রূপ আসন বিশেষে উপবেশনে দেহের স্থৈর্য্য এবং

* বিষয়প্রাতিকূল্যেন অন্তঃকরণাভিমুখগমনশক্তি বা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ সা প্রত্যক্ চেতনা (Subjective Consciousness).

* And he that prays to God with an angry, that is, with a troubled and decomposed spirit, is like him that retires into a battle to meditate and sets up his closet in the out-quarters of an enemy.—Jeremy Taylor.

† নিয়মা পঞ্চ সন্ত্যাদ্যা বাহ্যমাভ্যন্তরং দ্বিধা।
শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ॥
স্নান মৌনোপবাসেজ্যা স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।—গরুড়পুরাণ।

মনের শান্তি সম্পাদিত হয়। অন্তশ্চর বায়ুই ইন্দ্রিয়াদির বিকারের মূল। অন্তশ্চর বায়ুর নিরোধেরই নামই প্রাণায়াম। বায়ুর নিরোধে ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হ্রাস হয়। অগ্নি-পরিশুদ্ধ পার্ব্বত ধাতুর ন্যায় দেহ মলবিনির্ম্মুক্ত হয়, * চিত্তের স্থৈর্য্য উৎপাদিত হয়, এবং মন ধ্যান ধারণার উপযোগী হয়। নিরোধের দ্বারা বায়ু শরীরাভ্যন্তরে পুঞ্জীকৃত হয়; এই রুদ্ধ বায়ু হইতে অগ্নি উৎপাদিত হয় এবং সেই অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়। এই ত্রিবিধ উপায়ে সর্ব্ব শরীরের বিশুদ্ধি সাধিত হয় †। বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি দেখিয়া কেহ যেন কথা গুলিকে কল্পনার ক্রীড়া মনে না করেন। ইহাতে কবিত্ব নাই, ইহাতে কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত অভিজ্ঞতাই দেদীপ্যমান। কৃতকর্ম্মা ব্যক্তিই একথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্তশ্চর বায়ু সমূহের নিরোধে রক্তের গতিও নিরুদ্ধ হয়। যে স্বাভাবিক তাপে রক্তের গতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল শোণিতগতি সংরোধে সেই তাপ শরীরাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হইয়া বাষ্প উৎপন্ন করে। পরে প্রাকৃতিক নিয়মে তাপ বিকীরণ দ্বারা সেই বাষ্প জলীয় আকার ধারণ করিয়া শরীর এবং মনকে শান্ত ও শীতল করে। প্রাণায়ামও দ্বিবিধ—সবীজ এবং অবীজ। প্রাণ বায়ুকে বশীভূত করিয়া ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান ও মন্ত্র জপ সহিত যে প্রাণায়াম তাহাকে সালম্বন সবীজ প্রাণায়াম কহে ‡। সবীজ সালম্বন প্রাণায়ামই আধ্যাত্মিকী শিক্ষার পক্ষে উপাদেয় এবং শুভকর। সুসংস্থিতচিত্ত বিজিতেন্দ্রিয় যোগী অবীজ অনন্তালম্বী প্রাণায়ামের অধিকারী। কবির চিত্র পটে আমরা মহাদেবকে দেখিলাম—"অবৃষ্টিসংরম্ভ ইবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্। অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্"—বর্ষণোন্মুখ জলদপটলের ন্যায়, তরঙ্গহীন হ্রদের ন্যায়, নিবাত নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায়, গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি মহাদেব কবিকল্পনার মিথ্যা সৃষ্টি নহেন। সমাধি মগ্ন যোগীর মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এ দৃশ্য কাল্পনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। ইদানীং এবম্বিধ দৃশ্য বিরল হইলেও অলভ্য নহে। যোগী জীবনে প্রাণায়ামের চরমোৎকর্ষ, প্রতিমা পূজায় ইহার সাধনারম্ভ। প্রাণায়ামের পরেই প্রত্যাহার। প্রাণায়ামের পরে ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাভিমুখে আকর্ষণ করিতে হইবে। ইহাই প্রত্যাহার নামে সাধনার প্রসিদ্ধ অঙ্গ *। দুষ্প্রধর্ষ ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহহেতু এই রূপ বিরাট আয়োজন। যম নিয়মাদি সকল গুলিই বিদ্রোহী ইন্দ্রিয় দমনের এক একটি উপায়। ইন্দ্রিয়গণ এই সকল উপায়ে অবরুদ্ধ হইলেও মধ্যে মধ্যে মস্তকোত্তলন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রত্যাহারের প্রচণ্ড আক্রমণে অবশেষে সম্পূর্ণ রূপে বশ্যতা স্বীকার করে। এই রূপে বহিঃশত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে নবদ্বার বিশিষ্ট পুরীকে সুরক্ষিত করিয়া আত্মা নিজ রাজ্যের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। তখন সংশয় সন্দেহের কর্দ্দমক্লেদ অপসারিত হইয়া বিশুদ্ধ প্রত্যয় প্রবাহ আরাধ্য বস্তুর উদ্দেশে প্রবাহিত হয় †; প্রত্যয় সহকৃত চিন্তনে ধ্যেয় বস্তু অন্তঃকরণে স্থিরোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে স্ফুরিত হয় ‡; এবং পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তনে উদ্বোধিতশক্তি মন প্রতিমার সীমাবদ্ধ মূর্ত্তিকে

---

* যথা পর্ব্বতধাতুনাং ধ্মাতানাং দহ্যতে মলং।
তথেন্দ্রিয়কৃতা দোষা দহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ॥—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

† নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততো জলং।
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামেন শুদ্ধ্যতি॥—অগ্নিপুরাণ।

‡ প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে হি যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ॥
তস্য চালম্বনবতঃ স্থূলরূপং দ্বিজোত্তম।
আলম্বনমনন্তস্য যোগিনোঽভ্যাসতঃ স্মৃতং॥—বিষ্ণুপুরাণ।

* শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ।

অপিচ

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য স্থিতো হি সঃ।
মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥—গরুড় পুরাণ।

† বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ ধ্যানং।

‡ ধারণা ধ্যেয়ে চিত্তস্য স্থিরবন্ধনং।

বিস্ফারিত করিয়া অসীম অনন্ত পরম বস্তুকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় *। এই রূপে জ্ঞানরাজ্যের নিত্য নির্ম্মল আলোকমালা মনের সকল অন্ধকার দূরীভূত করে, বৈষম্যবিরোধিতার মায়া কল্পিত যবনিকা অন্তর্হিত হয়, এবং এক সুখময় স্বপ্নময় সঙ্গীতে সমগ্র জগৎ পরিপূরিত হয়। এই রূপে মহারথী আত্মা বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনোরূপ রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়ঘোটকগণকে সংযত করিয়া জড় প্রকৃতি বিজয়ে সমর্থ হয় এবং সংসার কারাগারের বন্ধনভীতি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সান্দ্রানন্দ উপভোগ করে †। প্রতিমা পূজার সহিত যোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। অহিংসাদির জন্য যম, শৌচাদির জন্য নিয়ম, স্থির উপবেশনের জন্য আসন, প্রাণাদি বায়ু নিরোধের জন্য প্রাণায়াম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের জন্য প্রত্যাহার, ঈশ্বরের রূপ চিন্তনের জন্য ধ্যান, ধ্যেয় বিষয়ে মনের স্থির বন্ধনের জন্য ধারণা—এই সকল সাধনার অঙ্গ ‡। সাকারোপাসকেরও এই পথ, যোগীরও এই পথ। এবং এই পথেই ঈশ্বর প্রাপ্তি সুলভ। সেই জন্যই বলিতেছি প্রতিমা পূজা উপহাসের সামগ্রী নহে, অনাদরের বস্তু নহে, ইহারই গর্ভে মহাযোগের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইহা স্বল্প পরিসর স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও ইহার গভীর প্রবাহ তীব্রতেজে অনন্তজলধির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। আমরা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বিষয়ে প্রতিমা পূজার উপকারিতা আলোচনা করিলাম; এক্ষণে মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে প্রতিমা পূজার উপযোগিতা আমাদের বিচার্য্য।

ক্রমশঃ।

---

* অদ্বিতীয়বর্ত্তিনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধেঃ
স্বজাতীয়প্রবাহঃ নিদিধ্যাসনং ॥

† আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহু র্বিষয়া স্তেষু গোচরাঃ।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ।—গরুড়পুরাণ।

‡ অহিংসাদি যমঃ প্রোক্তঃ শৌচাদি নিয়মঃ স্মৃতঃ।
আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ ॥
প্রত্যাহারো জয়ঃ প্রোক্তো ধ্যানমীশ্বর চিন্তনং।
মনোধৃতির্ধারণং স্যাৎ সমাধির্ব্রহ্মণঃ স্থিতঃ ॥—গরুড়পুরাণ।

---

# গীতা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাই সম্ভ্রমে সন্ত্রাসে বিরাট মূর্ত্তি পরিহার করিয়া "মানুষ রূপের" মধুরতায় ডুবিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য বৈষ্ণবের গ্রন্থে গ্রন্থে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মাধুর্য্যের মধুরতা প্রবাহিত। যাহা "রৌদ্র", যাহা "কালানল সন্নিভ" তাহা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিলাপিণ্ড, সেই জন্য এখানে কথা কয়; চণ্ডালের নৃত্য দেখিয়া সেই জন্য এখানে শ্রীবিগ্রহের ঘাড় বাঁকিয়া যায়; ভক্তের অনুরোধে সেই জন্য এখানে প্রস্তর মূর্ত্তি পায়সান্ন ভোজন করে; আর সেই জনাই এইখানে "মুই সেই, মুই সেই" এই মধুর ধ্বনি কর্ণ কুহরে অমৃত ধারা বর্ষণ করিয়া হৃদয় কন্দরের স্তরে স্তরে আশা ও আলো বিকীর্ণ করিতে করিতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় অবতার বাদ কি এবং ইহা কত সত্য।

পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব, দাস দাসী, পতি পত্নী পরিবৃত হইয়া, যে সংসারে মানব ডুবিয়া ডুবিয়া আরও ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, সেই দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্যের মধুময় কক্ষে চির দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া মানব! তুমি যদি না শিখিয়া থাক সেবা কি, স্নেহ কি, প্রেম কি, তাহা হইলে দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধন তত্ত্ব বিচার করিতে বসিয়াছি! ফল ফুল গঙ্গাজল, মণি মুক্তা প্রবাল, মৃগমদ চন্দন, যেখানে পূজার সামগ্রী বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে সেই হিন্দুগৃহে যিনি দেবতারূপে অধিষ্ঠিত, তিনি শিলাময় হইলেও আমাদের প্রভু, দারুময় হইলেও আমাদের সখা, এবং "নরবপু" হইলেও আমাদের হৃদয় রাজ্যের

অধীশ্বর। তাই বলিতেছি যে মূর্ত্তি দেখিয়া রাধিকা বিমুগ্ধ নেত্রে বলিয়াছিলেন—

"অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটং।
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধরশ্যামলতনুঃ॥
স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিং বা কুরুত নহি জানে ততইদং।
মনো মে ব্যালোলং কচন গৃহবর্ত্ত্যে ন রময়তি॥"

সেই মূর্ত্তি সেই "বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ" পুরুষের সহিত সম্পর্ক সংস্থাপন-করা আমাদের স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়াই দেখিতে পাই কেহ মা সাজিয়া বালগোপালের "বাল্য ভোগ" প্রস্তুত করিতেছেন, কেহ বা সেবক সাজিয়া রথ প্রত্যাগত মদনমোহনের ক্লিষ্ট অঙ্গে তাল-ব্যজন করিতেছেন, আবার কাহাকেও দেখি কৃষ্ণ মিলনের কামনায় দিব্য গুঞ্জাহার রচনা করিতে করিতে বলিতেছেন—

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতগুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহাম্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী।"

কখন বা দেখি সেই

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন
কাম গায়ত্রী কাম-বীজে যার উপাসন,
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন"

—এর বিরহ বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ অশ্রুনেত্রে বলিতেছেন—

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তু রাগঃ কথময়ং
মুধা মাবেদীর্ম্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥"

সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পিতা মাতা, দাস দাসী, বন্ধু বান্ধবের মত ভগবান্‌কে এই সংসারের—এই হৃদয় গৃহের কর্ত্তব্য ভার প্রদান করিয়া কর্ত্তার ভাবে তাঁহাকে "ভজনা" করা বৈষ্ণবের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক অন্যের পক্ষেও তেমনি অস্বাভাবিক নহে। তাই বলি পরের মত "বহির্ব্বাটীতে" বাহিরের রাজ্যে ফেলিয়া না রাখিয়া আপনার মত "অন্তঃপুরে"—অন্তর রাজ্যে তাঁহার বিশ্রাম ভবন রচনা করিয়া দিয়া যে সুখ যে তৃপ্তি তাহা যিনি আস্বাদন করিয়াছেন তিনিই জানেন।

"ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এই মধুময় উপদেশ, এই হৃদয়োন্মাদকরী নীতি অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ যে সৌম্য মানুষ রূপ, যে "শ্রেষ্ঠ নর বপু" জগজ্জন সমক্ষে হুঙ্কারে হুঙ্কারে অভ্যুত্থিত করিয়াছিলেন, সেই "নর বপু" যে দিন সমস্ত বঙ্গ ভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে বলিয়াছিলেন "মুই সেই, মুই সেই" সেই শুভ দিন, সেই শুভক্ষণকে প্রণাম করিয়া আমরা আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিব।

ক্রমশঃ।

---

## ভক্ত কবি মথুরেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, হর্ষে, বিপদে, মিলনে, বিরহে, কিছু-তেই সময় আপনার গন্তব্য পথ হইতে বিন্দু মাত্র বিচলিত হয় না। বিরহীর বিলাপরব তাহার কঠোর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না, পুত্র শোকাতুরার নয়না-সারে তাহার অশ্রু বিগলিত হয় না, ভীষণ জীমূতমন্দ্রে বা সর্ব্বসংহারক ঝঞ্ঝাবাতে তাহার বীর হৃদয় বিচলিত হয় না। শরতের সুনীল গগনে পূর্ণ চন্দ্রের মনোহর হাস্য, সন্ধ্যার অস্ফুটালোকিত আকাশমণ্ডলে সান্ধ্য তারার ক্ষীণ আলোকলেখা, বর্ষার পয়োদকুন্তলা প্রকৃতি বধূর দামিনী হাস, বসন্ত কাননের কুসুম শোভা, পরভৃতের কলকণ্ঠ-সঙ্গীত—কিছুতেই তাহার হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে না। সে নিম্নবহা তটিনীর ন্যায়

চঞ্চল চরণে ছুটিয়াছে। কোথায় যাইতেছে কে জানে?

দেখিতে দেখিতে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল। বালক মথুরেশের মুখচ্ছবি আত্মীয়গণের হৃদয়ে অস্ফুট ভাব ধারণ করিল। তাহার নিরুদ্দেশ জনিত শোকাবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। কার্ত্তিক মাস বঙ্গভূমিতে আগমন করিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাপূজার আয়োজন হইতে লাগিল। আমরা প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি গুপ্তপল্লীর প্রায় ঘরে ঘরে মাতৃ পূজা অনুষ্ঠিত হইত। তখনকার লোকদিগের অভাব বড় অল্প ছিল। আজি কালকার তুলনায় তাহাদের আয় যৎসামান্য ছিল বটে কিন্তু অভাবের স্বল্পতা বশতঃ লোকেরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের বাহ্য আড়ম্বর ছিল না, দ্রব্যাদিও সুলভ ছিল। এই জন্য সংসারের ব্যয় ভার তাহারা অনায়াসেই বহন করিতে পারিত। "কন্যাদায়" কথা তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। আজ কালকার রত্ন খচিত স্বর্ণাভরণের নাম পর্য্যন্ত অবিদিত ছিল। তখনকার স্ত্রী লোকেরা বাহ্য চাক্‌চিক্য অপেক্ষা পবিত্র চরিত্র রূপ ভূষণকেই অধিকতর সম্মান করিতেন। রৌপ্যময় দুই চারি খানি অলঙ্কার পাইলেই তাঁহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন! রিমেল ও ফ্লোরিডা, কুন্তলীন ও জবাকুসুম, পমেটম ও ল্যাভেণ্ডার, আতর ও গোলাপ, সেমিজ ও বডি, পার্সিশাড়ী ও চুড়ীদুট এবং আরও কত কি ছাই ভস্ম তখনকার লোকেরা জানিত না। সুতরাং সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, তদ্দারা তাহারা জগজ্জননীর পূজা করিত! বর্ষীয়ান্ লোকেরা বলেন গুপ্তপল্লীর বৈদিক পাড়া হইতে শোভাকর পাড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান শ্যামা পূজার দীপালোকে আলোকিত হইত। সেই পবিত্র দিবসে ভক্তবৃন্দের "মা" "মা" ধ্বনি রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। জগজ্জননীর সন্দর্শন জনিত আনন্দকলিকার ন্যায় প্রতীয়মান দীপকলিকা সেই ঘোরা অমানিশার সূচিভেদ্য অন্ধতমস বিদূরিত করিত। আজ শ্যামা পূজা। শোভাকর গৃহে আজ আনন্দের সীমা নাই। মথুরেশের পিতা প্রভাতকৃত্য সমাধা করিয়া আপনার চতুষ্পাঠীতে বসিয়া আছেন। এই সময়ে এক জন নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার টোলে উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকের বর্ণ সুবর্ণোজ্জ্বল, তাঁহার পরিধানে গৈরিক রাগ রঞ্জিত বসন, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, হস্তে সুদীর্ঘ ত্রিশূল, সুবিস্তৃত ললাট দেশ ভস্মে আচ্ছাদিত, নয়ন যুগল তেজঃপুঞ্জময়। তাঁহার সুগঠিত ললাট দেশ অর্দ্ধাবৃত করিয়া কর্ণবিন্যস্ত জটাজূট অংসল অংসদেশ চুম্বন করিতেছে। সে মনোহর মূর্ত্তি, সে যৌবন ও বার্দ্ধক্যের প্রীতিকর সম্মিলন, অবলোকন করিলে দর্শকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সন্ন্যাসী চতুষ্পাঠীতে আগমন করিয়া শাস্ত্রীয় কথার প্রসঙ্গ করিলেন। মথুরেশের পিতা নবাগত যুবকের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়, সাংখ্য, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের কথা হইতে লাগিল। অল্প কাল মধ্যে জ্ঞান পিপাসু অনেক গুলি দর্শক সেই স্থানে সমাগত হইলেন। গুপ্তপল্লীতে তখন অনেক গুলি টোল ছিল। সকল টোল হইতে ছাত্রগণ আসিয়া সেই শাস্ত্রীয় যুদ্ধের অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর অসামান্য রূপ মাধুরী ও অলৌকিক পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। তদানীন্তন লোক দিগের শাস্ত্রীয় কথায় গাঢ় অভিনিবেশ ছিল। শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইতেন, আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইতেন, সাংসারিক কার্য্য উপেক্ষা করিতেন। স্নান হয় নাই, সন্ধ্যাবন্দনাদির কাল অতীত হইয়া যাইতেছে, গৃহ দেবতা হয় ত অপূজিত আছেন, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী জল গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের শাস্ত্রীয় চর্চ্চার বিরাম হইত না। এত গাঢ় অভিনিবেশ না থাকিলে, এত বাহ্য জ্ঞান শূন্যতা না জন্মিলে, শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মিবে কেন? নবীন আগন্তুকের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে

করিতে শ্যামা পূজার অনতিদীর্ঘ দিবস অবসন্ন হইয়া আসিল। বিচারে শোভাকরেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন, তথাপি জিগীষা সমধিক উত্তেজিত হওয়ায় তাঁহারা দিবাবসান লক্ষ্য করিলেন না।

এ দিকে মথুরেশের বিমাতা দিবসের অবসান দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিতা হইলেন। এতাবৎ কর্ত্তা সন্ধ্যাহ্নিক করেন নাই, ছাত্রগণ ভোজন করেন নাই, বাটীতে মাতা আসিয়াছেন, তাঁহার পূজার আয়োজনও যথারীতি সম্পন্ন হয় নাই, ইহাতে সাধ্বী আর্য্য মহিলার হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইল। তিনি চতুষ্পাঠীতে পুনঃ পুনঃ লোক প্রেরণ করিলেন, কেহই জনতার মধ্যে গমন করিয়া কর্ত্তার নিকটে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারিল না। কর্ত্তব্যের ক্রুটী হয় দেখিয়া বর্ষীয়সী স্বয়ং টোলের দিকে গমন করিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সন্ন্যাসী সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণ সমীপে উপনীত হইয়া যথারীতি বন্দনা করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কাহারও নিকটে আত্ম পরিচয় দান করেন নাই, শাস্ত্রীয় কথায় নিরত থাকায় তাহা জিজ্ঞাসা করিতেও কেহই অবকাশ পায় নাই। এতক্ষণ পরে তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি আর কেহই নহেন, দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে যাঁহার নিরুদ্দেশে শোভাকর পরিবারে শোকমেঘ আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ইনি সেই মথুরেশ। সকলের হৃদয়ে আনন্দ-তটিনী প্রবাহিত হইল। সকলের চক্ষু আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মথুরেশ দীক্ষাদাত্রীর বন্দনা করিয়া অবশেষে সকলকে যথারীতি নমস্কার, সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্রমশঃ।

## কালী—সঙ্গীত।

ভৈঁরো—একতালা

কে চিনবে মা তোমারে এ মায়াসংসারে।
কখন কিরূপে থাক মা জীব অন্তরে॥
ষোড়শী রূপসীবেশে, ষড়রিপুসহবাসে,
প্রেম সুখে খেল রঙ্গে হৃদ পয়োপরে।
অষ্টপাশ বদ্ধ ক'রে, জীবে রাখ মায়া পুরে
মায়া মুক্ত হলে ও মা দেখা দাও তারে।
শুক-পদ অভিলাষী, শঙ্কর শ্মশান বাসী,
প্রেমে মাতি ফেরে সুখে মা তোমারি তরে।
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি, নিত্য করে স্তব স্তুতি,
সত্য সনাতন বক্ষে ধরে সমাদরে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, পদ সাধে অনুক্ষণ,
বসে সিদ্ধ পদ্মাসনে মা মা বলে ডাকে মা তোমারে।
তুমি মা ভুবনেশ্বরী, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করি,
যুগে যুগে দাও আসি দেখা বিশ্বপুরে।
কি কব পদের গুণ, মহামণি প্রভা হীন,
রাঙ্গা পায়ে মিশে যায় হরিষ অন্তরে
আমি অতি অভাজন, ভজন পূজন হীন,
কৃপা করি দাও (মা) পদ এদীন পামরে।

---

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কালী পদে মতি রেখে মন চল সত্য পথে।
অধর্ম্মের ভানে পড়ে ভুলনারে ধর্ম্ম (পথ) হতে॥
বিষয় বিভব ফেলে, ডাক কালী কালী বলে।
ঘুচ্‌বে প্রাণের কালি, কালী নাম লও রসনাতে।
ছাড়রে কুজন সঙ্গ, নিত্য কর সাধু সঙ্গ,
শীতল হ'বে প্রাণ বিহঙ্গ সদা রবে আনন্দেতে।
ছয় রিপু বাঁধ জোরে, কালী মন্ত্র জ্ঞান ডোরে,
অহং তত্ব ভুলে, মত্ত হ'ও মায়ের নামেতে।
দ্বিজ হীরালাল বলে, দেখ চেয়ে ভবতলে,
জরায়ুর মাঝে মা আমার ফেরে যে সুখেতে।
মায়ের কোলে মা আছে শুয়ে, জীব তা দেখেনা চেয়ে,
চোখ ফুটলে কাঁদে শুধু টাটা স্বরেতে।
কি কব মায়ের কথা, নিজ হাতে কাটে মাথা
বিপরীত ভাবে বিহার করে প্রেম অঙ্গেতে।
এখনো আছেরে বেলা, কালী নামে বাঁধ ভেলা
ভব পারে চলে যা'বি কালের হাত হ'তে॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধৰ্ম্ম প্ৰচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥" | শকাব্দা ১৮২০। আশ্বিন মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অশৌচপ্রকরণং
(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

পিত্রোস্তু সূতকং মাতুস্তদসৃগ্‌দর্শনাদ্ধ্রুবং।
তদহর্ন প্রদুষ্যেত পূর্ব্বেষাং জন্মকারণাৎ॥ ১৯

অধুনা জননিমিত্ত অস্পৃশ্যত্বলক্ষণ অশৌচের বিষয় বিবৃত হইতেছে। এই অস্পৃশ্যত্ব কেবল পিতা মাতারই হইয়া থাকে, সমস্ত সপিণ্ডবর্গের হয় না। তন্মধ্যে মাতা শোণিত সম্পৃক্ত থাকায় দশ রাত্রি পর্য্যন্ত কিছুতেই স্পর্শযোগ্যা হইবেন না। পিতার অস্পৃশ্যত্বের নিবৃত্তি স্নানমাত্রেই হইতে পারে। পুত্রের জন্মদিনে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদনে কিছুমাত্র দোষ নাই, কারণ পিতৃগণ বালকের রূপ ধরিয়া আগমন করিয়া থাকেন।

অন্তরা জন্মমরণে শেষাহোভির্বিশুদ্ধ্যতি।

যে যে বর্ণের যে যে বয়সে যতদিন অশৌচ হয় সেই অশৌচ-কালের মধ্যে যদি তাহার সম বা তন্ন্যূন কাল স্থায়ী কোন জনন- বা মরণাশৌচের সংঘটন হয়, তাহা হইলে প্রথমাশৌচের যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকে তত দিন মাত্র ভোগের পর তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে। পশ্চাৎ উৎপন্ন জননাদি নিমিত্ত পৃথক অশৌচের গণনা হয় না। কিন্তু যদি প্রথমাশৌচ কালের মধ্যে তাহা অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী কোন অশৌচ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের শেষের সহিত তাহার শুদ্ধি হইবে না। তথা উশনা—

"স্বল্পাশৌচস্য মধ্যে তু দীর্ঘাশৌচং ভবেদ্যদি।
ন পূর্ব্বেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বকালেনৈব শুদ্ধ্যতি॥"

তথাচ যম—

"অহোবৃদ্ধিমদাশৌচং পশ্চিমেন সমাপয়েৎ"।

যদিও যাজ্ঞবল্ক্য বর্ত্তমান শ্লোকে জননাশৌচ ও মরণাশৌচের কোন বিশেষত্ব রক্ষা করেন নাই, তাহা হইলেও জননাশৌচের অন্তর্ব্বর্ত্তী মরণাশৌচ পূর্ব্বাশৌচ-শেষের সহিত সমাপ্ত হয় না। তথা অঙ্গিরা—

"সূতকে মৃতকং চেৎ স্যান্মৃতকে ত্বথ সূতকম্।
তত্রাধিকৃত্য মৃতকং শৌচং কুর্য্যাৎ ন সূতকম্॥"

তথাচ ষট্‌ত্রিংশৎ মতে—

"শাবাশৌচে সমুৎপন্নে সূতকং তু যদা ভবেৎ।
শাবেন শুদ্ধ্যতে সূতির্ন সূতিঃ শাবশোধিনী॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে সূতকান্তঃপাতী শাবাশৌচের পূর্ব্বাশৌচশেষের সহিত শুদ্ধি হয় না। কিন্তু শাবাশৌচের অন্তঃপাতী সূতকের তাহা হইয়া থাকে। কোন কোন স্মৃতিতে ইহাও দেখা যায় যে সজাতীয় অশৌচের মধ্যে পড়িলেও পূর্ব্বাশৌচশেষের সহিত মরণাশৌচের শান্তি হয় না। যথা—

"মাতর্য্যগ্রে প্রমীতায়মিশুদ্ধৌ ম্রিয়তে পিতা।
পিতুঃ শেষেণ শুদ্ধিঃ স্যান্মাতুঃ কুর্য্যাত্তু পক্ষিণীম্॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বে মাতার মৃত্যু হইলে তন্নিমিত্ত অশৌচ

মধ্যেই যদি পিতার মৃত্যু হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচ-শেষের সহিত শুদ্ধি না হইয়া, পিতার মৃত্যু নিমিত্ত অশৌচাবসানের সহিত শুদ্ধি হইবে। এই রূপে পিতার মৃত্যু জনিত অশৌচ কালের মধ্যেই যদি মাতার মৃত্যু হয় তাহা হইলেও পূর্ব্বাশৌচ শেষ মাত্রেই শুদ্ধি হইবে না, পরন্তু পূর্ব্বাশৌচশেষে পক্ষিণী অর্থাৎ এক দিন, এক রাত্রি ও তাহার পর দিন (মোট দেড় দিন) ক্ষেপণ করিলে হইবে। মহর্ষী গৌতম বলিয়াছেন এই অশৌ-চান্তর-সন্নিপাত-জনিত শুদ্ধি কালবিশেষের উপরও নির্ভর করিয়া থাকে। যথা—

"রাত্রিশেষে সতি দ্বাভ্যাং প্রভাতে সতি তিসৃভিঃ।"

অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচের রাত্রি মাত্র অবশিষ্ট কালে যদি জননাদি অন্য অশৌচ উপস্থিত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচ সমাপ্ত করিয়াও দুই রাত্রি অপেক্ষা করিলে শুদ্ধি হইবে, কিন্তু যদি সেই রাত্রির শেষ প্রহরে উহার সংঘটন হয় তাহা হইলে তিন রাত্রি অপেক্ষা করিতে হইবে, তদনন্তর শুদ্ধি হইবে, পূর্ব্বাশৌচ শেষের সহিত হইবে না। এ সম্বন্ধে শাতাতপও এই কথাই বলিয়া-ছেন, যথা—

"রাত্রিশেষে দ্ব্যহাচ্ছুদ্ধির্যামশেষে শুচিস্ত্র্যহাৎ"।

পুনঃ সূতক সন্নিপাতে যে প্রেতক্রিয়া বন্ধ রাখিতে হইবে না তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

"অন্তর্দশাহে জননাৎ পশ্চাৎ স্যান্মরণং যদি।
প্রেতমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যং পিণ্ডদানং স্ববন্ধুভিঃ॥
প্রারব্ধে প্রেতপিণ্ডে তু মধ্যে চেজ্জননং ভবেৎ।
তদেবাশৌচ পিণ্ডাংস্তু শেষান্ দদ্যাদ্যথাবিধি॥"

এবং এই রূপে এক কালে শাবাশৌচ দ্বয় আসিয়া মিলিত হইলেও উভয়েরই জন্য প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে; কারণ উভয়েরই মূলে সমান যুক্তি; অর্থাৎ অশৌচ কালে স্মার্ত্তাদি কোনও ক্রিয়া বিহিত না থাকিলেও যেরূপ তখন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পিতা মাতার প্রেত পিণ্ডাদি দান করিতে হয়, তদ্রূপ এক অশৌচ মধ্যে অশৌচান্তর সংঘটিত হইলেও অবশ্য-কর্ত্তব্য প্রেতকৃত্য বন্ধ হইবে না। তদ্রূপ পুত্র জন্ম নিমিত্ত জাতকর্ম্মাদিও অশৌচান্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেও কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে প্রজাপতি বলিয়াছেন—

"আশৌচে তু সমুৎপন্নে পুত্র জন্ম যদা ভবেৎ।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিঃ পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধ্যতি॥"

ক্রমশঃ।

---

## অপূর্ণ তৃষ্ণা।

ধীরে ধীরে প্রাবৃট্ সন্ধ্যা প্রকৃতির মুখ অবগুণ্ঠিত করিতেছিল। প্রসন্নসলিল ব্রহ্মপুত্র স্ফীত বক্ষে, যেন পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে, কল্লোল গীতি গাহিতে গাহিতে, তটদেশ সবেগাভিঘাতে ভগ্ন করিয়া ছুটিতে-ছিল। কিরণপ্রাখর্য্যরহিত রবির গাঢ়সিন্দুরচর্চ্চিত প্রশান্ত ছবি একটী প্রকাণ্ড পক্ক ফলের ন্যায় বৃন্তচ্যুত হইয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের গভীর গর্ভে ডুবিতেছিল। আমরা উত্তর তীরে দাঁড়াইয়া লুব্ধ লোচনে সহস্রাংশুর এই রহস্যময় অন্তর্দ্ধান নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। আকাশ বেশ নির্ম্মেঘ ও স্বচ্ছ ছিল; বর্ষার প্রদোষ শোভা তাই অবাধে উপযুক্ত মাত্রায় ফুটিতেছিল। চারিদিকে পাহাড় শ্রেণী সুনীল ঘনীভূত অচল মেঘ মালার ন্যায় দিগঙ্গনার মেখলা স্বরূপে বিরাজমান। আমরা যে তীরে দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিকে অদূরে "ধেনুখানা" নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড় উন্নত গ্রীবায় দণ্ডায়মান। শ্যামল পাদপ শ্রেণী এবং তাহার মাঝে মাঝে যুগযুগান্তরসাক্ষী সুবৃহৎ শিলারাশি দ্বারা "ধেনুখানার" সর্ব্বাঙ্গ সমাকীর্ণ। বনকুক্কুটের ঐকতানিক ধ্বনি এবং ঝিল্লীজাতীয় এক প্রকার কীটের শ্রুতি-কটুরব ঐ পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের মধুরগামী কল্লোলারাবের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত উত্থিত হইতেছিল। আমরা যে স্থানের কথা বলিতেছি তাহা পুরাণ কীর্ত্তিত বাণ রাজার রাজধানী "তেজপুরের" সম্মুখ দেশ। তেজপুর ব্রহ্মপুত্রের ঠিক উত্তর পারে অবস্থিত। বাণ রাজ নন্দিনী "উষার" জন্মক্ষেত্র বলিয়া এই নগরের এক নাম

উষাপুর। পুরাণে ইহা শোণিতপুর নামে বর্ণিত আছে। শোণিতার্থে আসামে "তেজ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাই ইহার আধুনিক নাম তেজপুর। এই স্থান সন্দর্শন করিলে, স্বতঃই যেন সেই দ্বাপর সংঘটিত পৌরাণিক কীর্ত্তি, উষা হরণাদি ব্যাপার মনে উদিত হইয়া, এক স্বপ্নময় রাজ্য নয়নগোচরে প্রতিভাত হয়। তেজপুরের নানা স্থানে হর্ম্ম্য মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বিচিত্র কারুকার্য্যাঙ্কিত প্রস্তর খণ্ড সমূহ অতীতের মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রস্তরগুলির কারুকৌশল দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। আবার শ্মশান ক্ষেত্রের শোকোদ্দীপক ভস্ম রাশির ন্যায় এই সকল কীর্ত্তি চিহ্ন দর্শক মাত্রেরই সমুষ্ণ দীর্ঘশ্বাস নিঃসারণ করিয়া থাকে। ইহা বাণরাজার প্রাসাদাবশেষ কি না, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সাহসিক সিদ্ধান্ত আমরা করিতে চাহি না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সে বিষয়ের মীমাংসা করুন। কিন্তু এই সকল ধ্বংসাবশেষ যে কোন প্রতাপান্বিত হিন্দু রাজারই কীর্ত্তিলেখা সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রস্তর গাত্রে অঙ্কিত হিন্দুর দেব দেবীর মূর্ত্তি সমূহ। প্রায় অধিকাংশ প্রস্তরেই এই প্রমাণ দেদীপ্যমান। অত্রত্য ধর্ম্মাধিকরণের দক্ষিণে পথিপার্শ্বে রক্ষিত একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভে দশাবতারের মূর্ত্তি সমূহ অতি সুচারু রূপে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহা একটী প্রধান দর্শনীয়। কি পৌরাণিক, কি প্রত্নতত্ত্ববিৎ, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পিপাসু, সকলেরই চিত্তাকর্ষক উপকরণ তেজপুরে বর্ত্তমান; প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামলচ্ছবি এখানে প্রতি নয়নেরই স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকে। হিমাচলের অত্যুচ্চ অভ্রংকষ শৃঙ্গ সমূহ অরুণোদয়ে যে অতুল, চিত্তচমৎকারক সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, তাহা এ স্থান হইতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে জলাশয়ে ফুল্ল বিশদশ্বেত শতদল সমূহ অনিরুদ্ধ সোহাগিনী উষার ত্রিভুবনখ্যাত রূপরাশির আভাস দিতেছে বলিয়া মনে হয়। বৈশাখের প্রভাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ নাতিউচ্চ নাগকেশরের বৃক্ষ ব্যূহ যখন পুষ্পিত হয়, সেই রমণীয় সময়ের অপূর্ব্ব সুষমা কেবল উপভোগেই উপলব্ধ হইতে পারে, বর্ণনায় নহে। অমরবাঞ্ছিত এই নাগকেশর প্রসূনের চিত্তোন্মাদক সৌরভসম্ভার বায়ুমণ্ডলের প্রতিস্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যেন নন্দনের মাধুর্য্য বিতরণ করিতে থাকে। ভ্রমরের নিরবচ্ছিন্ন ঝঙ্কারে উপবনের সঙ্গীত স্রোত বহিয়া যায়। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যাংশে তেজপুর সুন্দরীকুলললামভূতা উষার উপযুক্ত জন্ম ক্ষেত্রই বটে।

আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচ্য বিষয়ের অতিরিক্ত অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে উদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যা'ক।

ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবিতাড়িত তটভূমির যে অংশে দাঁড়াইয়া আমরা সান্ধ্যশোভা সন্দর্শন এবং শীতল শীকরসিক্ত সমীরণ সেবন করিতেছিলাম, তন্নিকটে একজন পিপাসার্ত্ত শ্রমজীবী স্রোতোবেগভগ্ন এক ভূমি খণ্ডে বসিয়া এক অঞ্জলি জল উত্তোলন করত শুষ্ক কণ্ঠে ঢালিতেছিল, কিন্তু হায়! নিমেষার্দ্ধ মধ্যে এক প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভীমাভিঘাতে ঐ ভগ্ন ভূখণ্ডের সহিত শ্রমজীবীকে ব্রহ্মপুত্রের অতল জলে লইয়া গেল। আর তাহার হস্তোত্তোলিত জল পান করা হইল না; অপূর্ণ পিপাসা লইয়াই সেই হতভাগ্য, শ্যেন গৃহীত কপোতের ন্যায়, মৃত্যুর কবল গত হইল! এই তৃষ্ণার্ত্ত শ্রমজীবীর আকস্মিক বিয়োগ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় অতিমাত্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; উদাস প্রাণে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। ক্রমে নানা চিন্তাতরঙ্গে চিত্ত আলোড়িত হইতে লাগিল।

ঐ শ্রমজীবী অপূর্ণ তৃষ্ণা লইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল বলিয়া আমার বিশেষ রূপে ব্যথিত হইবার কারণ কি? এ সংসারে কয়টী প্রাণী তৃষ্ণা মিটাইয়া মরিতে পারিয়াছে বা পারে? স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলাম যে, মৃত শ্রমজীবীর জলের তৃষ্ণাই কেবল অনিবৃত্ত রহিয়া

গেল, কিন্তু উঁহার হৃদয়ের গূঢ় দেশে এত শত তৃষ্ণার অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল তাহার ইয়ত্তা কে করে? জলের পিপাসা অতি তুচ্ছ এবং তাহা অতি সহজেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরন্তু, পিপাসা ও বুভুক্ষা দেহ ধর্ম্ম মাত্র, স্থূল শরীরের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহা আর থাকে না। কিন্তু যে তৃষ্ণার প্রভাব সূক্ষ্ম শরীরেও সংপূর্ণ রূপে বজায় থাকিয়া ভাবী শরীরোৎপত্তির হেতু হয়, তাহা যাঁহার মিটিয়াছে, তিনি ভিন্ন আর বিগত-তৃষ্ণ হইয়া কে মরিতে পারে? অতৃপ্তকাম, প্রবৃত্তি-তাড়িত জীব মাত্রই উক্ত শ্রমজীবীর ন্যায় তৃষাকুল প্রাণে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। তৃষ্ণার নিবৃত্তি-সাধক মনে করিয়া জীব যে সকল পদার্থ বহির্জ্জগৎ হইতে ইন্দ্রিয় পথে আহুতি প্রদান করিতেছে, তাহাতে বিগততৃষ্ণ হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ ঘৃতাহুতি-প্রাপ্ত অনলের ন্যায় উহা ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হইতেছে। তবু বিষয় ভোগে জীবের এত আয়াস কেন? যে জলে পিপাসা মিটে না, তাহাই পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার নিমিত্ত এত লালসা কি কারণে? ঐন্দ্রিয়িক ভোগ কি কিঞ্চিন্মাত্রও আরাম জনক নহে? তাহা না হইলে জীব কি আর এত ছুটাছুটি করে? তৃষ্ণার ক্ষণিক বিরাম ও সুখ ভোগ্যপদার্থে আছে বটে, কিন্তু ভোগাবসানের কিয়ৎ কাল পরেই ত আবার যে তৃষ্ণা সেই তৃষ্ণা। কুঞ্জরশৌচের ন্যায় বিষয়োশ্রিত সুখের পরক্ষণেই তৃষ্ণাসমুদ্ভব দুঃখ। তদ্ব্যতীত অনন্ত আকাঙ্ক্ষা জড়িত, সুতরাং অনন্ত অভাব গ্রস্ত মানুষের বিষয়সম্ভব সুখই বা সংপূর্ণ রূপে মিলে কৈ? প্রবৃত্তিপথাশ্রিত থাকিয়া কে কবে বলিতে পারিয়াছে "আমি সর্ব্বাংশে সুখী বা অবিমিশ্র সুখের অধিকারী?" যাহার ধন আছে, তাহার হয় ত স্বজন বা প্রিয় জন নাই, যাহার স্বজন আছে, তাহার হয় ত স্বাস্থ্য নাই, সর্ব্বদাই সে রোগ-জর্জ্জরিত; যাহার ধন জন স্বাস্থ্য সংপৎ, এ সকলই আছে, তাহার হয় ত প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের অভাব আছে; এরূপ কোন না কোন অভাব কামনাপরবশ মানুষ মাত্রেরই আছে। যদি কোন মানুষের প্রাগুক্ত বৈষয়িক সম্পদের মধ্যে কোনটারই অভাব না থাকে, তথাপি লক্ষ বা অধিকন্তু বিষয় হইতে আরও অধিক লাভের জন্য দুরাকাঙ্ক্ষার জ্বালা মালায় সে ছটফট করিতেছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হইতে পূর্ণ সুখের রসাস্বাদ জীবের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। পূজ্যপাদ গদাধর ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন "কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বল্পং তদপি দুর্লভং।" কুক্কুর-উচ্ছিষ্ট কাকমাংস স্বরূপ বিষয়ে সুখ অল্পই আছে, তাহাও আবার দুর্লভ, সহজ লভ্য নহে। ত্রিতাপ বহ্নির তিনটী প্রবল স্পর্দ্ধিত শিখা এ সংসারে যত দিন প্রজ্বলিত থাকিবে ততদিন বিষয়োত্থ সুখের সুলভতা ও স্থায়িত্ব কোথায়? ব্যাধি জরা, আত্মীয় বিয়োগ মনোরথের অপরিপূর্ণতা, শীতাতপ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, অন্ন কষ্ট, প্রাণী সমূহের প্রতিকূলাচার, এবং উৎপীড়নাদি জন্য দুঃখের একটী না একটী প্রায় প্রত্যেক জীবেরই সুখ বিঘাতক। তবে কাহারও কম, কাহারও বেশী।

বিষয়োদ্ভব সুখ লাভের অন্তরায় মানুষের যত আছে, পশ্বাদি প্রাণীর তদপেক্ষা অনেক কম। আহার্য্য আহরণে উহাদিগকে মানুষের ন্যায় ক্লেশ পাইতে হয় না, শীত রৌদ্রাদি হইতে দেহ রক্ষার জন্য বস্ত্র ব্যবহারও করিতে হয় না। মানুষের ন্যায় ইতর জন্তু-দিগকে তত রোগাক্রান্ত হইতেও দেখা যায় না। উহাদের অনন্ত মনোরথ নাই। সম্মান, সংভ্রম, মর্য্যাদা, যশঃ প্রভৃতির জন্য উহারা ব্যাকুল হয় না। বুভুক্ষা, পিপাসা, রিরংসা এবং অপত্যানুরাগ ব্যতীত পশ্বাদির আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, সুতরাং উহাদের দুঃখের ভাগ অতি অল্প। যেখানে অভাবের অল্পতা, সেখানেই দুঃখ কম। ইতর প্রাণীর যে কয়টী অভাব, তাহা অনায়াসেই পূর্ণ হইয়া থাকে। তাই ত্রিতাপানলে উহাদিগকে মানুষের মত দগ্ধ হইতে হয় না। যে সুখের ভাগ মানব জাতি অপেক্ষা ইতর জন্তুর ভাগেই বেশী, তাহা লাভ করিতে মানুষের প্রাণান্তকর প্রয়াস কি

লজ্জাজনক নহে ? যে জাতীয় সুখ বিষয়নিরপেক্ষ এবং বিচ্ছেদ বিরহিত, তাহা পাইবার জন্যই মানুষের সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। মানুষ যত দিন সুখের উপকরণ বহির্জ্জগতে খুঁজিবে, তত দিন তাহার ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা শান্তি মিলিবে না। সুতরাং তৃষ্ণাও মিটিবে না। বাহির্বিষয় হইতে অসমুত্থিত সুখই একমাত্র ক্ষয়বিহীন ও নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অবচ্ছেদ ও অবসান রহিত সুখ বাহির হইতে লাভ করা অসম্ভব। দেশ, কাল, অবস্থা, সুযোগ প্রভৃতি দ্বারা বহির্বিষয়জ সুখ সীমা বদ্ধ। ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত অভিলষিত বিষয়ের সংযোগ বা সন্নিকর্ষ না হইলে সে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং তাহা নিরবচ্ছিন্ন কেমনে হইবে ? অপিচ অধীনতা কখনও সুখের উপকরণ হইতে পারে না। দুর্ব্বৃত্তি সমাক্রান্ত হইলেই যখন বনিতা, বারবনিতা বা পরবনিতার পদানত হইতে হয়, যশোলিপ্সার চরিতার্থতা সাধন করিতে হইলে যখন পরমুখ কীর্ত্তিত প্রশংসা বাক্য শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হয়, ক্ষুধোদ্রেক মাত্রই যখন অন্নের উদ্দেশে ধাবিত হইতে হয়, তখন আর জীবের স্বাধীনতা কৈ ? ঐ সকল বস্তু বা বিষয়ের অধীন না হইলে যে জাতীয় সুখ পাওয়া যায় না, সেই সুখ তদভাবের বিচ্ছেদ ও অভাবের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তদ্ব্যতীত শরীরের অবস্থা বিশেষে উহার সম্ভোগে সুখ লাভ আদৌ হইয়া উঠে না। অতএব মানুষের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ দ্বারা সংপূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু বহির্বিষয়ের অধীনতা ও অপেক্ষা পরিত্যাগ মানুষের এই রক্ত মাংসের শরীরে সম্ভব কি না ? উদরাগ্নিতে অন্নজল অর্পণ না করিলে, দুঃখোপশম বা সুখ লাভ ত দূরের কথা দেহের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। শীতার্ত্ত হইলে অগ্নি সেবা বা বস্ত্রাচ্ছাদন ভিন্ন চলে না। রুগ্ন হইলে ঔষধ সেবন অত্যাবশ্যক। এমতাবস্থায় বহির্বিষয় নিরপেক্ষ হওয়া কি রূপে চলে ?

যে সকল বহির্বস্তুর উপর জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই সকলের সহিত সংপর্ক ত্যাগ সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত সন্দেহ নাই। অসাধারণ বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষেরা অবশ্যই বহির্বিষয়ের সংপূর্ণ অনধীন ও অনপেক্ষ।

যে সব বিষয় আমাদের শরীর ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নহে, সেই সমস্ত বিষয়ের ভোগবাসনা অনায়াসেই হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারে এবং উহাদের অধীনতা স্বীকার না করিলেও চলে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় বাসনা জালে আবদ্ধ হইয়া আমরা অনেক দুঃখ, সন্তাপ ও অশান্তি স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়া থাকি। কেবল মাত্র শরীর রক্ষা বিধায়ক বস্তু ভিন্ন অপরাপর বিষয়ের অধীনতা ত্যাগ করিতে সহজেই পারা যায়। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার খর্ব্বতা ও দুঃখের লাঘব তদ্দ্বারা অনেক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় ভোগ সম্বন্ধে রুষ রাজ্যের পরম তত্ত্বদর্শী ঘোর বিরাগী কাউণ্ট লিও তলস্তয় ( Count Leo Tolstoy ) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারবান্ বোধে আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। অনেক পাঠক হয়ত ইহাঁকে জানেন না ; সমগ্র পৃথিবীতে যাহারা প্রধানতম ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ইনি তাহাদের মধ্যেই এক জন ছিলেন, কিন্তু ভগবদিচ্ছায় ইহাঁর বিষয় বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্য নিরন্ন অসমর্থ কাঙ্গালদিগকে বিতরণ করিয়া ইনি এখন স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারাই দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ভারত ব্যতীত এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র অতিবিরল ; তাই তাঁহার বাক্য আমরা কৌতূহলের সহিত পাঠক বর্গকে শুনাইতেছি—

"When a man eats or drinks not being hungry ; when he dresses not for the purpose of protecting his body from the cold ; when he builds a house not for the purpose of sheltering himself from the weather, but does these things

in order to increase the pleasure arising from satisfying his needs, he commits innate sensual sin."

"When a man who has been born and bred in habits of superfluity in drink, food, dress and lodging continues to maintain these habits, and to profit by the superfluity he possesses, such a man commits traditional sensual sin."

"When a man, already living in luxury, invents additional, new and pleasanter means of satisfying his needs, such as are not used by those around him; when he introduces new and more refined foods and drinks in place of his former simple fare; new finer clothing in place of the former clothing which sufficed to cover his body; builds another house with new adornments in place of the former small, simple one, and so on, such a man commits personal sensual sin."

"Sensual sin,—innate, traditional or personal consists in man's impeding his birth into the new spiritual life."

"ক্ষুধিত না হইয়া যখন মানুষ ভোজন অথবা পান করে; শীতাদি হইতে দেহ রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত যখন সে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; যখন কেবল ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্রাদি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে গৃহ নির্ম্মাণ করে না; এই সকল শুধু তদীয় অভাব পূরণ জনিত সুখের বৃদ্ধি সাধনাভিপ্রায়ে কৃত হয়, তখন সে স্বভাব সমুদ্ভব ঐন্দ্রিয়িক পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।"

"যখন কোন মনুষ্য আজন্ম প্রয়োজনাতিরিক্ত ভক্ষ্য পানীয় পরিচ্ছদ বাসভবনাদির ব্যবহারে পালিত ও অভ্যস্ত হইয়া আসে, সে যদি সেই অভ্যাসই বজায় রাখিয়া চলে, এবং তদধিকৃত অতিরিক্ত ভোগ্য বস্তু তাহার সুখ সাধনোদ্দেশ্যে রক্ষা করে; তখন সে পৌর্ব্বপুরুষিক-অভ্যাস জাত ঐন্দ্রিয়িক পাপে লিপ্ত।"

"যে ব্যক্তি বিলাসের ক্রোড়ে বাস করিয়াও, তাহার আকাঙ্ক্ষা প্রসূত অভাব পরিপূরণার্থ এরূপ নূতন নূতন অধিকতর সুখকর উপকরণের উদ্ভাবন করে, যাহা তদীয় পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় না; যখন সে সাধারণ আহার্য্যের পরিবর্ত্তে অভিনব সমধিক উপাদেয়ীকৃত ভোজ্য পানীয়ের ব্যবহার অবলম্বন করে, এবং পূর্ব্বে তাহার যে বস্ত্র দ্বারা অনায়াসেই দেহাচ্ছাদন চলিত, তাহার স্থানে সুচিক্কণ নূতন বস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ করে; পূর্ব্ব ব্যবহৃত সামান্য ক্ষুদ্র গৃহের পরিবর্ত্তে অপর একটী বিচিত্র সাজসজ্জা সমন্বিত সুদৃশ্য গৃহ প্রস্তুত করে; এবং ঈদৃশ অন্যান্য বিলাস সেবা তৎপর, সেই ব্যক্তি অনন্য-প্রেরণা- বা প্রভাবজাত ঐন্দ্রিয়িক পাপে লিপ্ত।" অর্থাৎ এই ঐন্দ্রিয়িক পাপ অনুষ্ঠানে তাহার আত্মপ্রযত্নের সহিত নৈসর্গিক বা পৌর্ব্বপুরুষিক প্রভাব সংযুক্ত নহে।

"(প্রাগ্ বর্ণিত) ত্রিবিধ ঐন্দ্রিয়িক পাপ মানুষের নবজীবন লাভের অর্থাৎ আত্মার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তির অন্তরায়।"

অপ্রয়োজনীয় ভোগ তৃষ্ণা যে আত্মার বন্ধন স্বরূপ, তলস্তয় ( Tolstoy ) তাহা যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বহির্বিষয় নিরপেক্ষ সুখের কথা বলা হইয়াছে; সে সুখ লাভ করিলে আর বাহ্য জগতে সুখাহরণ প্রয়োজনীয় হয় না; সুতরাং তৃষ্ণাবসানের তাহাই এক মাত্র ঔষধ। সে সুখের আধার তবে কোথায়? অখণ্ড-অচ্যুত-আনন্দময় অন্তর-বিহারী আত্মাই সেই সুখের উৎস। কোন কালে বা কোন স্থানে বা কোন অবস্থাতেই ইহাঁর সহিত জীবের বিচ্ছেদ নাই। সুতরাং আত্ম-রতি পরায়ণ হইতে পারিলে, মানুষ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। একবার সেই অমৃত প্রস্রবণে স্নাত হইলে, ত্রিতাপের জ্বালা আর থাকে না। বিষয় রসে অরুচি জন্মে। ভগবান বলিয়াছেন, "............ রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" বিষয় বাসনাও

(স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের) আত্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া যায়।" শ্রুতি উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"—"আত্মানন্দরসের আস্বাদ লাভ যাঁহার হইয়াছে, তিনিই আনন্দ যুক্ত হন"। শ্রুতি বর্ণিত এই সুখের কণা মাত্র প্রাপ্ত হইলেই, মানুষ বহির্জ্জগতের অধীনতা অবলীলা ক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারে। বাহিরের কোন বিষয়েই তাঁহার প্রিয়ত্ব অপ্রিয়ত্ব বোধ থাকে না। সংসারের কোন প্রকার প্রতিকূল বা অনুকূল ঘটনায় তাঁহার হৃদয় বিমৃষ্ট বা উৎফুল্ল হইবার নহে। গীতা ঈদৃক্ আত্মতৃপ্তের লক্ষণ বা স্বভাব বলিতেছেন—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

যাঁহার চিত্ত দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বীতস্পৃহ, যাঁহার আসক্তি, ভয়, ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম মনন শীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন।"

"যাঁহার মমতা বা স্নেহ কোন পদার্থেই নাই, (বিষয়ীর) প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে যিনি আহ্লাদ বা বিরক্তি প্রকাশ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

স্থিত প্রজ্ঞ বা আত্মরত পুরুষের চিত্ত বৈষয়িক সুখ দুঃখে তরঙ্গায়িত হয় না কেন? যে হেতু—

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।"

"যোগী যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়াতীত ও কেবল শুদ্ধ বুদ্ধি গ্রাহ্য অত্যন্ত সুখ অনুভব করেন, সে অবস্থায় স্থিত হইলে, তিনি আত্ম স্বরূপ হইতে কিছুতেই বিচলিত হ'ন না। তাঁহার ভুক্ত সুখের ক্ষয় নাই, "স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।" তিনি ব্রহ্ম যোগ যুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করেন।

উক্ত অবস্থা লাভ করা প্রবৃত্তি-নিগড়-নিবদ্ধ মানুষের পক্ষে এক জন্মের চেষ্টায় সম্ভবপর নহে। বহু জন্মার্জ্জিত সাধনার ফলে মানুষ আত্মরতিশীল ও সংপূর্ণ বাসনা বিমুক্ত হইয়া থাকে। তবে যত দূর সাধ্য বাসনার হ্রস্বতা সাধন ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে, দুঃখের মাত্রাও কমিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় সুখের স্বাদগ্রাহী না হওয়া পর্য্যন্ত তৃষ্ণা ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অসম্ভব। কাযে কাযেই ঐ দুর্ভাগ্য শ্রমজীবীর ন্যায় তৃষ্ণার অপূর্ণ অবস্থায় মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে হয়।

---

## শাঙ্কর গীতা-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

শাঙ্করভাষ্যং। ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তং যস্মাৎ নাসতইতি। নাসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য নবিদ্যতে নাস্তি ভাবোভবনমস্তিতা, ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্তু সম্ভবতি, বিকারোহি সঃ, বিকারশ্চ ব্যভিচরতি। যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্তথা সর্ব্বোবিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসজ্জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধঞ্চানুপলব্ধেঃ। কার্য্যস্য ঘটাদের্মৃদাদি কারণস্য তৎকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বং। তদসত্ত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গইতি চেন্ন, সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ, সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ, যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে, সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলবৎ সন্ঘটঃ সন্পটঃ সন্ হস্তীত্যেবং। সর্ব্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি, তথা চ দর্শিতং, ন তু সদ্বুদ্ধিঃ; তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ, ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ ন, পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ, বিশেষণবিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিরতোঽপি ন বিনশ্যতি। অথ সদ্বুদ্ধিবৎ ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যতে ইতিচেন্ন, পটাদাবদর্শনাৎ। সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতইতি চেৎ ন, বিশেষ্যাভাবাৎ। সদ্বুদ্ধিঃ বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিং বিষয়া স্যাৎ? নতু

পুনঃ সদ্বুদ্ধের্ব্বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাভাবেন যুক্তঃ ইতিচেৎ ন, সদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ। তস্মাদ্দেহাদেদ্বর্ন্দ্বস্য চ সকারণস্যাসতোন বিদ্যতে ভাবইতি, তথা সতশ্চ আত্মনঃ অভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রাব্যভিচারাদিত্যবোচামঃ। এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্টঃ উপলব্ধোঽন্তোনির্ণয়ঃ—সৎসদেবাসদসদেবেতি তু অনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ; তদিতি সর্ব্বনাম সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্ম অস্য নাম তদিতি তদ্ভাবস্তত্ত্বং ব্রহ্মণোযাথাত্ম্যং, তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদার্শনস্তৈস্তত্ত্বদর্শিভিস্তৎ ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহঞ্চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি বিকারোয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যাবভাসতেইতি মনসি বিবস্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৬॥

[পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে কথিত হইয়াছে শীতোষ্ণাদি উৎপত্তি-বিনাশ শীল ও অনিত্য; তাহা সহ্য করিতে পারিলে মানব ধর্ম্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভের অধিকারী হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা সহ্য করা উচিত। অপিচ] বক্ষ্যমাণ হেতু বশতঃও শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া শীতোষ্ণাদি সহ্য করা উচিত এই মনে করিয়া [ভগবান্] এই "নাসতো" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। [বলিতেছেন] সকারণ শীতোষ্ণাদি অসৎ পদার্থের অস্তিত্বই নাই। [কথায় বলে "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা"—আদৌ শীতোষ্ণাদি পদার্থের অস্তিত্বই যখন নাই তখন আর নিরাকরণ করিবে কাহার? সুতরাং তাহার প্রতীতি হইলেও তাহা উপেক্ষা বা সহ্য করাই উচিত। যদি বল শীতোষ্ণাদির যখন অনুভব হইয়া থাকে তখন তাহাকে মিথ্যা বলি কেমন করিয়া, তাই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন সে আশঙ্কা মিথ্যা।] কারণ শীতোষ্ণাদি যে সকল বস্তু কারণ বিশেষ হইতে সমুৎপন্ন এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহা কখনও সৎ [অর্থাৎ নিত্য সত্য বিদ্যমান পদার্থ] হইতে পারে না; তাহা বিকার পদার্থ এবং বিকার পদার্থের দেশ বা কাল বিশেষে বিদ্যমানতার অভাব [ব্যভিচার] হইয়া থাকে। [দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটু অভিনিবেশ সহকারে] চক্ষু দ্বারা ঘটাদির তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে [ঘটাদি বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র] পদার্থের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং ঘট বলিয়া যে প্রকৃত কোন পদার্থ নাই তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই নিমিত্ত ঘটাদিকে অসৎ বা অবিদ্যমান পদার্থ বলা হয়। এই প্রকারে অনুসন্ধান করিলে বিশ্বের সমুদায় বিকার পদার্থেরই কারণ ব্যতীত তত্তৎ পদার্থ বিশেষের উপলব্ধি না হওয়ায় সে সকলও অসৎ পদার্থ। [প্রতীতি হইলেও এই সকল বিকার পদার্থ যে সত্য সত্যই নাই তাহার যুক্তি এই যে] জন্মের পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে ইহাদের আদৌ উপলব্ধি হয় না। [ন্যায় শাস্ত্র বলেন "আদ্যাবন্তে চ যদস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা" এবং "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"—আদি ও অন্তে যাহা থাকে (যেমন ঘটের মৃত্তিকা) বর্ত্তমানে তাহার প্রতীতি না হইলেও তাহা আছে বলিয়া জানিতে হইবে; এবং আদিও অন্তে যাহা থাকে না (যথা ঘটাদি আকৃতি) বর্ত্তমানে তাহার প্রতীতি হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে।] এই প্রকারে বিচার করিলে [প্রথমে] ঘটাদি কার্য্য অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং তাহার কারণ মৃত্তিকাদি বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যদি এই মৃত্তিকা তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে ঘটের ন্যায় মৃত্তিকা বলিয়াও কোন পদার্থ খুজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার স্থানে মৃত্তিকার কারণ পরমাণুরাশি মাত্র উপলব্ধ হইয়া থাকে। আবার [যদি কোন অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি মানব] এই পরমাণুগুলির তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে হয় ত তিনি তাহাদের কারণ স্বরূপ অপর কোন পদার্থ বিশেষের উপলব্ধি করিবেন, পরমাণু বলিয়া কোন পদার্থই পাইবেন না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ঘট, ঘটের কারণ মৃত্তিকা, মৃত্তিকার কারণ পরমাণু আদির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে ইহাদের কোনটীরই সত্তার উপলব্ধি হয় না। এ অবস্থায় ইহাদিগকে অসৎ না বলিয়া আর কি বলিব? কিন্তু এখন আশঙ্কা হইতে

পারে, এই কার্য্য কারণ পরম্পরার সকলই যদি অসৎ বা মিথ্যাই হইয়া যায় তাহা হইলে আর থাকিল কি ? সব গিয়া শেষে শূন্য বাদ আসিয়া দাঁড়াইল না কি ? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—না, এ শঙ্কা অমূলক। কারণ সর্ব্বত্র সৎ পদার্থের জ্ঞান ও অসৎ পদার্থের জ্ঞান ভেদে দুই প্রকার জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে পদার্থের জ্ঞান সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই হইয়া থাকে, কখনও এবং কোনও স্থানে যাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না তাহা সৎ এবং যে পদার্থের জ্ঞান কখনও বা কোনও স্থলে হয়, কখনও বা কোনও স্থলে হয় না তাহা অসৎ শব্দে অভিহিত হয়। এই সদসদ্ বিভাগ বুদ্ধির অধীনে থাকায় নীলোৎপল দেখিলে একই আধারে যে রূপ নীলত্ব ও উৎপলত্ব উভয়েরই বোধ হইয়া থাকে তদ্রূপ সকল পদার্থেই সকলেরই দুই প্রকার বোধের উদয় হইয়া থাকে,যথা "সন্ ঘটঃ" "সন্ পটঃ" "সন্ হস্তী" ইত্যাদি। [ অর্থাৎ সম্মুখে ঘটাদি পদার্থ দেখিলে শুধু ঘটাকার জ্ঞান হয় না, একই আধারে ঘটাদি আকৃতি ও তাহাদের বিদ্যমানতা,সত্তা বা তাহারা যে আছে এই উভয়েরই জ্ঞান হইয়া থাকে। ] এই দুই প্রকার বোধের মধ্যে সর্ব্বত্র ঘটাদি বোধের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় এবং তাহাই পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সত্তাবোধের ব্যভিচার দেখা যায় না। এই ব্যভিচারিত্ব নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থ ( যাহা ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা ) অসৎ এবং অব্যভিচারী বলিয়া সত্তা পদার্থ (যাহা সত্তা বোধের বিষয় তাহা) সৎ। [ বস্তুতত্ত্ববিচারে কার্য্য কারণ পরম্পরার তিরোধান হইলেও সর্ব্ব শেষে এই কারণান্তর-নিরপেক্ষ সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা থাকিয়া যায়, ইহার তিরোধান হয় না। সুতরাং শূন্য বাদের আশঙ্কার কোনও হেতু নাই। ] যদি বল ঘট বিনষ্ট হইলে এখন ঘট বোধের অভাব হয় তখন সত্তা বোধেরও অভাব হইয়া থাকে ; তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন, তাহা হয় না। কারণ পটাদিতেও যে তখন সত্তা বোধ হইতেছে দেখা যায়। এই সত্তাবোধের বিষয় ঘটাদি কোন পদার্থই নহে, উহা ঘটাদি সংলগ্ন বিশেষণ পদার্থ [ অর্থাৎ অধিষ্ঠান স্বরূপ ব্রহ্মসত্তা যাহা ঘটাদি বিনষ্ট হইলেও তদবশিষ্ট কপালাদিতে প্রতিফলিত হয়]; সুতরাং এ কারণেও সত্তাবোধের বিনাশ হয় না। [ এতদ্দ্বারা সত্তাবোধের কাল পরিচ্ছেদ আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। ] অনন্তর যদি বল সত্তাবোধের ন্যায় ঘটাকৃতি বোধও ঘটান্তরে দেখা যায়, তাহার উত্তর এই যে পটাদিতে ত তাহা দৃষ্ট হয় না। [ সত্তাবোধ ঘট পটাদি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঘট বোধ এক মাত্র ঘটেই দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা সত্তাবোধের দেশ পরিচ্ছেদ আশঙ্কা নিরাকৃত হইল। ] পুনরপি বিনষ্ট ঘটে [ ঘট প্রতিফলিত ] সত্তার বোধ হইতেছে না বলিয়া যদি সত্তাবোধের ব্যভিচার আশঙ্কা কর তাহাও অযৌক্তিক হইবে। কারণ এখানে বিশেষ্যের অভাব হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইতেছে না। নতুবা সত্তার অভাব হয় নাই। বিশেষ্যের অভাবে যখন বিশেষণের প্রকাশ অসম্ভব, তখন এই বিশেষণবিষয়ক সত্তার জ্ঞান কাহাকে অবলম্বন করিয়া হইবে ? [ সত্তা আকাশবৎ ব্যাপক পদার্থ। ঘটাদি উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে যেমন আমরা আকাশকে উপলব্ধি করিতে পারি না, তদ্রূপ ঘটাদি পদার্থকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত না হইলে আমরা সত্তাকেও উপলব্ধি করিতে পারি না। ঘট বিনষ্ট হইলে যেরূপ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ বিনষ্ট না হইয়া মহাকাশে বিলীন হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয় পথের বাহির হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ঘট সত্তা বিনষ্ট না হইয়া ব্যাপক সত্তায় বিলীন হইয়া আমাদের উপলব্ধির অবিষয়ীভূত হইয়া পড়ে।] পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঘট বিনষ্ট হইলেও তদবলম্বিনী সত্তার বিনাশ হয় না। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে ঘটাদি বিশেষ্যের যখন অভাব হইল, [ অথচ সত্তার অভাব হইল না ] তখন ঘটাদির সহিত সত্তার যে নীলোৎপলবৎ একাধিকরণত্ব পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত হয় ? [ অর্থাৎ একই আধারে সদ্বস্তু ও অসদ্ বস্তুর প্রকাশ সম্ভব কি ? ] পরন্তু এ আশঙ্কাও মিথ্যা। কারণ

মরিচীকায় প্রকৃতপক্ষে জল না থাকিলেও সেই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত জল দেখিয়া যখন আমরা "এই বিদ্যমান জল" বলিয়া থাকি তখন সেই মিথ্যা জলের সহিতও ত সত্তার একাধিকরণত্ব দেখা গিয়া থাকে। [ এখানেও তদ্রূপ মিথ্যা ঘটাদি পদার্থের সহিত সত্তার সমানাধিকরণ্য হইয়াছে জানিতে হইবে।] সেই জন্যই বলিতেছি সকারণ দেহাদি ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব অসৎ পদার্থ, তাহাদের বিদ্যমানতাই নাই। এবং সত্তা স্বরূপ আত্মার কুত্রাপি ব্যভিচার না থাকায় তাহার কখনও অভাব হইতে পারে না। তত্ত্বদর্শি মহাত্মাগণ সৎস্বরূপ আত্মা ও অসৎ স্বরূপ অনাত্ম-পদার্থের এই রূপ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহারা দেখিয়াছেন যাহা সৎ স্বরূপ তাহা সৎ—অবিনাশীই থাকিয়া যায়. এবং যাহা অসৎ তাহা চির-কালই অসৎ বা মিথ্যা। তৎ শব্দ সর্ব্বনাম ; সর্ব্ব শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়; সুতরাং তৎ শব্দ ব্রহ্মের নাম এবং তত্ত্ব শব্দ ব্রহ্মভাবার্থক। সেই ব্রহ্ম ভাব দর্শন বা প্রত্যক্ষ করাই যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহারই তত্ত্বদর্শী। অতএব [ হে অর্জ্জুন ] তুমিও তত্ত্বদর্শিগণের দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নিয়ত ও অনিয়ত স্বরূপ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সমূহ বিকার পদার্থ সুতরাং মিথ্যাই, কেবল মরিচীকায় জলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে মাত্র এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগকে সহ্যকর।

☞ ভ্রম সংশোধন—৬৮ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ১ম পংক্তির পাঠ এই রূপ হইবে, যথা—" পুনঃ সম্বন্ধের্ব্বিষয়াভাবাৎ। একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাভাবে ন" ; ১২শ পংক্তিতে "বিবস্ত" স্থলে "ব্যবস্ত" হইবে।

---

## হিন্দু ধর্ম্ম।

আজ কাল আবার কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থ খুজিয়া পাইতেছেন না, দেখি আমরা কিছু পাই কি না।

### ধর্ম্ম।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণ ত্রিতাপে সন্তপ্ত হইয়া শান্তি নির্ঝরিণীর শীতল সলিলে অবগাহন করিবার জন্য দিশা-হারা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে অথচ পথ পাইতেছে না দেখিয়া তপঃশুদ্ধান্তঃকরণ ঋষিগণ করুণার্দ্র হইয়া অতি যত্নে তাহা আবিষ্কার করিয়া দিয়া যান। জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন জীবের সুখ দুঃখ ভোগ কর্ম্মমূলক। বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম জন্য বিশেষবিশেষ অদৃষ্ট বশতঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংযোগাদি হইয়া সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখ দূর করিয়া সুখ লাভ করিতে হইলে প্রথমে কর্ম্মকে নিয়মিত করিতে হয় ; অর্থাৎ দুঃখজনক কর্ম্ম পরিহার করিয়া সুখ জনক কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান প্রয়োজন ; এই নিয়মিত সুখ প্রাপক কর্ম্মকে তাঁহারা " ধর্ম্ম " নামে বিশেষিত করেন। এবং তদিতর দুঃখ প্রাপক কর্ম্মকে " অধর্ম্ম " আখ্যা প্রদান করেন। শ্রুতি মুখে অশেষবিধ ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়া তাঁহারা দেখি-লেন প্রকৃতির বৈচিত্র্য বশতঃ সকল ধর্ম্ম সকল মানবের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না ; সকলের যোগ্যতা সমান নহে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তিময় জীবন লাভ করিতে হইলে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে আদৌ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। সুতরাং তাঁহারা বুঝিলেন লোক সকলকে বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অধিকার অনুরূপ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া না দিতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তদনন্তর আর্য্য সমাজে ধর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতানুসারে চারি জাতি ও তদনুকূল ধর্ম্মের বিভাগ প্রকটিত হইল। ক্রমে সাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরও প্রণালী বদ্ধ হইলে চারি আশ্রমের উৎপত্তি হয়।

আর্য্য সমাজে এই প্রকারে আমাদের বহু আদরের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধর্ম্ম সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং বহুকাল হইতে আর্য্য গৃহস্থগণ ইহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মের মুখ্য প্রেরক বেদ বা শ্রুতি; তাহার স্পষ্টীকরণ স্মৃতি। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্মৃতি দ্বারাই গৃহস্থগণ পরিচালিত হইয়া থাকেন। যুগ ভেদে মানবের

প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় এই স্মৃতি বৈদিক অনুশাসনের অধীনে থাকিয়াও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; এবং তজ্জন্যই এক এক যুগের এক এক খানি বিশেষ স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্র আমরা দেখিতে পাই, যথা কলিযুগের "পরাশর সংহিতা" ইত্যাদি। এই স্মৃতি শাসিত বেদ-বিহিত ধর্ম্ম পূর্ব্বে কেবল "ধর্ম্ম", কদাচিৎ "সনাতন ধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইত। তদনন্তর ভারতে ক্রমে বর্ণাশ্রম বিহীন ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মিগণের প্রচার বৃদ্ধি হওয়ায় ইহা নিজ বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্ত কি প্রকারে জানি না

হিন্দুধর্ম্ম

নাম ধারণ করিয়াছে। এই হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অধুনা মলিনীভূত হইলেও ইহা "আটক হইতে সাদিয়া ও কুমারিকা হইতে হিমালয়" পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে প্রত্যেক অনুষ্ঠানশীল আর্য্য-সন্তান দ্বারা সমান ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবং ইহার অনুষ্ঠানকারী আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অবান্তর ভেদ ছাড়িয়া দিলে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বত্র এক রূপ। এবং জাতিভেদ এই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিজাতীয় প্রতিবেশী ও রাজা সত্ত্বেও ভারত জুড়িয়া এক জাতি রহিয়াছে বুঝিতে হইবে, যাহার নাম হিন্দু জাতি। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের আদান প্রদান বা পংক্তি ভোজ-নের সম্বন্ধ না থাকিলেও উভয়েই এক জাতি। কারণ জাতীয়তার মূল বন্ধন ধর্ম্মানুষ্ঠান উভয়েরই এক। কুমা-রিকা অন্তরীপে বসিয়া কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় সামবেদী ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সকল নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, হিমাচলের উচ্চ প্রদেশে উত্তর কাশীতে বসিয়াও সুগৌর কান্তি দীর্ঘকায় সামবেদী ব্রাহ্মণও দিবা রাত্রিতে সেই সকল ধর্ম্ম কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে উভয়েরই এক ভাষা, এক মন্ত্র, এক স্বর, এক রীতি, এক পদ্ধতি, কিছু মাত্রও ভেদ নাই। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের একতাই প্রাদেশিক রীতিনীতি ও ভাষাগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও আর্য্য জাতিকে একাল পর্য্যন্ত এক জাতি করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বহুকালের পর ইংরাজ শাসনের মাহেন্দ্র যোগে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলন হওয়ায় উভয়েই আত্ম পরিচয় দিয়া যে আপনাদের সমজাতীয়ত্ব সংস্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন তাহা দেখিয়া বিদ্রূপ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। "হিন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ "হিন্দু ধর্ম্মকে" এক ফুৎকারেই উড়াইয়া দিতে চাহেন। বলেন মুসলমান ভাষায় "হিন্দু" শব্দের অর্থ "কাফের" বা "গোলাম"। সুতরাং "হিন্দুধর্ম্ম" অর্থে কাফেরের ধর্ম্ম বা গোলামের ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মহীনের ধর্ম্ম বা আকাশ কুসুমবৎ কোন অলীক পদার্থ; কাযেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ শ্রেণীর যুক্তি যে কত অসার তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। সাধারণতঃ শব্দ দ্বারা বস্তু নির্ণয় সম্বন্ধে ব্যবহারই নিয়ামক। ব্যব-হার যে বস্তুর সহিত যে শব্দ সম্বন্ধ করিয়াছে সেই বস্তুই সেই শব্দের অর্থ। নতুবা শব্দ বিশেষে এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা তাহা কোন বিশেষ বস্তু প্রতীতি করা-ইয়া দিতে পারে। (অবশ্য এখানে মন্ত্রের শব্দের কথা বলা হইতেছে না। কারণ তাহা নিজ শক্তিতেই প্রতি-পাদ্য বস্তু উপলব্ধি করাইয়া দিয়া থাকে।) ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে কাল ক্রমে শব্দার্থের যে বিশেষ তার-তম্য হইয়া থাকে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্বে শব্দার্থের উচ্চ নীচ করণ (Elevation and degradation of words) এক রহস্যময় ব্যাপার। বেশি দূর যাইতে হইবে না, তোমার বড় গৌরবের খৃষ্টান, কোয়ে-কার, মেথডিষ্ট; হুইগ, টোরি, র‍্যাডিকাল (Christian, Quaker, Methodist, Whig, Tory, Radical) নাম এক সময়ে গালাগালি ছিল। * স্বার্থান্ধ অজ্ঞলোকে

* ইংরেজ কবির নিকট যে, সেণ্ট জর্জের (St. George) এত নাম তারক ব্রহ্ম মন্ত্রবৎ তাঁহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত ইমার্সন (Emerson) কি বলিতেছেন দেখুন—

George of Cappadocia, born at Epiphania in Cilicia, was a low parasite, who got a lucrative contract to supply the army with bacon. A rogue and informer, he got rich, and was forced to run from justice. He saved his money, embraced Arianism, collected a library, and got promoted by a faction to the episcopal throne of Alexandria. When Julian came, A. D. 361, George was dragged to prison; the prison was burst open by the mob, and George was lynched, as he deserved. And this precious knave became, in good time, Saint George of England, patron of chivalry, emblem of victory and civility, and the pride of the best blood of the modern world.

বস্তু বিশেষকে না বুঝিয়া প্রথমে অবজ্ঞাসূচক একটা নাম দেয়। ক্রমে ব্যবহারের ঘর্ষণে অবজ্ঞার "হুল" ভাঙ্গিয়া গেলে যখন প্রকৃত বস্তু দৃষ্টি পথে আসে তখন সেই অবজ্ঞা সূচক নামই ক্রমে গৌরবের হইয়া দাঁড়ায়। হইতে পারে মুসলমানগণ আর্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক "হিন্দু" নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু যখন বহুদিনের ঘনিষ্ঠতায় ভারতীয় আর্য্য হৃদয়ের অমিত তেজ ও অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতা অনুভূত হইতে লাগিল তখন হইতে "হিন্দু" নাম আর অবজ্ঞার নাম রহিল না। হিন্দু বলিলে তখন হইতে অপূর্ব্ব গুণ রাশিকে বুঝাইতে লাগিল, এবং হিন্দুর ধর্ম্ম কাফেরের ধর্ম্ম না বুঝাইয়া আর্য্যধর্ম্মেরই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং এখন "হিন্দুধর্ম্ম" বলিলে যদি উৎসাহে গৌরবে আর্য্য সন্তানের বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠে তাহাতে প্রত্নতত্ত্ববিদের মনে বিস্ময় বা হাস্যের উদ্রেক হইলেও উহা দোষজনক হইতে পারে না। তবে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া যদি কেহ এক্ষণে "হিন্দু" নাম পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাই বলিয়া "হিন্দু ধর্ম্ম" শব্দ কোন বিশেষ পদার্থকে প্রতিপাদন করে না এরূপ উক্তি করা বাতুলতা মাত্র।

মুসলমান, খৃষ্টান ধর্ম্মের ন্যায় এক ব্যক্তি দ্বারা এক খানি গ্রন্থে প্রচারিত কোনও ধর্ম্ম আর্য্যজাতির মধ্যে দেখা যায় না, পরন্তু ঈশ্বর পরকালাদি জীবের অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ ও যুক্তিমূলক সকল প্রকার মতেরই অল্পাধিক পরিমাণে সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়, এই রূপ একটা আশঙ্কা তুলিয়া কোন্ ধর্ম্মমতটীকে "হিন্দুধর্ম্ম" বলিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়াও কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এরূপ আশঙ্কার সারবত্তা বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই বুঝিয়া লইবেন। তবে এসম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য ভারতে স্বাধীন চিন্তা থাকিলেও তাহা উদ্দাম বিলাতী স্বাধীন চিন্তা (Free thinking) ছিল না। সে স্বাধীন চিন্তার বীজ বেদ হইতে প্রাপ্ত, তাহা সম্পূর্ণ বৈদিক শাসনের অধীন, অধিক কি তাহা বেদের এক রূপ ব্যাখ্যা বলিলেও বড় ভুল হয় না। অপিচ, তাহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আনুকূল্য ব্যতীত কখনও প্রতিকূলতা সাধন করে নাই। কদাচিৎ করিলেও তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় অগ্রাহ্যই হইয়াছে। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এক তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং বলা বাহুল্য এই একতার মূলেও এক গ্রন্থ ও এক প্রচারক। এই গ্রন্থ বেদ, যাহা বেদব্যাস কর্ত্তৃক চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ঋক্, সামাদি নাম ধারণ করিয়াছে। এবং এই ব্যক্তি তিনিই যিনি কুরু ক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গণে জগতের লোকের উদ্দেশে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। এক ভগবান্ ব্যতীত অপর কাহাকেও হিন্দু ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন না। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সময় তিনিই যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হন। অন্য সময়ে ঋষিগণের সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রকৃতির অভাব পূরণ করিয়া দেন। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ভেদ নাই এমন কথা বলিতে চাহি না। সামবেদীয় যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগবেদীয় কর্ম্মকাণ্ডে অনেক ভেদ আছে কিন্তু তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? বরং এই বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির রাজ্যে তাহা না থাকাই আশ্চর্য্যজনক। বৃক্ষের স্কন্ধই একটা হইয়া থাকে, তাই বলিয়া কি শাখা পল্লবও একটার অধিক হইবে না? যেখানে যত অনুষ্ঠান সেই খানেই ভেদ। নতুবা শুধু গোটাকতক মুখের কথা লইয়া থাকিলে কোনই গণ্ডগোলের সম্ভাবনা নাই। তাহা না হইলে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মেও একখানি মাত্র পুস্তক থাকিলেও এত সম্প্রদায় কোথা হইতে হইল? যদি কেহ বলেন এত সম্প্রদায় থাকিলেও মূল বিষয় ঈশ্বর পরকালাদি সম্বন্ধে তাহাদের কোন ভেদ নাই তদুত্তরে ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে যে, যিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিবেন, হিন্দু ধর্ম্মেও তিনি এরূপ কোনও ভেদ দেখিতে পাইবেন না। কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী হিন্দুর নিকট কেহ ঈশ্বর, দেবতা, পরকাল, কর্ম্মফল ও জন্মান্তর প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত দ্বৈধ দেখিতে পাইবেন না। যদি কাহারও নিকটে তাহা দেখেন তিনি কখনও হিন্দু নহেন জানিবেন। আনুষ্ঠানিক হিন্দু নাস্তিক—হাস্যের কথা। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে রুচি অরুচি বা স্বাধীন চিন্তার কথা নাই। স্বাধিকার অনুরূপ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না কর সমাজে অবনত হইবে, অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া গণ্য হইবে, এবং "মুস্কিলের" এক শেষে পড়িবে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়মের এক কড়াকড়ির জন্যই সমাজে দেব ব্রাহ্মণ হইতে চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত দশ প্রকার ব্রাহ্মণ বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুর "সাধন ধর্ম্মে" রুচি বৈচিত্র্যের কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

## ফলিত জ্যোতিষ।

১। গ্রহশক্তিসঞ্চালনাধীন যাবজ্জড় দেহের ত্রৈকালিক শুভাশুভ ফল নির্ণয়োপযোগি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অত্যুচ্চস্তরস্থ দুর্ব্বোধ্য বিষয় বোধের ইচ্ছা থাকিলে, তদীয় দুরতিক্রম্য কতিপয় সোপানাবলী প্রথমে অবিচলিত ভাবে অতিক্রম করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-কর্ম্মসূত্র-গ্রথিত জীবাগ্রগণ্য মানবগণের ভবিতব্যদর্শনোপায় ফলিতজ্যোতিষ শাস্ত্রের স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত করাই আর্য্য মহর্ষিগণের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যেও পশ্চিমগগনের শুকতারকাবৎ কতিপয় মুখোজ্জ্বলকারি জগদ্বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মহত্ত্ব বোধে প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

২। সুদীর্ঘায়ুক্ত মানব জীবন বাল্যাদি সপ্তধাবস্থাভেদে যথাক্রমে নৈসর্গিক দশামুখে পরিস্ফুট হইয়াছে। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই সপ্তখেচরের শক্তি সঞ্চালনে কর্ম্মসূত্রগ্রথিত মানবগণের দৈহিক ও আভ্যন্তরিক যাবতীয় ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে সংঘটিত হয়। শৈশবে চন্দ্র; বাল্যে বুধ; যৌবনে শুক্র; পূর্ণ যৌবনে সূর্য্য; প্রৌঢ়ে মঙ্গল; বার্দ্ধক্যে বৃহস্পতি এবং অন্তিমে বা অতিবার্দ্ধক্যে শনিগ্রহ পার্থিবাধিক্য পাঞ্চভৌতিক মানবদেহে প্রবল ভাবে শক্তি সঞ্চালন করিয়া থাকে। পথ্যাশী, ধার্ম্মিক, সদ্বংশজাত এবং জিতেন্দ্রিয় সুদীর্ঘায়ুক্ত ব্যক্তির জীবনই সপ্তগ্রহশক্তি-সঞ্চালন-সম্ভূত সপ্তধাবস্থা সুস্পষ্ট রূপে পরিদর্শনের এক মাত্র স্থল। নতুবা পাপী ও যথেচ্ছাচারী অল্পায়ুক্ত ব্যক্তির জীবন চন্দ্রাদি সপ্তগ্রহের কার্য্যকারিতা শক্তি প্রকাশিত হইবার স্থল নহে। জন্মাবধি মানবের চতুর্থ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্র গ্রহের শক্তি সঞ্চালন প্রবল ভাবে হইয়া থাকে। এই সময় শিশুর দেহ জলীয় ভাগে পরিপূর্ণ হইয়া সত্বর হৃষ্টপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। আর্দ্রতাগুণে কোমলকান্তি, অর্দ্ধস্ফুট বাক্য এবং চঞ্চল স্বভাবের ক্রমবিকাশ হয়। পূর্ব্বকালাবধি লোক পরম্পরায় শিশুকে চাঁদের সহিত উপমা দেওয়া হয়; ইহা কি চান্দ্রশক্তি সঞ্চালনাত্মক নিগূঢ় তত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া অনুমান করিলে নিতান্ত অসঙ্গত বা ভ্রমাত্মক বোধ হইতে পারে? অতঃপর পঞ্চম বৎসর হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত বুধ গ্রহের শক্তি সঞ্চালিত হইয়া, মানবের বাক্যপটুতা, বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্তি, ক্রীড়ায় আসক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। এই দ্বিতীয় নৈসর্গিক দশাকালই বাল্যাবস্থা নামে অভিহিত হয়। উক্ত সময় অতীত হইলে দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শুক্র গ্রহের আধিপত্য মানবের দৈহিক ও আভ্যন্তরিক ক্রিয়ায় পরিলক্ষিত হইতে থাকে। উক্ত সময় মধ্যে শুক্রশক্তি সঞ্চালনে লোকে যৌবনাবস্থার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, বাগ্মী, সঙ্গীতপ্রিয়, প্রণয়াভিলাষী, বিবিধরসজ্ঞ ও বিলাসানুরক্ত হয়। শুক্রের পরিপক্কতা বশতঃ আসঙ্গলিপ্সা সহকারে দাম্পত্য প্রণয় জন্মিয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ অবস্থায় স্ত্রীস্বভাবাপন্ন গ্রহশক্তির আধিপত্য বশতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে বিশিষ্টরূপে চিত্তের স্থিরতা প্রায়ঃ সংরক্ষিত হইতে দেখা যায় না।

৩। পূর্ণ যৌবনাদি অবশিষ্ট অবস্থা চতুষ্কের উপর পুরুষভাবাপন্ন সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের আধিপত্যে কার্য্যক্ষেত্রে মানবগণ অবিচলিত ভাবে নিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হয়। গ্রহগণের মধ্য স্থলে সূর্য্যের অবস্থান বশতঃ মানব জীবনেরও মধ্যাবস্থায় গ্রহরাজ সূর্য্য দেবের আধিপত্য জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। ত্রয়োবিংশতি বর্ষ হইতে একচত্বারিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্তই সূর্য্যের আধিপত্য কাল। উক্ত সময় গ্রহগণবেষ্টিত সূর্য্যদেবের ন্যায় মানবও স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। সপ্তধা অবস্থার মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। পূর্ণযৌবনারূঢ় মানব উচ্চাভিলাষী হইয়া গৌরব লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ষ হইতে ষট্পঞ্চাশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত মঙ্গল গ্রহের আধিপত্য কাল। পূর্ণ যৌবনে যে সমুদায় মনোবৃত্তি পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এই সময়ে ক্রমশঃ সেই মনোবৃত্তি সকলের সঙ্কোচ হইতে থাকে এবং সংসার ক্ষেত্রের নানাবিধ চিন্তায় মানবান্তঃকরণের কোমলতা বিদূরিত হইয়া কঠিনতা জন্মিয়া থাকে। তৎপরে সপ্তপঞ্চাশদ্বর্ষ হইতে অষ্টষষ্টি বর্ষ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি গ্রহের আধিপত্য কাল। এই সময় মানব উদার স্বভাব ও বৈরাগ্য ভাব প্রাপ্ত হয়, ও তৎসঙ্গে তাহার বিষয় কর্ম্মের চিত্তাকর্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন সামাজিক ধর্ম্মানুমোদিত বিবিধ কার্য্যে রত থাকিতে বাসনা হয় এবং বহুদর্শিতা গুণে বিভূষিত হইয়া, মানব জনসাধারণের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়। ইহার পরই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবার্দ্ধক্যাবস্থা। এই সময় কালরূপী শনিগ্রহের আধিপত্যাধীনে মানব শীর্ণকলেবর,

দন্তহীন, শিথিল মাংস ও মতিভ্রান্ত হয়, এবং অবশেষে যখন কাল কবলে নিপতিত হয় তখন শনির শক্তি সঞ্চালনের ও সমাপ্তি হয়; এই জন্যই শনির নামান্তর কাল *।

৪। জড় দেহের ক্রিয়াভেদ দর্শনে সপ্তগ্রহাধিপত্যের অন্তর্গত মানব জীবন বাল্যাদি সপ্তাবস্থায় পরিস্ফুট হইল। কিন্তু রাত্রি কালে এবং দিবাভাগে কালরাত্রি বা কালবেলা কেন যে শুভ কার্য্যে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা কি এস্থলে বিচার্য্য নহে? দিনমানকে ও রাত্রিমানকে অষ্টভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক অংশের নাম যামার্দ্ধ। পূর্ব্বোক্ত সপ্তগ্রহের নামানুসারে সপ্তবারের নামানুকরণ হয়। দিবসে ও রাত্রি কালে সপ্ত গ্রহের আধিপত্য আছে; ইহা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। যে বারে যে যামার্দ্ধে কালনামধেয় শনিগ্রহের আধিপত্য, দিবসে তাহাকে কালবেলা ও রাত্রিতে তাহাকে কালরাত্রি কহে। কালাধিপত্য সময়ে † প্রারব্ধ কর্ম্মে কোনও রূপ শুভ ফল সংঘটিত হয় না, বরং কাল শক্তির সঞ্চালনে সর্ব্বত্র অশুভ ফলই হইয়া থাকে। অষ্ট বিভক্ত দিবসের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি বারাধিপতি; তৎষষ্ঠ বারাধিপতি দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি; তৎষষ্ঠ বারাধিপতি তৃতীয় যামার্দ্ধাধিপতি। রাত্রিতে প্রথম যামার্দ্ধাধিপতি বারাধিপতি; তৎ পঞ্চম বারাধিপতি দ্বিতীয় যামার্দ্ধাধিপতি; তৎ পঞ্চম বারাধিপতি তৃতীয় যামার্দ্ধাধিপতি। এইরূপে সপ্তবারের দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে প্রতি যামার্দ্ধে কোন্ ২ গ্রহের আধিপত্য প্রকাশ হয়, তাহা স্থির হইবেক। কালগ্রহের আধিপত্যাধীন যামার্দ্ধে মানব জন্মও শুভাবহ নহে। কতিপয় স্থূলদর্শী ব্যক্তি শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থার্থ না বুঝিয়া, অতিরিক্ত কালরাত্রি কল্পনা করিতে গিয়া আত্মবিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন।

দিবা যামার্দ্ধাধিপতি

| ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| র | শু | বু | চ | শ | বৃ | মং | র |
| চং | শ | বৃ | মং | র | শু | বু | চ |
| মং | র | শু | বু | চ | শ | বৃ | ম |
| বু | চং | শ | বৃ | মং | র | শু | বু |
| বৃ | ম | র | শু | বু | চ | শ | বৃ |
| শু | বু | চ | শ | বৃ | ম | র | শু |
| শ | বৃ | ম | র | শু | বু | চ | শ |

রাত্রি যামার্দ্ধাধিপতি

| ১ম | ২য় | ৩য় | ৪র্থ | ৫ম | ৬ষ্ঠ | ৭ম | ৮ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| র | বৃ | চ | শু | ম | শ | বু | র |
| চং | শু | ম | শ | বু | র | বৃ | চ |
| ম | শ | বু | র | বৃ | চং | শু | ম |
| বু | র | বৃ | চ | শু | ম | শ | বু |
| বৃ | চ | শু | ম | শ | বু | র | বৃ |
| শু | ম | শ | বু | র | বৃ | চ | শু |
| শং | বু | র | বৃ | চং | শু | ম | শ |

* "কালোমন্দঃ সূর্য্যপুত্রোঽসিতশ্চ।" দীপিকা॥

† "যাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু তং ত্যজেৎ" ॥ দীপিকা॥

৫। এই সৌরমণ্ডের অন্তর্গত সপ্তাধিক গ্রহ থাকিলেও তাহাদের শক্তি প্রকাশের অল্পতা বশতঃ আর্য্য মহর্ষিগণ তাহাদিগকে গ্রহ মধ্যে পরিগণিত করেন নাই। কিন্তু পৃথিবী যে এই সৌর জগতের মধ্যে একটী প্রধান গ্রহ তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রহগণের ন্যায় ইহারও আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও অন্যান্য কার্য্যকারিতা শক্তি সমধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। আমরা ভূপৃষ্ঠবাসী যাবজ্জীবন উক্ত শক্তির অধীন। দেশ ভেদে মানবগণের বিভিন্নতা, কৃষ্ণ গৌরাদি বর্ণ পার্থক্য, গ্রীষ্মাতিশয্য, শীতাল্পতা ও হিমাধিক্য প্রভৃতি ভূশক্তির অন্তর্গত। পার্থিব শক্তির সাধারণ ক্রিয়া জন্য বস্তুর পরিবর্দ্ধন এবং তাহার অদ্ভুত ক্রিয়া ভূমিকম্প জলপ্লাবন, মারীভয়, ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অনিষ্ট সংঘটন। মঙ্গল ও শনি গ্রহ পৃথিবীর নিকটস্থ হইলে, পার্থিব ও তদীয় শক্তি সংমিশ্রণে রাজবিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ ও উৎকট পীড়ার আবির্ভাবে বহুসংখ্যক লোকের অনিষ্ট সাধন হয়। সেই সময় নৈসর্গিক দশাফলের ব্যত্যয় ঘটিয়া, যৌগিক ক্রিয়ার ফল ভোগ হইতে থাকে।

৬। জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়মাবলম্বনে মানবের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে হইলে অথবা দেব দেবী পূজা, মাতৃপিতৃ শ্রাদ্ধ ও একাদশী প্রভৃতির ব্যবস্থা জানিতে হইলে পঞ্জিকা দেখিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও তিথি নক্ষত্রাদির স্থিতি কাল পরিজ্ঞাত হইতে হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের যত্নে ও উৎসাহে পঞ্জিকা বিশুদ্ধ রূপে প্রস্তুত হইয়া প্রচারিত হইত এবং এক দেশের পঞ্জিকা অপর দেশে কি প্রকারে ব্যবহৃত হইবে, তাহাও প্রকাশ থাকিত। এক্ষণে সে যত্ন ও উৎসাহ না থাকায় এক দেশের পঞ্জিকা অপর দেশে অযথা নিয়মে ব্যবহৃত হইতেছে এবং পঞ্জিকা নিবিষ্ট গণিতাংশ প্রমাদপূর্ণ হইলেও হিন্দুসমাজকে জানাইবার উপযুক্ত লোক নাই। অস্মদ্দেশে যে কএকখানি বঙ্গপঞ্জিকা প্রচলিত আছে তাহা "গৌড়রাজনগর" অবলম্বনে গণিত হয়। তাহার তিথিস্থিতি দণ্ডপল দেশভেদে কি প্রকার বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই সম্মুখে দেবী পূজা উপলক্ষে প্রদত্ত হইল। কতিপয় মূঢ় সম্প্রদায়ের ইহাও অস্বীকার্য্য; কিন্তু গোলশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে একথা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

৭। দেবী পূজায় মহাষ্টমীর শেষ এক দণ্ড ও মহানবমীর আদি এক দণ্ড, এই দণ্ডদ্বয়াত্মক সন্ধিপূজার বিহিত কাল। কিন্তু অষ্টমীর শেষ দণ্ডে বলিদানে পুত্র
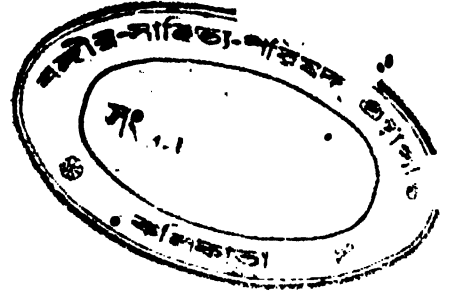
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

# ধর্ম্ম প্রচারক।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। | " একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥" | শকাব্দা ১৮২০।
৭ম ও ৮ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস।

## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

### অশৌচপ্রকরণং।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গর্ভস্রাবে মাসতুল্যা নিশাঃ শুদ্ধেস্তু কারণং। ২০

গর্ভস্রাব হইলে যত মাসের গর্ভ তত নিশা যাপনানন্তর শুদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু এরূপ নিয়ম স্ত্রী লোকের জন্য; পুরুষের স্নান মাত্রেই শুদ্ধি. ইহা বৃদ্ধ বশিষ্ঠের মত। গৌতমের মতে যে তিন দিন অশৌচের কথা আছে তাহা তিন মাসের মধ্যে স্রাব হইলে ধর্ত্তব্য। কারণ মরীচি বলেন—

গর্ভস্রুত্যাং যথামাসমচিরে তূত্তমে ত্রয়ঃ।
রাজন্যে তু চতুরাত্রং বৈশ্যে পঞ্চাহমেব চ ॥
অষ্টাহেন তু শূদ্রস্য শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা।

অর্থাৎ অচিরে তিন মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে ব্রাহ্মণ জাতির তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। তদনন্তর যত মাস তত রাত্রি অশৌচ। কিন্তু তাহাও ছয় মাস পর্য্যন্ত। সপ্তমাদি মাসে পরিপূর্ণ প্রসবাশৌচ পালনীয়। কারণ সে সময় পরিপূর্ণাঙ্গ জীবিত সন্তান নিঃসারিত হয় দেখা যায়, এবং লোকেও প্রসব শব্দই প্রয়োগ করিয়া থাকে। তদ্যথা—

যন্মাসাভ্যন্তরে যাবদ্গর্ভস্রাবো ভবেদ্যদা।
তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥
অত ঊর্দ্ধং স্বজাত্যুক্তং তাসামাশৌচমিষ্যতে।
সদ্যঃ শৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্য পতনে সতি ॥

এতদ্বচনে সপিণ্ডগণের যে সদ্য শৌচের কথা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্রবভূত গর্ভপাত সম্বন্ধে জানিতে হইবে। কারণ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন দুইবর্ষের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হইলে অথবা গর্ভপাত হইলে সপিণ্ডবর্গের তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। এখানে এই ত্রিরাত্র অশৌচ পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসের কঠিন গর্ভপাত বিষয়ক। মরীচি বলেন—

আচতুর্থাদ্ভবেৎস্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম ষষ্ঠয়োঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥
স্রাবে মাতুস্ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপিণ্ডাশৌচ বর্জ্জনং।
পাতে মাতুর্যথামাসং পিত্রাদীনাম্ দিনত্রয়ম্ ॥

[ অর্থাৎ চারিমাসের মধ্যে গর্ভ নিঃসরণে স্রাব, পঞ্চম ষষ্ঠ মাসে পাত, তাহার পরে প্রসব হইয়া থাকে। এবং প্রসবে দশদিন, স্রাবে মাতার ত্রিরাত্র সপিণ্ডগণের শূন্য, পাতে মাতার যত মাস তত দিন, এবং পিত্রাদির তিন দিন মাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। ] সপ্তম মাস প্রভৃতিতে মৃত জননে বা জন্মিয়া দশ দিনের মধ্যে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডগণের জনন নিমিত্ত পরিপূর্ণ দশ দিন অশৌচ হইয়া থাকে, মরণ নিমিত্ত শাবাশৌচ হয় না। এতৎ সম্বন্ধে বৃহৎ মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

জীবন্ জাতো যদি ততো মৃতঃ সূতক এব তু।
সূতকং সকলং মাতুঃ পিত্রাদীনাং ত্রিরাত্রকং ॥

অন্যবচন যথা—

মুহূর্ত্ত জীবতো বালঃ পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
মাতুঃ শুদ্ধিৰ্দ্দশাহেন সদ্যঃস্ত্বাস্তু গোত্রিণঃ॥

পরন্তু মিতাক্ষরাকার ব্যবস্থা করিতেছেন যে জন্মের পর নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে যদি শিশুর মৃত্যু হয় তাহা হইলে পিত্রাদির তিন দিন মাত্র জননাশৌচ হয়, এবং অগ্নিহোত্রাদির জন্য সদ্যই স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইয়া থাকে। নাড়ীচ্ছেদনের পরে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডগণের পরিপূর্ণ জননাশৌচ মাত্র হয়। জৈমিনি বলেন—

যাবন্নচ্ছিদ্যতে নালং তাবন্নাপ্নোতি সূতকং।
ছিন্নে নালে ততঃ পশ্চাৎ সূতকন্তু বিধীয়তে॥

মনুও এই কথাই বলিয়াছেন—

রাত্রিভির্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবে বিশুদ্ধ্যতি।
রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা॥

[ রজস্বলা স্ত্রী রজোনিঃসরণ নিবৃত্ত হইলে স্নান করিয়া দৈবাদি কার্য্যের যোগ্যা হন। কিন্তু স্পর্শনাদি বিষয়ে রজোনিবৃত্তি না হইলেও চতুর্থ দিনেই স্নানান্তে শুদ্ধি লাভ হয়। রজোদর্শনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যদি সপ্তদশ দিবসের মধ্যে পুনরায় রজোদর্শন হয় তাহা হইলে অশৌচ হইবে না। অষ্টাদশ দিনে হইলে এক দিনে শুদ্ধ এবং উনবিংশ দিনে হইলে দুই দিনে শুদ্ধ। তাহার পরে হইলে তিন দিন অশৌচ হইয়া থাকে। পরন্তু এরূপ নিয়ম যাঁহাদের সাধারণতঃ বিংশতি দিবসান্তর রজঃ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাঁহাদেরই পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কোন আরূঢ়যৌবনা নারীর অষ্টাদশ দিবসের পূর্ব্বেই প্রচুর পরিমাণে রজো নিঃসরণ হয় তাহা হইলে তিন রাত্রি অশৌচ ভোগ করিতে হইবে। রজস্বলা স্ত্রীর প্রথম তিন দিন কজ্জল দ্বারা চক্ষু রঞ্জন, অঙ্গে তৈল ব্যবহার, জলে স্নান, দিবা নিদ্রা, সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি দর্শন, অগ্নি স্পর্শন, সাধারণ ভক্ষ্য ভোজন, রজ্জুগঠন (দড়িপাকান), দন্ত ধাবন, হাস্য বা কোনও প্রকার গৃহ কর্ম্ম করিতে নাই। এ অবস্থায় ভূমি শয্যায় শয়ন, ঘৃত পান এবং বড় পাত্র (কমণ্ডলু আদি) বা অঞ্জলিতে জল পান করিতে হয়। পাত্র লাল লৌহ বা তাম্রেরই প্রশস্ত। মৃন্ময় হইলেও চলে। অনন্তর চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রজস্বলা অবস্থায় যদি নৈমিত্তিক স্নানের আবশ্যকতা হয় তাহা হইলে নদী তড়াগাদিতে না নামিয়া পাত্রান্তরিত (তোলা) জলে স্নান করিয়া ব্রতাচরণ কর্ত্তব্য। পীড়িত অবস্থায় এইরূপ অশৌচ হইলে, অন্য কোনও স্ত্রী নির্দ্দিষ্ট কালে দশ বা দ্বাদশ বার স্নান করিয়া প্রত্যেক বার স্পর্শ করিলেই শুদ্ধি হইবে। ]

ক্রমশঃ।

---

## গীতা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাহ্য ও অন্তর ভেদে ধর্ম্ম জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত; যাহা বাহ্য তাহাতে ক্রিয়া কলাপ আছে, যত্ন ও প্রয়াস আছে, আচার ও ব্যবহার আছে; তাহার অধিকাংশই লৌকিকতায় পরিপূর্ণ। যে ধর্ম্মে মানুষকে দেবালয় হইতে দেবালয়ে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়; অশ্বত্থ তুলসী বিল্বমূলে আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা দেয়; ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা যমুনা সাত সমুদ্র তের নদীতে নিমজ্জিত করিয়া পাপ পঙ্ক প্রক্ষালনের সাহায্য করে, তাহা "বিধি মার্গ" বিহিত হইলেও রূপজীবীদিগের চাকচিক্যের মত কেবল মাত্র কামনা লইয়াই ব্যস্ত। ইহার সকলই আড়ম্বর পূর্ণ, সকল স্থানেই লোলুপতা ফুটিয়া পড়িতেছে। কিন্তু যাহা আন্তরিক তাহার ভিতর একটুও অস্বাভাবিকতা নাই। ইহার নগ্ন সৌন্দর্য্য, ইহার সরল ও সহজ বিলোকন, ইহার স্বজনোচিত অনাদর ও উপেক্ষা—যাহার ভিতর নিক্ষিপ্ত হইয়া সসাগরা ধরণীপতিও আপনার ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া ক্ষুদ্র শিশুর সঙ্গে ক্ষুদ্রের মত নূতন ভাষায় নূতন কথায়, নূতন স্বরে, "ইলি বিলি" বকিতে২ আনন্দ-রসে আপ্লুত হন, সেই "কামগন্ধ"-হীন "জাম্বুনদহেম" সদৃশ ধর্ম্মই শুদ্ধ প্রেমের ধর্ম্ম। ইহাতে "উচু নীচু" নাই; পিতা পুত্রের জন্য যেমন ইহাতে আকুল হন, পুত্র পিতার জন্যও ইহাতে তদ্রূপ। এই ধর্ম্মে দাস ও

প্রভুর মধ্যে একই আকর্ষণ কার্য্য করে; সখ্য ও মাধুর্য্য রস এখানে বুঝিতে দেয় না কে বড় কে ছোট। "আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা" বিরহিত হইয়া ইহাতে একের পরার্থ অপরের পরার্থে গা ঢালিয়া দিয়া এমন এক "অনাস্বাদিতপূর্ব্বরস" সমুৎপন্ন করে, যাহা ক্ষুধার অন্নের মত, পিপাসার জলের মত মধুর ও প্রার্থনীয়। তাই হয় ত রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—

"নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ।
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ॥
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা।
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥"

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামানন্দরায়ের মতে সেই জন্য প্রেমহীন প্রেমপাত্র হীন নীরস বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বাহ্যিকের প্রথম স্তরে স্থাপিত, তৎপরে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্মত্যাগ এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এই বাহ্যিক আবরণের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর নির্ম্মাণ করিয়াছে।

"প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণু ভক্তি হয়॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥

নারিকেল ফলের আবরণের ন্যায় ধর্ম্মের বাহ্যিক আবরণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর স্বকীয় কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও সম্ভোগের জন্য নহে। ইহাতে "নগদ" বলিয়া কিছু নাই, ইহা অপেক্ষাকৃত নীরস এবং কঠিন।

ক্রমশঃ।

## প্রহ্লাদ-আজগর সংবাদ।

কোন সময়ে এক তপোধন ঋষি অজগরব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক, কাবেরী নদীর সমীপবর্ত্তী সহ্য পর্ব্বতের তটদেশে পৃথিবীপৃষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ ভূমিশয্যা বশতঃ সমুদায় শরীর ধূলিজালে আচ্ছন্ন হওয়াতে, তাঁহার নির্ম্মল ব্রাহ্মতেজঃ প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভগবানের পরমপ্রিয় মহাত্মা প্রহ্লাদ কতিপয় অমাত্যমাত্র পরিবৃত হইয়া, লোকতত্ত্বপরিজ্ঞানবাসনায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তদবস্থ ঋষিকে সহসা দর্শন করিলেন। আজগর মুনি তৎকালে এরূপ প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, কর্ম্ম, আকার, বাক্য বা বর্ণাশ্রমাদি চিহ্ন কোনরূপ উপায়ে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে, ইনিই সেই আজগর মুনি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। কিন্তু পরম ভাগবত প্রহ্লাদ দর্শনমাত্র তাঁহাকে জানিতে পারিলেন। তখন যথা বিধি প্রণামী পূজা ও মস্তক দ্বারা চরণ যুগল স্পর্শ করত সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! উদ্যমশালী ভোগবান্ পুরুষ যেরূপ স্থূল দেহ ধারণ করে, আপনার শরীরও সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। সংসারে উদ্যমশীলের ধন, ধনশালীর ভোগ এবং ভোগবানের শরীরই হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; ভোগ ব্যতিরেকে শরীরের ঈদৃশ স্থূলতা কখন সম্ভব হইতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! আপনি অনবরত শয়ন করিয়া আছেন; আপনার উদ্যমের লেশমাত্র নাই। অতএব আপনার ভোগসাধন অর্থ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? হে বিপ্র! আপনি এইরূপ ভোগবিহীন হইলেও, আপনার দেহ নিরতিশয় স্থূল, ইহার কারণ কি? যদি আমার জানিবার কোন বাধা না থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা নির্দ্দেশ করুন। হে তপোধন! আপনি বিদ্বান্, দক্ষ, সুনিপুণদর্শী ও পক্ষপাতপরিশূন্য; আপনার বাগ্‌বিন্যাস পরম বিচিত্র ও সর্ব্বলোকের মনোহারী। এই লোক সকল কথা কহিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে, দর্শন করিতেছে,

শ্রবণ করিতেছে, সর্ব্বদা এসমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়াও আপনি কি নিমিত্ত জড়ের ন্যায় এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে শয়ন করিয়া আছেন? দেখুন, যাহাদের ধনোপার্জ্জনপ্রভৃতি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ক্ষমতা বা সামর্থ্য নাই, তাহারাও উদ্যম সহকারে তত্তৎ বিষয়লাভের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আপনি ক্ষমতা সত্ত্বেও অবসন্ন শরীরে শয়ন করিয়া, অনর্থক সময় হরণ করিতেছেন; ইহার কারণ কি?

দৈত্যপতি প্রহ্লাদ সাদর বাদ সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি আজগর তাঁহার বাক্যরূপ অমৃতে অতিশয় আকৃষ্টহৃদয় হইয়া, বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাভাগ! জ্ঞানিগণ তোমার সম্মান করেন। লোকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের অনুসরণ পূর্ব্বক কি ফল প্রাপ্ত হয়, অন্তর্দৃষ্টি * দ্বারা তোমার তাহা সবিশেষ বিদিত আছে। পরমদেব ভগবান্ নারায়ণ কেবল ভক্তি দ্বারা তোমার সুনির্ম্মল হৃদয়নিলয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক, দিবাকরের অন্ধকাররাশি নিরাকরণের ন্যায়, সর্ব্বদা তোমার অজ্ঞানভার বিনষ্ট করিতেছেন। অতএব সংসারে কোন বিষয়ই তোমার অপরিজ্ঞাত নাই। তথাপি, যেরূপ শুনিয়াছি, তদনুসারে তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিতেছি। যে ব্যক্তি আত্মার শুদ্ধিলাভ বাসনা করে, ভবাদৃশ লোকের সহিত সম্ভাষণ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে সাধো! যে তৃষ্ণার দ্বারা সংসারপরম্পরা সমুৎপন্ন হয় এবং যথোচিত বিষয়ভোগ দ্বারাও যাহার পরিপূরণ করা কোনমতে সুসাধ্য নহে, আমি সেই তৃষ্ণা কর্ত্তৃক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বে বিবিধ যোনিতে নিপাতিত হইয়াছিলাম। পরে কর্ম্ম বশতঃ তত্তৎযোনিতে বিচরণ পূর্ব্বক সেই তৃষ্ণা কর্ত্তৃক মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দেহই স্বর্গের দ্বার, ইহাই কুকুর ও শৃগাল প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনির সাধন; ইহাই মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির উপায় এবং ইহা দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে †। কিন্তু মনুষ্যযোনিও সুখের নিমিত্ত নহে। দেখ, মনুষ্যদম্পতী সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করত কোন মতেই অভিপ্রেতলাভে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত সর্ব্বদা বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বিপর্য্যয় অবলোকন করিয়াই আমি নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিয়াছি। হে অনঘ! সুখই জীবের স্বরূপ। সমুদায় ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলে, আপনা হইতেই সেই স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভোগ সকল মনোরথ মাত্রে সমুৎপন্ন হয়; এবং স্বভাবতঃ একান্ত অনিত্য। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই এরূপ উদ্যমশূন্য শয়ান রহিয়াছি, যাহা প্রারব্ধ * তাহাই ভোগ করিয়া থাকি। পুরুষ আত্মার এইরূপ সুখস্বরূপ ও আত্মাতে বর্ত্তমান পুরুষার্থ বিস্মরণ পূর্ব্বক, ভেদবুদ্ধি না থাকিলেও, ঘোরতর বিচিত্র সংসার লাভ করে †। প্রবল পিপাসাতুর অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ তৃণ ও শৈবালাদি দ্বারা আচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া, জলপানাশয়ে মৃগতৃষ্ণার অনুসরণ করে, যে পুরুষ আত্মস্বরূপ ভিন্ন অন্য পদার্থে পুরুষার্থ দর্শন করে, তাহার সেইরূপ সংসার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

হে দৈত্যপতে! এই দেহাদি দৈবের একান্ত পরতন্ত্র। তদ্দ্বারা আত্মার সুখলাভ ও দুঃখনিবৃত্তির বাসনা করিলে, দৈব প্রতিকূল হইয়া, প্রারব্ধ ক্রিয়া সমস্ত পুনঃ পুনঃ বিফল করিয়া দেয়। যাহার মৃত্যু আসন্নতরবর্ত্তী হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখের অবসান হয় নাই, কৃচ্ছ্রলব্ধ অর্থ বা কাম কিছুতেই তাহার উপকার করিতে পারে না। হে রাজন্! বিনা ক্লেশে যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, তাহাতেও দুঃখ আছে। দেখ, অজিতাত্মা ও লোভাক্রান্ত হইলে, ধনিগণও ক্লেশে নিপতিত হয়। ভয়বশতঃ তাহাদের কখন নিদ্রাসুখ উপলব্ধি হয় না; সর্ব্বদাই সকল ব্যক্তি হইতে শঙ্কা উপস্থিত হইয়া

* জ্ঞান।

† অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ ও অপবর্গ অধর্ম্ম দ্বারা তির্য্যগ্‌যোনি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব এবং নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।

* প্রাক্তন; অর্থাৎ অদৃষ্ট লব্ধ।

† অর্থাৎ আত্মা আপনাতেই অধিষ্ঠান করেন এবং তাঁহাতেই পুরুষার্থ বিরাজমান। যে ব্যক্তি ইহা বিস্মৃত হয়, সে ভেদবুদ্ধিশূন্য হইলেও সংসার প্রাপ্ত হয়।

থাকে। রাজা, চোর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী, ও কাল এই সকল হইতে প্রাণবান্ ও ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিত্য বিনাশভয় দেখিতে পাওয়া যায়। আপনা হইতেও তাহাদের বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব যে প্রাণ ও অর্থ এইরূপে শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, রাগ, বৈক্লব্য, ও শ্রম প্রভৃতির মূলাধার, ধীমান্ পুরুষ তাহাতে একবারেই স্পৃহাশূন্য হইবেন। এই সংসারে মধুকর ও অজগর সর্প আমাদের পরম গুরু। আমরা তাহাদের বৃত্তি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বৈরাগ্য ও পরিতোষ লাভ করিয়াছি। মধুমক্ষিকা আমাকে সমুদায় কামনায় জলাঞ্জলি দিতে উপদেশ দিয়াছে। কেননা, এক ব্যক্তি বহুক্লেশে মধুর ন্যায় যে ধন সঞ্চয় করে, অন্যে তাহা হরণপূর্ব্বক সেই বিত্তস্বামীকেও সংহার করে। এইরূপ, আমি অজগরের নিকট সর্ব্বচেষ্টাপরিহার ও যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ অবলম্বন শিক্ষা করিয়াছি। সময় বিশেষে ঐরূপ যদৃচ্ছালাভ না ঘটিলে, অজগরের ন্যায় ধৈর্য্যমাত্র আশ্রয় করিয়া, বহুদিন শয়ন করিয়া থাকি। কখন অল্প, কখন প্রচুর, কখন সুস্বাদ, কখন বা বিস্বাদ অন্ন ভক্ষণ করি; কোন কোন সময় বহুগুণসম্পন্ন এবং কখন কখন গুণহীন অন্ন ভোজন করিতে হয়। কখন কেহ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, কখন বা অশ্রদ্ধাদত্ত আহারীয় দ্রব্যে উদর পূর্ত্তি হইয়া থাকে। কোন সময়ে ভোজন করিয়া, পুনরায় ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হই, আবার সময় বিশেষে রজনীযোগে যদৃচ্ছাবশতঃ আহার সামগ্রী উপনীত হয়। কখন ক্ষৌম, কখন দুকূল, কখন মৃগচর্ম্ম, কখন কৌপীন, কখন বল্কল, কখন বা অন্য যে কিছু উপস্থিত হয় অবিচারিত চিত্তে তাহাই পরিধান করি। এইরূপে সর্ব্বদা সন্তোষ অবলম্বন ও প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগ করত কখন পৃথিবীপৃষ্ঠে, কখন তৃণ ও পত্রস্তূপে, কখন প্রস্তরে, কখন বা ভস্মরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকি; কখন বা অন্যের অনুরোধে প্রাসাদ মধ্যে মনোহর পর্য্যঙ্কে সুন্দর শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই; কোন কোন সময় স্নাত ও অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া সুন্দর বসন, সুন্দর মালা ও সুন্দর আভরণ পরিধান পূর্ব্বক, গজ বা অশ্ব বা রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করি; কখন বা গ্রহের ন্যায় দিগম্বর হইয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকি। যে ব্যক্তির স্বভাব সাতিশয় অসরল, তাহার নিন্দাও করি না, স্তবও করি না; কায়মনোবাক্যে সকলেরই কল্যাণ চিন্তা করিয়া থাকি, এবং ভগবান্ বাসুদেবে আপনার একাত্মতা প্রার্থনা করি। হে মহাভাগ! যে উপায়ে এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার দ্বারা আমি তুমি এইরূপ ভেদগ্রহ হয়, সেই মনোবৃত্তিতে বিকল্প ও মনোবৃত্তিকে মনে হোম করিতে হইবে। এই মনই অর্থরূপ ভ্রমের আধার। হে সৌম্য! অনন্তর মনকে বৈকারিক অহংকারে হোম করিয়া, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্ব দ্বারা মায়ায় আহুতি প্রদান করিবে। পরে সত্যদর্শী ও ধ্যানশীল হইয়া, মায়াকে আত্মানুভবে হোম করিবে। তদনন্তর আত্মানুভব দ্বারা আত্মায় অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বচেষ্টা পরিহার করিয়া, বিরত হইবে। হে অসুররাজ! তুমি ভগবানের সাতিশয় প্রিয়, একারণ, নিতান্ত গোপনীয় হইলেও, তোমার নিকট আত্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। স্থূলদৃষ্টিতে দর্শন করিলে, আমার বর্ত্তমান অবস্থা লোক ও শাস্ত্রবহির্ভূত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সেরূপ নহে।

অসুররাজ প্রহ্লাদ অজগরব্রতী ঋষির নিকট এইরূপ পরমহংস ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহার পূজা করিয়া, যথাবিধি আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন। (কালী প্রসন্ন সরকারের ভাগবত)

---

## প্রতিমা পূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রতিমা পূজা মনস্তত্ত্ব-পণ্ডিত আর্য্যমনীষিগণের একটি সুন্দর সৃষ্টি। প্রতিমা পূজার প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় মনোবিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব লুকায়িত রহিয়াছে। মান-

সিক বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম। প্রতিমা-পূজার প্রত্যেক অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকী উন্নতির জন্য যেরূপ ভাবে মানসিকী উন্নতির প্রয়োজন, সেই রূপ ভাবেই প্রতিমা পূজার নিয়ম প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যদর্শন, অপেক্ষা পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা অধিক এবং তাঁহাদের অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে ঋষি প্রতিষ্ঠিত প্রথাসমূহের বহির্ভাগ মাত্র দর্শন করিয়া, তৎসমূহ অসার বোধে পরিত্যাগ করেন; কিন্তু অন্তর্ভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, তাঁহাদের গভীর ঘৃণা অন্যরূপ ভাবে পরিণত হইবে। আমরা পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রকে একবারে উপহসনীয় বলিতেছি না; দর্শন শাস্ত্রের যে অংশ বৈজ্ঞানিকী ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করি না বা করিতে পারি না, এবং সূক্ষ্ম সমালোচনা সিদ্ধান্ত সমূহকেও অপ্রশংসনীয় বলি না। পাশ্চাত্য মনীষিগণ সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে মনোরাজ্যের নিয়ম শৃঙ্খলা অধিগত করিয়াছেন; তাঁহাদের মনোবিজ্ঞান (Psychology) তাঁহাদের পরিশ্রমশীলতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ। কিন্তু তাঁহাদের যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি-গূঢ় তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কার করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছে সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহকে জীবনের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করিতে এখনও প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিতে পারে নাই। তাঁহারা জ্ঞানকে কর্ম্মের সহিত মধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা তাঁহাদের গভীর গবেষণার ফল কর্ম্ম বিশেষে নিহিত করিয়া উৎকৃষ্টতর ফল লাভের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। জড় বিজ্ঞানে বরং অর্জ্জিত জ্ঞানের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাষ্পচালিত শকট, প্রভাবতী তড়িদ্বর্ত্তিকা প্রভৃতি সূক্ষ্মানুশীলনলব্ধ জ্ঞানের কার্য্যকারিতার পরিচয় দিতেছে। দেখিতে পাই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি মানবের উপকার সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম জ্ঞান কর্ম্মবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া মানবের অশেষ অসুবিধা দূরীভূত করিয়াছে। কিন্তু মনোরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ অবগত হইলেও পাশ্চাত্য মনীষিগণ আধ্যাত্মিকী উন্নতির পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করিতে পারেন নাই; মনের যে সকল গুণ শান্তি এবং স্থির চিন্তার প্রতিকূল সে গুলির শক্তি হ্রাসের উপায় করিতে পারেন নাই; মনের যে সকল গুণ আধ্যাত্মিকী উন্নতির অনুকূল সেগুলির উদ্বোধন ও পরিপোষণ করিতে কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন নাই; সাধারণ শিক্ষায় যত টুকু মানসিকী উন্নতি হয় তাহাই চরমজ্ঞানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য জীবনব্যাপী পরিশ্রম যাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব সেই আর্য্য ঋষিগণের অভিজ্ঞতা কি রূপে মনকে সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করিতে হয় তাহার শিক্ষা দিয়াছিল; তাঁহারা এক দিকে যেমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ তাঁহাদের অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান সুফলপ্রদ কর্ম্মে পর্য্যবসিত করিয়া অধ্যাত্ম রাজ্যের প্রবেশ পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক লৌকিক সামাজিক দৈহিক মানসিক সকল কার্য্যেরই গতি এক মুখে রাখিয়াছেন, সকল কার্য্যেরই গতি ঈশ্বরাভিমুখিনী, সকল কার্য্যই কোন না কোন প্রকারে আধ্যাত্মিকী উন্নতির সহায়তা করে; সকল কার্য্যই কিছু না কিছু হৃদয় মনের উন্নতি সাধন করে, এবং বিপ্রমাথী ইন্দ্রিয়গণের পরাক্রম হ্রাস করে। তাঁহারা মনের সূক্ষ্মবিষয়গ্রাহিণী শক্তির উদ্বোধন করিতেই প্রতিমা পূজার প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন; তাঁহারা নিরবলম্ব চিন্তনের শক্তি জন্মাইতেই সাবলম্ব চিন্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যিনি দিগ্‌দেশ কালের অপরিমেয়, বাঙ্‌মনোবুদ্ধির অগোচর, বিচারবিতর্ক ব্যাখ্যার অবিষয়ীভূত, সেই বিশ্বব্যাপী বিশ্বপ্রাণ বিশ্বেশ্বরকে বিক্ষেপ বিভ্রমশীল ক্ষুদ্র মন কি গ্রহণ করিতে পারে? ক্ষুদ্র মন যাহা গ্রহণ করিতে পারে আর্য্য ঋষিগণ তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র মনের জন্য ক্ষুদ্র প্রতিমার

সৃষ্টি করিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন এবং মানবগণের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে জানিয়াছিলেন যে মনই মানবগণের বন্ধমোক্ষের কারণ। * বিষয়ের প্রতি মনের প্রবৃত্তি যতই বৃদ্ধি পায় সংসারের বন্ধনও ততই দৃঢ়ীভূত হয় এবং বিষয়াসক্তি যতই ক্ষীণ হয় সংসার কারাবাসের ক্লেশ নাশের কাল ততই নিকটবর্ত্তী হয়। বিষয়াসক্তি নাশই মুক্তির প্রতি কারণ। কিন্তু বিষয়রসের আপাত মধুরতা ইহার পরিণাম বিরসতার প্রতি আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখে। আমরা যত বয়োবৃদ্ধ হই বিষয় সমুহের প্রতি ততই আসক্ত হইয়া উঠি এবং আমাদিগের কারাগারের অন্ধকার ততই চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইতে থাকে। এই বিষয়াসক্তির প্রতি বিরক্তি সমুৎপাদন অল্পসাধন সাপেক্ষ নহে। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এ সাধনার শেষ নাই। জ্ঞানের প্রথমোন্মেষের দিন হইতে এ সাধনার সূত্রপাত। আর্য্যঋষিগণ মনোরূপ বিশাল গ্রন্থখানি অতিশয় যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিষয়বিরক্তি উৎপাদন করিয়া স্থির চিন্তার জন্য মনকে যেরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয় তাহার সাধনা ও শিক্ষাও স্থির করিয়াছেন। মনের ত বহুবিধ গুণ আছে, পরত্বাপরত্ব প্রভৃতি গুণের কথা ছাড়িয়া দিলেও আবার কতক গুলি গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সকলেই অবিসম্বাদিত ভাবে স্বীকার করিবেন। সে গুণ গুলি ধৈর্য্য, উপপত্তি, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, ক্ষমা, বৈরাগ্যাদি সৎ, রাগদ্বেষাদি অসৎ, এবং অস্থিরত্ব †। ভ্রান্তি, অস্থিরতা প্রভৃতি অসৎ গুণগুলিকে নিস্তেজ করিতে না পারিলে ক্ষমা ধৈর্য্য বৈরাগ্যাদির পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু এ সকল গুণের পূর্ণ বিকাশ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানও অসম্ভব, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারও অসম্ভব। এই সকল গুণের বিকাশের জন্য বাল্যকাল হইতে আর্য্য সন্তান প্রতিমা পূজার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ মনকে সতত বিক্ষুব্ধ করিতেছে—ইন্দ্রিয়গণ সতত বিষয় সমুহের দিকে ধাবিত হইয়া, ধ্যেয় বস্তুতে মনের স্থিরবন্ধনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। সেই জন্য ইন্দ্রিয়গণকে মুগ্ধ করিয়া ধ্যানের পথ সুগম করাই প্রশস্ত। প্রতিমা পূজায় ইন্দ্রিয়গণ মুগ্ধ হয়। সম্মুখে সুন্দর দর্শন প্রতিমা—যে রূপে সাধকের মন বিভোর হইতে পারে সম্মুখে সেই হৃদয়ানন্দ দায়ী রূপ; দর্শনেন্দ্রিয় সে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ; ধূপদীপ চন্দনাদির সুগন্ধ, সে সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় মুগ্ধ; সে সৌরভে পবিত্রতা আছে বিলাসিতা নাই; সম্মুখে পার্শ্বে ফুলরাশি--প্রকৃতির পবিত্র সৃষ্টি--সুন্দর সৌরভপূর্ণ। নির্জ্জন দেব নিকেতন সুন্দর মন্দির, লোকালয়ের নিকৃষ্ট আমোদ প্রমোদ বিলাসিতার তরঙ্গ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। এই খানে মানব আধ্যাত্মিকী শিক্ষার প্রথম পাঠ আরম্ভ করে। ইন্দ্রিয়গণ ত একবারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে না, তাই ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখে পবিত্র অথচ প্রীতিপ্রদ পদার্থ সমূহ সজ্জিত; মুগ্ধ ইন্দ্রিয়গণ প্রীতি পবিত্রতায় ডুবিয়া বহির্বিষয় ভুলিয়া গেল, মন স্থির চিন্তায় সমর্থ হইল, পৌনঃপুনিক আলোচনায় ধারণা শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইল, ক্ষুদ্র প্রতিমা ক্রমে সাধকের মানসক্ষেত্রে পূর্ণ ভাবে প্রতিবিম্বিত হইল। পৌনঃপুনিক আলোচনা জনিত অভ্যাসের বলে বহিঃপ্রতিমা অবলম্বন না করিয়াও সাধক প্রতিমার প্রতিরূপ মনোমধ্যে জাগরূক দেখিতে পাইলেন, সেই প্রতিমার সহিত তন্ময় হইলেন। ক্ষুদ্র প্রতিমা পরিপুষ্ট চিন্তা শক্তির সাহায্যে বিস্ফারিত হইয়া সমগ্র জগতে ব্যাপকত্ব লাভ করিল; কতকগুলি গুণ শক্তির আদর্শীভূতা প্রতিমা শক্তিমত্ত ও গুণশালিত্বে সৃষ্টিস্থিতিলয় রূপিণী ত্রিতয়ী শক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইল; জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞান রূপ বিকল্প রহিল বটে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ন্যূনতা ঘটিল না; মৃন্ময় হস্তীতে হস্তী-জ্ঞান এবং মৃত্তিকার জ্ঞান যেরূপ ঘটিয়া থাকে

---

* মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তে নির্বিষয়ং তথা॥

† ধৈর্য্যোপপত্তি ব্যক্তিশ্চ বিসর্পঃ কল্পনা ক্ষমা।
সদসচ্চাশুতা চৈব মনসোনবগুণাঃ॥

সেই রূপ প্রতিমার জ্ঞান এবং ব্রহ্ম জ্ঞান একত্র অনুস্যূত হইল। প্রতিমা পূজা ক্ষুদ্র তটিনীর ন্যায় মহাসাগরে গিয়া সম্মিলিত হইল।

প্রতিমা পূজা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের নিকষশিলায় পরীক্ষিত হইলেও ইহার সুবর্ণময়ত্বই প্রতিপাদিত হইবে। শত অগ্নিপরীক্ষায় ইহার পরিশুদ্ধি প্রমাণিত হইয়াছে, এবারও তাহাই হইবে। শরীর এবং মন * দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও বিশ্বশিল্পসবিতার অদ্ভুত শিল্পকৌশলে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। সহস্র সহস্র স্নায়ু দেহ মনের ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা মতে স্নায়ু সমূহ দ্বিবিধ—অন্তর্ব্বাহ স্নায়ু ( Sensory or in-carrying nerves ) এবং বহির্ব্বাহ স্নায়ু ( Motor or out-carrying nerves)। বহির্ব্বাহ স্নায়ু সমূহ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করণে হস্তপদাদির সঞ্চালন উৎপন্ন করে। অন্তর্ব্বাহ স্নায়ু সমূহের সাহায্যে বহির্ব্বিষয় সমূহ মানব মনের গোচরীভূত হয়। ইহাই জ্ঞানের প্রথম সোপান। ইহাই আমাদের জন্য জ্ঞান বা ত্বঙ্মনঃ সংযোগং জ্ঞানং অর্থাৎ ত্বকের সহিত মনের সংযোগ জনিত জ্ঞান। চক্ষুঃকর্ণ প্রভৃতির দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহা ত্বকের সহিত সংযোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে কম্পনকে আমরা আলোক বা শব্দ বলি তাহা চক্ষুঃ বা কর্ণের তত্তদ্বিষয় গ্রহণোপযোগী চর্ম্মকে স্পর্শ করে এবং ত্বকের প্রান্তবর্ত্তী স্নায়ু সমূহ ( peripherial nerves) কর্ত্তৃক তত্তদ্বিষয় মনের গোচরীভূত হয়। এই রূপে বহির্ব্বিষয় সমূহ সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানের প্রতি প্রথম কারণ ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণ সমানীত বহির্ব্বিষয়ের ( Sense materials ) সহিত মনের পরিচয়ই জ্ঞানোন্মেষের আদিম কারণ। জ্ঞান বিকাশ সম্বন্ধে দুইটী মানসিক শক্তির বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। একটী স্বায়ত্তীকরণ ( Assimilation ) এবং অপরটী পৃথকীকরণ ( Discrimination )। ঘট কলসাদির জ্ঞান সম্বন্ধে প্রথমতঃ "অবয়বাবয়বী" বিষয়ে জ্ঞান; দ্বিতীয়তঃ ঘটকলসাদি পদার্থ যে অন্য পদার্থ হইতে বিভিন্ন এই রূপ জ্ঞান, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের সমন্বয়ে পদার্থ পরিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বিষয় মনের গোচরীভূত করে, মন স্বায়ত্তীকরণ শক্তি প্রভাবে তত্তদ্ বিষয় নিজস্ব করিয়া লইতে পারে এবং পৃথকীকরণ শক্তি প্রভাবে পদার্থ সমূহের আকৃতি গুণ ও ধর্ম্মগত সাম্য বৈষম্য অবধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। মনের এই ক্রিয়াটী ইংরাজীতে perception নামে অভিহিত হয়। এই রূপে পদার্থ জ্ঞান জন্মিলে, কল্পনা রাজ্যের কবাট উদ্ঘাটিত হয়। এ কল্পনা কেবল মাত্র কবির মিথ্যাসৃষ্টি পটীয়সী মনোরথবৃত্তি নহে, ইহা সত্য মিথ্যা উভয়কেই আশ্রয় দিয়া থাকে ; দৃষ্ট পূর্ব্ব পদার্থের প্রতিরূপ মনোমধ্যে প্রতিফলিত করে এবং কখনও বা অদৃষ্ট পূর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টি করে। ইহাই ইংরাজী মনোবিজ্ঞানে imagination। এই কল্পনা বৃত্তি দ্বিবিধা ; পুনরাবৃত্তিকারিণী কল্পনা ( Reproductive imagination ) এবং নবসৃষ্টি পটীয়সী কল্পনা ( Constructive imagination )। পুনরাবৃত্তিকারিণী কল্পনা শক্তির প্রভাবেই দৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থ সমূহ তদাকারেই মনোমধ্যে পুনরাবির্ভূত হয়। নবসৃষ্টি পটীয়সী কল্পনার বলে অদৃষ্ট পূর্ব্ব পদার্থের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। এই রূপে মনের শক্তি নিচয় ক্রমপরিপুষ্ট হইয়া চিন্তা শক্তির উদ্বোধন করে। যুক্তি বিচার বিতর্ক প্রভৃতির শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ধৃত মানসিক বিকাশের সংক্ষেপতঃ ইহাই ক্রম। যে মহাশক্তির অঙ্কুর আমাদের মানসক্ষেত্রে নিহিত আছে তাহা এই রূপেই পরিবর্দ্ধিত হয়। অস্ফুট মানস শিশু বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

* এ প্রবন্ধের অনেক স্থলে মন mind এর প্রতিশব্দ রূপে গৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ মনই mind এর প্রতিশব্দ রূপে গৃহীত হয়, কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় 'অন্তঃকরণই mind এর অর্থদ্যোতক, মন অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ, যথা—

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া অমী।

অতিক্রম করিয়া জ্ঞানবৃক্ষ মানবে পরিণত হয় এবং প্রকৃতি রাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্বানুশীলনে সমর্থ হয়। জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের কারণতা কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহে; যে সকল বিশাল মস্তিষ্ক বিবিধ বিষয়ে মানবের জ্ঞান পরিধি বিস্তারিত করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছে এবং প্রকৃতির অন্তরালবর্ত্তিনী অলক্ষ্য শক্তি আবিষ্কৃত করিয়া ঐন্দ্রজালিকের মায়াময়ী শক্তিকে পরাস্ত করিয়াছে, ইন্দ্রিয়গণের সহায়তা না পাইলে সে সকলও অবগ্রহ বিশুষ্ক শস্যের ন্যায় ফলোদয়-শূন্য হইত; জ্ঞানতরু এরূপ বিচিত্র শাখাপল্লবপুষ্প-ফলসম্পৎসম্পন্ন না হইয়া শীর্ণপত্র জীর্ণদেহ নিদাঘ-পীড়িত শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র তরুর ন্যায় শ্রীহীন ও ম্রিয়-মান হইত! এক্ষণে দেখা গেল যে মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিগণও ইন্দ্রিয়গণের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই বা করিতে পারেন না। শিশু মস্তিষ্কের জ্ঞান বিকাশ ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যেই হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই যুক্তি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাংসারিকী শিক্ষায় মানুষ উন্নত হইলেও আধ্যাত্মিকী শিক্ষায় বর্ণজ্ঞান-শূন্য বালকের ন্যায় অজ্ঞ থাকিতে পারে। প্রাচীন ভারতের আর্য্য সন্তানগণ জ্ঞানোন্মেষের সহিত প্রতিমা পূজায় আধ্যাত্মিকী শিক্ষার প্রথম পাঠ আরম্ভ করিতেন, এবং বর্ত্তমান সময়ের বয়োবৃদ্ধ বালকগণের পক্ষেও প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে। জড় বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি, গণিত শাস্ত্রের দুরূহ প্রশ্ন সমাধান, দর্শন শাস্ত্রের জটিল বিচার, চিকিৎসা শাস্ত্রের নব আবিষ্কার, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি রহস্য প্রভৃতি আরও কত কি, কিছুতেই অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে পারিবে না। প্রতিমা পূজার সাহায্যে "ধ্যেয়ে চিত্তস্য স্থির বন্ধনং" শিক্ষা করিতে হইবে। যাহাই হউক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান মতে দেখা গেল প্রথমেই চাক্ষুষ, শ্রাবণ, রাসন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান; দ্বিতীয়তঃ প্রত্যক্ষী-ভূত পদার্থ সমূহের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া পদার্থ পরিজ্ঞান; তৃতীয়তঃ পরিজ্ঞাত পদার্থ সমূহের তদাকারে পুনরাবৃত্তি। এই পুনরাবৃত্তি আধ্যাত্মিকী শিক্ষার পক্ষে বড়ই সুফলদায়িনী। ইহাই বাহ্যবস্তুর সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাহ্যবস্তুর ধারণা করিতে শক্তি প্রদান করে। এই ধারণা হইতে ধ্যান—ধ্যান হইতে একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। বাহ্য বস্তুর মানসিকী পুনরাবৃত্তি সহজসাধ্য নহে। ইহা মানবমনের পৌনঃপুনিকী চেষ্টার ফল। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সাকার সীমাবদ্ধ পদার্থের সম্যগ্‌ধারণাই কঠিন ব্যাপার, অতীন্দ্রিয় অসীম নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি ত দূরের কথা। সম্মুখস্থ একটি সাকার সসীম ক্ষুদ্র বস্তুর পূর্ণ প্রতিকৃতি মানস দর্পণে প্রতিফলিত করিতে হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সহিত সেই পদার্থটীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াও সম্যক্ ফল লাভ হয় না; নয়ন নিমীলন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে পদার্থটীর একটি অস্ফুট অপরিষ্কার অঙ্গহীন প্রতিকৃতি মাত্র মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে। যে সকল অংশ অস্ফুট রূপে মনোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে সেই সকল অংশ পুনর্ব্বার মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার চেষ্টা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পদার্থটী পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর ভাবে মনোমধ্যে প্রতিভাসিত হইয়াছে। এই রূপ পৌনঃপুনিক আলোচনায় মনের ধারণা শক্তি উন্মিষ্ট ও পরিপুষ্ট হইলে পুনরাবৃত্তিকারিণী মনোরথ-বৃত্তির ক্রিয়া বলশালিনী হয়। ইংলণ্ডের দার্শনিক কবি সুধী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) এই দার্শনিক তত্ত্ব কবিতার অমৃতাক্ষরে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন * ।

* "As he grew in years
With these impressions, would he still compare
All his remembrances, thoughts, shapes and forms.
And being still unsatisfied with aught
Of dimmer character, he thence attained
An active power to fasten images
Upon the brain."

প্রতিমা পূজাও এইরূপ সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপর স্থাপিত। প্রতিমা দর্শন; প্রতিমার প্রতিরূপ মনোমধ্যে অঙ্কিত করিবার পৌনঃপুনিক প্রয়াস; এই প্রতিরূপ অঙ্কনে সহায়তা করিতে ধ্যানমন্ত্র প্রভৃতি সকল ব্যাপারই ধারণশক্তিপুষ্টির আয়োজন। এইরূপে মনের শক্তি উদ্ভিন্ন হইলে, মানব বাহ্য সংস্রব ত্যাগ করিয়া মানসী প্রতিমার পূজা করিতে পারেন। মনোরচিত দ্রব্যাদির দ্বারা পূজার উপচার সমূহের অভাব দূর করিতে পারেন এবং কেবল মাত্র বর্ণস্বর পদাত্মিকা অক্ষর শ্রেণীর সাহায্যে প্রতিমার পূর্ণ প্রতিকৃতি মনোমধ্যে দর্শন করেন *। যেরূপ রজ্জু বংশ দণ্ডাদির সাহায্যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলেও অট্টালিকা নির্ম্মাণের পর তাহাদের আর আবশ্যকতা থাকে না, সেই রূপ বাহ্যবস্তুর সহায়তায় মানসিক শক্তি নিচয় পরিপুষ্ট করিয়া মানব আর বাহ্যবস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। কি সুন্দর নিয়ম। কেমন ধীরে ধীরে পার্থিব সংস্রব ত্যাগ করিয়া মন নিরবলম্ব চিন্তনে উদ্বোধিত হইল! কেমন ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র তরণী বাত্যাবিক্ষুব্ধ ভীষণ সাগরের তরঙ্গাভিঘাতে অবিচলিত হইয়া শান্তি রাজ্যের তীরবর্ত্তিনী হইল। কেমন ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সঙ্কুচিত করিয়া মন বাহ্য বিষয়ে সুষুপ্ত হইল এবং যেখানে অবিদ্যান্ধীভূত সর্ব্ব জীবের রাত্রি, সেই খানে প্রজ্ঞাপরিশোধিত মন নির্ম্মলোজ্জ্বল দিবালোকের স্ফুরণ দেখিতে পাইল।

কতবার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সহজসাধ্য নহে। নয়ননিমীলন পূর্ব্বক অর্দ্ধদণ্ডকালব্যাপী নির্জ্জনাবস্থান ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ব্রহ্মানুচিন্তনের পক্ষে কয়টি মহাবিঘ্ন আছে। প্রথম বিঘ্ন বিক্ষেপ; অখণ্ড বস্তু অবলম্বন করিতে গিয়া মন আর একটি বস্তু আশ্রয় করিয়া বসিল। এই অন্যবস্তুর অবলম্বন। যেরূপ একটি পক্ষী একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে করিতে অকস্মাৎ কোন কারণে ভীত ও চমকিত হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করে, সেই রূপ অন্তর্মুখ মনও অখণ্ড বস্তুর অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া বাহ্যবিষয় গ্রহণে প্রত্যাবৃত্ত হয়। দ্বিতীয় কষায়; রাগাদি বাসনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির স্তব্ধীভাব। রাগাদি ত্রিবিধ-১ম, বাহ্য অর্থাৎ পুত্র কলত্রাদি বহির্বিষয়; ২য়, মনের অস্থিরতা ইত্যাদি; ৩য়, প্রাক্তন সংস্কার। শ্রবণাদি সাধনের দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য বলবতী ইচ্ছা থাকিলেও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি স্নেহ মমতা, মনের অস্থিরতা, পূর্ব্বজন্মাগত সংস্কার সেই ইচ্ছার গতি প্রতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়, সুতরাং ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তৃতীয় বিঘ্ন লয় অর্থাৎ বাহ্য বিষয় গ্রহণে অনাদর সত্ত্বেও অখণ্ড বস্তু অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্ত বৃত্তির মূর্চ্ছা ভাব। প্রতিমা পূজায় চিত্তের এই লয় কষায় বিক্ষেপ রূপ বিঘ্ন সমূহ অন্তর্হিত হয়। যে চিত্ত অদ্বৈত বস্তু অবলম্বন করিতে পারে না তাহা প্রতিমাকে অবলম্বন করিতে পারে এবং প্রতিমা পূজার অঙ্গীভূত কর্ম্ম করিতে করিতে বিক্ষেপ কষায়ও পরিত্যাগ করিতে পারে।

এই বিচিত্র বিশ্বে মানব বিশ্বস্রষ্টার এক চমৎকারিণী সৃষ্টি। চিজ্জড়ের কি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। স্থূল সূক্ষ্মে কি চমৎকার আলিঙ্গন! বিজাতীয় পদার্থের কি মধুর প্রীতির বন্ধন! বিভিন্ন প্রকৃতির কি মধুর মিলন। এই দ্বৈপ্রকৃতিক প্রাণীতে যেরূপ আত্মোন্নতি সাধিকা মহাশক্তির বীজ নিহিত আছে, সেই রূপ আত্মোন্নতি বাধক বহু কারণও উপস্থিত আছে। ইংলণ্ডের এক সুপ্রসিদ্ধ কবি আপনাকে দেখিয়াই আপনি কম্পিত হইয়াছিলেন,—আপনাকে ভাবিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন মানুষ এক পক্ষে অখণ্ড মহত্ত্বের ক্ষুদ্র আদর্শ, প্রদীপ্ত গৌরবের উত্তরাধিকারী; অন্যপক্ষে

* ধিয়া সদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাং।
উচ্চবেদার্থমুদিস্ত মানসঃ স জগঃস্মৃতঃ॥

মৃত্তিকার পুত্তল; এক পক্ষে দেবতা, এক পক্ষে কীট*। বাস্তবিকই আমরা যখন আমাদের স্থূল শরীরের বিষয় ভাবিয়া দেখি তখন মৃন্ময়ী পুত্তলিকার ন্যায়ই ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া আমাদিগকে বোধ হয়; আবার যখন অন্তর্পুরুষের (inner man) বিষয় ভাবিয়া দেখি তখন আমাদিগের দৈবদর্পহারিণী শক্তির বিষয় ভাবিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হই। মানব এই সমগ্র বিশ্বের সংক্ষিপ্তসার (An epitome of the Universe)—সমগ্র বিশ্বে যে যে পদার্থের ব্যষ্টি আছে মানবে তাহার সমষ্টি। আর্য্যঋষিগণ এই দ্বৈপ্রকৃতিক প্রাণীটিকে চিজ্জড়ের সমন্বয় ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তাঁহারা আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা মানবের সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীরের সম্বন্ধেও প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন। এই লিঙ্গ শরীর সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট। এই সপ্তদশ অবয়ব তিনটী কোষে বিভক্ত, যথা, বিজ্ঞানময় কোষ, মনোময় কোষ এবং প্রাণময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সমন্বয়ে উৎপন্ন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুঃ কর্ণ জিহ্বা নাসা ত্বক্। এই বিজ্ঞানময় কোষই জ্ঞানশক্তিমান্ এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানের জনক। মনোময় কোষ মন এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সমন্বয়ে সৃষ্ট। মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ; মনোময় কোষ—ইচ্ছা শক্তিমান্ এবং কার্য্যোৎপাদনের করণ। প্রাণময় কোষ পঞ্চ প্রাণ বায়ু এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমন্বয়। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় উক্ত হইয়াছে; পঞ্চ প্রাণ বায়ু—প্রাণ, সমান, উদান, অপান, ব্যান অথবা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়। প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিমান্ এবং কার্য্যরূপ। সংক্ষেপতঃ মানবের এই শারীরিক উপাদান। ইহা হইতেই এই অন্নবিকার ভোগায়তন দেহ, সূক্ষ্ম পদার্থ গুলি স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া বুঝিয়া আলোচনা করিয়াও আর্য্য ঋষিগণ প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব সাধারণতঃ আহারাদি দ্বারা প্রাণময় কোষটীকে সবল ও ক্রিয়াশীল করে; আহার ভিন্ন শরীর নাশ, শরীর নাশে স্থূল সূক্ষ্মের সম্বন্ধোচ্ছেদ; সেই জন্য আহারের আবশ্যকতা অপগুনীয়। মনোময় কোষটীর অধিষ্ঠাতা মনের বিকল্প বিভ্রম আছে; কিন্তু বিকল্প বিভ্রম থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব; সেই কারণে বিকল্প বিভ্রম নিদূরীকরণের উপায় গ্রহণ আবশ্যক। প্রতিমা পূজাই সেই উপায়। স্থূল শরীর এবং চিৎস্বরূপ আত্মা যাহার উপাদান সে একটী উপাদানের বিসম্বাদী কার্য্য করিতে যাইলে সফলকাম হইবে কেন? স্থূল শরীরকে অগ্রে বশীভূত করিতে না পারিলে ব্রহ্ম জ্ঞানের তৃষ্ণা অপূর্ণ থাকিবে, কোন কালে পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ। মানবের যাহা স্বভাব মানব তদনুরূপ কার্য্য করিতেই ভালবাসে। উগ্রসাধনায় স্বভাবের জড় সম্বলিত ভাব উপসংহৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য সাধনেরই ফল। মানব জড় এবং আত্মার সমন্বয়; সুতরাং জড়শক্তি বিজীত না হইলে একমাত্র ব্রহ্মোপাসনা নিষ্ফল। মানব আপনার স্বভাবানুযায়িনী উপাসনারই পক্ষপাতী; তাই নিজের মত হস্ত পদাদি বিশিষ্ট প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহারই অভ্যন্তরে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া আরাধনা করে। আমরা ভাব প্রকরণে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। এস্থলে একজন ইংরাজ সুধীর দুই চারিটী কথা উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। যদিও প্রতিমা পূজার আবশ্যকতা প্রমাণ করিতেই এই কথা গুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই তথা চ তাহারা প্রতিমা পূজার পোষক এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যে প্রতিমা পূজার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন তাহারও প্রমাণ স্বরূপ। তিনি বলেন "দেহাত্ম

* "Dim miniature of greatness absolute!
An heir of glory! a frail child of dust!
A worm! a god! I tremble at myself,
And in myself am lost!"—E. Young.

বিশিষ্ট দ্বৈপ্রকৃতিক প্রাণী মানব যে কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তাহাতে তাহার উভয় প্রকৃতিকেই নিয়োজিত করা উচিত। তাহাতে স্থূল আকার এবং আত্মা উভয়ই প্রবিষ্ট থাকিবে। আত্মার পরিবর্ত্তে আকার মাত্র গ্রহণ করিলেই পুত্তলিকা পূজা হয় এবং যে দর্শন আকার পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় তাহা মিথ্যা আড়ম্বরে পূর্ণ*"। আমরা বারান্তরে অনুভূতি, ভাব, ও সৌন্দর্য্যানুভূতি সম্বন্ধে (Feelings, Emotions, Æsthetic Sentiments) প্রতিমা পূজার উপযোগিতা প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

## শারদীয় মহোৎসব।

### মায়ের আগমনী।

মা! জানি তুমি মহাবিদ্যা রূপে ভূতনাথ-জাড্যোদ্ভাবিনী, চণ্ডী ও সরস্বতীরূপে ব্রহ্ম-মোহন-বিধায়িনী এবং যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর ও নিদ্রামুগ্ধকারিণী। মা সিংহবাহিনি! মহিষমর্দ্দিনি! ইহাও জানি মা যে, তোমার ঐ হর্ষামর্ষসমূহ ভয়াভয়বহ মূর্ত্তি, তোমার ঐ দনুজদলহতাশকর সহাস বিকাশময় শরীর, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাদি দেব বৃন্দের শরীর বিজৃম্ভিত, স্বতঃপ্রসূত, সুমহৎ তেজ-সমষ্টিগাত্র; সুতরাং তোমার ঐ মহিমাসুরঘাতিনী মূর্ত্তি কেবল ব্রহ্মতেজোময়ী, অপ্রাকৃতা, অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বাতীতা, অতএব সর্ব্বলিঙ্গ বহির্ভূতা। ক্ষীরের পুতুল যেমন স্ত্রী, পুরুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির যে ছাঁচেই পড়ুক না, তাহা সর্ব্বদাই এক মাত্র ক্ষীরময়, তেমনি মা তোমারও শরীর স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞাপক হইলেও, উহা কেবল অমৃতময়, রসময় †, প্রেমময়। এ সব জানিয়া শুনিয়া বুঝিলেও, এবং তুমি পুরুষ প্রকৃতি কিছুই না হইলেও, আমরা কিন্তু তথাচ তোমাকে মা, মাই বলিব। আমরা তোমার ক্ষুদ্র অবোধ সন্তান, তোমার ও সব দুর্গম তত্ত্ব মাথায় কিঞ্চিৎ বুঝিলেও, হৃদয়ে বুঝিতে পারি না—বুঝিলেও ত চলে না! কারণ ত্রিতাপদগ্ধ আমরা আশী লক্ষ যোনি মায়া আশীবিষের জ্বালায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুষ্ককণ্ঠ ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছি, অজস্র অতৃপ্ত তৃষ্ণার জ্বালায় এই অশীতি লক্ষ যোনি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি; সুতরাং তোমার ঐ সৌম্যতেজঃ সম্ভূত, দুগ্ধস্রাবী পীন পয়োধরের অমৃত পানার্থ, আমরা কাতর স্বরে মা বলিয়া তোমাকে না ডাকিয়া থাকিতে পারি কৈ? তুমি যে হও সে হও, তবু তুমি আমাদের মা; তুমি কোলে আমাদিগকে লও বা না লও, তবু অসহায়, সহস্রাপরাধী আমরা একবার মা ব'লে ডাকিলেই যেন কত আশ্বাস, কত সাহস, কত ভরসা পাই। ভাবি, মা নিজে সব অপরাধ রাশি ধুইয়া মুছিয়া কোলে লইবেন, বিশ্বজনীন স্তন দুগ্ধ দিয়া তৃষ্ণা মিটাইবেন, এই আশাতেই বেঁচে থাকি। আর যখন তোমার হাসি মুখ দেখি, তখন সে সব যন্ত্রণা ভুলিয়াও যাই, আশ্বাসে নিশ্বাস ও হয়, জগতের সকল ক্লেশ প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশেষপ্রায় হইয়া যায়। তাই মা! তোমাকে কেবল মুখে মা বলিয়াও তৃপ্ত হই না, তোমাকে আমাদের ঘরের করিয়া লইয়াছি, আমাদের মত সংসারী সাজাইয়া ফেলিয়াছি। তাই তোমাকে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আদি ছেলে মেয়েদের লয়ে তোমার পিত্রালয় এই "হিমবান্ ক্ষেত্রে" এনে, তোমার সহিত সুমিষ্ট, নিকট সুবাদ সম্বন্ধও পাতাইয়া লইয়াছি। সত্য নিত্য সনাতনীর সম্বন্ধে আবার আগমন বিসর্জ্জনও সাজাইয়াছি। কিন্তু মা! একথাও সত্য যে, যেখানে সুবাদ নাই, সেখানে ভাব রাশি নাই, সেখানে ভালবাসাও নাই, প্রাণের কথাও নাই। আবার যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে ভাল বাসা বা বসতি স্থান, ঘর কন্না আছে,

* "Man, a creature of two-fold nature—body and soul, should have both parts of his nature engaged in any matter in which he is concerned. Spirit and form both must enter into it. It is idol-worship to substitute the form for the spirit, but it is vain philosophy which seeks to dispense with the form."—Helps.

† রসময়—রসশব্দে ব্রহ্ম, "স হিরসো ব্রহ্ম", অতএব ব্রহ্মময়।

হাসি কান্নাও আছে. এবং পরস্পরের সহানুভূতি ও সর্ব্বাংশে একতায় পরিণতিও আছে। নদীকে সাগর ভাল বাসে ব'লে সাগর নদীকে বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার মত করে লয়, এবং মেঘ জলকে ভাল বাসে ব'লে, সেও জলকে আপনার মত করে লয়। তাই মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ কলুষ কালিমাময় আমরা তোমাকে ভাল বাসি ব'লে, তোমাকেও আমাদের মত গৃহস্থ করিয়া লইয়াছি, তোমার ঘর কন্না এখানে পাতাইয়া দিয়াছি। আবার প্রশান্ত অগাধ সাগরোপমা তুমিও নদী-সদৃশ চপলমতি সদানীচ বা নিম্নগতি আমাদিগকে ভালবাস বলিয়া, আমরা পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা রাশি বক্ষে ধরিয়া, কত বেঁকে চুরে, কত ফের ফিরে তোমার নিকট আসিলেই তুমি মা! ভালবাসার স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি সহকারে রসসাগর রূপে, আমাদের অপেক্ষাও নিম্নে দাঁড়াইয়া (নিচু হ'য়ে) আমাদিগকে বক্ষে ধারণ কর, আপনার মত ক'রে লও, তন্ময় করিয়া ফেল। তবে আমাদিগের মধ্যে প্রকৃতি ভেদে নানা রুচিভেদ থাকায়, কেহ নদী রূপে রস সাগর সঙ্গত হইয়া সাগরের স্বরূপত্ব লাভ করে, এবং সাগরেই অবস্থিতি করে; আর কেহ বা মেঘ রূপে সাগরবারি আত্মসাৎ করত সেই জল এই পৃথিবীতেই আবার বর্ষণ করিয়া সদানন্দে বিরাজ করে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন—

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥" ৮। ২৬

অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পথ জগতে নিত্য সিদ্ধ। শুক্ল মার্গের দ্বারা উপাসক অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণ মার্গের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও আছে "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যাদি। তদনুসারে আমাদের মধ্যে যাঁহারা ধূমযোনি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় আপনাদিগকে বা স্ব স্ব অহংভাবকে মা! তোমারও ঊর্দ্ধে রাখিয়া কৃষ্ণবর্ত্মে গতি বিধি করেন, অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্ম মার্গে অহং কর্ত্তা এই অভিমানে, এবং জ্ঞান মার্গে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই সর্ব্বগ্রাহী ভাবে বিরাজ করেন, এবং যাঁহারা ব্রহ্ম মহাসাগরের যৎকিঞ্চিৎ কোন এক ভাগ মাত্র গ্রহণ বা আকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রহ্মময়, অর্থাৎ "ব্রহ্মভূত" হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রতি অণু পরমাণুকে ব্রহ্মময় উপলব্ধি করেন, এবং এই রূপে একটী বিরাট ব্রহ্ম সুবাদ পাতাইয়া, ব্রহ্মময় গৃহস্থ হইয়া থাকেন, (তাই শাস্ত্রেও আছে "ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎতত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ") তাঁহারা, তোমাকেও মা! অর্থাৎ সেই ব্রহ্মসাগরের লবণাক্ত বারিকেও নিজেদের প্রকৃতিমত স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুশীতল করিয়া নানা বাদ বিতণ্ডা তর্কাদির জলদ গম্ভীর শব্দ সহ, জগতে শাস্ত্রাদেশ উপদেশ রূপ অমিয় বর্ষণ করেন, জাগতিক সকল প্রাণীর বহুল উপকার বিধান করিয়া শাস্ত্রোক্ত "পরোপকারায় সাধুনাং হি জীবনম্" এই বাণীর সার্থকতা করেন, এবং এক অপূর্ব্ব আনন্দময় ব্রহ্ম সংসার পাতিয়া, ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন। ইহাঁরা মুক্তি বই আর কিছু মা! চান না। ইহাঁরা এই স্থানেই ইহাঁদের পরিণতি স্বীকার করেন। ইহাঁরাই প্রাকৃত জগতের শান্ত ভক্ত। ইহাঁদেরই কোন এক অবস্থা বা ভাবকে লক্ষ্য করিয়া

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥" ১৮। ২০

অর্থাৎ "সূক্ষ্ম, স্থূল, সমষ্টি, ব্যষ্টি রূপে ভূত সমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে জ্ঞান লাভ হইলে মানব স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বত্র এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মসত্তা দর্শন করিতে পারে, যে জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বাধিষ্ঠান রূপ অবিভক্ত পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র ব্যাপক দেখিতে পায়, সেই সর্ব্ব প্রপঞ্চোপাধি বিনির্ম্মুক্ত আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলে দ্বৈত দৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়া যায়।" (গীতার্থসন্দীপনী) সুতরাং উক্ত অদ্বৈত ভাবও

মায়াতীত অবস্থা নহে, কারণ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামাসিক এই ত্রিবিধ গুণের ধ্বংশ হইলে পর মায়াতীত অবস্থা বা মা! তোমার পরব্যোম-ধাম। তাই মহর্ষি ঋষভপুত্র ভরত এই অদ্বৈতাবস্থা প্রাপ্তির পর হরিণ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাই ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন"।

ঐ সাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই মুক্তি বা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবম পদার্থ। ইহার পরই "আশ্রয়" অভিধেয় দশম পদার্থ।

এই দশম পদার্থ সেবী অন্য কতক গুলি মানব আছেন যাঁহারা শুক্ল মার্গে গতি বিধি করেন। ইহাঁরা নদীর ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভগবদ্‌সাগর সংলগ্ন, এবং ইহাঁরাই সাগর সঙ্গম লালসায় উদ্বিগ্ন, ভগবানে "সৌল্য"-ভাব নিমগ্ন। ইহাঁরা আপনাদিগকে, বা তাঁহাদের অহং বুদ্ধি আদৌ না থাকায়, আপনাদের শরীর ও আত্মাকে সাগরোপম ব্রহ্ম বা ভগবৎপর রাখিয়া, ভগবানের জন্যই সর্ব্বকর্ম্মরত। পাপ পুণ্য ভাল মন্দ আদি নানা আবর্জ্জনা রাশির (স্মৃতি, শ্রুতি, নীতি, বুদ্ধ্যাদির) মহিমা বা সংস্রব ভুলিয়া অর্থাৎ নদীর ন্যায় তচ্ছরীরোপরিভাসমান পদার্থ পুঞ্জের উপলব্ধি না করিয়া, ভগবানের জন্যই উচ্ছলিত ভাব তরঙ্গে সদা চপলগতি। ইহাঁরাই সোৎসুকবেগে নদীর ন্যায় অবিরাম অবিশ্রান্ত নিম্ন গতিতে "তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবে রাজপুত্র রাজপত্নী হইয়াও রাখাল ও কাঙ্গালিনীর ন্যায় নানারসসাগর ভগবানের দিকেই সদা গড়াইতে গড়াইতে ধাবমান হয়েন। এবং ইহাঁরাই আবার ঈশ্বর ভাবকেও নিম্নে রাখিয়া অর্থাৎ নন্দ যশোদা শ্রীদামাদির ন্যায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন হইয়া ভালবাসার অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধানুরূপ সহানুভূতি গুণ বশতঃ, সখ্য, বাৎসল্য কান্তাদি ভাব বা সুবাদ সম্বন্ধ লইয়া ব্রহ্ম সংসার স্থানে একটী অপূর্ব্ব রসময় প্রেম-সংসার পাতাইয়া ফেলেন। তখন ইহাঁ-দিগকে ভগবান্ কখন স্কন্ধে চড়াইয়া, কখন "দেহী পদপল্লবমুদারং" বলিয়া, কখন বা হৃদয়ে রাখিয়া আপনার মত করিয়া লয়েন। সুতরাং নদীর ন্যায় ইহাঁরা একবারেই সাগরের সহিত মিশিয়া তন্ময় হইয়া যান, মায়াতীত, গুণাতীত হইয়া যান; ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং দর্শনও করেন। এই রূপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "আশ্রয়" নামক দশম পদার্থ লাভ করেন এবং তাহার রসাস্বাদও করিতে থাকেন। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ "পরাভক্তি ব্যতীত ভগবানের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সত্তা যথাযথ অনুভব করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র, বিচার, বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায় না। শাস্ত্র যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ, সত্য, জ্ঞান, আনন্দঘন, সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত, এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অজর, অমর, অভয় ও অশোক, গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরাভক্তি ব্যতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই"। (গীতার্থসন্দীপনী) এবং আরও ভগবান বলিয়াছেন—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ১৪। ২৬

অতএব ইহাঁরাই গুণাতীত অপ্রাকৃত ভক্ত।

অতএব মা, বুঝিলাম মানবেরা গুণাতীত হউক বা গুণময় হউক, প্রাকৃত অবস্থাতেই হউক বা অপ্রাকৃত অবস্থাতেই হউক তোমার সহিত সুবাদ সম্বন্ধ ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না, তোমাকে লইয়া ঘরকন্না না সাজাইয়াও কেহ থাকিতে পারে না; যদি কেহ তাহা পারে তবে তাহারা কখনই সুখ পায় না। আর ঐ সুবাদেও মা! তুমি নিজেই আমাদের সঙ্গে গিরিরাজ ভবনে আসিয়া পাতাইয়াছ, তবে ত আমরা শিখিয়াছি। অতএব যে সুবাদ পাতানর পথ তুমি স্বয়ং দেখা-

ইয়াছ, তাহা যে অভ্রান্ত, শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের একান্ত উপযোগী, তার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। তাই আজ তোমার ঐ রাঙ্গাচরণে সকরুণ সাঞ্জলি প্রার্থনা মা! যেন এ সম্বন্ধ আমরা তোমার কৃপা পাইয়া না ভুলে যাই; যেন তোমার সোহাগ পাইয়া, তোমার আদর স্নেহ পাইয়া, তোমার আদরের অভিমানে অভিমানী না হই। ঐরূপ অভিমান আসিলেই মা! দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় তোমাকে আমরা হারাইব। দক্ষ প্রজাপতির মহাযজ্ঞের ফল স্বরূপ তুমি মা! কৃপা করিয়া, বা দক্ষকৃত কর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়মে সঞ্জাত হইয়া, তুমি দক্ষের কন্যারূপে তাঁহার নিকট আইস। কিন্তু দক্ষ তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থমনা না হইয়া এক দারুণ অভিমানে অভিমানী হইলেন, ঈশ্বরকেও ভুলিলেন; সুতরাং দক্ষ ঈশ্বর বিমুখী হইলেন; শিবদ্বেষ্টা হইলেন। অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম কাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী অমোঘ ফলস্বরূপিণী সাত্বিকী শ্রদ্ধা স্বরূপিণী তোমাকে লাভ যখন তিনি করিয়াছেন, এবং তোমাকে আবার যখন ঈশ্বরকে দানও করিয়াছেন, তখন কর্ম্মের ধর্ম্মানুমোদিত সদাচার ও নীতি অনুসারে তিনিই বরং ঈশ্বরের প্রণম্য সেব্য। এমতে তিনি শেষে মহা-কর্ম্মী, যাজ্ঞিক মাত্র হইয়া ঈশ্বর ভাব বা প্রভু দাস ভাব হারাইয়া একমাত্র অহং ভাবেই মজিলেন। দক্ষ ঈশ্বর ভাব ছাড়িয়া কেবল স্বকর্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মশীল হইলেন বলিয়া, শেষে সাত্বিকী শ্রদ্ধারূপী তুমিও পরিত্যক্তা হইলে। সহজেই অরি দক্ষের নিকট মা! নিঃসম্বন্ধাবস্থায় থাকিতেও পারিলে না। কিন্তু দয়া-ময়ি! ক্ষেমঙ্করি! তুমি দক্ষকে পরিত্যাগ করিবার সময়েও, নিজের সত্বগুণ দয়া ও স্নেহ বশতঃ, তাহার মঙ্গল বিধান করিলে, দক্ষকে শিবপ্রদান করিলে, জ্ঞানও দান করিলে। যে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবানও গীতায়—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

বলিয়াছেন, অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তি গণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেন না নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ-সাধ্য। সেই জ্ঞান মা! তুমি তাঁহাকে নিজ কৃপাগুণে দান করিয়াছ। তাই দক্ষ প্রজাপতি দ্বৈতাদ্বৈত বাদী হইতে পারেন। এই রূপে মা! তুমি দয়া করিয়া সগুণ উপাসক কর্ম্মিদিগকে জ্ঞান দান কর বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেনঃ—"স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" অর্থাৎ হিরণ্য গর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত উপাসকগণ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রত্যক্ অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

আহা! মা যে সুবাদ সম্বন্ধ বা ঈশ্বর ভাব দক্ষ প্রজাপতিও নষ্ট করিয়া বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হইলেন, তাহা কলিযুগের তোমার এই অকৃতী, অবোধ, অসমর্থ সন্তানগণ অতি সহজেই যে নষ্ট করিবে, ভ্রমে হারা-ইবে, ইহা বুঝিয়াই বুঝি মা! তুমি স্বয়ং অজ, শাশ্বত, স্বয়ম্ভু হইয়াও মেনকার গর্ভে জন্ম লইয়া, এবং স্বয়ং বাল্যাবধি ঈশ্বর নিষ্ঠা দেখাইয়া, ঐরূপ সুবাদ সম্বন্ধ ভাব সংরক্ষণ ও দৃঢ়ীকরণ এবং ঈশ্বর প্রেম নিষ্ঠা বিবর্দ্ধন ও অনুক্ষণ সম্পোষণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ। আহা! দীনদয়াময়ি! বাৎসল্য প্রেমময়ি! এত দূর দয়া, স্নেহ বা ভালবাসার প্রস্রবণ তোমার না খেলিলে এ জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে কি এত স্বাভাবিক দয়া স্নেহ অনুরাগের উচ্ছ্বাস উঠিত? কিন্তু মা! যদি তোমার এতই দয়া, তবে এ ছেলে গুলিকে দেখিতে বৎসরান্তে আইস কেন? এবং আসিয়াই বা তুমি আবার ২।৪ দিন মাত্র থাকিয়াই চলে যাও কেন? আবার ইহা আরও আশ্চর্য্যের কথা যে, কোন বৎসরেই কি মা! ছেলেদের দেখিতে তোমার কোন রূপ মনশ্চাঞ্চল্য বশতঃ একটু সময়ের এদিক ওদিকও হয় না! ঠিক সপ্তমীতেই আইস কেন এবং ঠিক দশমী-তেই যাও কেন? অবোধ, অসহায়, নিরাশ্রয় ছেলে-গুলির জন্য একক্ষণও বিলম্ব কর না মা কোন প্রাণে? ইহাই আমার বড় সংশয় উঠিয়াছে।। কিন্তু তাও ভাবি

মা ! তুমি স্বরাট্, সর্ব্বব্যাপিনী, ব্রহ্মময়ী ; অতএব তোমার আবার আগমনী কিরূপে সম্ভবে ? কিন্তু যখন ঘটিয়াছে, তখন তদ্দ্বারা অবশ্যই আমাদের কিছু বুঝাইয়া দিতেছ, কোন গূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিতেছ। তাহা, কি মা ?

ওঃ ! মনে একটা ভাব এ সম্বন্ধে উঠিতেছে—ইহা কি আমার খেয়াল না সত্যই উক্ত প্রশ্নের উত্তর সূচক তোমার প্রেরণা ? মা ! কেবল তোমার এই মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা মূর্ত্তিই দেখি সপ্তমীতে এখানে আবির্ভূত হয়, আর দশমীতে এখান হইতে তিরোহিত হইয়া স্বধামে যায়। অথচ দেখি মহিষাসুর বধের কারণ ঐ মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ধারণ সময়েই কেবল তুমি সকল দেবের তেজ আকর্ষণ করত স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপিয়া বিরাট রূপে বিরাজ করিয়াছিলে। তোমার অন্য কোন মূর্ত্তিই তুমি ও রূপে গঠিত কর নাই। সুতরাং ইহাতে ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণিত এবং প্রতিপাদিত হইল যে, তোমার এই মহিষ মর্দ্দিনী পার্ব্বতী মূর্ত্তিই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণী, অতএব প্রকৃতি প্রসবিনী, গুণকর্ম্মবিধায়িনী, সুতরাং দেবোস্তবের মূলযোনি। চণ্ডীতেও লিখিত আছেঃ—

"শরীরকোশাৎ যত্তস্যাঃপার্ব্বত্যানিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততোলোকেষু গীয়তে ॥"

অর্থাৎ শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী অম্বিকা তোমার শরীর কোশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া কৌশিকী নামে সর্ব্ব লোকে খ্যাতা। এবং পরে তুমিই আবার মহালক্ষ্মী রূপে মহাকালী ও মহাসরস্বতীকে স্বদেহ হইতে সৃষ্টি কর এবং তাঁহারাও তোমারই ইঙ্গিতে ও আদেশে স্ব স্ব অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী সমুদ্ভূত করেন। এবং তাই মা ! ব্রহ্মস্বরূপিণী ! মহিষাসুর নাশিনী ! নগেন্দ্রনন্দিনি ! তোমার যে অদ্বিতীয় তেজৈশ্বর্য্য শক্তি ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর হইতে দেবতাগণের প্রত্যেকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে এবং যে শক্তিতে তাঁহারা ভাসমান, তাহার সম্যক বা কিছু অংশ তোমারই ইচ্ছানুসারে তুমি সংহরণ করিয়াও লইতে পার এবং সংহরণ করিয়াও ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরি ! আবার তুমি সব প্রকাশিত বা উদ্ভূত করিতেও পার, অব্যক্তা হইয়াও ব্যক্তা হইতে পার। এবং তাই মা ! তোমার ঐ রূপ সংহরণ বা লয়ই তোমার প্রজনন, প্রকটন, বা উদ্ভব স্থান, ইহা স্পষ্ট ক'রে আমাদিগকে বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় মা ! তুমি যে সপ্তমে প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর লয়, সেই সপ্তম স্থানেই তোমার উদ্ভব প্রচারিত করিয়া সপ্তমীতেই তোমার এই আগমনী স্থির করিয়াছ। বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহত্তত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব এবং পঞ্চভূত এই সপ্ত ধাতুর ধ্বংস হইলেই —সপ্তম মহত্তত্ত্বের ধ্বংসেই—ইহার লয় হয় ; মানব বাল্য হইতে বৃদ্ধ দশা পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি মঙ্গল, বৃহস্পতি গ্রহগণের আধিপত্যাধীনে থাকিয়া সপ্তম শনির অধিকারায়ত্ত যখন হয়, তখনই এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী (মানব) শরীরের ধ্বংস বা লয় প্রাপ্তির নিয়মিত কাল পূর্ণ হয় ; সা, রে, গা, মাদি সপ্ত স্বরের পর আর স্বর নাই, ঐ সপ্তমেই উহার পর্য্যবসান ; যে সূর্য্যের নামান্তর বেদে ব্রহ্ম তিনিও যে রাশিতে উদিত তাহার সপ্তম রাশিতেই অস্তমিত বা লয় প্রাপ্ত হন ইত্যাদি ; অধিক কি ব্রহ্ম পদার্থও যে জ্ঞান স্বরূপ কথিত হয়, সেই জ্ঞানেরও শুভ বাসনা, তনুমানসা প্রভৃতি জ্ঞান ভূমি সমূহের সপ্তম ভূমি তুর্য্যাবস্থা নামক সপ্তম পদেই অবসান, অন্তর্ধান, এবং এই স্থানেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপিণী পরা ভক্তি রূপিণী প্রেমময়ী মা তোমার বিকাশ বা আবির্ভাব—

## আগমনী।

### বিজয়া।

আবার এ দিকে সপ্ত সমুদ্রের পর অষ্টম গর্ভোদক, তৎপরে নবম কারণাব্ধি এবং দশম পরব্যোমধাম। এই পরব্যোমধাম মায়ার অতীত স্থান—

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে—

"তস্যাপারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥"

অর্থাৎ বিরজানদীর তটোপান্তে ব্রহ্মময় ধাম, ত্রিপাদৈশ্বর্য্য সমন্বিত, অমৃত, নিত্য, অনন্ত, পরমোৎকৃষ্ট ধাম শোভা পাইতেছে। মা তোমার ঐ ধামকেই কৈলাস কহে। ( কৈ+লাস্+অ ) এই রূপে কৈলাস শব্দ সিদ্ধ হয়। কৈ বলিতে ধ্বনি, এবং লাস বলিতে আনন্দ বিহার। এই প্রকারে কৈলাস ক্ষেত্র এরূপ অবস্থা যথায় জীবাদৃষ্ট সমূহ আনন্দে ধ্বনি করিতেছে অর্থাৎ মায়ার অতীত অবস্থায় সূক্ষ্ম ভাবে আছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্যাসদেব কৈলাসের বর্ণনা করিলেন—

"জন্মৌষধি তপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ।
জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভি র্বৃতং সদা॥ ৪।৬।৯॥

অর্থাৎ সেই কৈলাস পর্ব্বতে সকল প্রকার জন্য ভাব আছে, ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি সকলই আছে ইত্যাদি। হরিদ্বারের উত্তরে হিমালয় নামক মহাশৈলের ঊর্দ্ধে যে কৈলাস নামক গিরি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা হিমস্তূপ মাত্র; তথায় কখনই সকল অয়নজাত ও সকল ঋতুজাত জীব, মানব, পুষ্পাদি থাকিতে পারে না। কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সকল জাতীয় জীব কখনই এক পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখা যাইতে পারে না। কিন্তু যখন শ্রীব্যাসদেব কৈলাসকে ঐ রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তখন বস্তুতঃ উহা মায়াতীত, অপূর্ব্ব, অপ্রাকৃত পরব্যোম ধাম বুঝিতে হইবে, যথায় প্রলয়ান্তে সর্ব্ব বস্তু সংহৃত হইয়া থাকে। তাই শিব সর্ব্ব নামে অভিহিত। ব্রহ্ম সংহিতা উক্ত পরব্যোমধামকে স্পষ্টই কৈলাস ও বৈকুণ্ঠ বলিয়াছেন, যথা—

"গোলোকনাম্নি নিজ ধাম্নি তলে চ তস্য।
দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু॥
তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

গোলকাখ্য ধামই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধাম। সেই গোলোকের অধোভাগে দেবীধামে, মহেশধামে ও হরিধামে যিনি তত্তৎ সংজ্ঞক সুরগণকে স্থাপিত করিয়াছেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। উপনিষদেও লিখিত আছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্"—মায়াকে প্রকৃতির অংশ, বলিয়া জানিও কিন্তু মহেশ্বরকে মায়াতীত, মায়ার প্রেরক, প্রয়োজক, মায়ী বলিয়া বুঝিও *। সুতরাং মহেশ্বরের ধামও অবশ্য মায়াতীত।

তাই মা, এখন বুঝিলাম যে, যেমন তুমি প্রাকৃত পদার্থের অভাব বা লয় স্থানে তোমার আবির্ভাব বা স্থিতি বুঝাইতে সপ্তমীতে তোমার আগমন জানাইয়াছ, তেমনি আবার অপ্রাকৃত বস্তুর বা ভাবের উৎপত্তি বা বিকাশ স্থলে তোমার তিরোভাব বুঝাইবার জন্যই বোধ হয়, দশমীতে স্বীয় দশম ধাম পরব্যোমে তোমার বিসর্জ্জনও জানাইলে। এবং ঐ ভাবটী সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইবার জন্যই তিন দিন মাত্র এখানে থাকিয়া চলিয়াও যাও।

জগদ্গুরু শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে কি কি বিষয়ের বর্ণনা আছে তাহা জানাইতে বলিয়াছেন—

"অত্র সর্গোবিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তি রাশ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ স্বর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটীর অর্থ ভাগবতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ-

"দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥"

ঐ দশম পদার্থ যে আশ্রয়, তাহার তত্ত্ব জ্ঞানার্থ মহাত্মারা, কোন কোন স্থানে শ্রুতি দ্বারা, কোন কোন স্থলে সাক্ষাৎ কিম্বা কোন স্থানে তাৎপর্য্য দ্বারা অপর নয়টীর লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাই বহু মীমাংসার সার কথা জানাইবার জন্য ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন যে—

* বিদেশীয় Olcott প্রভৃতি Theosophist সম্প্রদায়ীরাও কৈলাস পর্ব্বতকে ঐরূপ বুঝিয়া Theosophist নামক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"*Samadhi* may be said to be a condition in which the consciousness of man is merged in universal consciousness. It is a condition in which one human Ego becomes the All Ego. It is a condition of omniscience, in which a *power*............gets released completely.......and is enabled to fly in the higher sphere. This sphere is called the top of Mount Kailas" &c. &c.

"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থই এই দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনি ভাগবত-প্রতিপাদ্য নয়বস্তুর আশ্রয় স্থান; জগন্নিবাস এবং তিনিই "তৎ" পদ বাচ্য, তাঁহাকে নমস্কার করি।

পূর্ব্বেই ত লঘুভাগবতামৃতের শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে যে তোমার পরব্যোমধাম "ত্রিপাদ্ভূতম্", কারণ তুমি যে মা, ত্রিপাদৈশ্বর্য্য সমন্বিতা ; তাই মা, তুমি ঐশ্বর্য্যময় জগতে ত্রিপাদ মাত্র অর্পণ করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল রূপ ত্রিদিবস বিরাজ কর। এবং আমাদিগকে ইহাও বুঝাইয়া দাও যে, মানবগণ যখন, সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণকে এক করিয়া, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে একনিষ্ঠ করিয়া, কায়মনোবাক্যজ ত্রিবিধ পাপ সংযত করিয়া, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ ধ্বংস করিয়া, ত্রিভুবন তুচ্ছ করিয়া, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীর হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়া, শরীরের নবদ্বার রুদ্ধ করত দশম দ্বার সুষুম্না পথ দিয়া সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয় স্বরূপ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ চরণাশ্রয় ছায়ায় শান্তি লাভ করে, তখন আমি আনন্দময়ি, প্রেমময়ি বেশে সদানন্দ ধাম হইতে সেই ব্রহ্মানন্দ বিভোর অথচ দশমস্থান প্রয়াসী শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ প্রেমিক সন্তানগণকে চিরন্তন, অবিরাম প্রেমপয়োধর পীযূষপান করাইবার জন্য নিজ দশম পরব্যোম ধামে ছুটীয়া যাই। কিন্তু ত্রিতাপ বিদগ্ধ আমরা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া তোমার যে পয়োধরামৃত পান করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছি; সেই অমৃতপানের উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ আরও পরিবর্দ্ধিত এবং অবিরাম চিরসম্বোধিত করাইবার জন্য আমাদের দর্শন তৃষ্ণাও সম্পূর্ণ না মিটাইয়া অত শীঘ্রই মা, চলিয়া যাও।

ত্রিপাদৈশ্বর্য্য সমন্বিত ভগবানও বামনাবতারে বলিরাজার ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি নষ্ট করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিবার জন্য নিজের ঐশ্বর্য্যময় ত্রিপাদ মাত্র ভূমির ছলে, যেমন তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য সংহরণ করেন, এবং তদ্দ্বারা বলির ঐশ্বর্য্যের অভিমান, বলের অহঙ্কার দর্পাদি বিচূর্ণ করিয়া তচ্চরণাগত করিয়া লয়েন, সেই রূপে তুমিও মা, তোমার ত্রিপাদ অর্পণ দ্বারা জগতের ধন, জন, বল, যশ, মান প্রভৃতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের বহুবিধ অভিমান ও অহঙ্কার ঘুচাইয়া, শত্রু, মিত্র, পর আপনার বুদ্ধি ভুলাইয়া, সকলকে সমান দেখিতে এবং সর্ব্বস্থানে সমবুদ্ধি স্থাপন করিতে শিখাইয়া, কুহকময়ী মায়ার দারুণ মায়া যুদ্ধে জয়ী করাইবার জন্য ঐ রূপ সমতা বুদ্ধি যোগে, সর্ব্ব তন্ময় ক'রে রাখিয়া, মায়া বিজয়োৎসবে উৎসাহিত, জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করাইয়া যাও। এই রূপে কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত ভক্ত সকলেই স্ব স্ব ভাবে তোমায় ভাল বাসিয়া, তোমার সহিত সুবাদ সম্বন্ধ পাতাইয়া, তোমারই কৃপায় মায়ার এই কুহকময় ঠাট বাট বিসর্জ্জন করিয়া, তোমার কোলে পরিণামে উঠিতে পারে বলিয়াই তোমার আগমনের শেষ দিনের নাম মহামায়ার বিসর্জ্জন বা বিজয়া।

আবার অন্য পক্ষে বুঝিতে গেলে মা, তুমি এখানে তিন দিনের বেশি দিন থাকিতে সক্ষমও হও না। কারণ শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন—

"বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যত্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥"

অর্থাৎ বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি। যিনি এই তিনটীকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারই নাম তুরীয় তৎ পদার্থ। অতএব বেদবিদ্গণ যাঁহাকে বিরাট ব্রহ্ম, হিরণ্য গর্ভোপাসক যোগিগণ যাঁহাকে পরমাত্মা এবং প্রাকৃত ভক্তগণ যাঁহাকে সর্ব্বকারণ কারণ স্বরূপ ভগবান বলেন তিনি ঈশ্বর; কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তগণ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ভগবানে বিরাজিত, এবং ভগবান তৎপ্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রাণিত, ইহা দেখিলে এবং বুঝিলেও, এক মাত্র দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই লালায়িত ; সুতরাং তাহাদের আর অন্য ঈশ্বরত্বের বা দেবত্বের দৃষ্টি থাকে না। তাই মা

মাহেশ্বরি! তুমি ঈশ্বরী ভাবে সেই অপ্রাকৃত উত্তম ভক্তদের নিকট তোমার ঐ ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি দেখাইতে পার না। যেমন শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ভাব ব্যঞ্জক চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে পারেন নাই। আর আমাদের ন্যায় যাহারা মায়ামুগ্ধ তাহারাও তোমার ঈশ্বরত্ব বোঝে না; দেখিলেও তোমাকে চিনিতে জানিতে বা তোমার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; সুতরাং তাই আমাদের নিকটও তুমি তিষ্ঠিতে পার না। আমাদিগের পশুভাব, আমাদিগের মনের সতত ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভাব দেখিয়া বরং তোমার কেবল দুঃখই হয়। তাই মা, তুমি তোমার বেদবিৎ কর্ম্মী, যোগী বা জ্ঞানী এবং প্রাকৃত বা শাস্ত ভক্ত এই ত্রিবিধ সন্তান বা ভক্তগণের জন্য ইহজগতে তিনদিন মাত্র অবস্থিতি কর।

তোমার বেদবিৎ কর্ম্মীগণ সসপ্তসাগর-সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ব্যাপক বিরাট ব্রহ্ম সেবী, তাই সপ্তমীর দিনে তাঁহাদিগকে দেখিতে যাও, কিন্তু তাঁহারা কর্ম্মকে "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌব্রহ্মণাহুতং" এই রূপ ভাবিয়া, "আমিই ঈশ্বর" এই বুদ্ধিতে রহিয়াছেন দেখিয়া, সেই মহাকর্ম্মী দক্ষ প্রজাপতির ভাব তোমার মনে পড়ায়, আবার সেই জ্বালাযন্ত্রণার আঁচ পাছে পাও ভাবিয়া তথা হইতে মা তুমি ছুটিয়া পলাও। তাহাদিগকে আর দেখাও দাও না। তাদের যষ্ঠ ভাগ বিষ্ণু রূপে অলক্ষিতে গ্রহণ কর মাত্র।

তৎপর দিন তোমার অষ্টম স্থান হিরণ্যগর্ভের উপাসক যোগী ও জ্ঞানী গণের নিকট যাইয়া মহাষ্টমীর শুভক্ষণে দর্শন দাও, কিন্তু তাঁহারা অহং বুদ্ধিকেই সর্ব্বগ্রাহী করিয়া "আমার ঈশ্বর" বুদ্ধিতে রহিয়াছেন দেখিয়া, তথায় আর বেশি প্রীতি পাও না, তাঁহাদের নিকটও বহুক্ষণ থাকিতে পার না। তাই তাঁদের নিকট নিজের কেবল ঐশ্বর্য্য জ্যোতি বিকাশ করিয়া একটু হেঁসে তাঁদের ভুলাইয়া তথা হইতেও চলিয়া আইস।

শেষে ঐ যোগী জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁহারা তোমার নবম স্থান সেবী, তাঁহাদিগকে দেখিতে নবমীতে যাও। ইহাঁরা উক্ত নবম স্থান কারণাব্ধির পারে যাইয়া, বিরজা পার করিবার কাণ্ডারী না দেখিয়া এবং বহুকাল ব্যাপী বহুবিধ আয়াস, যত্ন, চেষ্টা ও সাধন পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া, যখন কোথাও আর কোন উপায় না পাইয়া, আকুল হৃদয়ে উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকেন—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং মামকীনস্থং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচনো সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥"

হে অখিল নাথ! যদি চ সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছু মাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না; সেই রূপ হে নাথ! তোমাতে আমাতে কোন ভেদ না থকিলেও "আমি তোমারই"; কিন্তু "তুমি আমার" এ কথা বলিতে পারি না। তখন মা, এ কথা শুনিয়া তুমি আনন্দে আট খানা হ'য়ে গ'লে যাও, তখন তোমার ও ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি বিরজার জলে মিশাইয়া যায়। আবার যখন তাঁদের বলিতে শোন—

"অপরাধসহস্রসংকুলম্ পতিতংভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়াকেবলমাত্মসাৎকুরু॥"

তখন কি মা, আর তুমি এখানে থাকতে পার? তখন বিরজার জলে গা ভাসান দিয়া ঐ দশভুজা মূর্ত্তির বিসর্জ্জন করিয়া, তাহাদিগকে বুকে ল'য়ে তোমার দশম পরব্যোম ধামে চলিয়া যাও। এবং তথায় তাদের দশম পদার্থ সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দ মকরন্দ পানে তাহাদিগকে মাতোয়ারা করিয়া দাও। আহা! হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপিণি! তখন তোমার চির দিনের সাধ মিটিয়া যায়। বড় আদরের ছেলেদিগকে বহুকালের পর কোলে পাইয়া নির্জ্জনে প্রেম পয়োধরামৃত পান করাইয়া নিজে সুস্থির হও; পয়ঃপীযূষস্ফীত কঠিন স্তনের কষ্ট নিবারণ করিয়া সুখী হও।

আহা! মা, নারকী, পাতকী, স্বার্থপর আমরা কেবল নিজের সুখের জন্য ইর্ষব্রত, নিজের আনন্দ সঞ্চয়ের জন্যই তোমাকে মা, আঁচড়াইয়া, ছিঁড়িয়া খাইতেছি।

আমাদিগকে ভিখারী, দরিদ্রের মত সতত এটা ওটা চেয়ে চেয়ে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, প্রাণের কষ্টে মা, বাবার সঙ্গে তোমরা দুই জনেও ভিখারী, ভিখারিণী সাজিয়াছ; আমাদের জন্য ভেবে, ভেবে, আহা! মরি মরি, মাগো, তোমরা পাগল পাগলী হ'য়ে বেড়াচ্ছ। তোমাদের যত কষ্ট মা, কেবল আমাদের জন্য। এ অপেক্ষা আর মহাপাপ কি আছে মা! যাগযজ্ঞ তীর্থপর্য্যটন, ধ্যান ধারণা সমাধি ক'রে কি হবে, যদি মাতৃ সেবা করিতেই না পারিলাম। যদি মাকেই কষ্ট দিলাম তবে আর জুড়াইব কার কাছে? তাই মা, আজ তোমার চরণ ধ'রে, এই যাইবার দিনে বলিতেছি, আমরা নিজ কর্ম্ম দোষে বলবুদ্ধি ভরসা সব হারাইয়াছি; একবার নিজ গুণে আমাদের মুখ পানে চাহিয়া দেখ মা! তুমি আমাদের দর্শন একবার দিলেই মা, আমাদের সব জঞ্জাল ঘুচিবে। আমরা ঘোর বিলাসী, সাধন করিতে পারি না; আমরা মূর্খ, অবোধ, তোমার তত্ত্ব বুঝি না, তোমাকে কেমন করে ব'লতে হয়, ভাবতে হয়, তাও জানি না। তাই তোমাদের দুজনকেই পাগলা, পাগলী, কত কি ব'লে ফেলিলাম। এবং তার উপর আবার আমরা বিষম স্বার্থপর, অভিমানী, তাই নিজের দোষ দেখি না, তোমারই দোষ দিয়া তোমার দয়া লাভের জন্য নানা কথা বলিতে জানি। তাই সরল ভাবে প্রাণের কথা খুলে বলি—

মা তোমার এবার ভুল ধরেছি, তুমি আপনি ভুলে ভুলাও সবে, তোমার ভ্রমে ভ্রমিতেছি।

আপন সাধন ভজন জোরে, কে কবে পেয়েছে তোরে, তোরে পূজায় তুষতে হার মেনেছে, স্বয়ং ব্রহ্মা শুনিয়াছি ॥

সাধনের নও সাধ্যা তুমি, যোগের যোগাগম্যা শুনি, কেবল ভক্তি লভ্যা শুনি, তাও যে তোমার কৃপায় পায় বুঝেছি ॥

তবু করি ষড়যন্ত্র, কেন দেখাও তন্ত্র মন্ত্র, হৃদি তন্ত্রে তন্ত্রে আপনি জেগে, মা নাচলে মা আর কি বাঁচি ॥

মায়ের দুধে মায়ের কোলে, মায়ের মত হয় সে ছেলে, বাপ মায়ের শিক্ষা পেলে তবে, বাপকি বেটা হয় শুনেচি ॥

দয়াল তোর অপ্রাপ্ত বটে, তবু ডাক দেখি একবার নিকটে, তুই হেঁসে চাইলে জগৎ ভোলে, স্তব্ধ হয় যে সব শুনেছি ॥

---

বুঝবো এবার কেমন দয়া, মায়ের ছেলের প্রতি কত মায়া ॥

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি, ঘুম পাড়ালেই সদা খুসি, তাই আনন্দে আজ খেলে মিলে যোগমায়া আর মহামায়া ॥

এই ত কলির সন্ধ্যা হেথা, (মায়া) ঘুমে আমরা ন্যাঙ্‌টা ক্যাংটা, তাই না খেয়ে যে আত্মা পুরুষ, শুকিয়ে হল মা ক্ষুধায় সারা ॥

জ্ঞান বারিতে চোক মুছায়ে, দয়ালের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, তোমার সাধের কি প্রেম পরসাদ, খাওয়াবে না মা এমনি ধারা? ॥

---

দুর্গে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, শিব দেহিনি, মা শিব গেহিনি। শিব শিব ব'লে নাচে শিবানী, সাধু হৃদ্ বিলাসিনী ॥

ভব কোলে ভবতারিণী ভবানী, কৃষ্ণ কোলে লয়ে কৃষ্ণ জননী, চণ্ডী রূপে তুমি ব্রহ্মমোহিনী, গণেশ ব্রহ্ম জননী ॥

সপ্তমপদে রবি হন অস্তমিত, সপ্তসাগর পারে বিষ্ণু অবস্থিত, নবম কারণাব্ধি, দশম ব্যোমস্থিত, এ'ব বুঝলাম মা তোর সাধের আগমনী ॥

যে সপ্তমে ব্রহ্মতত্ত্ব অন্তর্হিত, সেখানেই তুমি স্বপ্রকাশিত, তা জানাতে সপ্তমীতে উদ্ভুত, (তাই) দশমীতে যাও ব্যোম বিলাসিনী ॥

তোর দয়ালের মা দুঃখ জননি, শিবপুরে কেবল থাকিস গো শিবানি, রাগদ্বেষ পূর্ণ ভবে তুমিই জানি, হিংসা শান্তিরূপিণী (কেন) মায়ামুগ্ধকারিণী ॥

---

মা! আমাদিগকে তুমি যে, শত্রু মিত্র ভাব ভুলিয়া সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি সংস্থাপন করিতে শিখাইলে, সেই শিক্ষা দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য আজ ভারতবাসী মাত্রকে সবিনয়, সহৃদয় আলিঙ্গন প্রদান করিলাম। অতএব দেখিও মা, তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আজ এই বিজয়াতে যে আলিঙ্গন দিলাম, সেই আলিঙ্গন আর যেন কোন কারণে আবার মায়া সমরাঙ্গনে শায়ী না হয়। আজ মা তোমাকে কি মন্ত্রেই বা প্রণাম করিব। তুমি না পুরুষ, না স্ত্রী, তুমিই সকল মন্ত্রময়ী, সকল বর্ণময়ী, আবার তুমিই সর্ব্ব মন্ত্রের ও সর্ব্ববর্ণের দুরারাধ্যা, অনির্ব্বচনীয়া, ভাবময়ী, অথচ প্রেমময়ী। তাই মা, এই শুভ বিজয়াতে তোমাকে ব্রহ্ম সংহিতাতে উক্ত মন্ত্রে অষ্টাঙ্গ ধুল্যবলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলি—

"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব।
যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং সোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে।"

---

# তাঁরে চেনা দায়।

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

তুমি তোমার ভাবে, তাঁহার কারণে ভেক্ ধরিয়া নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া যাও, তিনি আনন্দময় পুরুষ, তুমি প্রকৃত রূপে শুদ্ধ প্রকৃতি লাভ করিলে,তোমাতে মিশিয়া তিনি আনন্দ করিবেন। আনন্দই তাঁহার রূপ; তোমার রূপে সদা সেই আনন্দ-আভাস-রূপ আসিলে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিতে হা হা করিয়া বেড়াইতে হইবে না। নগর বর্ত্মে নাগরীরা নাগরের নয়ন পথে পড়িতে, যেমন সাজ সজ্জা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তুমি সাধক ঠিক তদ্রূপ, ভ্রষ্ট তপা মহাপাপী বোধে, সেই আনন্দ-নগর নাগরের নিমিত্ত নিষ্ঠা-বৃত্তি-কর্ম্ম-রীতিতে আপনাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া, এই বাহ্য ভোগ সুখ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রাখ, যথা কালে তাঁহার মনোনীত হইলে, তোমার মন সাধ মিটিয়া যাইবে। পরপুরুষরতা ভোগাকাঙ্ক্ষা-চঞ্চলা কামিনী যেমন কালে কুলটা হইয়া, বয়সে ভোগ-সুখের আনন্দময় জীবন হারাইয়া, হরিগত বৈষ্ণবী বেশে শেষ পথ অবলম্বন করে; তুমিও তেমনি এখন সেই অখণ্ড পুরুষের তেত্রিশ কোটী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া, সদা চঞ্চল এই ভোগ কাল জীবন তাঁহার আনন্দে অতি-বাহিত করিয়া, একনিষ্ঠ প্রেমে অন্তকালে সেই একেশ্বরে অনন্ত কালের জন্য মিলিয়া যাও। ধ্রুব জানিও তুমি আমি, ঐ যৌবন চঞ্চলা বারবনিতার ন্যায়, সেই শান্তি পূর্ণ স্বামী সংসার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, ইচ্ছা সুখে ইহ সংসারে অনন্ত কাল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। এ অবস্থায় কেমন করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ সংসারে পুনঃ প্রবেশের অধিকার পাই? এ দেহে সে বিদেহ পুরে যাইবার আশা নাই, তবে অনুতপ্ত প্রাণে সেই প্রাণেশের জন্য কাঁদিবার অধিকার আছে। এ অধিকারে আদর যত্ন আসিলে কালে সেই কালকর্ত্তা হৃদয় স্বামীর সাক্ষাৎ পাইলেও পাইতে পারি। এ সদা-বিষয়রত প্রাণে সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্ব বিধায়ে তাঁহাকে ভাবিতে না পারি, অধিকারানুরূপ সাময়িক সংস্কারে তাঁহাকে সময় মত স্মরণ করিলেও, সদ্গতির আশা আছে। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥"

অতএব প্রাণাধিক সাধকবৃন্দ, এস ভাই সরল প্রাণে ধীরে ধীরে, তাঁহাকে চিনিবার আশা না করিয়া, কেবল অনন্ত কণ্ঠে সেই অনন্ত দেবের নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার চেনা হইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হই। অনধিকারে উচ্চ-অধিকার-কার্য্য-পাগল হইয়া, উভয় কুল ভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা, অধিকার অনুরূপ কুলগত নাম রূপের সাধন করিয়া, এই অকূলে কূল প্রাপ্তি জন্য কাঁদাই আমাদের কর্ম্ম। কর্ম্মের গুণে, কর্ম্ম সংস্কার অভ্যাসে আসিয়া যাইবে। ভয় নাই, এস নির্ভয়ে সেই ভব-ভয়-হারী শ্রীহরির নাম করিয়া, পরম্পরের বদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত নিজ নিজ নাম চিরকালের জন্য ভুলিয়া যাই। হরি হরি শব্দের আনন্দ রোলই, হরি রূপ দর্শন। এখন আর আমাদের মাথা তুলিয়া, তাঁহার বিরাট রূপ দেখিবার আশা করিবার কাল নাই। কোন রূপে গুপ্ত ভাবে তাঁহার চেনা হইবার জন্য কাঁদিয়া যাওয়াই, এ জীবনের এক মাত্র কার্য্য। এ কার্য্যে প্রকৃত পক্ষে সিদ্ধি লাভের উপায়, অন্ধ বিশ্বাস বা গুরু বাক্যে একান্ত নিষ্ঠা। অন্ধ-বিশ্বাসী অন্ধজনের বন্ধু, স্বয়ং সৎপথ দেখাইয়া দিবেন। আমরা তাঁহার "সর্ব্বাচিন্" নামের গুণে, এই অর্ব্বাচীন কালে হরি হরি রবে সর্ব্বাচিন্ হওন সাধে বিসর্জ্জন দিয়া কারা-কার্য্য শেষ করিয়া যাইব। তিনি যাহা তাহাই থাকুন, আমরা যাহা তাহাই থাকিয়া, তাঁহার কর্ম্ম ক্ষেত্রের কর্ম্ম করিয়া যাইব। কর্ম্ম ছাড়িয়া কর্ম্ম দেহে অবস্থান অসম্ভব। আবার তাও বলি, আমাদের কর্ম্মের ভিতর, যখন আমরাই কিরূপে আছি জানিতে পারি না, তখন আমাদের এই কর্ম্মের কারণে, তিনি কিরূপে অবস্থান করিতেছেন জানিব কিরূপে? তাঁহার অবস্থিতিতে আমাদের অবস্থিতি, এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনুভূতি, আমাদের বুদ্ধির অতীত। কেন না তিনি

আমাদের "আমিতে" ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া, আমাদের "আমির" ধরা কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি শরীরাতীত, আত্মা। তিনি তাঁহার বিরাট ব্রহ্ম ভাবের অবস্থিতি বিষয়ে, আমাদের অবগতি জন্য তাঁহার প্রিয় সখা অর্জ্জুন মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥"

তবে তুমি আমি নরকের কীট, কেমন করিয়া আমাদের "আমির" ভিতর হইতে, আমাদের "আমিকে" পৃথক রূপে বাহির করিয়া লইয়া, তাঁহার সেই অধরা ধরা-ব্যাপ্ত "তিনিকে" চিনিয়া লই? তাই বলি, তাঁরে চেনা দায়!

আজ কালাচাঁদ অক্রুর রথারোহণে নন্দরাজ রাজ্য বাহে নিরানন্দ করিয়া মথুরায় উপস্থিত। আর তাঁর সে রাসরসিক ব্রজ রঙ্গ ভাব দেহে নাই। মরণ ভয় ভীত কংশ অন্তরের কৃষ্ণশক্রত্ব-দর্পহারী দামোদর বেশে, কংশ সম্মুখে প্রকাশিত। যাঁহার ধ্বংস চিন্তায় কংশ এতাবৎ কাল, পাগলের ন্যায় রাজ কার্য্য ভুলিয়া ঐকান্তিক প্রাণে সতত চিন্তিত ছিলেন, ধ্বংসাতীত সেই চিন্তামণি হস্তে, আজ সেই কংশের শাপ ভ্রষ্ট জীবদেহের শেষ ধ্বংস সমাধি। ভাগ্যবান্ বৈকুণ্ঠ দ্বারপাল জয়ের, আজ কাল-জয় কাল। সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ ধরিয়া, যাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া, অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া, আপনিই সর্ব্বেশ্বর হইয়া ছিলেন; আজ তাঁহারই কৃপায়, তাঁহার অহং সর্ব্বস্ব আত্মার শেষ অহংবোধ তাঁহাতে মিলিয়া গেল। তাঁহার প্রকাশে, আজ কংশের পুনঃ প্রকাশ পথ রোধ হইল। সত্যে যিনি "আমি ছাড়া হরি কে?" বলিয়া যাঁহার হস্তে হিরণ্যকশিপু দেহ হারাইয়া, ত্রেতায় রাবণ দেহে "আমি সর্ব্বস্ব সর্ব্বেশ্বর" ভাব পোষণ করিতে পারেন নাই; আজ দ্বাপরে সেই তিনি তাঁহার মরণ কর্ত্তার বিনাশ নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিয়া সিদ্ধমনোরথ হইবেন কিরূপে? মর মায়া-দেহে, চিদ্‌ঘন মায়া বিগ্রহের বিনাশ বিমুখ হইলেন বটে, কিন্তু সতত তাঁহার ভাবে ভাবিত থাকায়, আজ কংস মহারাজ মহাভাব প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্ব সেই কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। এ দেখা বিজ্ঞান বুদ্ধি সম্মত। বিজ্ঞান শাস্ত্রের দার্শনিক মহাত্মারা বলেন, ভাবে মনের সৃষ্টি। চিন্তার বিষয়ানুরূপ মনের স্বভাব আপনা আপনি গঠিত হইতে থাকে। চিন্তা মূলে যাহা থাকিবে, ভাব যোগে ইন্দ্রিয় মূলে তাহাই আসিবে। ভাব হইতেই মনে বিকার বা বিমুক্তি আসিয়া থাকে। ভাবুক ভাব যোগে ভাবে ডুবিয়া গেলে, ভাবের বেগে ভাবি জন্ম জীবন গতি মুক্তি বুঝিতে পারেন। তাই সাধক, ভাবের চক্ষে তাঁহার ভাবের ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া, সহস্র মুখে আপন মুক্তি কথা জগতে প্রকাশ করিয়া যান। সাধকের এ বিশ্বাস বাক্যে অশ্রদ্ধা করিবার শক্তি সাধারণের নাই। ইহা তর্ক যুক্তি অতীত, আপ্তবাক্য। ভগবানের নাম রূপ ভাবের অর্থ বোধ না থাকিলেও, ভক্ত তাঁহার নাম রূপে মগ্ন হইলে, তাঁহাতে তাহার লয় হইয়া যায়। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলেন—

"ওঁ আহস্য জানতো নাম চিদ্বিবক্তান্
মহস্তে, বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্ বিষ্ণো! আপনার নাম চৈতন্য স্বরূপ, আপনার ভাব প্রকাশক সেই নামে, যদি কোন ব্যক্তি, আপনার তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে না জানিয়া, ঈষৎ জ্ঞানে উচ্চারণাদি করে, তাহা হইলেও সেই সুমতিমান্, ক্রমে ভবদীয় বিদ্যায় বিদ্যাবান্ হইতে পারে। তবে প্রাণাধিক সাধক, তাঁহাকে এ কলিদুষ্ট সংসারে আসিয়া চিনিতে যাইবার আবশ্যকতা কি? তিনি আমাদের "চেনা-দায়ের" বিষয় হইয়া আমাদের আড়ালে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া আমাদের আক্ষেপের বিষয় কোথা? যে কোন রূপে বা যে কোন ভাবে তাঁহার নামে ব্রহ্মবোধ আসিলেই আমাদের ব্রহ্মগতি হইবেই হইবে। অথবা যদিই একান্ত সেই পতিতপাবন নামে ব্রহ্ম বিশ্বাস না আসে, এস, নাম করিয়া যাই, নামই নামীর কার্য্য করিয়া আমাদের যথাগতি প্রদান করিবে।

তার সাক্ষী এই কংসরাজের বিরূপ ভাবের বিষ্ণু স্মৃতি। কংসের কৃষ্ণস্মৃতি সম্পূর্ণরূপে তামসিক হইলেও কৃষ্ণ তাঁহার ভাবানুরূপ বাহ্য শত্রু হইয়া অন্তর মিত্রের কার্য্য করিতেছেন। কংস প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আহার নিদ্রা সাংসারিক সকল কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বাবস্থায় স্মরণ করিয়া তাঁহাকে না চিনিয়াও তাঁহার সান্নিধ্য লাভে অধিকারী হইলেন। যখন পূর্ণ রূপে কৃষ্ণ কথা প্রাণের বিষয় হইয়া গেল, কৃষ্ণ আসিয়া দেখা দিলেন। এতকালের দ্বেষ বুদ্ধি তাঁহার তিলেক আবির্ভাবে তিরোহিত হইল। তাই সকল শাস্ত্র একবাক্যে বলেন তৎসন্নিধান মাত্রেই সকল প্রকার বিরোধ ভাব সদ্ভাবে পরিণত হইয়া যায়। তাঁহাতে সকল আসুরিক শক্তি হরণ শক্তি আছে বলিয়াই তিনি "হরি" বলিয়া এ বিরাট বিশ্বে উক্ত। কংস শত্রু বুদ্ধিতে ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং ভগবান তাঁহাতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। যেমন অত্যুষ্ণ বস্তু শীতল জলে পড়িলে শীতল জল ঈষৎ উষ্ণ হইয়া সেই উষ্ণ বস্তুর উষ্ণত্ব নাশ করে, তদ্রূপ আজ কংসের দ্বেষভাবে ঈশ্বর চিন্তনে, দ্বেষহিংসা বিবর্জ্জিত কৃষ্ণ কথঞ্চিৎ পার্থিব দ্বেষ ভাব সমাশ্রয়ে, কংসের অনন্ত দ্বেষ বুদ্ধি হরণ করিয়া, তাঁহাকে চিরশান্তি প্রদান করিলেন। ভগবানকে অসদ্ভাবে আলোচনা করিলেও, তাহা সদ্ভাবে পরিণত হইয়া যায়। হরিনাম সাধনে, অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা অপেক্ষা করে না। নাম সাধনে ভক্ত সর্ব্বাবস্থায় দ্রবীভূত হইয়া যাইতে পারেন। এস্থলে কংস ভাগ্যে হরিদ্বেষে হরি চিন্তা সকল দোষ হরণ করিল। কৃপাময়ের এই কার্য্যে আমাদের ন্যায় অধম জীবের অনন্ত আশা আছে। আজ সম্পূর্ণ রূপে কংস তাঁহাকে না চিনিয়া, সেই চিন্ময় লোকে চলিয়া গেলেন। তাই বলি, তাঁহাকে চিনিবার জন্য, হঠযোগাদি কলিকাল নিষিদ্ধ কর্ম্ম পাগল হইয়া, এই দুর্লভ মানব জীবন বৃথা অতিবাহিত করিবার প্রয়োজন কি? সহজ শান্তি পথ পরিত্যাগী হইয়া, কঠিন বহু সাধন সাপেক্ষ শান্তি পথ অন্বেষণে অনন্ত জন্ম ধরিয়া ঘুরিব কেন? যুগোচিত জপ নিষ্ঠায়, জাগতিক সকল তাপ সহ্য করিয়া, আনন্দের সহিত সেই আনন্দ নগরে চলিয়া যাইব। আমাদের এ যুগের ক্রিয়া, জপ; জ্ঞান, এ কারা ক্লেশ সহন; ও ভক্তি, তাঁহাতে অন্ধবিশ্বাস। এই ত্রিপাদ পরিপূরিত কলিশাসন কালে, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ায় দৃঢ় অনুরাগ আসিলে, আর এ পাপ পুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইবে না। এ বিশ্বাস এ প্রাণে অভ্রান্ত ভাবে মায়ের কৃপায় আসিয়াছে বলিয়াই, মুক্ত কণ্ঠে দম্ভের সহিত গাই—

পরজ বাহার—কাওয়ালি।

আর কে পায় আমায়। প্রাণ দিয়াছি ও পায়, ভেবে নিরুপায়;
এখন রাখো আর মারো মা আমারি, রবো মুক্ত প্রায়॥
জেনেছি দৃঢ় জননী, তোমারই সন্তান আমি,
না হ'লে দিবা যামিনী, কেন মন তোরই দিকে ধায়॥
যত মার মারিছ শ্যামা, ততো জেগে উঠছে ভূমা,
মায়ের মারে নাই যাতনা, মারে মা বক্ত প্রাণ চায়॥
মা'র বড় মিঠে লেগেছে, মার খেয়ে এ প্রাণ গলেছে,
মায়ের মারে আদর আছে, মা পিছু চুমু খায়॥
তাই গো পিছু আদর পেতে, মার খেয়ে দেখ শোধ্ রাতে,
আছি জ্ঞানানন্দে মেতে, ওমা ভুলো না ভোলায়॥

আজ কংস দেহে কৃষ্ণ-অচেনা অন্তরে জয়, জয় লাভ করিল। ওদিকে দেবকী বসুদেবের বুকের পাথর নামিল। চিনিয়াও চিনিতে না পারিয়া, যাঁহার প্রাণ রক্ষার্থ বুকে করিয়া, কর্ম্ম ফল বদ্ধ সংস্কারে ব্রজে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, আজ যথা কালে সেই প্রাণ গোপাল কৃপায়, মায়া-কংস-কারা-মোহ-শিকল ছিঁড়িল। তাঁহার লীলা কে বোঝে? কাহাকে কোন্ ভাবে কতকাল অন্ধ রাখিয়া, কিরূপে মুক্তি দেন সেই মুক্তি পতি সাধন বিনা, এ সংসারে এ তত্ত্বদ্বার কে উদ্‌ঘাটন করিবে? তাই বলি, তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার লীলা, সমধিক জটিল ও দুরবগাহ। বিশ্বাসে হরি হরি বলিয়া, এ কারা জীবন অতিবাহিত করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এ জড় দেহে জড় যন্ত্র বোধই এ যুগের যোগ সাধন। আজ বসুদেব দেবকী, নন্দ যশোদা, গোপবালক সহ গোপিকা বৃন্দ, এমন্ কি আধ কৃষ্ণ অঙ্গ রাধাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা

কার্য্যের তিল মাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না। তবে তোমার আমার এ অন্ধ কালে, অন্ধ প্রায় অবস্থিতি ভিন্ন, কি সদুপায় হইতে পারে? কি উপায়ে, কি জ্ঞানে সেই অচিন্ত্য চিন্তামনি চিনিয়া লইব? তিনি যাঁহাকে চিনিতে দিয়াছেন, তিনিই ধন্য। আমরা অনন্য অন্তরে, তিনি ধন্য! তিনি ধন্য! বলিয়া, চিরকাল ভাবিব, তাঁরে চেনা দায়।

ক্রমশঃ।

## শ্রীমৎ শিবপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

চাতুর্ম্মাস্য উপলক্ষে এই মহাত্মা কিছুদিবস হইতে কাশীধামে অসির নিকট বদরী দাসের বাগানে অবস্থিতি করিতেছেন। এরূপ সাধননিষ্ঠ লোক সমাজের মধ্যে কদাচিৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সপ্তাহের মধ্যে একদিন প্রতি সোমবারে দিবা ৪ ঘটিকা হইতে ৫॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মাত্র দেড় ঘণ্টা কাল সমাগত ধর্ম্ম পিপাসু গণকে সদুপদেশ প্রদান করেন। শীর্ণ কায়, তেজস্বী, সদানন্দ পুরুষ। সপ্তাহে এক দিন মাত্র কতিপয় মুষ্টি চনক ও কিঞ্চিৎ গুড় ভোজন করিয়া চল্লিশ প্রহর পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণ পাঁচদিন একাসনে ধ্যানপরায়ণ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন। মুখে প্রায়ই বলেন "শঙ্কর শিব হরি॥ শিব গুরু—শিব সাম্ব—শিব সাম্ব—হর সাম্ব—হর সাম্ব—হর॥ হরি হর কহো, সাম্ব শিব কহো, মগন হো রহো, আপনে আপনে কামমে হোঁসিয়ার হোকে রহো" ইত্যাদি। অতি মধুর ভাষী। সুন্দর যোগী পুরুষ। শুনিলাম উৎকল দেশে শ্রীক্ষেত্রে ইহাঁর জন্মভূমি।

## নৈমিষারণ্য।

ভারতের আর সে দিন নাই। সে চতুরাশ্রমও নাই, সে চতুর্ব্বর্ণও নাই। থাকিলেও অতি প্রচ্ছন্ন ভাবেই আছে। যখন জীবন পথ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের চতুর্বিভাগে বিভক্ত ছিল, তখনই তৃতীয় বিভাগের তপোনুষ্ঠানের জন্য তপোভূমি নৈমিষারণ্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গোমতী তীরে এই বিস্তীর্ণ বন্ধুর আম্রকানন পূর্ণ ক্ষেত্রে কঠোর ব্রহ্মচারী ঋষি মহর্ষিগণ একত্রিত হইয়া ভারতের শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ অনেক শাস্ত্র গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পুরাণ পাঠকের নিকট ইহার নাম বিশেষ পরিচিত। কিন্তু অনেকে হয় ত ইহা কোন্ স্থানে তাহা জানেন না। বর্ত্তমানে নৈমিষারণ্য "নিমশারণ," বা "নিমখার" আখ্যা ধারণ করিয়াছে। ইহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সীতাপুর জেলায় অবস্থিত।

প্রতিবৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে এখানে একটী বড় মেলা হইয়া থাকে। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়। বৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও ৮৪ ক্রোশ "পরিক্রমা" হইয়া থাকে। নিম "নিমখারে" চক্র তীর্থ, ব্যাস গদি, পুরাণবক্তা সূতের মন্দির, পাণ্ডব গড়, ললিতা দেবীর মন্দির প্রভৃতি অতীতের সাক্ষী স্বরূপ অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। এখান হইতে চারিক্রোশ দূরে দধীচি মুনির স্থান "মিশরিথ" বা মিশ্রতীর্থ। "হত্যাহরণ" আর একটী তীর্থ। পূর্ব্বে এইসকল স্থান অতি দুর্গম ছিল। এখন অপেক্ষাকৃত বিশেষ সুগম হইয়াছে। নৈমিষারণ্যে আসিবার তিনটী পথ আছে। (১) আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের শাণ্ডিলা ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়িতে হত্যাহরণ হইয়া ১৩।১৪ ক্রোশ কাঁচা বাঁধা রাস্তা; (২) ঐ লাইনের বালামৌ ষ্টেশন হইতে একা করিয়া ৮ ক্রোশ ভাল পাকা রাস্তা; (৩) রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওয়ের সীতাপুর হইতে ডুলি করিয়া দশ ক্রোশ কাঁচা বাঁধা রাস্তা। রেল রাস্তার ধারে নহে বলিয়া এখানে বাঙ্গালী যাত্রী অতি অল্পই গিয়া থাকেন। অন্যান্য তীর্থ স্থানের ন্যায় এখানে পাণ্ডার অত্যাচার নাই।

## সমালোচনা।

**মানস কুসুম**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ কবিতার সমষ্টি, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব বি, এ, সি, আই, কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। স্থানে স্থানে সৌরভ ও সুষমা উভয়ই বেশ খুলিয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই গ্রন্থকারের পবিত্র সরস হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি।

**তুকারাম** শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতিকালে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অন্যান্য অনেক সাধুর জীবনীর সহিত সাধক চূড়ামণি তুকারামেরও অনেক কথা ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুকারামের জীবন কথা ধারাবাহিক রূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। শূদ্র দেহেও এই মহাত্মা বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির যে প্রভাব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তের জানিবার বিষয়।

**জ্ঞানানন্দগীত তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ।** সাধনে রস পাইলে যাহা হইয়া থাকে এই গীতি গ্রন্থদ্বয় তাহারই নিদর্শন। সাধক মনোরঞ্জন অনেক কথাই ইহাতে সঙ্গীতাকারে প্রকটিত হইয়াছে। অনেক গান উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল, স্থানাভাবে পারিলাম না। একটী দিলাম, যথা—

বাউল সুর—ঠুংরী।

যে কোনো নাম ধ'রে, নির্ম্মল অন্তরে। ডাক মন প্রাণ ভোরে, পাইবে প্রাণেশ্বরে॥ সকলই তাঁহার নাম, তিনি যে "সর্ব্ব-নাম", তাঁর নামে সবার নাম, এ নাম-রূপ সংসারে॥ নামে যে হয় পাগল, তার নামে বাজে ঢোল, ঘটে না গণ্ডগোল, পায় ঘাটা কড়ী ভরে॥ ধারে না কারুর ধার, যে নাম করে সার, ফুরোয় না ভাঁড়ার তার, দু হাতে দান ক'রে॥ নামে ঠিক পেলে গ'লে, থাকে না কেহ কূলে, সবাই এ অকূলে, কূল পায় তারে ধ'রে॥ নাম রূপের গোল ক'রে, কেন যাও গোলে প'ড়ে নামের পাগল ধ'রে, লও পথ চিনে ক'রে॥ হ'লে প্রাণ নিষ্কাম, পাবে না ক'রে কাম, সে পুরী নিগ্রাম, বিরজা পার পারে॥ প্রেম নাম চীনার খোল, জ্ঞানানন্দের গেছে গোল, তাই ওঠে তার খাঁটি বোল, বিশুদ্ধ চক্র ধ'রে॥

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।


# ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"।

২১শ ভাগ। ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। | " এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥ " | শকাব্দা ১৮২০। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস।


## যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

### অশৌচপ্রকরণং

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

রমণী রজস্বলাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে কুম্ভপূর্ণ সলিল এবং পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া দাহ করিবে। রজনীকে তিন সমভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রথম দুই অংশে রজোদর্শন বা প্রাণ বিয়োগ হইলে পূর্ব্ব দিবস হইতে গণনা কর্ত্তব্য এবং শেষাংশে হইলে পরদিবস হইতে গণনা আরম্ভ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কশ্যপ ঋষি বলিয়াছেন—

রাত্রিং কুর্য্যাৎত্রিভাগাং তু দ্বৌ ভাগৌ পূর্ব্ব এব তু।
উত্তরাংশঃ প্রভাতেন যুজ্যতে ঋতুসূতকে॥

সাগ্নিক বিপ্রগণ মৃত আত্মীয়ের মৃত্যু তিথি শেষে অশৌচান্ত হইবেন।

হতানাং নৃপগোবিপ্রৈরন্বক্ষং চাত্মঘাতিনাং।

নরপতি, শৃঙ্গী দংষ্ট্রী প্রভৃতি পশুকুল অথবা বিপ্র-কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিদিগের এবং যাহারা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মহত্যা করে তাহাদিগের আত্মীয় গণের সদ্য অবগাহনেই অশৌচমুক্তি হয়। এ বিষয়ে বৃহৎ মনুসংহিতার ৫ অঃ ৯৫ শ্লোকে লিখিত আছে—

উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্ম্মহতস্য চ।
সদ্যঃ সংতিষ্ঠতে যজ্ঞস্তথা শৌচমিতি স্থিতিঃ॥

প্রোষিতে কালশেষঃ স্যাৎপূর্ণে দত্ত্বোদকং শুচিঃ॥২১॥

প্রবাসী ব্যক্তি প্রথম দিবসেই যদি অশৌচের সংবাদ না পান, তাহা হইলে তাহা শ্রবণানন্তর অশৌচের দশমাদি দিবসেই শুচি হইবেন। অশৌচ কাল পূর্ণ হইলে যদি সংবাদ পান তাহা হইলে শ্রবণ মাত্র স্নান ও প্রেতোদক প্রদান করিলেই অশৌচান্ত হইবেন। যথা মনু ৫ অঃ ৭৭ শ্লোক—

নির্দশং জ্ঞাতি মরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য শুদ্ধো ভবতি মানবঃ॥

এই শ্লোকটীর পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—

প্রোষিতে কাল শেষঃ স্যাদশেষে ত্র্যহ এব তু।
সর্ব্বেষাং বৎসরে পূর্ণে প্রেতে দত্ত্বোদকং শুচিঃ॥

অর্থাৎ প্রবাসী ব্যক্তি দশাহাদির মধ্যে শ্রবণ করিলে অবশিষ্ট কাল অশৌচ ভোগ করিবেন এবং তাহার পরে অশৌচ অবগত হইলে ত্রিরাত্রি মাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পূর্ণ সম্বৎসরান্তে শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই স্নান পূর্ব্বক প্রেতোদক প্রদানানন্তর অশৌচ মুক্ত হইবেন। এ নিয়ম কিন্তু পিতা মাতার পক্ষে প্রযোজ্য নহে। পিতা মাতার মৃত্যু হইলে পুত্র দূরস্থ হইলেও সম্বৎসরান্তেও শ্রবণ কাল হইতে পূর্ণ কাল অশৌচ ভোগ করিবেন, কেবল মাত্র স্নানান্তেই শুদ্ধ হইবেন না। বিমাতার মৃত্যু সংবাদ বৎসরান্তে অবগত হইলেও তিন দিন অশৌচ হয়। দেশান্তরে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ

পূর্ণাশৌচ কালের পরে শ্রুত হইলে সপিণ্ডগণের সদ্য শৌচ হয়। নিম্নে বৃহস্পতি অনুমোদিত দেশান্তর লক্ষণ উদ্ধৃত হইল।

মহানদ্যন্তরং যত্র গিরির্বা ব্যবধায়কঃ
বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে তদ্দেশান্তরমুচ্যতে।
দেশান্তরং বদন্ত্যেকে ষষ্টিযোজনমায়তম
চত্বারিংশদ্বদন্ত্যন্যে ত্রিংশদন্যে তথৈব চ॥

দন্তোদ্গম কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বে সদ্য অশৌচ মুক্তি হইয়া থাকে। যথা "আদন্তজন্মনঃ সদ্যঃ"।

ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈবতু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥ ২২॥

ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ এবং শূদ্রের ত্রিংশদ্দিবস অশৌচ ভোগ করিতে হয়। পরন্তু দেবদ্বিজ সেবারত পাকযজ্ঞ পরায়ণ শূদ্র গণ এক পক্ষ কাল অন্তে অশৌচ মুক্ত হইয়া থাকেন।

ক্ষত্রিয়স্তু দশাহেন স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
তথৈব দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ পরাশরঃ

প্রতিলোমাচারিগণের অশৌচ নাই। কারণ তাহারা ধর্ম্মহীন। কেবল মৃত্যু এবং প্রসবান্তে মলমূত্র পরিত্যাগের ন্যায় অশৌচ ত্যাগ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

---

## ফলিতজ্যোতিষ।

যে কাল চক্রে গ্রহগণ ঘুরিতে ঘুরিতে জগতের সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিতেছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার নামান্তর "রাশিচক্র"। চক্রের আদি অন্ত না থাকিলেও নভোমণ্ডলস্থ কোন এক অচল নক্ষত্র * দ্বারা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দ্বাদশ ভাগ করিলে, প্রতি দ্বাদশাংশের নাম রাশি। রাশি চক্রকে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগের নাম অংশ। শূন্য মধ্যে প্রতিদ্বাদশাংশগত পরিদৃশ্যমান নক্ষত্র পুঞ্জের পঞ্জরবৎ সাদৃশ্যানুসারে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও মীন, এই দ্বাদশ নামাঙ্কুকরণ হইয়াছে। রাশি চক্র অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে অভিব্যাপ্ত বশতঃ ইহার আর একটী নাম "নক্ষত্র চক্র" †। সমানাংশে প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থানাধিকার বশতঃ একতৃতীয়াংশাধিক ত্রয়োদশাংশ ১৩ $\frac{1}{3}$ এক এক নক্ষত্রের স্থান, কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ক্রমবশে অবধারিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত গ্রন্থে ভঙ্গীক্রমে অথবা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর দৈনিক স্বীয় অবয়বের আবর্ত্তনে এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় মধ্যে দ্বাদশরাশি ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়। যখন যে রাশি পূর্ব্বদিকে উদিত থাকে, তাহাকেই উদয় লগ্নে ‡ অভিহিত করা যায়। এবং সেই সময় পশ্চিম দিকে যে রাশি উদিত থাকে তাহাকে অস্ত লগ্নে অভিহিত করা যায়। তৎকালে মস্তকোপরি যে রাশি উদিত থাকে তাহাকে দশমলগ্ন কহে। এই স্থানে জন্ম কালে যে ২ গ্রহ থাকে, তাহারা মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্য দেবের ন্যায় খরতর শক্তি সঞ্চালন আজীবন করিয়া থাকে। এই স্থানের নাম কর্ম্ম স্থান; ইহার দ্বারা মানবের বিশিষ্ট রূপ উন্নতি ও অবনতির নিরূপণ হইয়া থাকে। উক্ত তিন লগ্নই দৃশ্য। তৎ সময়ে স্বীয় পদতলে অর্থাৎ পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত এক কল্পিত রেখিকা দ্বারা ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া রাশি চক্র পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থলে যে রাশি উদিত থাকে তাহাকে চতুর্থ লগ্ন কহে; কিন্তু ইহার আর একটী নাম পাতাল লগ্ন। সর্ব্বদা ভূপৃষ্ঠবাসীর পক্ষে উপরিস্থ চক্রার্দ্ধ ১৮০ অংশ দৃশ্য এবং অপর চক্রার্দ্ধ ১৮০ অংশ অদৃশ্য অর্থাৎ পদ-

---

* অশ্বিনী নক্ষত্রের অত্যল্পগতি প্রযুক্ত উহাকে অচল নক্ষত্র কহে।

† "পুনর্দ্বাদশধাত্মানং বিভজ্য রাশিসংজ্ঞকং।
নক্ষত্ররূপিণং ভূয়ঃ সপ্তবিংশাত্মকং বশী॥ সূর্য্যসিদ্ধান্তে॥"

‡ "যত্র লগ্নমপমণ্ডলং কুজে তদ্‌গৃহাদ্যমিহলগ্নমুচ্যতে।
প্রাগ্বিপশ্চিম কুজেহস্তলগ্নকং মধ্যলগ্নমিতি দক্ষিণোত্তরে॥ সিদ্ধান্তে"

তলস্থ। অতএব চতুর্থ লগ্নও অদৃশ্য। এই লগ্ন চতুষ্ক দ্বারা রাশি চক্রকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইল। প্রতি চতুর্থ ভাগ তিন ভাগে বিভক্ত হইলে, রাশি চক্র দ্বাদশ ভাগে প্রকারান্তরে পুনরপি বিভক্ত হইল। এই দ্বাদশ ভাগস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির সন্নিবেশ দর্শনে মানব জীবন বিশদ্‌ভাবে পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

মানব গণের জন্মকালীন পূর্ব্ব দিকে উদিত লগ্নাবলম্বনে ক্রমশঃ দ্বাদশ ভাগের ফলানুসূচক নামানুকরণ হইয়াছে। যথা; তনু, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, পত্নী, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় এবং ব্যয়স্থল। এই প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ ত্রিংশদংশের কিছু ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। উক্ত বিভাগ প্রায়ঃ রাশিদ্বয়ের সংমিশ্রণে সংঘটিত হয়। প্রথম তনুনামিত বিভাগের পরার্দ্ধ, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, রিপু ও সপ্তম পত্নী বিভাগের প্রথমার্দ্ধ চক্রার্দ্ধতুল্য অর্থাৎ ১৮০ অংশ; ইহাই জন্ম সময়ে অদৃশ্য থাকে। পত্নী বিভাগের পরার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বোদিত লগ্নের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত অপর চক্রার্দ্ধ দৃশ্য ¶। এই রূপ দ্বাদশ বিভাগস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থানানুসারে বিভিন্ন ভাবে গ্রহ শক্তির কার্য্য সম্পাদন হয়। পৃথিবী হইতে গ্রহ নক্ষত্রের দূরতা সকল সময়ে সমান না থাকায়, শক্তিগত কার্য্যের সমভাব সংরক্ষিত হয় না। কথিত মেষ, বৃষাদি রাশির দূরতাও পৃথিবী হইতে এক রূপ নহে এবং বিভিন্ন নক্ষত্রাত্মক সকল রাশির শক্তিগত কার্য্যও এক প্রকার হইতে পারে না। বিশেষতঃ জাতি, ক্ষেত্র ও দেশ ভেদ সহকারে গ্রহ শক্তির কার্য্য ন্যায়ানুগত ভাবে সম্পাদিত হয়। এই সকল বিজ্ঞানানুমোদিত প্রচ্ছন্ন বিষয় "ফলিত জ্যোতিষ" শাস্ত্রের ভিত্তি হইলে, একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুশীলনেই শাস্ত্র মহিমা সম্যক্ প্রকারে পুনঃ সম্বর্দ্ধিত ও প্রচারিত হওয়া সম্ভব।

পৃথিবীর নিকটস্থ গ্রহ বলিয়া, চান্দ্র শক্তি সমধিক পরিমাণে মানব দেহে সঞ্চালিত হয়। জন্ম কালে মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে যে কোন রাশিতে এবং অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে চন্দ্র গ্রহের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে জন্ম রাশি ও জন্ম নক্ষত্র কহে। মেষাদি দ্বাদশ রাশি সম্ভূত ও অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সম্ভূত মানব গণের প্রকৃতি গত কার্য্যের ভেদ সন্দর্শনে, তদ্গত ভূয়োধর্ম্মসূচক সংজ্ঞায় মেষাদি দ্বাদশ রাশি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র দেব, নর ও রাক্ষস গণে * বিভক্ত হইয়াছে। জন্ম কালীন চন্দ্রাশ্রিত নক্ষত্রানুসারে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের জাতি নির্ণয়মুখে নিত্যবিরোধিতার পরিচয় দিয়া, গ্রহ গণের পরস্পর মিত্র, শত্রু, সম রূপে সাম্য বৈষম্য ও সংমিশ্র শক্তি সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। জন্ম কালীন রাশি, লগ্ন, বর্ণ, গণ ও জাত্যাদি গত ভূয়োধর্ম্মত্ব প্রকৃতিগত কার্য্যে ও চিত্তবৃত্তিতে সম্যক্ প্রকারে পরিস্ফুট হয়। আর্য্য মহর্ষিগণ বিজ্ঞান বুদ্ধির কৌশলে প্রকৃতিগত কার্য্যের বা চিত্ত বৃত্তির বিরুদ্ধ ভাব পরিহারকেই অক্ষুণ্ণ দাম্পত্য প্রণয়ের অন্যতম কারণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভঙ্গী ক্রমে যোটক গণনা বলিয়া ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

লগ্ন, রাশি এবং নক্ষত্রাদির একতায় প্রসিদ্ধ যোটক গণনা অর্থাৎ রাজ যোটক হয় †। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, জন্ম কালীন লগ্ন আত্মার স্বরূপ—প্রকৃতিগত সর্ব্বকার্য্যের সূচক, এবং চন্দ্র মনঃ স্বরূপ অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তির কর্তৃত্ব সূচক। স্বভাব ও চিত্তবৃত্তির বৈষম্যে দাম্পত্য প্রণয় অক্ষুণ্ণ ভাবে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, মহর্ষি-

¶ "যোহভ্যুদেতি সমরেন যেন তৎ সপ্তমোঽস্তমুপযাতি তেনচ।
রাশিরর্দ্ধ মপমণ্ডলং কুজাদর্দ্ধমেব সততং যতঃ স্থিতং॥ সিদ্ধান্তশিঃ"

* "কণ্যাস্তেমুনিভির্যথাক্রমবশাদ্দেবানরা রাক্ষসাঃ॥ মুক্তাবলী॥"

† "একর্ষাচ যদা কন্যা রাশ্যেকাচ যদা ভবেৎ।
ধনপুত্রবতী নারী ভর্ত্তাচ চিরজীবকঃ॥ ইতি॥"
"দম্পত্যোরেক লগ্নক্ষেত্র দোষো গণবর্ণয়োঃ।
রাশিতারাবিরোধশ্চ ননাড়ী দূষণং ভবেৎ॥ জ্যোতিঃ সাঃ॥"

গণ সমাজ গ্রন্থি দৃঢ় রাখিবার জন্য পুত্র কন্যার বিবাহ কালে জন্ম সময়ানুমত গ্রহ নক্ষত্রাদির সন্নিবেশ দর্শনে, স্বভাব ও চিত্ত বৃত্তির বৈষম্য দোষ পরিহার করিবার উপায় ফলিতজ্যোতিষ শাস্ত্রে স্থির করিয়াছেন। স্তরে ২ সাম্য গুণের উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব দেখাইয়া, অনুশাসন মুখে, অরিষড়ষ্টক, বিষম সপ্তম, অরিদ্বিদ্বাদশ, নররাক্ষস, বর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব ও নিত্য বিরোধিতা প্রভৃতি বর্জ্জনীয় স্তর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বর্জ্জনীয় স্তরে কদাচিৎ বিবাহ হইলে, প্রায়ঃ দাম্পত্য প্রণয়ের বিঘ্ন সংঘটিত হইতে দেখা যায়। বর্জ্জনীয় স্তরে বিবাহ সংঘটিত হইলে, সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিগণ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনুশাসন মুখে সতর্ক করিতে কৃপণতা করেন নাই। যে ক্ষেত্রে আসঙ্গলিপ্সা সহকারে দুর্ব্বল চিত্তবৃত্তির বৈষম্য দোষ সাম্যে পরিণত হইতে দেখা যায়, সেই স্থলে প্রায়শ্চিত্ত রূপ সতর্কতায় ঔষধবৎ উপকার দর্শিয়া থাকে। য়ুরোপের সভ্য সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে দাম্পত্য প্রণয় পরীক্ষা যে নিয়মে পরিগৃহীত হয়, নব্য-ভারত বিজাতীয় শিক্ষা সংমিশ্রণেও সামাজিক এবং পারিবারিক সমূহ অমঙ্গল বোধে, তাহার অনুকরণ না করিয়া, পুত্র কন্যার জন্ম কালীন রাশি নক্ষত্রাদির মিলন অনুসারে বিবাহ দেওয়ায়, অদ্যাপি আর্য্য-পবিত্রকুলগৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে সংরক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বাদীরা বলিয়া থাকেন প্রতি সেকেণ্ডে ৬০ এর অধিক মনুষ্য এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বা অর্জ্জুন যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় অপর কেহ কি জন্ম গ্রহণ করে নাই? অল্পদর্শী বিরুদ্ধবাদীরা যদি জানিত যে, কার্য্য কারণের অনন্ত শ্রেণী পরম্পরায় গ্রন্থি বদ্ধ হইলে পর যে কোন একটী কার্য্যোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা নিঃশঙ্ক চিত্তে এরূপ কথা বলিতে পারিত না। বিজাতীয় রুচিভেদ সহকারে কেবল বিজাতীয় শিক্ষার বিকৃত মস্তিষ্কের মুখেই এই প্রকার কথা অধিক শুনা যায়। ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের কার্য্য কারণের অনন্ত শ্রেণী পরম্পরায় গ্রন্থি বন্ধের সর্ব্বাঙ্গীন একতা যে কি অসম্ভব, তাহা জানিতে পারিলে, বিরুদ্ধবাদীর উক্ত সন্দেহ অতএব দূরীভূত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসের বদ্ধমূল অঙ্কুর নিত্য ২ সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে দেখিতে পাই।

## পুরুষার্থ।

পুরুষের ইচ্ছার বিষয়ই পুরুষার্থ। ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীব দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি রূপ ফল ও তৎসাধন-ভূত যাহা কিছু তাহারই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং পুরুষার্থ বলিলে এই উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে। এতন্মধ্যে যাহা ফল রূপ তাহা পরম পুরুষার্থ এবং যাহা সাধন রূপ তাহা অবান্তর পুরুষার্থ। এই প্রকারে বিচার করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ চারিটী পুরুষার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও অর্থ দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির সাধন বলিয়া অবান্তর পুরুষার্থ, এবং কাম ও মোক্ষ দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি স্বরূপ বলিয়া পরম পুরুষার্থ। এই ধর্ম্মাদিও এক প্রকার নহে।

(১) পরম ও অপরম ভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানের হেতু যে নিষ্কাম পুণ্য তাহাই পরম ধর্ম্ম। এবং স্বর্গাদি সংসারের হেতু যে সকাম পুণ্য তাহা অপরম ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। (২) এই রূপ অর্থও দুই প্রকার—যথা, ধর্ম্ম-হেতু অর্থ ও কাম বা ভোগ-হেতু অর্থ। তন্মধ্যে ধর্ম্ম হেতু অর্থ পুনরায় সকাম-ধর্ম্ম-হেতু ও নিষ্কাম-ধর্ম্ম হেতু-ভেদে দ্বিবিধ। সকাম-ধর্ম্ম-হেতু অর্থকে সংসারের হেতু এবং নিষ্কাম-ধর্ম্ম-হেতু অর্থকে মোক্ষের হেতুও বলা যায়। কাম-হেতু অর্থও ঐহিক-কাম-হেতু ও আমুষ্মিক-কাম-হেতু ভেদে দুই প্রকার। ইহলৌকিক বিষয় সুখের সাধনভূত যে স্ত্রী পুত্র ধনাদি রূপ ভোগ্য পদার্থ তাহাকেই ঐহিক-কাম-হেতু অর্থ কহে। এবং স্বর্গাদি সুখের সাধন স্বরূপ

অপ্সরা অমৃতপানাদি ভোগ্য পদার্থের নাম আমুষ্মিক-কাম-হেতু অর্থ। ইহার মধ্যে ঐহিক-কাম-হেতু অর্থও বিহিত-কাম-হেতু ও প্রতিষিদ্ধ-কাম-হেতু ভেদে দুই প্রকার। (৩) এতদ্রূপ কামও ঐহিক ও আমুষ্মিক ভেদে দুই প্রকার। এই লোক সম্বন্ধীয় সুখ ভোগকে ঐহিক কাম, এবং পরলোক সম্বন্ধীয় সুখ ভোগকে আমুষ্মিক কাম কহে। এই শেষোক্তটী পারলৌকিক কাম এবং কাহারও কাহারও মতে (যথা মীমাংসকাদি) মোক্ষ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ঐহিক-কাম ইন্দ্রিয় প্রীতিকর ও দেহ-জীবন-হেতু ভেদে দুই প্রকার। ইহার প্রথমটী নিষিদ্ধ হওয়ায় নরকাদির হেতু এবং দ্বিতীয়টী পরম্পরা সম্বন্ধে মোক্ষাদির হেতু হইয়া থাকে। (৪) মোক্ষও দুঃখনিবৃত্তি, সুখপ্রাপ্তি, এবং দুঃখনিবৃত্তি-ও-সুখপ্রাপ্তি এই উভয় রূপ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দুঃখনিবৃত্তি রূপ মোক্ষ সাংখ্য মতে ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি এবং নৈয়ায়িক মতে একবিংশতি প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি ইত্যাদি ভেদে অনেক প্রকার। উপাসকগণ সুখপ্রাপ্তি রূপ মোক্ষই মানিয়া থাকেন, এবং তাহা সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি (সমানৈশ্বর্য্য) ভেদে চতুর্ব্বিধ। অপর অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অনুমত দুঃখনিবৃত্তি-ও-সুখপ্রাপ্তি এই উভয় রূপ মোক্ষও (যাহাকে কৈবল্যমুক্তিও বলিয়া থাকে) জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি ভেদে দুই প্রকার।

এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে যিনি অর্থ ও কামকে প্রারব্ধের হস্তে সমর্পণ করিয়া ধর্ম্ম ও মোক্ষের নিমিত্ত পুরুষকারকেই মুখ্য করিয়া মানেন তিনিই চতুর পুরুষ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ধর্ম্ম ও অর্থ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির সাধন মাত্র ; কামও ক্ষণিক সুখ রূপ। এই জন্য ইহাদিগকে গৌণ পুরুষার্থ সুতরাং উপেক্ষণীয় বলা হইয়া থাকে। পরন্তু কৈবল্য মুক্তি আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও নিত্য নিরতিশয় সুখ প্রাপ্তি রূপ হওয়ায় তাহাই মুখ্য পুরুষার্থ ও অবশ্য সম্পাদনীয়। আত্মা নিত্য সুখ স্বরূপ, সুতরাং স্বতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ইহা সাধনা সাধ্য নহে। অনাদিকাল হইতে ইহা আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে। কোনও উপায় কৌশলে ইহাকে উৎপন্ন করা যায় না। জীব সাধনা দ্বারা কতক গুলি বাধা বিঘ্ন দূর করে মাত্র। পরমানন্দ স্বরূপ আত্মা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দুঃখ রূপ আবরণে আচ্ছাদিত। এই অজ্ঞানের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলাই সাধন ভজনের কার্য্য। এ আবরণ যেই ভাঙ্গিবে অমনি সকল দুঃখের নিবৃত্তি দ্বারা নিত্য সুখের আবির্ভাব হইবে।

তাই বলি হে জিজ্ঞাসো! অতীত ও বর্ত্তমান দুঃখ উপেক্ষা করিয়া অনাগত ভবিষ্যৎ দুঃখের নিবৃত্তির জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া আত্মজ্ঞান সাধন কর। বিবেক লগুড় দ্বারা অজ্ঞান আবরণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেল। কারণ বিবেকই অজ্ঞানের ঔষধ।

---

## সুখমণি।

(২)

দীন দরদ দুখ ভঞ্জন, ঘট ঘট নাথ অনাথ।
সরণ তুম্হারী আইয়ে নানককে প্রভু সাথ॥

হে অনাথের নাথ, জীবহৃদ্‌বিহারিন্ দীনদুঃখহারিন্ প্রভো, নানক তোমার শরণাগত হইয়া অবিরাম তোমার সঙ্গ লাভে কৃতার্থ হইয়াছে।

জাঁহা মাত পিত সুত মীত ন ভাই।
মন উঁহা নাম তেরে সঙ্গ সহাই॥
জাঁহা মহা ভইয়ান দূত জম দলে।
তাঁহা কেবল নাম সঙ্গ তেরে চলে॥
জাঁহা মুসকিল হোওয়ে অতি ভারী।
হরিকে নাম খন মাহি উধারী॥
অনিক পুনহ চরণ করত নহী তরে।
হরি কে নাম কোট পাপ পরহরে॥
গুরমুখ নাম জপহু মন মেরে।
নানক পাবহু সুখ ঘুনেরে॥ ১

হে মন, যেখানে মাতা পিতা, পুত্র মিত্র, ভাই বন্ধু কাহারও সহায়তা পাইবে না, সেখানে নামই তোমার সঙ্গের সহায় হইবে জানিও। যখন এ সংসারের নিকট

চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া অতিভীষণ যমদূতগণের অধিকারে যাইয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিবে, তখন এই হরিনাম মাত্র তোমার সঙ্গে যাইবে ও ক্ষণ মধ্যে তোমায় সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবে। বহু পুণ্য আচরণ করিয়াও তুমি যে পাপ দূর করিতে সক্ষম হইবে না, তেমন কোটি পাপ হরিনামের গুণে পরিহার করিতে পারিবে। তাই নানক বলিতেছেন, মন আমার, গুরু অনুগত হইয়া ভগবানের নাম জপ কর, তুমি অক্ষয় সুখের অধিকারী হইবে।

সকল স্বষ্টি কো রাজা দুখীয়া।
হরি কা নাম জপত হোই সুখীয়া॥
লাখ করোরী বন্ধন পরে।
হরি কা নাম জপত নিস্তারে॥
অনিক মায়া রঙ্গ তিখন বুঝাওয়ে।
হরি কা নাম জপত অঘাওয়ে॥
জিহ মারগ ইহ জাত ইকেলা।
তহঁ হরি নাম সঙ্গ হোৎ সুহেলা॥
য়্যাসা নাম মন সদা ধিয়াইয়ে।
নানক গুরু মুখ পরম গতি পাইয়ে॥ ২

তাবৎ সৃষ্টির অধিপতি হইলেও দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার নাই; লক্ষপতি ক্রোরপতি হইলেও শরীর-বন্ধন উন্মোচন হয় না; মায়া বহু অবস্থার তরঙ্গে নাচাইয়া নাচাইয়া তীব্র ভাবে বিঘূর্ণিত করে। হে মন যদি সুখ লাভ করিতে চাও, যদি নিস্তার লাভের আশা থাকে, যদি মায়া ডুরি ছিন্ন করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে হরিনাম জপ কর। তোমায় অতি দুর্গম পথে একাকী যাইতে হইবে; সে পথে হরিনামই তোমার একমাত্র সহায় নিশ্চয় জানিও। তাই নানক বলিতেছেন, হে মন, এমন নাম তুমি গুরুর অনুগত হইয়া সদাই ধ্যান কর; পরম গতি লাভ করিবে।

ছুটত নহী কোট লাখ বাহী।
নাম জপত তাঁহা পার পরাহী॥
অনিক বিঘন জাঁহা আই সংঘারে।
হরি কা নাম তত কাল উধারে॥
অনিক জোনি জনমে মরি জাম।
নাম জপত পাওয়ে বিসরাম॥
হউ ময়ল। মলু কবহু ন ধোওয়ে।
হরি কা নাম কোট পাপ খোওয়ে॥
য়্যাসা নাম জপহু মন রঙ্গী।
নানক পাইয়ে সাধুকে সঙ্গী॥ ৩

কোটী যতন করিলেও অপরাধ ভঞ্জন হয় না, কিন্তু হরিনামে অপরাধী তরিয়া যায়। বহু বিঘ্ন একত্রিত হইলেও হরিনাম করিবা মাত্রই তাহা দূর হইয়া যায়। জীব জন্ম মৃত্যু মার্গে বহু যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া নাম জপ দ্বারাই বিশ্রাম লাভ করে। মনের মলিনতা দূর করিতে নাম ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। তাই নানক বলিতেছেন, হে বিবিধ-রঙ্গভঙ্গ-বিলাসী মন, তুমি হরিনাম জপ কর, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবে। ৩

জিহ মারগকে গিণে জাহি ন কোসা।
হরিকা নাম উহাঁ সঙ্গী তোসা॥
জিহ পৈড়ে মহা অন্ধ গুয়ারা।
হরি কা নাম সঙ্গ উজিয়ারা॥
জাঁহা পন্থি তেরা কো ন সিঞানু।
হরিকা নাম তেরা নাল পছানু॥
জাঁহা মহাভইয়ান তপতি বহু ঘাম।
তহঁ হরিকে নাম কী তুম উপরি ছাম॥
জাঁহা তৃখা মন তুঝু আকরখে।
তাঁহা নানক হরি হরি অম্মৃত বরখে॥ ৪

যে পথ কত ক্রোশ তাহা গণা যায় না, সেই সুদীর্ঘ পথের এক মাত্র সম্বল শ্রীহরির নাম। সে মহা-তমসাচ্ছন্ন পথে চলিতে হইলে হরিনামের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা গ্রহণ করিতে হয়। হরিনাম ছাড়া সে পথে পরিচিত আর কোনও পথিক পাওয়া যায় না। সেই দুর্গম পথে চলিতে চলিতে যখন মহাতাপে সন্তাপিত হইবে, দেখিবে হরিনামের শীতল ছায়া তোমার উপর পতিত হইয়াছে। যখন তৃষ্ণায় তুমি বড় কাতর হইবে, তখন, নানক বলিতেছেন, হে মন, তুমি হরি হরি স্মরণ করিও, অমৃতের ধারা বর্ষণ হইবে। ৪

ভগত জনা কী বরতন নাম।
সন্তজনাকে মন বিসরাম॥
হরি কা নাম দাসকী ওট।
হরি কে নামী উধরে জন কোট॥
হরি জস করত সন্ত দিনুরাতি।
হরি হরি অউখধ সাধ কমাতি॥
হরি জনকে হরি নাম নিধান।
পারব্রহ্মী জন কীনো দান॥
মন তন রঙ্গী রতে রঙ্গ একে।
নানক জনকে বিরতি বিবেকে॥ ৫

এই দুরত্যয়া মায়ার রাজ্যে ভগবানের নামই তাঁহার ভক্তগণের আশ্রয়; নামেই তাঁহাদের স্থিতি; তাঁহারা নাম-ব্রতধারী। আর ভগবৎ কৃপায় যাঁহাদের মায়া বন্ধন উন্মোচন হইয়াছে সেই আত্মারাম মহাপুরুষদিগের মন হরিনামের বিশ্রাম ভূমি। হরিনামই দুর্গমে ভগবৎ সেবকের দুর্গ প্রাচীর। যিনি সদ্‌গুরুর মুখ হইতে হরি-নাম লাভ করিয়াছেন, তিনি কোটী কোটী জনকে তরাইয়া দিতে পারেন। সন্তগণ দিন রাত্রি হরিগুণগানে মগ্ন থাকেন, কারণ দুরারোগ্য ভবরোগের ঔষধই হরিনাম। সাধুগণ এই ঔষধ সংগ্রহে ব্যস্ত। হরিভক্তের হরিনামই পরম নিধি। এই হরিনাম-সর্ব্বস্ব মহাত্মাই পরব্রহ্মের উপদেষ্টা। তিনি পরব্রহ্মকে দান করেন। নানক বলিতেছেন যে সৌভাগ্যবান্ পুরুষের অন্তঃকরণ বিবেক বৈরাগ্য দ্বারা বিধৌত হইয়াছে তাঁহারই তনু মন অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া অনুক্ষণ ভগবচ্চরণে সংলিপ্ত থাকে। ৫

হরিকা নাম জনকউ মুকতি জুকতি।
হরিকা নাম জনকউ তৃপতি ভুগতি॥
হরি কা নাম জনকউ রূপ রঙ্গ।
হরি কা নাম জপত কব পরে ন ভঙ্গ॥
হরি কা নাম জনকী বড়িয়াই।
হরি কা নাম জন শোভা পাই॥
হরি কা নাম জনকউ ভোগ জোগ।
হরি নাম জপত কছু নাহি বিয়োগ॥
জিন রাতী হরি নাম কী সেবা।
নানক পূজে হরি হরি দেবা॥ ৬

হরিনামই জীবের মুক্তি ভুক্তি ও তৃপ্তি লাভের উপায়। হরিনামই জীবকে সুরূপ সুন্দর ও মনোহর করিয়া তুলে; হরিনাম জপ করিলে কদাপি উদ্দেশ্য ভঙ্গ হয় না। হরিনাম মানবকে গৌরবান্বিত করে, এবং হরিনামই মানবের শোভা। মানবের যোগ ভোগ সকলই হরিনাম। হরিনাম জপ করিলে বিচ্ছেদ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যিনি হরিনামের সেবায় প্রীতি-যুক্ত, নানক বলিতেছেন, তিনিই হরি দেবের পূজা করিয়া থাকেন।

হরি হরি জনকে মাল খাজীনা।
হরি ধন জনকউ আপি প্রভু দীনা॥
হরি হরি জনকে ওট সতানী।
হরি প্রতাপি জন অউর ন জানী॥
ওত পোত জন হরি রস রাতে।
শূন্য সমাধি নাম রস মাতে॥
আট পহর জন হরি হরি জপে।
হরি কা ভগত পরগট নহী ছাপে॥
হরি কী ভগতি মুকতি বহু করে।
নানক জন সঙ্গী কেতে তরে॥ ৭

হরিনামই জীবের ধন দৌলৎ। এ ধন প্রভু স্বয়ং জীবকে দান করিয়াছেন। হরিভক্তের হরি নামের হুঙ্কারে দুষ্প্রবৃত্তি সয়তান তাঁহার হৃদয়ের সীমায়ও আসিতে পারে না। হরিনামের বলে বলীয়ান্ মানব জগতে আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। তিনি ওত-প্রোত ভাবে হরি রসে মগ্ন হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তন্ময়ত্ব লাভ করেন। যে হরিভক্ত অষ্ট প্রহর হরি হরি জপ করেন, তাঁহাকে কেহই লুকাইয়া রাখিতে পারে না, তিনি যে কোনও প্রকারে জগতে প্রকাশিত হইয়া পড়েন। হরিভক্তি ভক্তকে সকল প্রকার মুক্তিই প্রদান করিয়া থাকে, এবং নানক বলিতেছেন, তৎসঙ্গে কত লোককেও তরাইয়া দেয়।

পার জাত ইহ হরি কো নাম।
কাম ধেনু হরি হরি গুণ গাম ॥
সব সে উত্তম হরি কী কথা।
নাম সুনত দরদ দুখ লথা ॥
নাম কী মহিমা সন্ত হৃদ বসৈ।
সন্ত প্রতাপী দুরিত সভ নসে ॥
সন্ত কা সঙ্গ বড় ভাগী পাইয়ে।
সন্ত কী সেবা নাম ধিয়াইয়ে ॥
নাম তুলি কছু অউর ন হোই।
নানক গুরু মুখ নাম পাওয়ে জন কোই ॥৮

হে মানব, যখন তুমি ভবসাগর পার হইবে, তখন এই হরিনাম মাত্র তোমার সঙ্গে যাইবে, আর কিছুই যাইবে না। হরি সর্ব্বকামনার পূর্ত্তি স্বরূপ। তুমি হরি গুণ গাও। হরি কথা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। সদ্গুরু মুখে হরিনাম শুনিবামাত্রই সকল দুঃখ দূর হয়। নামের মহিমা সাধু হৃদয়েই প্রকাশিত, সাধুর প্রতাপে সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যাঁহার বড় ভাগ্য তিনিই সাধু-সঙ্গ লাভ করেন। হে মানব তুমি সাধু সেবা ও ভগবানের নাম চিন্তা কর। নামের তুল্য এ জগতে আর কিছুই নাই। নানক বলিতেছেন সদ্গুরু মুখ হইতে ভগবানের নাম কদাচিৎ কেহ পাইয়া থাকে।

## অভিষেচন কি আর্য্য সংস্কার ?

ভগবান্ বুদ্ধ দেবের অভিষেকই যে খৃষ্টীয় অভিষেচনের বিকাশস্থল, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপন্ন করিব।

ভারতীয় সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের মূল হইতে বহু শাখা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শনই ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। বেদান্তের মত এরিস্তটলের গ্রন্থে, বৈশেষিকের মত দিমক্রতসের গ্রন্থে, সাংখ্যের মত প্লেতো ও পিথাগোরসের দর্শনে প্রকটিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি নিওপ্লেতনিষ্ট মত। সেই নিওপ্লেতো সমাজ সুপ্রসিদ্ধ প্লেতো নামক দার্শনিকের শিষ্য সম্প্রদায়। প্লেতো পিথাগোরসের শিষ্য ছিলেন। পিথাগোরস্ ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মূল ভারতেই। সূর্য্যের উদয় হয় অন্ধকার বিনাশের জন্য, বুদ্ধের উদয় পৃথিবীর শান্তি বিস্তার হেতু। খ্রীষ্টের সেই ভাব, সেই রব, সেই অনুশাসন। প্রায় একই ধর্ম্মদণ্ড উভয়ের হস্তে বিভাত। বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় পৃথক ধর্ম্ম বলিয়া লোকে বিদিত আছে। বস্তুতঃ পুরাবৃত্ত এ সম্বন্ধে কি বলে দেখা উচিত; যে হেতু তাহাই ভবিষ্যতের আলোক। বৈদিক সময়ে আর্য্য সমাজে কি রূপ রীতি নীতি প্রচলিত ছিল, পুরাবৃত্ত দৃষ্টে তাহা অবগত হওয়া যায়। পৃথিবীর অপর পারস্থিত অধিবাসীরা আমাদেরই বিকৃত বংশধর তাহা তত্ত্ব দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুরাবৃত্তে দৃষ্ট হয়, খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধের অভিষেচন ব্যাপার প্রায় একরূপ ঘটনা। প্রথমে ভগবান, বুদ্ধের অভিষেক তত্ত্ব পাঠকের সমীপস্থ করি।

গভীরা যামিনী; ধীরে নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। নগরের কোলাহল নিস্তব্ধ। নগরবাসিগণ সুষুপ্ত। এমন সময় কে যেন বলিল "এই উপযুক্ত সময়, আর বিলম্ব করা উচিত নয়"। সূর্য্য বংশীয় শাক্য-কুলোদ্ভূত শুদ্ধোদন-নন্দন সিদ্ধার্থ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। জীবের উদ্ধার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইল। কামনা ভোগ বিলাস তিরোহিত হইল। রাজ্য ঐশ্বর্য্য পড়িয়া রহিল। পুণ্যশীলা রূপযৌবনসম্পন্না ভার্য্যা ও প্রাণপ্রতিম তনয়, পুত্রবৎসল পিতা মাতা এবং আত্মীয়গণের স্নেহপাশ ছিন্ন হইল। স্বর্গীয় পুষ্প আজ বৃন্তচ্যুত হইবে। কুমার সেই রাত্রেই অশ্বশালা হইতে উপযুক্ত অশ্ব লইয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এক মাত্র ছন্দক সঙ্গে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া ছন্দক জিজ্ঞাসা করিল, "দেব, গভীর নিশাকালে কোথা যাইবেন?" রাজপুত্র কহিলেন, "সুদূর অরণ্যে"। ছন্দক বলিল "রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনে

যাইবেন না।-পরম রূপবতী ভার্য্যা, নবজাত শিশুর উপায় কি হইবে?” কুমার বলিলেন, “এ সকলই অনিত্য; ইহাতে পরম পদ লাভ হয় না। যাহাতে নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিতে পারি তাহারই উপায় অন্বেষণ করিব। ছন্দক! আমায় বাধা দিও না। যদি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, কণ্টকময় এই মোহবদ্ধ সংসারের সকল দুঃখের অবসান হইবে।”

এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে বহু দূর গমন করিলেন। রাত্রিও শেষ হইল, উষার হাস্য-মুখ পূর্ব্ব গগণে শোভিত হইল। সম্মুখে অনোমা নদী অবলোকন করিয়া কুমার বলিলেন—

“অচলাচলমব্যয়ং দৃঢ় মেরুরাজেব যথা হ্যচঞ্চলং।”

“ছন্দক! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সম্মুখে অনোমা নদী দৃষ্ট হইতেছে। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে। তুমি নগরে প্রত্যাগমন কর। জনক জননীকে সান্ত্বনা করিও।” এই কথা বলিয়া ঘোটক হইতে অবরোহণ করিলেন এবং অঙ্গের মণিময় আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া ছন্দকের হস্তে প্রদান করিলেন। ছন্দক রোদন করিতে করিতে কপিলবস্তু নগরাভি-মুখে যাত্রা করিল।

ছন্দক প্রস্থান করিলে শুদ্ধসত্ত্ব খড়্গ দ্বারা মস্তকের কেশ কর্ত্তন করিয়া পৃথিবীর সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। পরে পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “এ মোহের আবরণ আর কেন?” কোনও দেব পুত্র সেই সময়ে ব্যাধ রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্ব হর্ষ যুক্ত হইয়া তাঁহার পরিহিত বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনার বস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এই রূপে সিদ্ধার্থ সন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভাবশালী মগধের রাজধানী রাজগৃহে উপনীত হইলেন। তথায় কিছু কাল শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া বুদ্ধগয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে প্রকৃতির শোভাময় নিরঞ্জনা নদীর নিভৃত তীরে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমাগত ছয় বৎসর মহাধ্যানে নিমগ্ন থাকায় সিদ্ধার্থের দেহ কঙ্কালাবশিষ্ট হইল। ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের বিধাতা বোধিসত্ত্বের ঈদৃশ অবস্থা বিলোকনে দেবাধিপতি ইন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বকে পুনঃ আহারে প্রবৃত্ত করিবার কল্পনা করিলেন। নিরঞ্জনা নদীর অদূরে দুই সাধ্বী স্ত্রী বাস করিতেন। ঐ কন্যাদ্বয়কে স্বপ্নাবেশে এক অদ্ভুত ঘটনা প্রদর্শন করাইলেন। সমস্ত জগতের পদার্থ সৃষ্টি বিলোপ হইয়া মহা সলিলে বিলীন হইয়াছে। ঐ জলে একটী সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার সৌন্দর্য্য “সপ্তরত্ন” সন্নিভ। অকস্মাৎ সেই পুষ্পটী বিবর্ণ হইয়া গেল। কোথা হইতে একটী লোক আসিয়া উহার উপর জল সেচন করাতে পুনঃ সৌন্দ-র্য্যান্বিত হইল। এবং উহার মূল হইতে অসংখ্য পুষ্প উদ্গত হইয়া জল রাশি আচ্ছন্ন করিল।

উক্ত অদ্ভুত ও দুরবগাহ স্বপ্ন রহস্য কন্যারা তাহাদের পিতাকে বলিল। তিনি জ্ঞানিগণকে আহ্বান করিয়া স্বপ্নার্থ নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা উহার ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করিয়া স্বপ্নের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সংসার সরোবরের প্রফুল্ল শতদল সিদ্ধার্থ মহাধ্যানে নিমগ্ন আছেন। ষড় বর্ষ কৃচ্ছ্র সাধনে তাঁহার দেহ অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে। মনুষ্য বলিয়া অনুভব হয় না। যে তাঁহাকে আহারাদি প্রদান করিয়া শুশ্রূষা করিবে সে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিবে। ব্রহ্ম-চারীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সুজাতা মধুপায়স রন্ধন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। শুদ্ধসত্ত্ব তদব-লোকনে এই কথাটী বলিয়াছিলেন—

“শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্”।

শরীরকে রক্ষা করা অতি প্রয়োজনীয়। যে হেতু সাধনের ইহা অদ্বিতীয় উপায়। অতএব আমি আহার করিব। এই কথা বলিয়া তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরীরে পুনঃ বলের সঞ্চার হইল। আবার

তাঁহার যোগ পিপাসা বলবতী হইল। সেই হেতু তিনি নদীতে স্নান করিতে গমন করিলেন।

নিরঞ্জনা নদীতে বুদ্ধের অবগাহনই তাঁহার অভিষেচনের পূর্ব্বানুষ্ঠান। অবগাহন আর্য্য সংস্কার, ইহা ম্লেচ্ছ রীতি নহে। কিন্তু বাইবেলে উক্ত আছে, যীশুর (ঈশার) অভিষেচনের পূর্ব্বে যোহন তাঁহাকে নদীতে অবগাহন করাইয়াছিলেন। ইহুদীর পক্ষে এ রীতি বড়ই বিসদৃশ। ঈশ্বর তাহাদিগকে জলে দীক্ষিত করিতে আদেশ করেন নাই। বাইবেলেও তাহা কথিত হয় নাই, যোহন কোথা হইতে ইহা শিক্ষা প্রাপ্ত হন? ইহুদীয় গ্রন্থে জলে দীক্ষিত হইবার কোনও উপদেশ আদৌ নাই।

" That the Hebrew writings which are called the Old Testament, by far the most ancient and authoritative monuments which we possess of the early religious usages of that nation, contain no trace whatever of any rite which resembles the baptism of John and of the founder of Christianity. "

P. Cyclop.

অবগাহনকে এদেশে শুদ্ধি ক্রিয়া বলে, সেই হেতু শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার প্রারম্ভে অবগাহন করা এ দেশের প্রসিদ্ধ রীতি আছে। ঈশার অভিষেচনে সেই আর্য্য রীতির আনুগত্য দেখি কেন? বুদ্ধদেব নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া জল হইতে উঠিলে তাঁহার মস্তকের উপর বিহঙ্গপুঞ্জ উড়িতে দেখা গিয়াছিল।

" He then began to ascend the bank. Blue birds of the number of five hundred flew thrice around the Bodhisattwa."

Fa Hean. 292.

বাইবেলে উক্ত আছে,

যীশু নদীতে অবগাহন করিয়া জল হইতে উঠিলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপর নামিয়া আসিতে দেখিলেন।

মথি, ৩য় অ, ১৬ পদ।

বুদ্ধদেব অবগাহনান্তে তীরে উত্থিত হইলে আর এক ঘটনা হইয়াছিল। স্বর্গীয় দেবগণ আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। অবগাহনান্তে দেবদূতগন খ্রীষ্টেরও সেবা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু খ্রীষ্ট অবগাহন করিয়া যখন তীরে উঠিলেন, তৎকালে স্বর্গ হইতে এক দৈববাণী হইয়াছিল, যথা—

" ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত "। মথি। ৩য় অধ্যায় ১৭ পদ।

উক্ত দৈববাণী লুকের মতে অন্য প্রকার যথা—

" তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত। " লুক, ৩য়, ২২।

মথি এবং লুকের "ইনি" ও "তুমি" এই দুয়ের মধ্যে কোন্ টা ঈশ্বরের উক্তি? ঈশ্বর দুই রকম কথা বলেন নাই। বাইবেল রচয়িতারা এই গোল বাধাইয়া আমাদিগকে ধাঁদা লাগাইয়া দিয়াছেন। লুকের কথা সত্য কি মথি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য? খ্রীষ্ট নদীতে স্নান করিয়া জল হইতে উঠিবামাত্র পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেন, বুদ্ধের ন্যায় তাঁহাকে আর সুদীর্ঘ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে হইল না, সুকঠিন কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইল না, একেবারে পূর্ণাভিষেচন হইল; কিন্তু পবিত্রাত্মা দ্বারা পূর্ণ হইবার পর আবার ৪০ দিন অনাহারে রহিলেন, পরীক্ষা হইল, এত দিন পরে ক্ষুধাটাও দেখা দিয়াছিল। খ্রীষ্টাভিষেচনের এই ভাব টুকু বুদ্ধেরই অভিষেচনে দেখিয়াছি।

বুদ্ধ দেব যখন নিরঞ্জনা * নদীতীরে অনাহারে তপস্যা করেন, তৎকালে পিশুন (মার) তাঁহাকে প্রলোভিত করণার্থ কেমন সুহৃদ্ ভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, দেখুন—

* মৌগল গ্রন্থে নিরনড্ জারা (Nirandzara) উল্লিখিত আছে অপভ্রংশে Zordan (জর্ডন) নামের বুৎপত্তি হওয়া অসম্ভাবিত নহে বুদ্ধের অবগাহন নিরঞ্জনা নদীতে, খ্রীষ্টের অবগাহন জর্ডন নদীতে হইয়াছিল।

" শাক্য পুত্র ! সমুত্তিষ্ঠ কায়খেদেন কিং তব।
জীবনং জীবতাং শেয়ো জীবন্ ধর্ম্মং চরিষ্যসি ॥
কৃশো বিবর্ণো দীন স্থং অন্তিকে মরণংতব।
সহস্র ভাগে মরণং এক ভাগে চ জীবিতং ॥
দুঃখমার্গপ্রহানস্ত দুষ্করশ্চিত্ত নিগ্রহঃ।
ইমাং বাচং বদন্মারো বোধিসত্ত্বমথাব্রবীৎ ॥"

" শাক্য পুত্র, উঠ, শরীর ক্লিষ্ট করিয়া কি ফল হইবে ? জীবন রক্ষা হইলে তবে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিবে। তুমি নিতান্ত শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছ। তোমার শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মৃত্যু তোমার সন্নিকট। দুষ্কর তপশ্চরণ ত্যাগ কর। আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য ও সাম্রাজ্যের অধিকারী করিব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন।

" প্রমত্তবন্ধো ! পাপীয়াং স্বেনার্থেনত্বমাগতঃ।
অনুমাত্রং হি মে পুণ্যৈরর্থো মার ! ন বিদ্যতে ॥
আর্থো যেষান্তু পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি।"

" আমি সুখ ও ঐশ্বর্য্যের দাস নহি। যে অর্থের অভিলাষ করে তাহাকে তুমি প্রলুব্ধ কর।"

" নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতং।
অনিবর্ত্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ ॥"

" আমি মৃত্যুর ভয় করি না, মরণান্তেই আমার জীবন। আমি চির ব্রহ্মচর্য্যধারী, ব্রহ্মচর্য্যই আমার অবলম্বনীয়। পিশুন ! আমার নিকট হইতে দূর হও।" মার চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় বার যখন তিনি বোধি দ্রুম মূলে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, তৎকালে এই কথাটী বলিয়াছিলেন—

" ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥"

এই আসনে আমার দেহ বিশুষ্ক হউক, ত্বক্, অস্থি, মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহু জন্ম দুর্লভ জ্ঞানিরত্ন না পাইয়া আমি এই আসন হইতে উত্থিত হইব না।"

বোধি সত্ত্বের ঈদৃশ দৃঢ় সংকল্প দর্শনে পিশুন ভীত হইল, কিন্তু নিজ দুষ্প্রবৃত্তির অনুগমন করিতে ছাড়িল না। সে এবার সসৈন্যে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তপস্যার নানা বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ভগবান্ স্বীয় তপঃ প্রভাব দ্বারা পিশুনকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিলেন। ললিতবিস্তর প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের এই অভিষেচন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে গস্‌পেলীয় অবগাহন, ও শয়তান পরাজয় কাণ্ডের সমরূপ বর্ণনায় কিছু মাত্র প্রভেদ বোধ হয় না। ঈশাকেও শয়তান (মার) রাজ্য ভোগাদিতে লোভ দেখাইয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধ দেব নদীতে অবগাহন করিবার পর অনাহারে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে পিশুন ( Seducer ) আগমন করিয়া প্রলোভন দ্বারা বুদ্ধ দেবকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বাইবেলে খ্রীস্টের সম্বন্ধে অবিকল সেই রূপ বর্ণনা আছে, পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, বোধ হয় যেন এক গ্রন্থের বর্ণনা অন্য গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় অভিষেকের সূচনা বা কাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের কি রূপ মত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

" When baptism as a religious rite was first practised is a question on which the opinions of the learned have been divided.

P. Cyclop.

খ্রীস্ট অলৌকিক কার্য্য সকল দ্বারা ইহুদীদিগের গুরু স্থানীয় হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণ কালে ১২০০ জন মাত্র তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল; উহার অল্প দিনের পর পিতর এক দিনে তিন সহস্র লোককে শিষ্য করেন, এটা ত পরম বিস্ময়ের কথা।

( প্রেরিত ২য়, ৪১ পদ )

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কমণ্ডলু গ্রহণ ও নিওফাইট্‌দিগের আচার অনুষ্ঠানাদি কিরূপ ছিল, ইহার তদন্ত করিয়া যদি দেখা যায় তাহা হইলে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত

হওয়া যায়। কিন্তু কয়জন তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন? এ দেশে উপনয়ন কালে মানবক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণান্তে চরু ভোজন করিয়া থাকে, বুদ্ধ দেব সুজাতার মধুপায়স গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন নিওফাইট-গণের শুদ্ধ ঐরূপ ভোজনের প্রথা আছে তাহা নহে, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুদের ন্যায় তাহাদেরও অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল।

"Tertullian, a Christian writer, who flourished from about A. D. 194 to 216, says, that it was the custom to give the baptised person milk and honey, and that he abstained from washing for the remainder of the day."

P. Cyclop.

নব দীক্ষিতকে আমাদের ব্রহ্মচারীর ন্যায় মধু ও পয়ঃ মাত্র দেওয়া হইত এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিতে হইত। এত সাদৃশ্য সত্ত্বে ও কি অভিষেচনকে অনার্য্য সংস্কার বলিব? আমাদের অভিষেক হইতেই খৃষ্টীয় অভিষেচন ক্রিয়ার উৎপত্তি।

---

## সন্তানের প্রতি পিতা ও মাতার কর্ত্তব্য।

পিতার সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এই—

> চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
> ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
> বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু।
> ততস্তান্ তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
> কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
> দেয়া বরায় বিদুষে ধন রত্ন সমন্বিতা॥ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ, পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রকে লালন পালন করিবেন, তাহার পর, ষোল বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে বিবিধ গুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। পুত্রের বিংশতি বৎসরের অধিক বয়ক্রম হইলে, তাহাকে গৃহ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন এবং তদবধি তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন ও তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবেন। কন্যাকেও এই প্রকারে পালন করিবেন এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেন। পরে, তাহাকে ধন রত্ন সমন্বিতা করিয়া সুপণ্ডিত পাত্রে সমর্পণ করিবেন।

শাস্ত্রকারগণ গৃহীর প্রতি এই কএকটী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। গৃহিণীর উপরও যে ইহা প্রযোজ্য তাহা বলা বাহুল্য, যে হেতু স্ত্রী ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সাধনে স্বামীর সহকারিণী।

স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ পিতা মাতা সন্তানকে লালন পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু, অজ্ঞতা অথবা কুশিক্ষার প্রভাবে এতৎ বিষয়েও তাঁহাদের ত্রুটী দেখা গিয়া থাকে। আমরা প্রথমে প্রসূতির কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। শিশুগণের শিক্ষা অনেক অংশে প্রসূতির উপর নির্ভর করে। আমার ন্যায় প্রাচীন ব্যক্তিগণ জননীর কাছে যে প্রকার শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এখনকার শিশুগণ সে প্রকার শিক্ষা পায় না। অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, সে কালের স্ত্রী লোকগণকে মূর্খ বলিয়া থাকেন। এখন দেখা যাউক, তাঁহারা কি প্রকারে আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রথমে, শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা কত প্রকার ঔষধ জানিতেন। শিশু অসুস্থ হইলে, সেই সকল সেবন করাইয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতেন। আবার, প্রসূতির কোন প্রকার পীড়া হইলে, তাহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা হইত। এক্ষণে দেখি তাঁহারা শিশুগণকে কি প্রকার শিক্ষার দ্বারা উন্নত করিতেন।

নিরক্ষরা হইলেও তাঁহারা কথকদিগের নিকট হইতে, রামায়ণ, মহাভারত ভাগবতাদি ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত ধর্ম্ম ভাব ব্যঞ্জক আখ্যান সকল শ্রবণ করত, তাহার সার মর্ম্ম পুত্র ও কন্যাকে শুনাইয়া তাহাদের মনে ধর্ম্মের ভাব উদ্দীপন করিয়া দিতেন। রামচন্দ্রের পিতৃ ভক্তি, ভরতের ভ্রাতৃ ভক্তি, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তি, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম প্রবণতা, ভীষ্মের দৃঢ়তা, প্রভৃতির বৃত্তান্ত সকল অবগত হইলে, কোন্ বালক না সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে? আবার, সীতা, সাবিত্রী,

দময়ন্তী, শাণ্ডিলী প্রভৃতি আদর্শ নারীগণের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা বিষয়ক বৃত্তান্ত অবগত হইলে, কোন্ বালিকা না তাহাদের অনুকরণ করিতে যত্নবতী হয় ? আবার তাঁহারা কত প্রবচন জানিতেন ! এই সকল প্রবচন, বহু কাল হইতে স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত। তাহা কি পুত্র, কি কন্যা উভয়েরই প্রতি প্রয়োগ হইত। এতদ্দ্বারা কখন তাহাদিগকে অন্যায় আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করিতেন, কখন বা তাহাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতেন।

এতদ্ভিন্ন, যাহাতে তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করে সে দিকেও তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন। প্রভাতে উঠিয়া, দেব দেবীর নাম গ্রহণ, এবং পুণ্যবান পুরুষ ও পুণ্যবতী রমণীগণকে স্মরণ করিয়া উপদেশ দিতেন। প্রথমটী দেব পূজার সোপান স্বরূপ হইত, দ্বিতীয়টী তাহাদের মনে দেবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের পবিত্র কীর্ত্তি সকল অঙ্কিত করিয়া দিত। তদনন্তর, মুখ প্রক্ষালন আদির পর, জননীর আদেশ ক্রমে, তাহারা নিকটস্থ বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিত। তাহার পর, প্রসূতি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কোন নদী বা সরোবরে যাইতেন। তথায়, তাঁহার সহিত তাহারা স্নান করিত এবং তিনি যে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন তাহা দেখিয়া তাহারা সুশিক্ষা লাভ করিত। এ স্থানে, ইহা প্রণিধান করা উচিত যে, ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে ২ তাহাদের শরীর সবল হইয়া উঠিত। পুষ্প চয়ন ও স্নান করিবার জন্য কিছু দূরে যাওয়াতে তাহাদের ব্যায়ামের কার্য্য হইত। আবার, ফুল ও তুলসী পত্রাদির সুগন্ধ গ্রহণে এবং নদী বা সরোবরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত।

কন্যাকে গুণ শালিনী ও কার্য্যনিপুণা করা প্রসূতির একটী বিশেষ কার্য্য। কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া যাহাতে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ এবং স্বামী ও অন্যান্য গুরু জনের উচিত মত সেবা করিতে পারে, কনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ দেখাইতে পারে, এবং গৃহ-কার্য্য সকল নিপুণতার সহিত সমাধা করিতে পারে, সে কালের প্রসূতি তাহাকে সেই রূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি তাহাকে রন্ধনশালায় লইয়া যাইতেন, তাঁহার রন্ধন প্রণালী তাহাকে দেখাইতেন এবং মধ্যে২ তাহাকে রাঁধিতে দিতেন। তাহাকে বাটনা বাটিতে হইত, কুটনা কুটিতে হইত এবং ভাঁড়ার ঘর হইতে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইলে তাহাও আনিতে হইত। ভিখারী আসিলে তাহাকে ভিক্ষা দিতে হইত। এতদ্ভিন্ন গৃহ পরিষ্কারাদি কার্য্যও করিতে হইত। এবম্প্রকার শিক্ষার ফলে, কন্যা সর্ব্ব গুণান্বিতা হইত। এ স্থানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, কন্যা যেমন কার্য্যে নিপুণা হইত, সেই সঙ্গে ২ পরিশ্রম করাতে, তাহার ব্যায়ামের কার্য্য হইত, সে স্বাস্থ্য সুখ লাভ করিত। এবম্প্রকারে, সেকালের রমণীগণ সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতেন। কিন্তু, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অজ্ঞতা প্রযুক্ত, তাঁহাদের দ্বারা কোন ২ সময় সন্তানের অনিষ্টও হইত। শিশুর ধনুষ্টংকারাদি পীড়া হইলে, প্রাচীনা রমণীগণ স্থির করিতেন যে তাহাকে পেঁচো নামক অপদেবতায় পাইয়াছে। এই জন্য শিশুর আর রীতিমত চিকিৎসা হইত না। আবার, সন্তানের কোন উৎকট রোগ হইলে, চিকিৎসার দিকে মন না দিয়া, দেবতার কাছে কত মানত করিতেন। এতদ্দ্বারা সন্তান বাৎসল্য প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু, হয় ত সুচিকিৎসার অভাবে তাহার অনিষ্ট হইত। তাঁহারা বুঝিতেন না যে, দেব অনুগ্রহ প্রার্থনার সঙ্গে২ ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমাদের রমণীদিগের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত আছে, তাহাকে বলে "জগন্নাথের টান"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক ২ সময়, রমণীগণ জগন্নাথের রথ যাত্রা দর্শন জন্য এ প্রকার উৎসুক হন যে, তাঁহারা কোন বাধাকে গ্রাহ্য না করিয়া, পুরীতে গমন করেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, প্রসূতি, রুগ্ন সন্তানকে বাটীতে রাখিয়া যাইতেও পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। নিজ

কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া, দেবদর্শনে গমন করিলে যে দেবতা প্রসন্ন হন্ না এ জ্ঞান থাকিলে, কোন ও প্রসূতি এ প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারেন না। প্রাচীন কালের নারীগণ কুসংস্কারাপন্ন হইলেও গৃহ স্বামীর চেষ্টায় এ সকল অনিষ্ট নিবারণও হইত।

এখন দেখা যাউক, বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিতা প্রসূতিগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে কি প্রকার লালন পালন ও শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা যে চিত্র প্রদর্শন করিতেছি, ইহা বিশেষ রূপে নগরে লক্ষিত হইয়া থাকে। ধনশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ত ইহা দেখা গিয়াই থাকে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণও ধনী লোকের দেখা দেখি বড় মানুষী দেখাইয়া থাকেন। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এখন চাকরাণীদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শিক্ষিতা রমণীগণ এ কার্য্যটীকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, এরূপ কার্য্যে সময় ব্যয়কে তাঁহারা সময়ের অসদ্ব্যবহার বিবেচনা করেন। সে সময়, নাটক কিম্বা উপন্যাস পড়া, অথবা, সখীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করা তাঁহারা শ্রেয়ো জ্ঞান করেন। আমরা কলিকাতায়, কোন ২ বন্ধুর গৃহে দেখিয়াছি, এক একটা সন্তানের এক একটী ঝি। তাহারা "খোকার ঝি" কিম্বা "খুকীর ঝি" বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে। পাছে শারীরিক সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়, এ জন্য শিক্ষিতা প্রসূতি তাহার শিশুকে স্তন্য পর্য্যন্ত দেয় না। কুশিক্ষা আমাদের রমণীগণকে এ রূপ অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহারা স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিতা হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগকে যাহারা সার বুঝিয়াছে, তাহারা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, শিশু জন্মিবার কত পূর্ব্বে, করুণাময়ী বিশ্বজননী তাহার ভাবী প্রসূতির বক্ষ স্থলে, তাহার আহারের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যে বক্ষোরুহ সংরক্ষণে তাহাদের এত যত্ন, তাহা শিশুর দুগ্ধ পাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে? ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, যে করুণা বিশ্বমাতার নিকট হইতে আসিয়া প্রসূতির হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাহা কুশিক্ষার প্রভাবে একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে! হায়! বিশ্বমাতা তাঁহার পুত্র কন্যা গণের লালন পালনের জন্য যে প্রসূতির উপর ভার দিয়াছেন, সে প্রসূতির হৃদয় এত কঠিন হইয়াছে যে, সে তাহার শিশুকে স্তন্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে মৃত্যু গ্রাসে নিক্ষেপ করিতেছে! বোধ হয়, আমাদের শিক্ষিতা রমণীগণ ইহা অবগত নহেন যে, অপরের স্তনের দ্বারা নিজ শিশু কখনই সবল হইতে পারে না। পরন্তু, এতদ্দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা সংশয়ের বিষয়। ১১ বৎসর পূর্ব্বে, "সুরভি" পত্রিকার এই বৃত্তান্তটী প্রকাশিত হইয়াছিল:—"ফ্রান্স দেশে, সম্পন্ন পরিবার মধ্যে প্রসূতিরা তাহাদের শিশুগণের লালন পালনের ভার পল্লীগ্রামের স্ত্রী দিগের উপর ন্যস্ত করে। যতদিন না তাহারা বড় হয়, ততদিন তাহাদের কোন প্রকার তত্ত্ব লওয়া হয় না। ইহার ফল এই হয় যে অনেক শিশুকে তাহাদের পিতা মাতার কাছে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়।" যে সকল রমণী পাশ্চাত্য সভ্য দেশের নারীদের চাল চলন অনুকরণ করিয়া থাকেন, আশা করি, তাঁহারা এই বৃত্তান্তটীর দ্বারা শিক্ষা লাভ করিবেন।

অহংকারে স্ফীতা হইয়া শিক্ষিতা রমণীগণ প্রাচীনা স্ত্রী লোকদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। সুতরাং শিশুর রোগ হইল, তাঁহারা প্রাচীন প্রণালী অবলম্বন করেন না, এবং বৃদ্ধা নারীগণ যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা আর তাঁহাদের কাছে সমাদর প্রাপ্ত হয় না। এখন ইংরাজী চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত হওয়াতে, অতি সামান্য রোগ হইলেও ডাক্তারকে আনান হইতেছে। ডাক্তারি ঔষধ আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ; ইহা সেবন, শিশুর পক্ষে আরও অধিক অনিষ্টকর হইতেছে।

শিক্ষিতা প্রসূতিগণ তাঁহাদের সন্তানদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিবেন এ প্রকার আশা করা যাইতে

পারে। কিন্তু, আমরা কি দেখিতে পাই? না, সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কুশিক্ষা হইতেছে, তাঁহারা পাশ্চাত্য সৌখীনতা শিখিয়া, তাঁহাদের গৃহ নানা প্রকার সৌখীন দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিতেছেন। আবার, আপনারা, ঘরে উল ( wool ) আনাইয়া, নানা প্রকার কারুকার্য্য সমন্বিত টুপি, কম্ফর্টার ( comforter ) দস্তানা প্রভৃতি সীবন করিয়া, তাহাদের পরাইয়া দিতেছেন। এতদ্দারা, তাহাদের বিলাসিতা শিক্ষা হইতেছে, এবং ইহা যে তাহাদের ভাবী অনিষ্টের সূত্রপাৎ তাহা বলা বাহুল্য। আর, সতুপদেশের কথা কি কহিব? তাঁহাদের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পরিবর্ত্তে, তাঁহারা নাটক ও উপন্যাস পড়েন, কথকতা না শুনিয়া তাঁহারা থিয়েটরে ( theatre ) গমন করেন। দেবালয় ও তীর্থ দর্শন না করিয়া, তাঁহারা বাগান ভ্রমণ করেন।

কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদান, প্রসূতির একটী প্রধান কার্য্য। কিন্তু, যাঁহারা নিজ সাজ সজ্জায় সদা ব্যস্ত, দেব দেবীর প্রতি যাঁহাদের ভক্তি নাই, সাংসারিক কার্য্যকে যাঁহারা দাস্যবৃত্তি বিবেচনা করেন এবং পাশ্চাত্য সাম্য নীতির প্রভাবে যাঁহাদের মধ্যে গুরু ভক্তি নাই, তাঁহাদের দ্বারা কি প্রকারে কন্যার সুশিক্ষা হইতে পারে?

শ্বশুরালয়ে গিয়া কন্যা সুখ্যাতি লাভ করিবে এ ভাবনা আর এখনকার প্রসূতিদের ভাবিতে হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাঁহাদের শিখাইয়াছে যে, শ্বশুর শাশুড়ী এবং অন্যান্য দূর সম্পর্কীয়েরা পরিবার ভুক্ত নহে। সুতরাং, শ্বশুরালয়ে গিয়া তাঁহাদের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আর, স্বামীর প্রতিই বা কর্ত্তব্য কি? দাম্পত্য ধর্ম্মই বা কি? ইহা ভাল বাসার বিনিময় ব্যতীত ত আর কিছুই নহে। এইরূপ কন্যাদের গৃহ কার্য্য শিখাইবার আবশ্যকতাও তাঁহারা দেখেন না। তাঁহারা নিজে রন্ধন ঘর মাড়ান না। স্বামী চাকরী করিতেছে, পাচক রহিয়াছে, তাঁহারা কেন দাস্যবৃত্তি করিবেন? কাযেই তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহাদের কন্যারাও শ্বশুর বাটীতে গিয়া এই ভাবে দিন যাপন করিবে।

এখন দেখা যাউক, স্ত্রীর কেবল নিজ স্বামী ও সন্তানগণ লইয়া সংসার করা এবং গৃহ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া, আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না। উভয়ই আমাদের মধ্যে অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। পিতা, মাতা, ভাই, ভাজ, এক গৃহে থাকিলে, আমাদের বিশেষ উপকার হয়। আমাদের মধ্যে ধনী ব্যক্তি অতি অল্পই। কএক ভাই যাহা উপার্জ্জন করেন তাহা এক স্থানে ব্যয়িত হইলে সংসার নির্ব্বাহ অল্পব্যয়ে হইয়া থাকে, কিন্তু ভ্রাতৃগণ স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিলে, তাঁহাদের পক্ষে সংসার চালান ভার হইয়া উঠে। আবার ইহার দ্বারা গৃহ কার্য্যেরও অনেক সুবিধা হয়। কএকটী মহিলা সংসারের কার্য্য করিলে তাহা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইয়া যায়। কাহারও বিশেষ কষ্ট হয় না। আবার, কোন মহিলা পীড়িতা হইলে তাহার কার্য্য অপরের দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, কএক জন মহিলা এক বাটীতে থাকিলে, চাকরাণী রাখিবারও প্রয়োজন হয় না। মহিলাগণ একটী বাটীতে অবস্থিতি করিলে, তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাবে সময় কাটাইতে পারেন। একটী স্ত্রী এক বাটীতে থাকিলে, সে প্রলোভনে পড়িয়া চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা না করিতে পারে, কিন্তু, ছোট, বড় আত্মীয়গণ একত্রে থাকিলে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপথে গমন করিতে পারে না। এ কথা উঠিতে পারে যে, এত গুলি লোকের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহা হইলে, তাঁহাদের একত্রে অবস্থিতি সুখজনক হইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে, আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, পিতা, মাতা থাকিলে বিবাদ কেন হইবে? তাঁহারা সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এবং তাঁহাদের কথা পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আবার শাস্ত্রে বলে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার

তুল্য। অতএব পিতা ইহ লোক পরিত্যাগ করিলে পর, ইনিই সকল ভার লইবেন। কেহ ২ বলিয়া থাকেন যে, কোন ভ্রাতা অধিক উপার্জ্জন করেন। তিনি কেন অপরের জন্য, স্ত্রী, পুত্র সহ কষ্ট ভোগ করিবেন? তিনি স্বতন্ত্র গৃহে সুখে অবস্থিতি করিতে পারেন। আবার, কোন ভ্রাতা উপার্জ্জনক্ষম নহেন, তিনি বিনা ক্লেশে আহারাদি করিবেন, আর অন্যান্য ভ্রাতা নানা কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিবে। ইহা কি যুক্তি সঙ্গত? যাঁহারা এ সকল কথা বলেন, তাঁহারা আমাদের পারিবারিক প্রণালীর নিগূঢ় ভাব অবগত নহেন। হিন্দু পরিবার একটী প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষালয়। ইহা হইতে বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এবং এই প্রেমের উপরই ধর্ম্ম সংস্থাপিত। এক আত্মা প্রতি ঘটে বিরাজ করিতেছেন, এই ভাবটী যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা আপামর সাধারণকে এক প্রেম সূত্রে বন্ধন না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই প্রেম পরিবার মধ্য হইতেই উৎপন্ন হয়। হিন্দু পরিবার পূর্ণ আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দিয়া থাকে। পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই চেষ্টা যে সে নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া অপরকে সুখী করে। এই নিমিত্তই এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার কষ্ট দূর করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারে, সে কখনই ধর্ম্ম পথে পদার্পণ করিতে পারে না। সুতরাং বিশ্ব জনীন প্রেম লাভ করিয়া সে প্রেমের আকর পরমেশ্বরের কাছে যাইবার উপযুক্ত হইতে পারে না। হিন্দু পরিবার হইতে উৎপন্ন হইয়া, এই প্রেম ধারা পল্লীর মধ্যে বিকীর্ণ হয়। পরে স্বদেশে বিস্তৃত হইয়া, বিশ্ব সংসারকে প্লাবিত করে, এবং তখনই হিন্দু শাস্ত্রের এই উপদেশটী সার্থক হয়—"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"—অর্থাৎ ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরাই আপন পর ভাবিয়া থাকে, কিন্তু, উদার চরিত ব্যক্তির নিকট পৃথিবীর লোক তাহার নিজ পরিবার।

স্ত্রীর গৃহ কার্য্য না করাও, আমাদের সংসার নির্ব্বাহ পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায়। ইহার দ্বারা সংসারের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা চাকরি করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা পাচক ব্রাহ্মণ ও সন্তান রাখিবার জন্য দাসী নিযুক্ত করেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের গৃহ লক্ষ্মীরা রন্ধনাদি কার্য্যকে হীন বিবেচনা করেন। চাকরি করিয়া না হয় প্রতিমাসে ২০০৲। ৩০০৲ টাকাই উপার্জ্জন করুন। না হয়, ইহার অধিকই হউক। প্রকৃত হিন্দুকে রীতি মত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিতে হইবে। তিনি কখন পাচক আদি রাখিয়া অর্থের অপব্যবহার করিতে পারেন না। দান, ধর্ম্ম করিয়া যিনি জীবনের সার্থকতা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ অপব্যয় ভাল দেখায় না। এতদ্ভিন্ন, ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, গৃহ কার্য্যের দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়া থাকে। ইহা ব্যয়ামের কার্য্য করে। ইহা রহিত হওয়াতে, আমাদের স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্যের হানি হইতেছে। আবার দেখুন, স্ত্রী তাঁহার স্বামীর সহধর্ম্মিণী। তাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার স্বামীকে নিজ হস্তে রাঁধা পবিত্র অন্ন ভোজন করান। কিন্তু, দুঃখের বিষয় কি কহিব, কোথাকার আচার ভ্রষ্ট, সন্ধ্যাহ্নিক বর্জ্জিত পাচকের রাঁধা অন্ন তাঁহাকে খাইতে হয়। আবার স্বামীরই বা কি বিবেচনা। তিনি কি প্রকারে এবম্প্রকার ব্রাহ্মণকে তাঁহার পরিবার মধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আর, স্বামীই যদি স্বতএব ব্রাহ্মণ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর তৎপক্ষে বাধা দেওয়া কি উচিত নহে?

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের বর্ত্তমান সময়ের রমণীগণ, প্রাচীনা স্ত্রীগণের কার্য্য প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া, নিজের ও তাঁহার স্বামীর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, এবং তাহার সঙ্গে ২ সন্তান গণের সুশিক্ষা, যাহা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা অবহেলা করিতেছেন।

ক্রমশঃ।

## ভিক্ষুগীতা ।

পূর্ব্বকালে অবন্তিনগরে শ্রীসম্পন্ন অতি ধনাঢ্য এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রোক্ত কদর্য্য কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তি দ্বারা কিছু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এবং কামী লুব্ধ ও অতি কোপন স্বভাব ছিলেন। তিনি নিজ জ্ঞাতিদিগকে বা অতিথিগণকে বাক্যেতেও সন্তুষ্ট করিতেন না, সুতরাং তাঁহার গৃহে কেহ যাতায়াত করিত না; তিনি সেই জনশূন্য গৃহে অবস্থান করিতেন, এবং কামনানুসারে যথাকালে স্বীয় আত্মাকেও পরিতৃপ্ত করিতেন না। সেই অতি কদর্য্য, দুঃশীল, দুরাত্মা ব্রাহ্মণ নিজ পুত্রগণ ও বন্ধু সকলের সহিত কলহ করিতেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা ভৃত্য সকলেই বিমন হইয়া আর কেহ তাঁহার প্রিয় আচরণ করিত না। সেই যক্ষবৃত্তি কৃপণ, উভয় লোক ভ্রষ্ট, ধর্ম্মকাম বিহীন ব্রাহ্মণের অসৎ ব্যবহারে পঞ্চ যজ্ঞভাগী দেবতারা পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে আত্মীয় পোষ্যবর্গের ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনাদর জন্য পুণ্য পথ হইতে বিচ্যুত সেই ব্রাহ্মণের বহু আয়াস ও পরিশ্রম লব্ধ সেই অর্থ সকল নিধন প্রাপ্ত হইল। কিছু তাঁহার জ্ঞাতিরা গ্রহণ করিলেন, কিছু দস্যুরা, কিছু অন্য লোকে, কিছু বা রাজা গ্রহণ করিলেন, কিছু বা গৃহদাহাদি রূপ দৈবে গেল, কিছু বা কালে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। এই রূপে ধন সম্পত্তি সকল নষ্ট হইলে পর ধর্ম্ম কাম বর্জ্জিত সেই ব্রাহ্মণ স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুরত্যয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই দীর্ঘ চিন্তা মগ্ন, ধননাশ সন্তপ্ত, বাষ্পকণ্ঠ, খেদান্বিত ব্রাহ্মণের মহান্ বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কহিতে লাগিলেন, আহা কি কষ্ট, বৃথা আমার আত্মা অনুতাপিত হইতেছে, আমার আত্মা না ধর্ম্মের নিমিত্ত না কামনার নিমিত্ত হইল, এতদিন আমি কেবল বৃথা অর্থের নিমিত্তই এত আয়াস পাইলাম। কদর্য্য লোকের ধন সম্পত্তি প্রায় সুখের নিমিত্ত হয় না, তাহাদিগের ইহলোকে প্রায় অনুতাপ ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন শ্বিত্র কুষ্ঠ রোগ রূপবানের রূপ নাশ করে; তদ্রূপ অতি অল্প মাত্র লোভও যশস্বীদিগের শুদ্ধ যশঃ ও গুণীদিগের শ্লাঘ্য গুণ সকল নষ্ট করে। অর্থ সকল সর্ব্বদাই কষ্টদায়ক, যে হেতু তাহার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ত্রাস, এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত, ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার মনুষ্যদিগের অর্থ ঘটিত অনর্থ, অতএব শ্রেয়োর্থী ব্যক্তি অর্থ রূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। ধন উপলক্ষে ভ্রাতৃ ভেদ হয়, ও দারা পিতৃ বান্ধব অন্যথা হয়, ধন দ্বারাই অতি প্রিয় লোকও সদ্য শত্রু হইয়া উঠে। কারণ ইহারা অল্প অর্থে অসন্তুষ্টতা বশতঃ দীপ্তমন্যু, স্পর্দ্ধমান, ও কলহাসক্ত হইয়া হঠাৎ সৌহৃদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা আঘাত করিতে উদ্যত হয়। দেব দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম, তন্মধ্যে দ্বিজ শরীর প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি তাহাকে অনাদর করত আত্মার কল্যাণ সাধনে পরাঙ্মুখ হয়, সে অশুভ গতি প্রাপ্ত হয়। স্বর্গাপবর্গের দ্বার স্বরূপ এই লোক প্রাপ্ত হইয়া অনর্থমূল অর্থে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? ধন থাকিতেও যে ব্যক্তি বিভাগযোগ্য দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু ও আত্মাকে বিভাগ না দিয়া যক্ষ বৃত্তি অবলম্বন করে সে অধঃপতিত হয়। এতকাল ব্যর্থ অর্থ চিন্তায় প্রমত্ত হইয়া আমার অর্থ বয়ো বল সকলই গেল; আমি এখন বৃদ্ধ হইয়া অর্থ দ্বারা কি সাধন করিব? কারণ সমর্থ লোকেরাই অর্থ দ্বারা নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লয়। দেখিতে পাই বিদ্বান্ ব্যক্তিও ব্যর্থ অর্থ চিন্তা দ্বারা, পুনঃ পুনঃ ক্লেশ পায়, ইহার হেতু কি? ইহা হইতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে কাহারও মোহিনী শক্তি দ্বারাই লোক সকল বিমোহিত হইয়াছে। মৃত্যু কর্ত্তৃক গ্রস্যমান ব্যক্তির ধনই বা কি করিবে, ধন দাতাই বা কি করিবেন, কামই বা কি করিবে, কামদাতাই বা কি

করিবে, কর্ম্মই বা কি করিবে, আর জন্মই বা কি করিবে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; যে হেতু, তিনি আমার প্লব স্বরূপ এই বৈরাগ্য দশা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি তপস্যা দ্বারা স্বীয় অঙ্গ শোষণ করিব, এবং যদি তাহাতে কালাবশেষ হয়, তবে আত্মাতে সন্তুষ্ট হইয়া অখিল ধর্ম্ম সাধনে অপ্রমত্ত হইব। ত্রিভুবনেশ্বর দেবতারা আমার প্রতি তদ্বিষয়ে অনুগ্রহ করুন, যে হেতু তাঁহাদিগের অনুগ্রহে নির্জীব পদার্থও মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধনে সমর্থ হয়।

অনন্তর সেই অবন্তিদেশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ মনে মনে এই রূপ কৃতিপ্রায় করিয়া হৃদয় হইতে অহঙ্কারাদি উন্মোচন করত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শান্তভাবে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন, এবং সংযত হইয়া সমুদায় মহীমণ্ডল বিচরণ ও ভিক্ষার নিমিত্ত সঙ্গরহিত হইয়া দীনভাবে নগর গ্রামে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অসৎ লোকেরা সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুককে দেখিয়া নানাপ্রকার তিরস্কার বাক্য দ্বারা অপমান করিতে লাগিল। কেহ ত্রিদণ্ড, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ অক্ষমালা, কেহ কন্থা ও কেহ চীরবস্ত্র লইয়া পরিহাসার্থ তাঁহাকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে লাগিল। এবং তিনি যখন সরিত্তটে গিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন সেই পাপিষ্ঠেরা তাঁহার মস্তকে প্রস্রাব ও নিষ্ঠীবন করিয়া দিতে লাগিল, এবং মৌনাবলম্বনে থাকিলে কথা কহাইবার চেষ্টা করিতে ও কথা না কহিলে তাড়না করিতে, কেহ কেহ চোর বলিয়া তর্জ্জন্ গর্জ্জন করিতে, কেহবা মার মার বলিয়া রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞাকরতঃ এব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী শঠ এবং স্বজন পরিত্যক্ত ও ক্ষীণবিত্ত হইয়া এক্ষণে এই বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। আহা ইনি বড় বলবান্ ও গিরিরাজের ন্যায় ধৈর্য্যশালী, ইনি ধার্ম্মিক বকের ন্যায় মৌনাবলম্বনে অর্থ সাধন করিবেন, কেহ কেহ ইহা বলিয়াও পরিহাস করিতে লাগিল; কেহবা তাঁহার নিকট অপানবায়ুৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিল, কেহবা ক্রীড়া পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে শৃঙ্খলে বন্ধন ও রুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তিনি এই সকল দৈবাগত ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক দুঃখ প্রাপ্ত্যনুসারে আপনার ভোক্তব্যরূপে বিবেচনা করিলেন। এবং ধর্ম্মধ্বংসকারী নরাধমগণ কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াও সাত্ত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে থাকিয়া এই সারগর্ভ বচনাবলী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; যথা—

এই সকল দুষ্ট লোক, বা দেবতাগণ, কিম্বা গ্রহ, কর্ম্ম, বা কাল—ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে; কেবল একমাত্র মনকে তাহার কারণ বলা যায়, যে মন সংসার চক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। বলবান্ মনই সত্ত্বাদিগুণের বৃত্তি সকল সৃষ্টি করে; সেই সকল গুণবৃত্তি হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক বিবিধ কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয়; সেই সকল কর্ম্ম দ্বারাই স্বানুরূপ দেব তির্য্যক মানব গতি প্রাপ্তি হয়। বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন ও চেষ্টারহিত পরমাত্মা মনের ব্যাপার দ্বারা জীবের নিয়ন্তারূপে কেবল দর্শন মাত্র করেন, সেই জীব আত্মাতে মনের লক্ষণ আরোপ করিয়া গুণ সঙ্গ দ্বারা কামনানুভবে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হন। দান, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ, এ সমুদায় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্রে, কিন্তু মনের যে সমাধি তাহাই পরম যোগ। যাহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হয়, দানাদি দ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে? আর যাহার অলস মন অসংযত হয়, তাহার দানাদি দ্বারাই বা কি কার্য্য হইবে? ইন্দ্রিয় সকল মনের বশে বর্ত্তমান, কিন্তু মন কাহারও বশতাপন্ন নহে, যে হেতু যোগীদিগেরও ভয়ঙ্কর মনোদেবতা বলী হইতেও বলবান্। যে ব্যক্তি তাহাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন

তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা। সেই মর্ম্মবেদনাকারী অসহ্য-বেগ, দুর্জ্জয় শত্রু মনকে জয় না করিয়া যে কোন ব্যক্তি মনুষ্য দিগের সহিত অসৎ বিগ্রহ করে ও তাহাদিগকে শত্রু, মিত্র, ও উদাসীন বোধ করে, তাহারা অতি মূঢ়। ভ্রান্ত বুদ্ধি মনুষ্য সকল মনঃপরিকল্পিত এই দেহ মাত্র গ্রহণ করিয়া এই আমি, ইনি আমা হইতে ভিন্ন, এবম্প্রকার ভ্রম দ্বারা দুরন্ত পার সংসার সাগরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যদি মনুষ্যকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কি আসিয়া গেল? কারণ কেবল ভৌতিক দেহেরই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব; তাহা হইলে সুখ দুঃখ উপলক্ষে কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোপ বিধেয় নহে, যেহেতু স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া সেই বেদনায় আর কাহার উপর কোপ হইয়া থাকে। যদি দেবতাগণকে দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলেও তাহা-তে আত্মার কিছুই নহে, দেহাধিষ্ঠাত্রী দেবতারই তাহা সম্ভব; তাহাহইলে স্বীয় এক অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গ আহত হইলে কোন্ পুরুষ তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কুপিত হইয়া থাকে? যদি আত্মাকেই সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে অন্যের প্রতি কোপ অসম্ভব, যেহেতু তাহা আত্মার নিজ স্বভাব। আত্মা হইতে ভিন্ন কিছু নাই। যদি বল আছে, তবে তাহা মিথ্যা। সুতরাং সুখ দুঃখও নাই, তবে আর কেন কোপ করিবে? যদি গ্রহগণকে সুখ দুঃখের নিমিত্ত বল তাহা হইলেও জন্মরহিত আত্মার তাহাতে কিছুই নহে, কিন্তু জন্য দেহেরই তাহা সম্ভব। গ্রহের অবস্থান বিশেষে দেহের পীড়া দৈবজ্ঞেরা কহেন, অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পুরুষ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইবেন? যদি কর্ম্মকে সুখ দুঃখের হেতু বল তাহাতেও আত্মার কিছুই নহে; চিজ্জড় একত্রিত ভিন্ন সুখ দুঃখ হয় না, অথচ দেহ জড় ও পুরুষ চেতন, অতএব সুখ দুঃখের মূলীভূত কর্ম্মই আত্মাতে নাই, সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে? যদি কালকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহাতে ও আত্মার কিছুই নহে, যেহেতু কাল আত্মার অংশ হওয়ায় যেমন অগ্নি তাপে উষ্ণ বা তারকা হিমে শীতল হয় না, তদ্রূপ আত্মারও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হয় না। অতএব কাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে? আত্মার কখনই কাহার দ্বারা কোথাও কোন রূপে সুখ দুঃখাদি সম্ভব হয় না। সংসারাবদ্ধ অহঙ্কাররূপী জীবোপাধির যেমন সুখ দুঃখের ভীতি জন্মে, প্রবুদ্ধ হইলে আর তদ্রূপ হয় না। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করতঃ সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন যে মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবা দ্বারা আমি ঘোর তম হইতে উত্তীর্ণ হইব।

সেই নষ্টধন, গতশ্রম, বৈরাগ্যযুক্ত মুনি অসৎলোক কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে অকম্পিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করত পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শত্রু, মিত্র, উদাসীনরূপ এই যে সংসার ইহা অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ মনেরভ্রম মাত্র, অতএব জীবের সুখ দুঃখ দাতা অন্য কেহই নহে, সকলই আত্ম বিভ্রম মাত্র। (ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।)

---

## জ্ঞানানন্দ উক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭৩। দীন প্রাণে বিশ্বব্যাপক বিশ্বাত্মার বিকাশ-বিভূতি, সমূহ সমাবেশিত হয়। নিম্ন ভূমিতেই চারি-দিকের বর্ষিত বারি একত্রিত হইয়া থাকে।

১৭৪। বৈরাগ্যের পরিপাক ব্যতীত, প্রাণে বিবেক আসিলেই, সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসের স্বচ্ছ শান্তিময় ভাব হৃদয়ে অনুভব করা যায় না। বৃক্ষে ফল ফলিলেই, কাল পূর্ণ না হইতেই, ফলটী বৃন্তচ্যুত করিলে, ফলের আস্বাদ পাওয়া যায় না।

১৭৫। সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, প্রাণ শান্তিরস পিপাসু হইলে, সংসারে থাকিয়া সাধন করিলে, শীঘ্র জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশ বাসে, পুষ্ক-রিণীর অভাব হইলে, প্রাঙ্গন মধ্যে কূপ খনন করিলে, সহজে অপরিমেয় পেয় তোয় লাভ করা যায়।

করিবে, কর্ম্মই বা কি করিবে, আর জন্মই বা কি করিবে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; যে হেতু, তিনি আমার প্রব স্বরূপ এই বৈরাগ্য দশা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি তপস্যা দ্বারা স্বীয় অঙ্গ শোষণ করিব, এবং যদি তাহাতে কালাবশেষ হয়, তবে আত্মাতে সন্তুষ্ট হইয়া অখিল ধর্ম্ম সাধনে অপ্রমত্ত হইব। ত্রিভুবনেশ্বর দেবতারা আমার প্রতি ভবিষয়ে অনুগ্রহ করুন, যে হেতু তাঁহাদিগের অনুগ্রহে নির্জীব পদার্থও মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ব্রহ্মলোক সাধনে সমর্থ হয়।

অনন্তর সেই অবন্তিদেশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ মনে মনে এই রূপ অভিপ্রায় করিয়া হৃদয় হইতে অহঙ্কারাদি উন্মোচন করত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শান্তভাবে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন, এবং সংযত হইয়া সমুদায় মহীমণ্ডল বিচরণ ও ভিক্ষার নিমিত্ত সঙ্গরহিত হইয়া দীনভাবে নগর গ্রামে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অসৎ লোকেরা সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুককে দেখিয়া নানাপ্রকার তিরস্কার বাক্য দ্বারা অপমান করিতে লাগিল। কেহ ত্রিদণ্ড, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ অক্ষমালা, কেহ কন্থা ও কেহ চীরবস্ত্র লইয়া পরিহাসার্থ তাঁহাকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে লাগিল। এবং তিনি যখন সরিত্তটে গিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন সেই পাপিষ্ঠেরা তাঁহার মস্তকে প্রস্রাব ও নিষ্ঠীবন করিয়া দিতে লাগিল, এবং মৌনাবলম্বনে থাকিলে কথা কহাইবার চেষ্টা করিতে ও কথা না কহিলে তাড়না করিতে, কেহ কেহ চোর বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে, কেহবা মার মার বলিয়া রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞাকরতঃ এব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী শঠ এবং স্বজন পরিত্যক্ত ও ক্ষীণবিত্ত হইয়া এক্ষণে এই বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। আহা ইনি বড় বলবান্ ও গিরিরাজের ন্যায় ধৈর্য্যশালী, ইনি ধার্ম্মিক বকের ন্যায় মৌনাবলম্বনে অর্থ সাধন করিবেন, কেহ কেহ ইহা বলিয়াও পরিহাস করিতে লাগিল; কেহবা তাঁহার নিকট অপানবায়ুৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিল, কেহবা ক্রীড়া পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে শৃঙ্খলে বন্ধন ও রুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তিনি এই সকল দৈবাগত ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক দুঃখ প্রাপ্ত্যনুসারে আপনার ভোক্তব্যরূপে বিবেচনা করিলেন। এবং ধর্ম্মধ্বংসকারী নরাধমগণ কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াও সাত্ত্বিক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে থাকিয়া এই সারগর্ভ বচনাবলী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; যথা—

এই সকল দুষ্ট লোক, বা দেবতাগণ, কিম্বা গ্রহ, কর্ম্ম, বা কাল—ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে; কেবল একমাত্র মনকে তাহার কারণ বলা যায়, যে মন সংসার চক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। বলবান্ মনই সত্ত্বাদিগুণের বৃত্তি সকল সৃষ্টি করে; সেই সকল গুণবৃত্তি হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক বিবিধ কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয়; সেই সকল কর্ম্ম দ্বারাই স্বানুরূপ দেব তির্য্যক মানব গতি প্রাপ্তি হয়। বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন ও চেষ্টারহিত পরমাত্মা মনের ব্যাপার দ্বারা জীবের নিয়ন্তারূপে কেবল দর্শন মাত্র করেন, সেই জীব আত্মাতে মনের লক্ষণ আরোপ করিয়া গুণ সঙ্গ দ্বারা কামনানুভবে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হন। দান, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ, এ সমুদায় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্র, কিন্তু মনের যে সমাধি তাহাই পরম যোগ। যাহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হয়, দানাদি দ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে? আর যাহার অলস মন অসংযত হয়, তাহার দানাদি দ্বারাই বা কি কার্য্য হইবে? ইন্দ্রিয় সকল মনের বশে বর্ত্তমান, কিন্তু মন কাহারও বশতাপন্ন নহে, যে হেতু যোগীদিগেরও ভয়ঙ্কর মনোদেবতা বলী হইতেও বলবান্। যে ব্যক্তি তাহাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন

তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা। সেই মর্ম্মবেদনাকারী অসহ্য-বেগ, দুর্জ্জয় শত্রু মনকে জয় না করিয়া যে কোন ব্যক্তি মনুষ্য দিগের সহিত অসৎ বিগ্রহ করে ও তাহাদিগকে শত্রু, মিত্র, ও উদাসীন বোধ করে, তাহারা অতি মূঢ়। ভ্রান্ত বুদ্ধি মনুষ্য সকল মনঃপরিকল্পিত এই দেহ মাত্র গ্রহণ করিয়া এই আমি, ইনি আমা হইতে ভিন্ন, এবম্প্রকার ভ্রম দ্বারা দুরন্ত পার সংসার সাগরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যদি মনুষ্যকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কি আসিয়া গেল? কারণ কেবল ভৌতিক দেহেরই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব; তাহা হইলে সুখ দুঃখ উপলক্ষে কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোপ বিধেয় নহে, যেহেতু স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া সেই বেদনায় আর কাহার উপর কোপ হইয়া থাকে। যদি দেবতাগণকে দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলেও তাহা-তে আত্মার কিছুই নহে, দেহাধিষ্ঠাত্রী দেবতারই তাহা সম্ভব; তাহাহইলে স্বীয় এক অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গ আহত হইলে কোন্ পুরুষ তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কুপিত হইয়া থাকে? যদি আত্মাকেই সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহা হইলে অন্যের প্রতি কোপ অসম্ভব, যেহেতু তাহা আত্মার নিজ স্বভাব। আত্মা হইতে ভিন্ন কিছু নাই। যদি বল আছে, তবে তাহা মিথ্যা। সুতরাং সুখ দুঃখও নাই, তবে আর কেন কোপ করিবে? যদি গ্রহগণকে সুখ দুঃখের নিমিত্ত বল তাহা হইলেও জন্মরহিত আত্মার তাহাতে কিছুই নহে, কিন্তু জন্য দেহেরই তাহা সম্ভব। গ্রহের অবস্থান বিশেষে দেহের পীড়া দৈবজ্ঞেরা কহেন, অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পুরুষ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইবেন? যদি কর্ম্মকে সুখ দুঃখের হেতু বল তাহাতেও আত্মার কিছুই নহে; চিজ্জড় একত্রিত ভিন্ন সুখ দুঃখ হয় না, অথচ দেহ জড় ও পুরুষ চেতন, অতএব সুখ দুঃখের মূলীভূত কর্ম্মই আত্মাতে নাই, সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে? যদি কালকে সুখ দুঃখের হেতু বল, তাহাতে ও আত্মার কিছুই নহে, যেহেতু কাল আত্মার অংশ হওয়ায় যেমন অগ্নি তাপে উষ্ণ বা তারকা হিমে শীতল হয় না, তদ্রূপ আত্মারও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হয় না। অতএব কাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে? আত্মার কখনই কাহার দ্বারা কোথাও কোন রূপে সুখ দুঃখাদি সম্ভব হয় না। সংসারাবদ্ধ অহঙ্কাররূপী জীবোপাধির যেমন সুখ দুঃখের ভীতি জন্মে, প্রবুদ্ধ হইলে আর তদ্রূপ হয় না। পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করতঃ সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন যে মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবা দ্বারা আমি ঘোর তম হইতে উত্তীর্ণ হইব।

সেই নষ্টধন, গতশ্রম, বৈরাগ্যযুক্ত মুনি অসৎলোক কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে অকম্পিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করত পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শত্রু, মিত্র, উদাসীনরূপ এই যে সংসার ইহা অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ মনেরভ্রম মাত্র, অতএব জীবের সুখ দুঃখ দাতা অন্য কেহই নহে, সকলই আত্ম বিভ্রম মাত্র। (ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।)

---

## জ্ঞানানন্দ উক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৭৩। দীন প্রাণে বিশ্বব্যাপক বিশ্বাত্মার বিকাশ-বিভূতি, সমূহ সমাবেশিত হয়। নিম্ন ভূমিতেই চারি-দিকের বর্ষিত বারি একত্রিত হইয়া থাকে।

১৭৪। বৈরাগ্যের পরিপাক ব্যতীত, প্রাণে বিবেক আসিলেই, সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসের স্বচ্ছ শান্তিময় ভাব হৃদয়ে অনুভব করা যায় না। বৃক্ষে ফল ফলিলেই, কাল পূর্ণ না হইতেই, ফলটী বৃন্তচ্যুত করিলে, ফলের আস্বাদ পাওয়া যায় না।

১৭৫। সংসার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, প্রাণ শান্তিরস পিপাসু হইলে, সংসারে থাকিয়া সাধন করিলে, শীঘ্র জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশ বাসে, পুষ্ক-রিণীর অভাব হইলে, প্রাঙ্গন মধ্যে কূপ খনন করিলে, সহজে অপরিমেয় পেয় তোয় লাভ করা যায়।

১৭৬। জন্মান্তরীয় বিবেক পোষিত প্রাণ লইয়া পৃথিবীতে আসিলে, সাধক স্বতঃ বৈরাগ্যের অনুরাগী হইয়া, হা হুতাশ অন্তরে ভ্রমণ করিতেং কালে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। বর্ষাকালের খাল বিলের জলত্যাগ করিয়া, চাতক গ্রীষ্ম আসিলে আকাশ বারি প্রত্যাশী হইয়া, একান্ত পিপাসু অন্তরে, যখন উর্দ্ধ মুখে বসে ২ ফটিক জল, ফটিক জল করিয়া চিৎকার করে, তখন সে স্বভাব সূত্রে মেঘবারি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৭৭। অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিরহিত সাধক, হঠাৎ বৈরাগ্যে কিছুকাল এদিক ওদিক করিয়া, শান্ত হইয়া যান। আগু পেছু নজর করা পোত, ঝটকা বায়ুতে ক্ষণেক টল মল করিয়া, স্থির হইয়া থাকে।

১৭৮। ভগবন্মুখ সিদ্ধ সাধুর প্রেম স্রোতে, চপলমতি সাধক, আপনা রক্ষা করিতে না পারিয়া দিক্‌ বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে, ও বিবেকানুরাগী স্থির চিত্ত সাধক, সাধুর প্রেমরস উপদেশে নিজ অহংমলা নাশার্থ একান্ত নির্ভর করিয়া, চরণ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকে। সাগরাভিমুখী স্রোতস্বিনীর তরঙ্গ তুফানে, তটস্থ তরুণ বৃক্ষরাজি, তটত্যাগ করিয়া কোথায় ভাসিয়া যায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন বহু দূরব্যাপ্তমূল বিটপী শ্রেণী, নদী বক্ষে গা ঢালিয়া, নিজ মূলমলা শূন্য করিয়া লয়।

১৭৯। হাম্‌-বড় বিষয়-দৃঢ় ভোগী ভক্ত, ভগবৎকথায় উপর উপর রসে কিন্তু প্রাণে মজে না। কাঁকর কুলুই ইট্‌ পাষাণ, বর্ষার জলে ভেজে কিন্তু গলে না।

১৮০। ভক্ত জাগতিক শোকতাপ জ্বালা যন্ত্রনায় যত দগ্ধ হন, তত মায়াহীন পবিত্র প্রাণ হইয়া, মা জগদম্বার কোলে উঠিবার উপযুক্ত হন। সোনাকে হাপরের প্রচণ্ড তাপে তাপিত করিয়া যত পেটা যায় উহা তত খাদ হীন উজ্জ্বল জ্যোতি সমন্বিত সুন্দর অলংকারে পরিণত হইয়া, সুন্দরীর অঙ্গাভরণের উপযোগী হয়।

১৮১। লোকের নিন্দা নির্য্যাতনে, সাধুর প্রাণ ও মান সমধিক উজ্জ্বল হইয়া থাকে। উঠান ঝাড়া ময়লা পাঁশে, মানের গাছ ও মাম অপেক্ষাকৃত আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

১৮২। মায়ায় ডুবিয়া, তটস্থ লক্ষণাক্রান্ত সংসারবৃক্ষের কর্ম্মে লক্ষ্য করিলে, আপনার অনন্ত দোষ ভুলিয়া, সাধকের স্থির প্রাণের বাহ্য দোষ গণনীয় হইয়া থাকে। নৌকায় শুইয়া, স্থায়ী অচল তীরস্থ বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে, নিজের নিয়ত ভ্রমণ ভুলিয়া, বৃক্ষের চারিদিকে পরিভ্রমণ অনুমানে আসিয়া যায়।

১৮৩। সাধকের সন্তান মরিলে, সাধকের সাধন প্রাণ চঞ্চল হয় না, এক অন্তে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। রস্তার এঁটে তুলিলে, রম্ভা তরুতে মাজরা ধরে না ও সময়ে সুফল ফলিয়া থাকে।

১৮৪। পুত্র কলত্রের বিয়োগে বদ্ধ জীব, প্রাণমরা নিরাশ হইয়া, অন্তে কালগ্রাসে পতিত হয়। কোলের বাচা বাঁশ কাটিয়া লইলে, ঝাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী বাঁশটী নত হইয়া, শেষে অপরিপক্বাবস্থায় শুকাইয়া যায়।

১৮৫। ভাবগ্রস্ত ভক্ত উন্মনা ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে যথায় ক্ষণেক অবস্থান করেন, সেই স্থানেই শান্তিময় প্রেম কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শরতের মেঘ শূন্য মার্গে উড়িতে উড়িতে যেখানে তিলমাত্র স্থিত হয়, সেই খানেই বর্ষণ হইয়া থাকে।

১৮৬। সময়ে সন্ধ্যা আহ্নিক না হইলে, নিষ্ঠাবান্‌ সাধকের মন যেন কেমন কেমন করে ও প্রাণে কিছু ভাল লাগে না। নেসার সময় উত্তীর্ণ হইলে, অহিফেন সেবকের মন মন হাই ওঠে ও প্রাণ আই ঢাই করে।

১৮৭। মায়ার ভিতর ভক্ত সিদ্ধ হইলে, মায়া স্বয়ং ভক্তকে মুক্ত করিয়া দেন। কাকের বাসায় কোকিল বড় হইলে, কাক নিজে কোকীলকে তাড়াইয়া দেয়।

১৮৮। বিরাগ ভোগের বৃত্তি ভেদে, জ্ঞান অজ্ঞানের তারতম্য বুঝিলে, প্রাণ পূর্ণ জ্ঞানময় হইয়া যায়। শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ ভেদে, আলো আঁধারের হ্রাস বৃদ্ধি যাইলে, চন্দ্রের পূর্ণ পরিণতি হইয়া থাকে।

১৮৯। নির্জ্জন স্থানে সাধনার প্রথম সময় ক্ষত সাংসারিক কথা স্বভাব সূত্রে মনোমধ্যে উদয় হইয়া,

প্রাণ তমোময় ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। রন্ধনশালায়, উনুন ধরাইতে কয়লা কাঠের ধোঁয়া অবিরল ধারে বহির্গত হইয়া, গৃহ ধুম পূর্ণ ও দৃষ্টি রোধ করিয়া দেয়।

১৮৯। প্রাণ কাঁদিলে, মন "মরিয়া" উন্মত্তপ্রায় হইয়া মন্ত্রের সাধনে শরীর পাতন করিয়া থাকে। কয়লা ধরিলে ময়লা কাটিয়া লাল হইয়া, রন্ধন শেষে ভস্ম হইয়া যায়।

১৯০। শুদ্ধ প্রাণে ভক্তি আসিলে, কিছুকাল যেথা সেথা হরি কথা কহিয়া, ভক্ত অহং নাশিয়া মৌনী হন। গরম জলে চাল পড়িলে, ক্ষণেক ভেসে ভেসে ফুটে, সর্ব্বাঙ্গ ফাটাইয়া তলাইয়া যায়।

১৯১। সাধন পথের কথা একটী শুনিলে, সাধক হৃদয়নিহিত শুদ্ধাশুদ্ধ মতি গতি অনুভবে আসে। ভাত হাঁড়ির ভাত একটা টিপিলে, হাঁড়ির সমস্ত ভাতের সুসিদ্ধ অসিদ্ধ অবস্থা জানা যায়।

১৯২। প্রেমের ভাষা, প্রাণের কথা, প্রেমিক সাধক ব্যতীত, সাধারণ বদ্ধ সংসারীর খাপ ছাড়া ঠেকে ও ঠিক অনুভবে আসে না। সাপের হাঁচি, বেদের বাজী সাপুড়ে বেদে ব্যতীত সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না।

১৯৩। মায়ামুগ্ধ বদ্ধ জীব, মুক্ত প্রাণের বিরক্ত ভাব বুঝিয়াও বোঝে না, এবং অযথা সাধু নিন্দায় রত থাকে। ভূতে পাওয়া লোকে, ভূতুড়ে রোজার ঝাড়ান মন্ত্র শুনিয়াও শুনে না, প্রত্যুত অনর্থক রোজার উপর গালি গালাজ করিয়া থাকে।

১৯৪। পিতা মাতার বৈজিক সংস্কারে মন সংসারমুখ ও ভোগানুরত হইলেও, প্রাণ গুরু বা ভগবানে অর্পিত হইলে, গুরু বা ভগবানের দর্শনানন্দ বা আত্মচৈতন্যের হ্রাস হয় না। উত্তরাধিকারী অপরিমিতব্যয়ী অনাচারী হইলেও, বিষয় দেবত্তর থাকিলে, দেবতার নিয়মিত সেবা বা বিষয়ের ক্ষয় হয় না।

১৯৫। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী, দেহ মন্দিরস্থ হৃদয়াসনে ভগবানের স্বরূপ দর্শন পান বলিয়া, বাহ্য দেহের ভোগ সেবায় কুণ্ঠিত হন না। নিষ্ঠাবান্ প্রেমিক, বহির্বাটীর ঠাকুর দালানে ঠাকুর সেবা হয় বলিয়া, দালানটী নিজে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করিতে লজ্জিত হন না।

১৯৬। সাধন ব্যতীত, কেবল শাস্ত্র পাঠে প্রেম ভক্তির শুদ্ধ শান্তি হৃদয়ে অনুভব হয় না। ব্যবহার ব্যতীত, পরের মুখে মধুর তিক্তের রসাস্বাদ আপনাতে আসে না।

১৯৭। যোগ পথে ভয় আসিলেই, অহং বাড়িয়া যায়। বায়ু কোণে মেঘ দাঁড়া'লেই, ঝড় উঠিয়া থাকে।

১৯৮। হৃদয়ে বিবেক জাগিলে, গুরু বা ভগবান্ খুঁজিতে হয় না, স্বভাব সূত্রে গুরু বা ভগবান্ সদয় হইয়া, ভক্তের হৃদয় নিহিত সকল অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। গৃহে অগ্নি লাগিলে, বায়ুকে ডাকিতে হয় না, আপনা আপনি বায়ু ছুটিয়া আসিয়া অগ্নির সহায়তায়, সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

১৯৯। কুটিলের ক্রোধ ক্রমে ক্রমে প্রাণের ভিতর পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সরল খোলা প্রাণে উহা উঠিয়াই মিলাইয়া যায়। যেমন তুঁষের আগুন গুমে গুমে ভিতরে ২ পোড়ে, কিন্তু শুষ্ক তালপত্র জ্বলিয়াই নিবিয়া যায়।

২০০। বদ্ধ ভাবের অহং মমতা যতটুকু কমিতে থাকে, রাহু গ্রস্ত চন্দ্রমার ক্রমিক প্রকাশের ন্যায় ভগবদ্-জ্যোতি ততটুকুই সাধক প্রাণে প্রকাশিত হয়।

২০১। অন্তঃকরণ বাসনা হীন করিয়া, সাধনায় প্রবৃত্ত হইব সাধ করিলে, এ যাত্রা সাধনা পড়িয়া থাকে। গঙ্গা তরঙ্গহীন হইলে স্নান করিব ভাবিলে, কোন কালে গঙ্গা স্নান হয় না।

২০২। ভোগের সময় সংসার ভোগ করিয়া, সাধনায় বসিয়া, বাসনার নব নব রূপ দেখিলে, সেই রূপের ভিতর সহসা যেন আপনার স্বরূপের শান্তিময় মূর্ত্তি দর্শন হইয়া থাকে। স্নানের সময় স্নান করিয়া ভগবদ্-ভাবে তটে বসিয়া তরঙ্গিণীর কল কল নিনাদ শুনিলে

সেই শব্দ মধ্যে কেমন এক অভূতপূর্ব্ব প্রাকৃতিক তানলয় বিশুদ্ধ একতান গীত অনুভূত হইয়া থাকে।

২০৩। সকল সাধকের প্রাণের গতি সমান নয় বলিয়া, সাধু গুরু সাধকের কুলজন্মজাত প্রবৃত্তি ভেদে, ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সকল জমিতে সকল ফসল হয় না বলিয়া, কৃষকেরা জমির রসতাপের তারতম্য বুঝিয়া, ভিন্ন ২ ক্ষেত্রে ভিন্ন-২ বীজ বপন করিয়া থাকে।

২০৪। সাধুর প্রাণ কামে কাঁপে, নামে নাচে ও অসাধুর মন নামে মরে, কামে বাড়ে। ননীর পুতুল তাপে গলে, জলে ভাসে ও কাদার পুতুল জলে গলে, তাপে গড়ে।

২০৫। বয়োবৃদ্ধ সংসারীর মনকে ভগবদ্ভাবে ভাবিত করিতে যত প্রয়াস পাইতে হয়, শৈশবপ্রাণ সরল বিশ্বাসী হৃদয় সাধন উপযোগী করিতে, তত ক্লেশ পাইতে হয় না। পাথর কুঁদে প্রতিমা গঠনে যত সময় লাগে, মাটি খুঁড়িয়া ঠাকুর গঠনে তত সময় লাগে না।

২০৬। দাস দাসী, স্ত্রীপুত্র বা সমাজের লোক বশ করা অপেক্ষা, স্বভাব চঞ্চল মনের বশীকরণে সমধিক বিচার জ্ঞান যোগ কৌশল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির আবশ্যক। বিড়াল কুকুর গ্রাম্য পশু বা বনের হরিণ পোষ মানান অপেক্ষা, মত্ত মাতঙ্গ সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ধরিতে বহুল অস্ত্র শস্ত্র সাহস বলের প্রয়োজন।

২০৭। বাহিরে ইন্দ্রিয় বর্গ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, ভিতরে মন প্রাণ সততই কর্ম্মশীল ও চঞ্চল থাকে। বাহিরে বায়ুর হিল্লোল না থাকিলেও অশ্বত্থ পত্রের নিয়ত ঝর ঝর কম্পন ও ঝাউ গাছের শোঁ শোঁ শব্দ কমে না।

২০৮। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ভক্ত, ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকে না। উদয় মধ্যাহ্ন অস্ত, কোন সময় শরীরের ছায়া, শরীরকে ছাড়িয়া যায় না।

২০৯। কোটী পুরশ্চরণে, কপটের কুটিল প্রাণ সরল হয় না। সহস্র পোড়নেও লৌহের কৃষ্ণতায় সুন্দর হয় না।

২১০। সেবানুরক্ত ভক্ত, ভগবানের সন্নিধিস্থিতি বা সাক্ষাৎ দর্শন জ্ঞান অভাবে, ভগবানের প্রতিমা পূজা করিয়া, মনের মোহ আঁধার নাশ করেন। পতিপ্রাণা সতী, পতির বিদেশ বাসে বা বিয়োগে, পতির আলেখ্য বক্ষে করিয়া বিরহ বেদনার শান্তি করিয়া থাকেন।

২১১। মায়া কার্য্যে ভগবদ্‌ভক্তির বাহ্য বিকাশ না থাকিলেও ভক্তের হৃদয় হইতে ভগবানের অন্তর্ধান হয় না। দিবালোকে তারকাকুল অদৃশ্য হইলেও এককালীন আকাশ হইতে চলিয়া যায় না।

২১২। সাধনোচ্ছ্বাসের পর, দুই এক দণ্ড বহুল বাহ্য বস্তুতে, জ্ঞানালোকে ভগবানের প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পূর্ণিমার পর দুই এক দিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত, সূর্য্যালোকে চন্দ্র দেবের দর্শন হইয়া থাকে।

২১৩। পরম প্রেমে প্রেমিক, তিলমাত্র দেহে দৈতাহং থাকিতে, লোক দেখান ভাবে ভগবানের জন্য, মায়া দেহের কর্ত্তব্য কর্ম্ম চ্যুত হন না। স্বামী-সোহাগিনী আর্য্যানারী, দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিতে, কিছুতেই কাহারো কথায় স্বামীর জন্য অবগুণ্ঠন মোচন করেন না।

২১৪। যশোলিপ্সু ভক্ত, বাহিরে সন্ন্যাসী হইয়া, বিবেক বৈরাগ্যের বল গৌরব প্রকাশ করেন ও একান্তানুরাগী সাধক সংসার মধ্যে সন্ন্যাসী সাজে গৃহস্থলী-কার্য্যরত থাকিয়া নিজ সাধনাবস্থা গোপন করিয়া কাল যাপন করেন। বারবিলাসিনী রমণী বারান্দায় দাঁড়াইয়া রূপের চটক্ দেখায় ও স্বামীরতা সতী অন্দরেও আগুল্‌ফ বসনাবৃতা হইয়া আপনাকে ঢাকিয়া রাখে।

২১৫। মোহমুগ্ধ বদ্ধাবস্থায়, সাধু সদাত্মার সৎকথা প্রাণে স্থান পায় না। রুগ্ন দেহে, মন্দ ক্ষুধায় স্বাস্থ্যকর সুখাদ্যও পেটে তলায় না।

২১৬। স্বার্থপর সংকীর্ণমনা সংসারীর প্রাণে, পরার্থপর বিস্তীর্ণ চেতা সাধকের বিবেক বৈরাগ্যের সিদ্ধ সদ্যুক্তি সদাই অসমঞ্জস বোধ হয়। একদেশদর্শী কূপমণ্ডুক হৃদয়ে নভোমণ্ডল বিহারী পক্ষীর বিস্তৃত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব বিষয় আজগুবি বলিয়া প্রতীত হয়।

২১৭। বিষয় তৃষ্ণা জনিত ভোগ, জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া শরীরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শারীরিক ব্যাধি, পুরুষ পরম্পরা ব্যাপিয়া, পুত্রাদিতে প্রকাশ পায়।

২১৮। অজ্ঞানী জীব, বিপাকে পড়িলে, ভগবানের নাম করিয়া থাকে। বিকারী রোগী, রোগের যন্ত্রণায়, জল জল করিয়া থাকে।

২১৯। সঞ্চিত পুণ্য থাকিলে মনোময় দেহে প্রেমময়ের পূর্ণ মূর্ত্তি দর্শন আনন্দে বঞ্চিত হইতে হয় না। অগ্রে জানা থাকিলে, অন্ধকার গৃহে আবশ্যকীয় অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি সাধে অকৃতার্থ হইতে হয় না।

২২০। সৎপথপ্রদর্শক সাধু গুরুর চরণে মতি রাখিয়া, সাধক ঘোর মায়ামুগ্ধ ভব সংসারের ভাব গতি বক্র করিয়া, স্বীয় কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। উত্তর মুখ দিগ্দর্শন যন্ত্রে দৃষ্টি রাখিয়া, নাবিক সদা তমসাচ্ছন্ন অকূল সমুদ্রে, কূল নির্ণয় করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

## গীতা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু যাহা সম্ভোগের জন্য, যাহাতে তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই; সেই অভ্যন্তরস্থিত সরস সুমিষ্ট স্তরের প্রথমেই জ্ঞান শূন্যা ভক্তি আসীনা।

"প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান শূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥"

আস্বাদনের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আকর্ষণের কথা ধরা যায় তাঁহা হইলে নারিকেল ফলের উপমায় আর কুলায় না। তখন বলিতে হয় পদ্মা নদীর পাকের মত ভগবন্ মাধুর্য্যের প্রবল আকর্ষণের বাহির আছে ভিতর আছে; যাহা বাহিরের সে গণ্ডীতে কোন টান থাকে না, কিন্তু যেখানে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শেষ হইয়া জ্ঞান শূন্যা ভক্তির আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে দাঁড়াইলে দেখা যায় মানব প্রকৃতির ভিতর কি যেন একটা কম্পনের অনুভূতি হইতেছে, কোথা হইতে কে যেন টানিতেছে। ফিরিলে ফিরিতে পারি, কিন্তু তবু যেন একটু দেরি হয়, একটু কষ্ট হয়, মনে হয় যেন দেখিতে পারিলে ভাল হইত কোথা হইতে এ টান—এ আকর্ষণ আসিতেছে। ইহার পরবর্ত্তী স্রোতঃ স্তরও বাহিরের গণ্ডী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে, চেষ্টা করিলেই অনায়াসে বিষয় কোলাহলের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর এমন একটু দাগ লাগে যে সে ছায়া সে চিত্র থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে, ভুলিয়াও ভুলিবার যো নাই। রামানন্দ রায় এই স্রোতস্তরের নাম প্রেমভক্তি

দিয়াছেন ; মহাপ্রভু ও ইহাকে একবারে "ইহ বাহ্য" না বলিয়া জ্ঞান শূন্যা ভক্তির মত "ইহ হয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু সেই "ইহোত্তম" স্তর যাহা সর্ব্বতো ভাবে আভ্যন্তরিক, যাহা হইতে বৃন্দাবন, যাহা হইতে নবদ্বীপ ; যাহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্তি গ্রন্থে যে স্রোতঃ স্তর সুশোভিত করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে ; যেখান হইতে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপ সনাতন, জীব, বেদব্যাস, নিমজ্জিত হইতে হইতে "ইহোত্তম" "ইহোত্তম" বলিয়া ছুটিয়াছেন, সেই আভ্যন্তরিক স্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের নাম "দাস্য"। ইহার পর হইতে সখ্যের সুন্দর স্তর প্রকীর্ণ হইয়াছে। দাস্য অপেক্ষা এখানে আকর্ষণ কত বেশি তাহা বলা যায় না, ও যেন মনে হয় সুধু টান নহে, কে যেন হাত ধরিয়া বলিতেছে "যদি আসিয়াছ সখে! তবে আর যাইওনা।" পলাইবার যো নাই, ছাড়াইবার যো নাই। সে অনুরোধ, সে আগ্রহে চরণ অবসন্ন হইয়া আসে, হৃদয় আপনা হইতেই মুহ্যমান হইয়া আকর্ষণের খর স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়।

সখ্যের খর স্রোত পার হইতে না হইতেই বাৎসল্যের বিচিত্র স্তর আরম্ভ হইয়াছে। এখানে আসিয়াই যেন ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়—উন্মাদিনী যেমন ছুটে—বৎসহারা গাভী যেমন ছুটে—কাঁদিতে কাঁদিতে, ডাকিতে ডাকিতে—সেই রূপ যেন ইচ্ছা করে ছুটিয়া যাই! সে স্নেহ, সে উন্মত্ততা, সে আত্ম বিস্মৃতি, করুণাময়ীর সে সোহাগভরা নবকারুণ্যের অমৃতধারা, যাহা দেখিয়া ক্ষুদ্র শিশু আর স্থির থাকিতে পারে না, মাতৃ হৃদয়ে ক্ষুদ্র হৃদয় মিশাইয়া দেয়, ভক্তি গ্রন্থে তাহা বাৎসল্য নামে অভিহিত। আর যাহা চতুর্থ স্তর, যেখানে প্রাণের সহিত প্রাণ মিশিয়া আছে, অণুর সহিত অণু সংশ্লিষ্ট আছে, তথাপি প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গের জন্য লালায়িত, যেখানে সুখ নাই দুঃখ আছে, দুঃখ নাই সুখ আছে, যেখানে সকলই মদালস ; যেখানে অনন্ত তৃপ্তি ও অনন্ত পিপাসা লুকাচুরি খেলে, অমানিশার অন্ধকারের ভিতর যেখানে পূর্ণ জ্যোৎস্না বিরাজমান থাকে, নিদারুণ হলাহলের মধ্য হইতে যেখানে অনন্ত অমৃতের উৎস ছুটিয়া আসে, জীবন মরণের অপূর্ব্ব সমাবেশ যেখানে ; রামানন্দ রায় যাহাকে কান্তাপ্রেম বলিয়াছেন, মহাপ্রভু যাহাকে সাধ্যাবধি বলিয়াছেন, যাহার উপর আর কথা নাই, যাহার উপর আর জিজ্ঞাসা নাই, মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্ররূপা সেই রমণীরত্নের পর আর কিছু আছে কি না বলিতে পারি না।

এই মধুময় ভাব স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানুষ মানুষের পূজা করিতে শিখিয়াছে ; প্রভু বলিয়া সাড়া না পাইলে সখা বলিয়া চিৎকার করে ; তাহাতেও নিরাশ হইলে, ক্ষুদ্র শিশুকে যেমন উন্মাদিনী জননী খুজিয়া বেড়ায় সেইরূপ খুজিয়া বেড়ায় ; তাহাতেও যদি দেখা না মিলে তবে মানুষের আর কি আছে, যে তাহাকে ধরিবে! তাই যুক্তি করিয়া, পরামর্শ করিয়া শেষ এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে যাহাতে তাহাকে আপনি আসিতে হয়, আসিয়া খুজিতে হয়, সাধিতে হয়, ডাকিতে হয়, বলিতে হয়—"প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং"। এই নূতন বিধি—এই নূতন বিধান যাহাদের উদ্ভাবিত তাহাদের নাম "সখী"; আর যাহার বলে বল করিয়া, যাহার জোরে জোর বাঁধিয়া এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই "ফুটন্ত কুসুমের" নাম—সেই "ফুল্ল কমলিনীর" নাম "রাধা"। যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মত্ত মধুব্রত উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে, সেই রূপ রাশির সহিত মদিরা ঢালিয়া দিয়া যে সৌন্দর্য্যময়ী বিনির্ম্মিতা হইয়াছে "শঠ লম্পটকে" ভুলাইতে হইলে, কুলকুণ্ডলিনীর মত তাহাকে না ধরিলে, অদ্বৈত বাদের অহং এর মত তাহাকে না জাগাইলে চলে না। যে মন্দারকুসুমের ইতিহাসে ভাগবত বিরচিত হইয়াছিল, যে মন্দার কুসুমের পরিচয়ে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থিত হইয়াছে,

সেই মন্দার কুসুম না হইতে পারিলে মধুকর আকৃষ্ট হয় না; আকৃষ্ট হইলেও নিত্য যুক্ত হইয়া থাকে না। আসে, ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া যায়। তাই সখীগণ মৃগমদ কুঙ্কুমে সৌন্দর্য্যময়ীকে আরও সৌন্দর্য্যমাখা করিয়া "ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে" ডাকিয়া আনিয়া কুসুম শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত সাজাইয়াও—এত ফুটাইয়াও হায়! তাঁহারা মধুকরকে নিত্যযুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এ মিলনের ইতিহাসেও অক্রুর আসিয়াছে, মথুরা আসিয়াছে, বিরহ আসিয়াছে, ক্রন্দন আসিয়াছে। সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ বৃন্দাবনের ইতিহাস তাই সম্পূর্ণ হইয়াও অসম্পূর্ণ।

নিত্যযুক্ত না হইলে, দুই আধার একত্রিত না থাকিলে, এ অসম্পূর্ণতা দূর হইবার নহে। সেই জন্য চারিশত বৎসর হইল চৈতন্যচন্দ্রের অভ্যুত্থান হইয়াছিল; সেই জন্যই কাঞ্চন পঞ্চালিকার আড়ালে স্নিগ্ধ ঘনদ্যুতির সন্নিবেশ হইয়াছিল; তাই এক আধারে, তৃপ্তি অতৃপ্তি, পিপাসা পানীয়, বিষ অমৃত একত্রে মিশ্রিত করিয়া দেখান হইয়াছিল—নিত্যযুক্ত রূপ কি, ইহার সহিত অবতারবাদের কত নিকট সম্বন্ধ! যে নিত্য যুক্ত রূপ দেখিয়া রামানন্দ রায় বলিয়াছিলেন—

> "তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
> তার গৌর কান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥"
> "তাহাতে দেখিয়া মাত্র সবংশীবদন।
> নানা ভাবে চঞ্চল সদা কমল নয়ন॥
> এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
> অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥"

হেম বিজড়িত মরকত মণির মত সেই রসরাজ মহাভাবের একত্রে সমাবেশ যে দেখিয়াছে সে ত মজিয়াছে, কিন্তু যে দেখে নাই সেই দুর্ভাগাকে দেখাইবার জন্য আর কি কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না? যদি কোন উপায় থাকে, এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট করিব।

ক্রমশঃ।

---

## একাদশী নির্ণয়।

রাশি চক্রের যে স্থানে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (First point of the Aries) হয়, তাহাকেই অয়ন বিন্দু কহে। গ্রহ নক্ষত্রাদির দ্রাঘিমা (Longitude) গণনার প্রকৃত প্রণালী সিদ্ধান্ত গ্রন্থে উক্ত অয়ন বিন্দুকে আদি ধরিয়া, বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। য়ুরোপের জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণও আর্য্য মহর্ষিগণ প্রণীত সিদ্ধান্ত গ্রন্থানুগত অয়নবিন্দু অবলম্বনেই গ্রহ নক্ষত্রাদির "লঙ্গিচুড" গণনা করিয়া থাকেন; তাহাকেই আমরা সায়ন গ্রহস্ফুট বলিয়া থাকি। অয়ন চলনের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া অয়নবিযুক্ত গ্রহস্ফুট সাধনের উপায়ও আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত গ্রন্থে অতি সহজ ভাবে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ছায়াগ্রহ রবিচন্দ্রাদির স্ফুট অপেক্ষা অয়নবিযুক্ত প্রথাগত গ্রহস্ফুট বিশুদ্ধ নহে; কারণ, কালে গ্রহগণের নিরূপিত গতির * বিভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব আবশ্যক বশতঃ আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত-গ্রন্থানুমোদিত পাশ্চাত্য জাতির দৃগগণিতৈক্য † গ্রীনউইচের মাধ্যাহ্নিক রবিচন্দ্রের দ্রাঘিমা অর্থাৎ লঙ্গিচুড এবং দৈনিক গতি অনুসারে রাঢ় দেশীয় মল্লভূম্যাধিপতির নগর ‡ অবলম্বনে বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসে শুক্লৈকাদশী তিথির ধর্ম্ম কর্ম্মোপযোগী সূক্ষ্ম তিথ্যন্তকাল এবং দ্বাদশী তিথির

---

* "যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যকং।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদি নির্ণয়ং॥ ১॥"
সিদ্ধান্ত গ্রন্থে।

† "সৌক্রং কেন্দ্রমজার্য্যমধ্যগমিতীমে যান্তিদৃক্তুল্যতাং।
সিদ্ধৈস্তৈরিহপর্ব্ব ধর্ম্মনয় সংকার্য্যাদিকং বাদিশেৎ"॥

‡ "নিজ নিজ পুরদেশাস্তস্থিতাদ্ যোজনৌঘাদ্।
রসগবমিতিলিপ্তাঃ স্বর্ণাসিন্ধোপরে প্রাক্॥"
গ্রহ লাঘবে।

প্রবৃত্তি কাল নিম্নে স্থির করা হইল। ধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তিথির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সময় নির্ণয় করা সহজ * নহে এবং একাদশী ও দ্বাদশী তিথির প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সময় নিরূপিত না হইলেও ব্রতোপবাসাদির দিন স্থির হইতে পারে না। এক দেশের পঞ্জিকা নিবিষ্ট ব্যবস্থা অপর দেশের গণিতাংশ মতে সম্পূর্ণ অব্যবস্থা হইয়া থাকে, তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ স্থল বিশেষে দেশান্তরাদি শোধন † করিয়া, তদনুরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার অপ্রচারের কিরূপ ফল, তাহাই অদ্য দেখান হইতেছে।

বর্ত্তমান বর্ষের ৯ই চৈত্র বুধবার (ইং ২২ এ মার্চ্চ) গ্রীনউইচের মাধ্যাহ্নিক সায়নরবির দ্রাঘিমাংশাদি ১°। ৩৯′। ৪৭″, দৈনিক গতি কলাদি ৫৯′। ২৮″। চন্দ্রগ্রহের সায়ন দ্রাঘিমাংশাদি ১২৮°। ৫′। ৪১″, দৈনিকগতি অংশাদি ১১°। ৫৩′। ৪৫″। রবি ও চন্দ্র গ্রহের দ্রাঘিমান্তর হইতেই তিথি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। রবিচন্দ্রের প্রতি দ্বাদশাংশান্তরে ‡ এক এক তিথির পরিসমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে রবিচন্দ্রের দৈনিক গত্যন্তরাংশাদি ১০°। ৫৪′। ১৭″, রবিচন্দ্রের দ্রাঘিমান্তরাংশাদি ১২৬°।২০′।৫৪″ এবং শুক্লা একাদশী তিথি পরিসমাপ্তি অংশ ১৩২°। অতএব একাদশী তিথি ভোগ্যাংশাদি ৫°। ৩৯′। ৬″। যদি রবি চন্দ্রের দৈনিক গত্যন্তরে ২৪ ঘণ্টা হয়, তবে উক্ত তিথি ভোগ্যাংশাদিতে ¶ ঘঃ ১২। ১৫ মিঃ গ্রীনউইচের মধ্যাহ্ন কাল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, রবি চন্দ্রের গত্যন্তরের লগ্ (Log.)·৩৪২৮ এবং ঘঃ ১২। ১৫ মিনিটের "লগ্".২৯১৮ একত্র করিলে, তিথি ভোগ্যাংশাদি "লগ্".৬৩৪৬ এর সমান হয়। অতএব প্রাপ্ত ঘঃ ১২। ১৫ মিনিটের সহিত গ্রীনউইচ্ হইতে মল্লভূমের দেশান্তর ঘঃ ৫। ৪৯ মিঃ (পূর্ব্ব বশতঃ) যোগ করিলে ঘঃ ৬। ৪ মিঃ একাদশী তিথির তিথ্যন্তকাল এবং দ্বাদশী তিথির প্রবৃত্তি কাল স্থির হইল। উক্ত দিবসে গৌড় সমক্ষে মল্ল ভূমের সূর্য্যোদয় ঘঃ ৬। ৮ মিঃ প্রাপ্ত হওয়ায় বুধবার রাত্রি শেষে একাদশী তিথির পরিসমাপ্তি কাল বুঝাইল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব পরিশেষে বাক্তব্য এই, গৌড়দেশের পঞ্জিকায় উন্মীলনী তিথি * জন্য যে ব্রতোপবাসের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ মতে রাঢ়দেশের (মধ্যবর্ত্তি মল্লভূমির) ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে অব্যবস্থা † হইয়া পড়ে। অতএব ব্রতোপবাসাদির দিন স্থির করা পণ্ডিত মণ্ডলীর একান্ত কর্ত্তব্য।

ভাষাভেদ, পর্ব্বতাবচ্ছেদ এবং মহানদীর ব্যবধানে ‡ দেশভেদ অবধারিত হয়। এই জন্য গৌড়দেশ ও রাঢ় দেশ এক নহে; উভয়ের মধ্যে মহানদী ¶ গঙ্গা অবস্থিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে মল্ল ভূমির অধীশ্বরের যত্নে রাঢ় দেশের পঞ্জিকা গণিত হইয়া স্বদেশ মধ্যে প্রচা-

* "দ্বাদশ্যানির্ণয়ে ভূপ মূঢ় সত্র জগত্রয়ং।
অত্রমূঢ়ামহীপাল প্রায়শো যে নরাঃপুরা॥"

† "মহাপুণ্যতমাহ্যেষা দ্বাদশী ফলতোঽধিকা।
শোধয়িত্বা সদা কার্য্যা সম্যগ্দৈবজ্ঞসত্তমৈঃ॥"
হরি ভক্তি বিলাসে।

‡ "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ॥"

¶ "অর্কোন চন্দ্রলিপ্তাভ্যাস্তথয়োর্ভোগভাজিতাঃ।
গতা গম্যাশ্চষষ্টিঘ্না নাড্যোভুক্ত্যান্তরোদ্ধৃতাঃ॥"
সূর্য্যসিদ্ধান্তে।

* "সম্পূর্ণৈকাদশী প্রাপ্তদ্বিতীয়েঽহ্নি প্রবর্ত্ততে।
উন্মীলনীতি সা প্রোক্তা পাপ সঙ্ঘৌঘনাশিনী॥"

† "সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র দ্বাদশীচ যদা ভবেৎ।
ত্রয়োদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধং বঞ্জুলী সা হরি প্রিয়া॥"
হরি ভক্তি বিলাসে।

‡ "ভাষা যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥"
স্মৃতি সংগ্রহে।

¶ "সমানয়ৎ সসৈন্যশ্চ তর্ত্তুং গঙ্গাং মহানদীং।
স্বদেশেবাসিনাঞ্চৈকাং রাজিনাবং শুভস্বদা॥"
অধ্যাত্মরামায়ণে।

রিত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কাল ক্রমে মল্লেশ্বরের ভাগ্য চক্র পরিবর্ত্তন সহকারে সে যত্ন অন্তর্হিত হইলে পর, গৌড়দেশের পঞ্জিকার মত এ দেশে সাদৃশ্য সুযোগে প্রচলন হইয়া পড়ে! গৌড় দেশের পার্শ্ববর্ত্তী রাঢ় দেশ, এই জন্য অনেক কার্য্যের ব্যবস্থা প্রায়ঃ এক প্রকার হয়; তবে যেরূপ স্থলে গৌড়দেশের পঞ্জিকার ব্যবস্থা রাঢ় দেশে অন্যথা হইয়া পড়ে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় দেশের উদয়ান্তর † অবলম্বনে প্রাচীন দৃগ্‌গণিতৈক্যের মতও সাধারণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল। যথা—

| স্থান নির্ণয় | উজ্জয়িনী "মধ্যরেখা" | কাশীপ্রদেশ "চিত্রকূট" | রাঢ়দেশ "মল্লভূম" | গৌড়দেশ "রাজনগর" |
|---|---|---|---|---|
| ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার | দশমী দং ৫৩। ১৪ | দশমী দং ৫৩। ১ | দশমী দং ৫৪। ১০ | দশমী দং ৫৪। ৪৮ |
| ৯ই চৈত্র বুধবার | একাদশী দং ৫৭। ৩১ | একাদশী দং ৫৮। ২১ | একাদশী দং ৫৯। ২৭ | একাদশী দং ৬০। ০ |
| ১০ই চৈত্র বৃহস্পতিবার | দ্বাদশী দং ৬০। ০ | দ্বাদশী দং ৬০। ০ | দ্বাদশী দং ৬০। ০ | একাদশী দং ০। ৫ |
| ১১ই চৈত্র শুক্রবার | দ্বাদশী দং ২। ৩১ | দ্বাদশী দং ৩। ২৩ | দ্বাদশী দং ৪। ২৭ | দ্বাদশী দং ৫। ৫ |
| মধ্যরেখা হইতে দেশান্তর যোজন | নাস্তি | ৬০/৪৬৮০ পূঃ | ১৫০/৪৬৮০ পূঃ | ২০০/৪৬৮০ |

শকাব্দাঃ ১৮২০। ৯ চৈত্র॥ শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিদ্ধান্তরত্নঃ। সাং কাশীপুর॥ ইতি।

## তীর্থ ও তীর্থ সেবন।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং॥—

ভাগবত। ১। ২। ১৬-১৭

অনুবাদ। যদি ভগবৎ কথায় কাহারও প্রবৃত্তি না হয়, হে বিপ্রগণ, তিনি অগ্রে পুণ্যতীর্থ নিষেবণাদি দ্বারা নিষ্পাপ হউন, তাহা হইলে পরে মহৎ সেবায় প্রবৃত্তি ও তাঁহাদের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিবে, তদনন্তর ঐ ধর্ম্ম শুনিতে বাসনা ও বাসুদেবের কথায় রতি অবশ্যই হইবে। ভগবৎ কথায় রতি হইলেই সকল অশুভ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা হইল; কেন না সজ্জনসুহৃৎ ভগবান আপনার কথা শ্রবণকারী পুরুষের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহার হৃদগত সমস্ত অশুভ কামাদি বাসনা নষ্ট করিয়া দেন।

তীর্থানুসেবন ক্রিয়াশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে সত্ত্বোদ্রেক করিয়া মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। প্রাচীন মহাপ্রাজ্ঞগণের এই তত্ত্ব বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল; তাই প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র দিব্যদর্শী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়"॥

অর্থাৎ হে সঞ্জয় মৎপুত্রগণ এবং পাণ্ডব সমুদয় যুযুৎসু হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হওনান্তর

'খেযুভূযোজনমিত্যং রাঢ়ে দেশান্তরং মতা।
সম্পাদ্যচন্দ্র গ্রহণং ভূয়োভূয়ো নিরূপিতং।
তস্মাদেব কলা রাঢ়ে গ্রহেত্যঃ পরিশোধয়েৎ॥"

করণ গ্রন্থে।

† "নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ।
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ॥"

স্মৃতি সংগ্রহে।

কি করিয়াছিলেন ? সহজেই দেখা যায় যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আততৈর শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ; তবে তাঁহারা কি করিয়াছিলেন এইরূপ জিজ্ঞাসার কারণ এই, কি জানি ধর্ম্মক্ষেত্রের সত্ত্বোদ্রেকশক্তির প্রভাবে যুদ্ধ নাও ঘটিয়া থাকিতে পারে। তীর্থ সমস্ত ধর্ম্মক্ষেত্র ; তদনুসেবনে পাপক্ষয় হইয়া সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে। সমস্ত তীর্থকে বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এবং তন্মধ্যে বাহ্য তীর্থ সমুদায় দেশ কাল ও পাত্র ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে। সমস্ত বিবেচনা করিলে তীর্থ অসংখ্য। তাই ব্যাস জাবালকে বলিয়াছেন—

"তীর্থানি সন্ত্যসঙ্খ্যানি দিবিভূমৌ নভস্যপি।
তেষাং প্রাধান্যতঃ প্রাহ তীর্থানাং বায়ুরেবহি॥
তিস্রঃ কোটার্দ্ধকোটীচ তত্র বচ্মি কিয়ন্তত্তে।
কানিচিৎ বাক্য রূপাণি জলরূপাণি কানিচিৎ॥
কানিচিদিন্দ্রিয় রূপাণি দেহরূপাণি কানিচিৎ।
দেবতানামধিষ্ঠানস্থানং তীর্থমিহোচ্যতে॥"

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

অর্থাৎ স্বর্গ, ভূমি ও আকাশে অসংখ্য তীর্থ সমুদয় আছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান ২ গুলি বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে। সেই প্রধানের মধ্যে সার্দ্ধ তিন কোটী গণ্য, তাহাদের কতক গুলির বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি। সেই সব তীর্থের কোনটী বাক্যরূপ, কোনটী জল রূপ, কোনটী দেশরূপ, কোনটী দেহরূপ, কোনটী কালাত্মক, কোনটী বা ইন্দ্রিয়রূপ। এখানে তীর্থ দেবতাদিগের অধিষ্ঠান স্থানার্থক জানিতে হইবে।"

বাহ্য তীর্থ মধ্যে ভৌম তীর্থ সম্বন্ধে কাশী খণ্ড বলিতেছেন:—

"প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥"

অর্থাৎ ভূমির অদ্ভুত প্রভাব হেতু, এবং সলিলের তেজদ্বারা এবং মুনিগণের পরিগ্রহ হেতু তীর্থ সকলের পুণ্যজনকত্ব প্রসিদ্ধ হয়। ভূমি এবং জলের প্রভাব সম্বন্ধে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই প্রকৃষ্ট প্রমাণ; এবং মুনিগণের পরিগ্রহ বা শক্তি শালী পুরুষের শক্তি সত্তা হেতু যে স্থলের বিশুদ্ধি হয়, গত বর্ষের "ভারতে আখড়া পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধে তদ্বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে ; ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দেশ তীর্থ যথা;—যে স্থানে দ্বিজগণ বাস করেন, পদ্মবন, তুলসী বন, তুলসী মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ হস্ত পরিমিত স্থান, শ্রীফল বৃক্ষের স্থিতি স্থান, গঙ্গা, প্রভাস, বিন্দুসর, নৈমিষারণ্য। গণ্ডকীর তীরে পুলহাশ্রম, গণ্ডকীনদী, অনন্তাশ্রম, মলয়, মহেন্দ্র পর্ব্বতে ভৃগুরামের আলয়, কাবেরী তটে রঙ্গ নাথের আলয়, গোকর্ণাখ্য শিবস্থল, দণ্ডকারণ্য, মাহিষ্মতী পুরী, বিশালাপুরী, কাঞ্চীপুর, বেঙ্কট, কাবেরী, সরস্বতী, যমুনা, সরযু, পম্পা, চন্দ্রভাগা, কৌশিকী গোদাবরী, বিপাশা, নর্ম্মদা, তাম্রপর্ণী, প্রভৃতি জল তীর্থ। মথুরা, দ্বারকা, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, সমুদ্র, সেতুবন্ধ, অযোধ্যা, গৌতমাশ্রম, কামরূপ, যেখানে বহু জাতি থাকেন, গয়া, শালগ্রাম শিলা যেখানে থাকেন তাহার ২ ক্রোশ পর্য্যন্ত তীর্থ, বৈদ্যনাথ, দেবী পীঠ স্থান গুলি, লবণাম্বুনিধি তীরস্থ শ্রীপুরুষোত্তম, বারাণসী, কামাখ্যা, দ্বারকা, প্রয়াগ, গয়া, বনবাসস্থিত রাম যে ২ স্থানে স্থিত হইয়াছিলেন প্রভৃতি দেশতীর্থ।

ইন্দ্রিয় ও দেহ তীর্থ যথা,—বিপ্রদিগের চরণ, গো পৃষ্ঠ, তাহাদের অবস্থিতি স্থান, স্ত্রীদিগের সর্ব্বাঙ্গ, বালকদিগের শির, স্বচক্ষু, দক্ষিণ কর্ণ, সত্য বাক্য, পুরাণ পাঠ (এই সব বাক্ তীর্থ); দেব লিঙ্গধর চিত্ত, অসচ্চিন্তা বিরহিত মানস, দেবপূজা কারী ও দাতৃগণের কর, ভূত শুদ্ধি দ্বারা দেহের অভ্যন্তর, ও প্রাণায়ামে নাসিকা, মন্ত্র পূত আসন ও পৈত্রিক বাস স্থান। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র আরও বলিয়াছেন, গঙ্গানদী, মহানদী সমুদয়, গুরুর সদন এবং প্রসিদ্ধ দেবতা ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত আছে।

কাল তীর্থ যথা, স্নান, দান, উৎসব প্রভৃতি দেব কার্য্যে প্রশস্ত শুক্ল পক্ষ ; হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের জন্য

আষাঢ়, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ এই মাস চতুষ্টয়; বৈশাখে অক্ষয়া (শুক্ল পক্ষের) তৃতীয়া, জহ্নু সপ্তমী, শুক্লা একাদশী, বৈশাখী পূর্ণিমা, এবং আষাঢ় মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দশমী, একাদশী, পৌর্ণমাসী, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, এইরূপ কার্ত্তিকমাসে ত্যুত প্রতিপদ, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, অষ্টমী, যুগাদ্যানবমী, দ্বাদশী, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, কৃষ্ণ পক্ষের নবমী, চতুর্দ্দশী, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী, সপ্তমী, অষ্টমী, মাঘী পূর্ণিমা, কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী; শিবচতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, মাস বৎসর পক্ষদিগের আরম্ভ দিন, শুক্লা চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, তথা একাদশী, অমাবস্যা, নিজ জন্মদিন, পিতৃ মাতার মরণ বাসর এবং বৈধ-উৎসব দিন পুণ্য কাল বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। তদ্ভিন্ন অসংখ্য তীর্থ আছে। অশ্বত্থ, তুলসী, শ্রীফল, আমলকী আদি তরুরূপী তীর্থ, তাহাদের স্থিতি যুক্ত কিয়ৎ পরিমাণ স্থান ও তীর্থ।

মানস তীর্থ যথা কাশীখণ্ডে—

"সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং তীর্থমার্জ্জবমেবচ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং তপস্তীর্থমুদাহৃতং।
তীর্থানামপিতত্তীর্থং বিশুদ্ধি মনসঃ পরা॥"

অর্থাৎ সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, আর্জ্জব, দান, দম, সন্তোষ, ইহাদিগকে তীর্থ বলা যায়। ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ তীর্থ, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৃতি, তপঃ এই সব তীর্থ বলিয়া উদাহৃত; মনের যে পরা বিশুদ্ধি তাহা তীর্থেরও তীর্থ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন, পুণ্যতীর্থে, পুণ্য তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে যিনি জপ ও দান করেন তিনি কল্যাণের নিলয় স্বরূপ হন। প্রত্যেক তীর্থ বিধি-পূর্ব্বক সেবনে শাস্ত্রোক্ত ফল লাভে সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাহা সেব্য তাহা সেবন করা বিধেয়, কিন্তু যেমন চক্ষু দ্বারা শ্রবণ বা কর্ণ দ্বারা দর্শন হয় না, তত্তদ্বিষয় পথ অনুসরণ করিয়া চলিলে শ্রবণ ও দর্শন জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ শাস্ত্রানুগ পথে তীর্থ সেবা আবশ্যক। কাশীখণ্ড বলিতেছেন—

"যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো দাম্ভিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপ মলিন এব সঃ॥
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥"

শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, অচ্ছিন্ন সংশয়, হেতুনিষ্ঠ এই পঞ্চ শ্রেণীর লোক তীর্থফলভাগী হয় না। যে লুব্ধ, পিশুন, ক্রূর, দাম্ভিক, বিষয়াসক্তচিত্ত, সে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলেও পাপ মলিনই থাকে। মহানির্ব্বাণে যথা—

"ত্যক্ত্বা স্বাধ্যায়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দার রক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্॥
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রত্যাগাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা॥
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ অধ্যয়ন, পিতামাতার শুশ্রূষা, দাররক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থগামী জনগণের তীর্থ নরকের হেতু ভূত হয়। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ভর্ত্তার শুশ্রূষা ব্যতীত ব্রত সমুদয়ের নিয়ম নাই, উপবাসাদি ক্রিয়া নাই এবং তীর্থ সেবাও নাই। স্ত্রীলোকদিগের ভর্ত্তাই তীর্থ, তপ, দান, ব্রত ও গুরু; সেই হেতু নারী সর্ব্বান্তঃ-করণে পতি সেবা করিবেন। কলিতে আগমোদিত ধর্ম্মই প্রকৃষ্টতম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং আগমাদি সম্মত বিধি ত্যাগ করিয়া তীর্থ সেবন অবৈধ বলিতে হইবে।

তীর্থ যাত্রার পূর্ব্বে ও পরে পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ দ্বারা তর্পণে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা হয়। তীর্থ গমন কালে নিতান্ত সংযমী, নিরহঙ্কার, কষ্টসহিষ্ণু, গুরু দেব দ্বিজ ভক্ত, পবিত্রমনাঃ, সদ্বিষয়ে আলোচনাপর, ক্রোধ দ্রোহ বা লোভাদিতে অনভিভূত ও ভগবন্নিষ্ঠ থাকিতে হয়। আহার শয়ন আসনাদিও সাত্ত্বিকতার পোষক

থাকে। এমন অবস্থায় যাত্রীর মহোপকার সাধন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়; এক দিন মাত্রও এই সমস্ত গুণ অবলম্বন করা ভাল। সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে মরণ হইলে যে আত্মার প্রভূত মঙ্গল হয় সে সম্বন্ধে ভগবদ্‌বাক্যই প্রমাণ। যথা গীতায়—

"যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তম বিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥" ১৪॥ ১৪

এই অবস্থার তীর্থে মরণ যে অধোগতি হইতে ত্রাণ পাওয়ার উপায় তাহা সহজে বোধগম্য হয়। তীর্থে গিয়া লোক কায়িক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ তপ আচরণে বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হইয়া দেব ঋষি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। কথিত আছে জাত লোক দেব ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণে আবদ্ধ থাকে। তীর্থানুসেবনে ঐ সব ঋণ জাল হইতে মুক্ত হইয়া লোক বন্ধন মুক্ত হয়। এমন সর্ব্ব গুণের আকর তীর্থসেবা আশ্রয় করা অতীব কর্ত্তব্য।

তীর্থ সমুদয় ঈশ্বর বা ঈশ্বরোপম মহাপুরুষগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদের শক্তি দ্বারা ভাবিত। দাক্ষায়ণী সতীর অঙ্গ সমূহ হইতে পীঠ স্থান গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলিতেছেন সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা দাক্ষায়ণীর রূপান্তর বিশেষ; এ অবস্থায় সর্ব্বতীর্থই যে তদীয় অঙ্গ তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। ফলতঃ মহাশক্তির অঙ্গীভূত না হইলে তীর্থগণ এত অসংখ্য লোকের পাপক্ষয় ও পুণ্য বর্দ্ধন করিবার শক্তি কোথা. হইতে লাভ করিবে?

প্রকৃতি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, কাজেই নিত্য নূতন; ভৌম তীর্থ গুলিরও কাল বিশেষে শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পাপীর সংস্পর্শ তীর্থশক্তি হ্রাসকর এবং মহাপুরুষের স্পর্শ তীর্থশক্তির বৃদ্ধির কারণ। এইরূপ প্রাকৃত কারণে কৃতে কুরুক্ষেত্র, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে নৈমিষারণ্য এবং কলিতে সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্ব প্রধান তীর্থ। যে মহানাগ কালীয়ের উগ্রবিষে কালীয় হ্রদের জল স্ফুটিত ছিল, এমন কি তাহার উপর দিয়া পক্ষ্যাদির উড্ডয়ন এবং তাহার জল পান দূরে থাক, তীরে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে থাকা কঠিন ছিল, সেই কালীয় ভগবান্ দ্বারা স্থানান্তরিত হইলে ঐশ্বর তেজের সমবায়ে কালীয় দহ অতি পবিত্র জলময় হইয়াছে। এইরূপ যুগ ধর্ম্মাদি বিপর্য্যয় রূপ মহাশক্তি যোগে তীর্থদিগের কাল বিশেষে অবস্থান্তর হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কলিযুগে এরূপ কারণেই সর্ব্ব তীর্থের সারভূতা গঙ্গা এবং অগতির গতি হরিনাম সমুদয় তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে বিষ্ণু শরীর দ্রবীভূত হওয়াতে তদীয় পাদ পদ্ম হইতে দ্রবময়ী গঙ্গার উৎপত্তি। এই অর্থেও গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী এবং তীর্থগণ ভগবানের সেই স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে বর্ত্তমানে যে সমস্ত লোক "তীর্থ অসৎ লোকের আশ্রয় দাতা" এই বলিয়া তীর্থ প্রতি হতাদর, তাঁহারা যদি এই কথা মনে রাখেন যে, রোগ হইলেই ঔষধের আবশ্যক, পাপমলিন লোক পাপ বন্ধন হইতে মুক্তির উদ্দেশ্যেই তীর্থ আশ্রয় করিয়া থাকে, পতিতপাবন তীর্থগণ তাহাদিগকে পাপ মুক্ত করেন, তাহা হইলে ইহাতে তীর্থের মাহাত্ম্য ভিন্ন গ্লানিকর কিছুই লক্ষিত হয় না। যে সমস্ত পণ্ডিতম্মন্য লোক নিজের পাপ না দেখিয়া গৃহে বসিয়া নাস্তিকতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা যাহারা নিজের পাপ আছে জানিয়া তৎক্ষালনে তীর্থসেবাপর হয় বরং তাহারই ভাল।

কিন্তু তীর্থ যে কেবল অসৎ লোকের আশ্রয় তাহাও নহে; অসংখ্য সৎলোক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণ ইহা সেবন করিয়া থাকেন; পুরাণ প্রসিদ্ধ সিদ্ধাশ্রম, বদরিকাশ্রম, কামাখ্যা, কি বিশ্বনাথপুরী বারাণসী চির দিন যাবৎ অসংখ্য মহাপুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত; বদরিকাশ্রমে বেদব্যাস উদ্ধব আদির অবস্থান অনেকেই জানেন; এরূপ গতকল্যও বারাণসী ধামে মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী বিরাজমান ছিলেন। একাদশী, গ্রহণ বা জন্মাষ্টমীতে ও অনেকেই বৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যাঁহারা পাপ শূন্য, তাঁহাদের তীর্থ সেবায় প্রয়োজন কি? মন ভেদে প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন হইয়া থাকে; তীর্থ কেবল পাপ নাশক নহে, যথা শবস্ত্র সেবন করিলে পুণ্যবর্দ্ধনও করিয়া থাকে; লক্ষপতি যেমন ক্রোরপতি হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, পুণ্যবান্‌গণও পুণ্যবর্দ্ধনের জন্য এবং মুক্ত মহাপুরুষগণও পুণ্য ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া লোক শিক্ষার জন্য তীর্থানুসেবন করিয়া থাকেন। তথায় তীর্থেরও উপকার হয়, বিশেষতঃ তাঁহাদের মন অনেক সময়েই পতিতের জন্য কান্দে, তাই তাঁহারা মুক্তির উপায় প্রদর্শন জন্যও তীর্থপর হন। কারণ—

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোক যাহা আচরণ করিয়া থাকেন ইতর লোক তাহাই করে; তিনি যাহা প্রামাণিক বলিয়া মানেন লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে। কাজেই মহতের তীর্থ সেবা সর্ব্ব বিষয়ে ফলোপধায়ক হওয়াতে তাঁহারা তাহাই করিয়া থাকেন।

যদি তীর্থ সেবনীয় হয় তবে যে মহাজন গণ বলিয়াছেন, "ওরে কাজ কি আমার কাশী, সেই কালীপদ কোকনদ তীর্থ রাশি ২" বা "তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম, সকলই মনের ভ্রম, সারকর শ্রীগুরু (গৌরাঙ্গ) চরণ"—এই কি মিথ্যা কথা? না, মিথ্যা নহে, সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু সকলের তাহা বলিবার অধিকার নাই। অধিকার তত্ত্ব অতি গুরুতর সমস্যা; সাধারণতঃ দেখা যায় শিশু নিজ ভার বহনেও অসমর্থ; সেই শিশুই আবার বড় হইয়া অর্থাৎ শক্তি সঞ্চয় করিয়া এক মনের ভারও বহিতে পারে; যে শিশু ছিল, সেই বড় হইয়া শক্তিমান্ হইয়াছে, তাহার শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া, সে অধিক ভার বহিতে সক্ষম। ছেলে বেলায় লোকের যোগ বিয়োগ অঙ্ক বুঝাও কঠিন; কিন্তু বুঝিবার শক্তি বাড়িলে দুরূহ জ্যোতিস্তত্ত্বও তাহার আয়ত্ত হয়। সেই রূপ পরমাত্মরূপিণী সর্ব্বদেবময়ী কালী ও স্বপ্রকাশ গুরু যাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহারা গুরু পদ ও কালী পদে সমস্ত তীর্থ বিরাজমান দেখিতেছেন তাঁহারা এই সত্য কথা কহিতে পারেন; অন্যথা আমরা যেরূপ পরের মুখে শুনিয়া পৃথিবী গোলাকার বলিয়া থাকি—যে আমরা হয়ত ২।৪ দিনের রাস্তাও বেড়াইয়া দেখি নাই, আমাদের এই উক্তির ন্যায় বা শুক মুখে হরি নামের ন্যায় সাধারণের মুখে ঐরূপ অর্থহীন উক্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ আত্ম জ্ঞান সমস্ত পাপ, সমস্ত বন্ধন বিনাশ করে; পরমাত্ম রূপী ভগবান্ বা ভগবতী সন্তুষ্ট হইলে আত্মজ্ঞান লাভও দুষ্কর থাকে না। আত্মজ্ঞানীর নিকট পৃথক তীর্থের আবশ্যকতা নাই; সেই অমল জ্ঞান রূপ অগ্নিই সমস্ত পাপরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিয়া থাকে এবং অদ্বৈত জ্ঞানী যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" দেখিয়া সাধু মনে চৌরেভ্যোনমঃ, সাধুভ্যোনমঃ, অশ্বেভ্যোনমঃ, অশ্বপতিভ্যোনমঃ, ইত্যাকার ব্রহ্মাণ্ডরূপী পরব্রহ্মকে প্রণাম করেন, যিনি "প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্" বলিয়া জগন্মাতার পূজা করেন, তাঁহার নিকট পাপ পুণ্য বা তীর্থ অতীর্থ কিছুতেই ভেদ নাই; সেই সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন মহাজনই তীর্থ যাত্রাদি পরিশ্রম এবং মনের ভ্রম বলিতে পারেন। কথিত আছে রাসবিহারী শ্রীহরি এবং গোপী দত্ত অন্ন প্রচুর রূপে ভক্ষণ করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা গোপীগণকে বলিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ পরস্ত্রীতে রমণ করেন না এবং দুর্ব্বাসাও বায়ু মাত্র আহার করেন। এই রূপ ব্রহ্মময় মহাপুরুষের পাপ পুণ্যে বা তীর্থ সেবায় কি সম্বন্ধ? তাঁহারা নিজেই মহাতীর্থ, তাঁহাদের শক্তিতে তাঁহাদের আবাস স্থলও তীর্থ। কুশিকবংশীয়া নারী কৌশিকী এবং পূর্ব্ব শরীরে নারী নর্ম্মদা নদীরূপে তীর্থ হইয়াছেন; জনগণ তীর্থ রূপী মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য অনেক সময় তীর্থে গমন করিয়া থাকেন। পুলহাশ্রম, কশ্যপ ও বশিষ্ঠাশ্রম কি সিদ্ধাশ্রম সকলই তীর্থ। সাধকগণের সিদ্ধি স্থান

সর্ব্বত্রই তীর্থ বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। অনেক মহাপুরুষও ঐ সমুদয় স্থানে তপঃ শক্তি সঞ্চারে লোক মণ্ডলীর মহোপকার করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুষ্করতীর্থে যদুকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, অনন্ত মূর্ত্তি ভগবান্ বলদেব, ধর্ম্মমূর্ত্তি যুধিষ্ঠির ও বিদুর আদিও তীর্থ সেবা করিয়াছেন। তাঁহারা তীর্থ যাত্রা মনের ভ্রম বলেন নাই। এই পৃথিবীতে মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও পর্ব্বতবাসী যত লোক আছে, তাহাদের মধ্যে মক্কা মদিনা, মুসলমানের; বেথলেম নগর জর্ডান নদী খ্রীষ্টানের; বুদ্ধগয়া, অমৃতসর, পরেশনাথ বৌদ্ধ শিখ ও জৈনগণের তীর্থ স্থান। পর্ব্বত বাসী অসভ্যগণ শক্তিমান্ বৃক্ষাদির উপাসনা করিয়া তাঁহাদের অবস্থিতি স্থান পবিত্র মনে করে। হিন্দুদিগের অনেক তীর্থ; তাহার সকলই কেবল নূতন প্রতিষ্ঠিত নয়, অনেকই প্রলয়াবসানে সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত, আবহমান কাল জনগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া আসিতেছে।

বিধি পূর্ব্বক তীর্থ সেবনে সুফল ও বিধি হীন ভাবে তীর্থ সেবনে কুফল ফলিয়া থাকে। কাশীবাস ভাল হইলেও কাশীতে গিয়া পাপ করিলে ভয়াবহ কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তীর্থ রূপিণী সুরভিকে মহানুভব দীলিপ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াও কার্য্যবশে সত্বরতা প্রযুক্ত চলিয়া আসাতে তাঁহার একরূপ অপুত্রক থাকিবার সম্ভব হইয়াছিল; কারণ "প্রতিবধ্নাতিহি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ," অর্থাৎ পূজ্যের পূজার ব্যতিক্রম হইলে শ্রেয়ঃ প্রতিবদ্ধ হয়। শেষে গুরূপদেশে তদীয়া কন্যা নন্দিনীর সেবা করিয়া রঘুরূপ পুত্র পাইয়া পুন্নাম্ নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন। এই রূপে তীর্থ সমুদয় জগতে অতুলনীয়।

---

## মাণিক প্রভু।

জি, আই, পি, রেলওয়ের কুলবুর্গা নামক ষ্টেশন হইতে ১২ ক্রোশ দূরে কল্যাণ নামক একটী গ্রামে মাণিক প্রভু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানটী নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোন্ সময়ে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বলা যায় না, তবে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম অংশে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। মাণিক প্রভুর পিতা, মনোহর নাইক, নিজাম সরকারে বিষয় কার্য্য করিতেন। ইনি এক জন ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। ইহাঁর স্ত্রী বয়াবাই সচ্চরিত্রা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই পতি সেবা করিতেন। উভয়েই দেবতা আরাধনায় জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু, কোন সন্তান না হওয়াতে ইঁহাদের মনে সুখ ছিল না। কিছু কাল পরে, ইহাঁরা একটী পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হইয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু, এ আনন্দ ক্রমে নিরানন্দে পরিণত হইল। বালক পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইল, তথাপি সে কথা কহিতে পারিল না। সকলে স্থির করিল যে বালকটী মূক। যাহারা মূক তাহারা বধির হইয়া থাকে। কিন্তু, এ বালকটী সকল কথা শুনিতে পাইত এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিত। সে বাল্য খেলায় সময় ক্ষেপ করিত না, সর্ব্বদা চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। ক্রমে বালকের বয়ক্রম ৯ বৎসর হইল। তাহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া বালকের পিতা মাতার মন চিন্তাকুল হইল। বালককে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কিন্তু সে মূক, তাহা কর্ত্তৃক ত মন্ত্র উচ্চারিত হইবে না। মনোহর, তাঁহার কুলগুরু ও পণ্ডিতগণের নিকট এই বিষয় জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে ব্রাহ্মণ তনয়কে উপবীত না দিয়া রাখা উচিত নহে। তাহার কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করত তাহাকে দীক্ষিত করা হউক। এই ব্যবস্থা অনুসারে, বালকের উপনীত সংস্কার সমাধা হইল। যখন উপাধ্যায় বালককে গায়ত্রী মন্ত্র শুনাইতে লাগিলেন, বালকটী গায়ত্রী সহ সমগ্র বৈদিক সন্ধ্যা আবৃত্তি করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া, সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল। এখন হইতে বালক নানা শাস্ত্রের কথা কহিতে লাগিল। সকলে স্থির করিল যে

ইনি ভগবানের অবতার। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতার মনে আর আনন্দ ধরিল না। কিন্তু, বালক ধর্ম্ম কথা ব্যতীত অন্য কথা কহে না, ইহা তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ হইল না। কল্যাণ গ্রামে সদানন্দ স্বামী নামে এক জন মহাত্মা ছিলেন। ইঁহারা বালকটীকে লইয়া তাঁহার কাছে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের আগমনের কারণ তাঁহাকে জানাইলেন। স্বামীজী বলিলেন যে, এ বালকটী সামান্য নহে, ইনি মহাপুরুষ। তোমরা কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া, দত্তাত্রেয় ঠাকুরের আরাধনায় কাল যাপন করিলে তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। এই আদেশ পাইয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মনোহর, বিষয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করত: সস্ত্রীক দেবতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞ ডুম্বর বৃক্ষের তলে বসিয়া দত্তাত্রেয়ের জীবন চরিত পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ সমাপন হইলে, এক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। যতবার পাঠ সমাপন হইত, তত বার এই প্রকার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। এই রূপে ১৬ বৎসর অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে, এক হাজার বার ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছিল। তিনি পূজায় ও ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। একদা তাঁহারা স্বপ্ন যোগে দেখিলেন যে দত্তাত্রেয় ঠাকুর তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন তাহা আমাকে বল। ঠাকুরকে দেখিয়া উভয়ে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন "বর প্রার্থনা কর", "বর প্রার্থনা কর"। তাঁহারা বলিলেন যে, একটী পুত্র সন্তান লাভ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের অভিলাষ এই যে, সংসারের উপকার সাধন করিতে পারে এমন একটী পুত্র তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন যে, তোমাদের প্রথম পুত্র পরম ভক্ত ও যোগী। তাঁহার দ্বারা তোমাদের কুলের উদ্ধার হইবে। তোমরা আরও দুইটী পুত্র লাভ করিবে, একটী আমার অবতার হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করত লোকের মঙ্গল বিধান করিবে, এবং অপরটী বিষয় কার্য্যে চতুর হইয়া তোমাদের সংসার স্থাপন করিবে। তোমরা পরম সুখে কাল যাপন করিয়া চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে। বর প্রদান করিয়া ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর, তাঁহারা স্বপ্নের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সময়ে, দ্বিতীয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল, এবং ত্রয়োদশ * দিবসে তাহার নাম করণ উপলক্ষে মহা সমারোহ হইল। শিশুর নাম মাণিক প্রভু রাখা হইল। ইহার পর, তৃতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুটী নৃসিংহ নামে অভিহিত হইল।

মাণিক প্রভুর তেজঃ পুঞ্জ কলেবর এবং তাঁহার অত্যদ্ভুত বাল্য লীলা সকল হইতে ইনি যে দত্তাত্রেয় ঠাকুরের অবতার, তাহা ক্রমে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল, এবং তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য নানা স্থান হইতে লোক আসিতে লাগিল। এমন কি তাঁহার সম্মানার্থ, প্রতি বৃহস্পতিবারে, কল্যাণ গ্রামে একটী মেলা বসিতে লাগিল। সাতবৎসর বয়সে মাণিক প্রভু যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র দিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার মুখ হইতে ব্রহ্ম মন্ত্র সকল উচ্চারিত হইতে লাগিল, এবং তিনি তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণকে এই সকল মন্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। এই আশ্চর্য্য ঘটনা চারি দিকে প্রচার হইল ও নানা স্থান হইতে বড় ২ পণ্ডিত সকল আগমন করিতে লাগিলেন।

মাণিক প্রভু কখন কোন পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি তৈলঙ্গী, কানেড়ী, ফারসী, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং সংস্কৃত ভাষা সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, এই সকল ভাষায়, তিনি শ্লোক আদি ও রচনা করিতে পারিতেন।

---

* দাক্ষিণাত্যে এই সময় শিশুর নামকরণের প্রথা আছে।

তাঁহার কবিতা, কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বেদ ও পুরাণ আদি শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। এমন কি, সে সময়ের পণ্ডিত গণ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি ব্রহ্মেতে আত্ম সমর্পণ করিয়া কালযাপন করিতেন। অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে মাণিক প্রভু কখন ২ নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া দূর দেশে গমন করত অরণ্য মধ্যে থাকিতেন এবং দু তিন দিন পরে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন। এই কএক দিন তিনি অনাহারে থাকিতেন। এ দিকে, বাটীতে তাঁহার পিতা মাতাও উপবাস করিয়া থাকিতেন। মাণিক প্রভুর হৃদয় দয়াগুণে ভূষিত ছিল। লোকের দুঃখ দেখিলে, তাঁহার মন এ প্রকার বিচলিত হইত যে তিনি তাঁহার গাত্র হইতে আভরণ খুলিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিও অতি উদার ছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয় জাতির আতুরগণের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি সমভাবে ছিল।

ক্রমে, নিজাম রাজ্যের প্রধান ২ কর্ম্মচারী সকল, মাণিক প্রভুর আশ্চর্য্য লীলার বিষয় অবগত হইলেন। নিজাম রাজ্যের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আপ্পারাও, সন্তান না হওয়াতে অতিশয় উন্মনা ছিলেন। ইনি সস্ত্রীক অনেক গুলি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। ইহাঁর স্ত্রী ভীমাবাই স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করত, মাণিক প্রভুর দর্শন জন্য কল্যাণ গ্রামে গমন করিলেন। মাণিক প্রভু ইহা অবগত হইয়া গ্রামের প্রান্তে গিয়া বালকদের সহিত কড়ী খেলা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বস্ত্র ধূলায় ধূসরিত থাকিলেও তাঁহার দেহ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ধারণ করিয়াছিল। মাণিক প্রভু খেলায় পরাজিত হইলেন। তিনি এখন বালকগণকে আটটী কড়ী দিতে বাধ্য। বালকগণ ইহার জন্য তাঁহার প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। মাণিক প্রভু বলিলেন এখন ছাড়িয়া দেও, পরে কড়ী দিব। বালকগণ বলিল, তাহা হইবে না, এই দণ্ডেই কড়ী কএকটী দিতে হইবে। এমন সময়ে, ভীমাবাই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পালকীর ভিতর হইতে দেখিলেন কএক জন বালক একটী সুন্দর বালকের উপর অত্যাচার করিতেছে এবং সেই বালকটী রোদন করিতেছে। ভীমাবাই এই ব্যাপার দেখিয়া মনে কষ্ট পাইলেন এবং তাঁহার সিপাহীগণকে সেই লাঞ্ছিত বালকটীকে ছাড়াইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সিপাহীগণ ভীমা বাইয়ের আদেশ জানাইলে, বালকগণ বলিল যে আটটী কড়ী না পাইলে তাহারা মাণিক প্রভুকে ছাড়িয়া দিবে না। সিপাহীগণ এই কথা ভীমাবাইকে বলাতে তিনি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন যে আটটী কড়ী দিয়া উক্ত বালকটীকে ছাড়াইয়া আন। সিপাহীগণ তাহাই করিল। তখন মাণিক প্রভু ভীমাবাইকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তিনি আটটী সন্তান লাভ করিবেন। ইহার পর, মাণিক প্রভু বালকদের সহিত খেলা করিতে২ অপর স্থানে গেলেন; এদিকে ভীমা বাই, তাঁহার লোক জন সহ মাণিক প্রভুর বাটীতে গিয়া উপনীত হইলেন। মাণিক প্রভুর পিতার সহিত আপ্পারাওয়ের পরিচয় ছিল। তিনি ভীমা বাইকে বিশেষ রূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্নানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। স্নানাহ্নিক সমাধা হইলে পর, মাণিক প্রভুর জননী তাঁহাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীমা বাই বলিলেন যে, তিনি মাণিক প্রভুকে দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। মাণিক প্রভুর জননী বলিলেন যে, সে বালকদের সহিত খেলা করিতে গিয়াছে, তিন চারি দিন না আসিতে পারে, অতএব তাঁহার ভোজন করা উচিত। ভীমা বাই বলিলেন যে প্রভুর দর্শন না হইলে তিনি ভোজন করিবেন না। এমন সময়ে মাণিক প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ভীমা বাই বুঝিতে পারিলেন যে ইনি সেই বালক যাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি আটটী কড়ী দিয়াছিলেন। তিনি মাণিক প্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া

তাঁহার সমক্ষে করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভু বলিলেন, তোমার কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? তোমাকে ত আমি বর দিয়াছি। ইহা বলিয়াই মাণিক প্রভু পলায়ন করিলেন। ভীমা বাইয়ের ইচ্ছা ছিল, প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দেখেন। কিন্তু, তিনি কোথায় গমন করিলেন কেহ তাহার সন্ধানও পাইল না। ভীমা বাই আট দিন প্রভুর অপেক্ষায় রহিলেন। পরে, ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করাইয়া, দীন ব্যক্তিগণকে অর্থ দান করত, প্রভুর জন্য বস্ত্রালঙ্কার রাখিয়া, এবং তাঁহার পিতা মাতাকে বসনাদি দিয়া হাইদ্রাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে মাণিক প্রভু অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। কল্যাণ গ্রাম হইতে ২০ ক্রোশ দূরে হুমনাবাদের নিকট মানঠাড় নামক গ্রামে গিয়া উপনীত হইলেন। এই গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে এক নিবিড় অরণ্যে আমৃবিল কুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। পূর্ব্বে কোন মহাপুরুষ তপস্যা করিয়া এই স্থানে সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানটী অতীব রমণীয় এবং পবিত্র। মানঠাড়ের কুলকর্ণী * প্রত্যহ এই কুণ্ডে স্নানাহ্নিক করিয়া সমাধিস্থ মহাপুরুষকে পূজা করিতেন। ইনি, মাণিক প্রভুর এক জন আত্মীয় ছিলেন। কুলকর্ণী স্নান করিতে আসিয়া কুণ্ডের ধারে দণ্ডায়মান মাণিক প্রভুর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া মোহিত হইলেন। তিনি মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইনি কল্যাণ গ্রামের মাণিক প্রভু হইবেন। পরে তিনি বালকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে, তাঁহার নাম কি, এবং এঘোর অরণ্যে তাঁহার একাকী আসিবার কারণ কি? মাণিক প্রভু কোন উত্তর না দিয়া, সমাধি মন্দির দর্শন করত দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। কুলকর্ণী তাঁহার পশ্চাৎ ২ যাইতে লাগিলেন। মাণিক প্রভু ক্রমে নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। কুলকর্ণীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এমন সময়, একটী ব্যাঘ্র দেখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মাণিক প্রভুও সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কএক দিন পরে, মাণিক প্রভু, একটী যষ্টিকে ঘোড়ার স্বরূপ করিয়া, তাহার উপর উপবেশন করত, মানঠাড় গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে এই ভাবে দেখিয়া গ্রামের লোক বিস্ময়ান্বিত হইল এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর, মাণিক প্রভু, উল্লিখিত কুলকর্ণীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুলকর্ণীকে দেখিয়া মাণিক প্রভু বলিলেন যে তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছে। তখন এই বালকটী যে মাণিক প্রভু তাহা কুলকর্ণীর স্থির বিশ্বাস হইল। তিনি মাণিক প্রভুকে একটী লাড়ু দিলেন; মাণিক প্রভু তাহার অর্দ্ধাংশ লইয়া, অপর অর্দ্ধ কুলকর্ণীকে খাওয়াইয়া দিলেন।

ক্রমে মাণিক প্রভুর আগমন বার্ত্তা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লোকে দলে ২ আসিতে লাগিল। এই সময়, কুলকর্ণীর স্ত্রী প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইতেছে না শুনিয়া তাঁহাকে মাণিক প্রভু চারি জন ব্রাহ্মণের পাদোদক আনাইয়া গৃহিণীকে পান করাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। কুলকর্ণী তাহাই করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তদনন্তর মাণিক প্রভু কুলকর্ণীর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই ঘটনা দেখিয়া গ্রামের লোক বিস্ময়ান্বিত হইল এবং মাণিক প্রভুর অদর্শনে তাহারা দুঃখ করিতে লাগিল।

মাণিক প্রভুকে বহু কাল না দেখিয়া, কল্যাণ গ্রামের লোক সকল ব্যাকুল চিত্ত হইলেন। দূর দেশ হইতেও বিস্তর লোক আসিয়া, তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া মনো দুঃখে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা মাতার ক্লেশের এক শেষ হইল। তাঁহারা তাওয়া সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মানঠাড়ে গমন করিলেন। কিন্তু,

* জমির রাজস্বাদির হিসাব রক্ষক।

এখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, তাঁহার অপেক্ষায় তাঁহারা এই গ্রামেই থাকিবেন। মাণিক প্রভুর পিতা, তাঁহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্রকে উক্তগ্রামে রাখিয়া আম্‌বিল কুণ্ডে গমন করত, সমাধি মন্দিরের কাছে গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি দিবসে কুণ্ডের নিকট থাকিতেন, সন্ধ্যা হইলে গ্রামে আসিতেন। একদা কুণ্ডে যাইতে২ পথে একটী ভয়ানক ব্যাঘ্র দেখিতে পাইয়া ভয়ে আকুল হইয়া তিনি গুরু দত্তের নাম করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্যাঘ্রটী ও স্থানান্তরে চলিয়া গেল এবং তিনি দত্তাত্রেয় ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। তখন দত্তাত্রেয় ঠাকুর তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া আলিঙ্গন দানে তাঁহার মনোভয় দূর করিলেন। মনোহর মনোমধ্যে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। দত্তাত্রেয় তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, বরদান কালে তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, পরম ভক্ত ও যোগী হইয়া তাঁহার কুল উদ্ধার করিবে এবং দ্বিতীয় পুত্র নানা স্থানে ভ্রমণ করত লোকের হিত সাধন করিবে। তুমি তোমার মধ্যম পুত্রের নিকট হইতে পার্থিব বিষয় প্রত্যাশা করিতে পার না। তোমার সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তুমি আর একটী পুত্র পাইয়াছ। অতএব তাহাকে লইয়া তুমি সন্তুষ্ট থাক। উপবীত গ্রহণ পর্য্যন্ত, মাণিক প্রভু তোমাদের কাছে ছিলেন। এখন, লোকের হিত সাধন জন্য তিনি চারি দিক ভ্রমণ করিবেন। তোমরা আর তাঁহার জন্য ভাবনাযুক্ত হইওনা, বাটীতে গিয়া অবস্থিতি কর। ঠাকুর আরও বলিলেন, তোমার মৃত্যু দিন নিকট, তুমি এখন মায়া মোহ ত্যাগ করত, গুরু দত্তের আরাধনায় জীবন যাপন কর। তাহা হইলে, অন্তে উত্তম গতি লাভ করিবে। এই সকল কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাণিক প্রভু দেখা দিলেন। পুত্রকে দেখিয়া, মনোহরের অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি মাণিক প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে বাটী যাইতে বলিলেন। মাণিক প্রভু বলিলেন যে, এতক্ষণ গুরুদত্ত ঠাকুর যে বুঝাইলেন তাহা কি নিষ্ফল হইল? আপনার তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করা উচিত। যাহা হউক, আমি শীঘ্র কল্যাণ গ্রামে যাইব, যে হেতু মাতা ঠাকুরাণীর সেবা করা আমার অবশিষ্ট আছে। এই বলিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন। মনোহর মানঠাড় গ্রামে আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সবিশেষ বলিলেন। মাণিক প্রভুর সংবাদ পাইয়া, বয়াবাই অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে দেবদর্শন ঘটিল না বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, মাণিক প্রভু মাতৃ সেবার জন্য বাটীতে গমন করিবেন এই আশাযুক্ত বাণী তাঁহাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তদনন্তর মনোহর, তাঁহার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত কল্যাণ গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে, মাণিক প্রভু আমবিল কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটী গুহাতে একটী বৎসর অবস্থিতি করিলেন। ইহার মধ্যে, কখন২ মান্‌ঠাড়ে গিয়া গ্রামবাসিগণকে কৃতার্থ করিতেন। এই গুহাটী এখন ও "মাণিক প্রভুর গুহা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ভীমা বাইয়ের বর লইয়া হাইদ্রাবাদে প্রত্যাগমন করিবার পর, যাহা২ ঘটিয়াছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। ভীমা বাই, তাঁহার স্বামীকে মাণিক প্রভুর লীলা খেলার বিষয় বলিলেন, এবং তিনি যে বর পাইয়াছিলেন তাহাও জানাইলেন। আপ্পারাও সমুদায় শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, আর আমাদের ভাবনা কি, আটটী কড়ীর বিনিময়ে আটটী সন্তান পাওয়া যাইবে, ইহা সামান্য লাভজনক নহে। ইহা শুনিয়া ভীমা বাই নীরব রহিলেন। ইহার তিন মাস পরে, ভীমা বাই গর্ভবতী হইলেন এবং যথা কালে, একটী পুত্র প্রসব করিলেন। এই ঘটনায়, আপ্পারাওয়ের

অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরিল না। তখন তিনি মাণিক প্রভুকে এক জন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি যে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। ইহার পর, তাঁহার আর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। এই সময় আপ্পারাও এবং ভীমাবাই উভয়ে মাণিক প্রভুর দর্শন লাভ জন্য ব্যাকুল হইয়া, তিনি এখন কোথায় আছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন অবগত হইলেন যে, মাণিক প্রভু কল্যাণ গ্রামে আছেন, তাঁহারা উভয়ে দুইটী তনয়কে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। পরে, মনোহরের বাটীতে উপনীত হইয়া মাণিক প্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া পুত্র দুইটীকে তাঁহার চরণ দ্বয়ে নিক্ষেপ করিলেন। মাণিক প্রভু তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মাণিক প্রভুর পূজা করত, ব্রাহ্মণ ভোজন ও দান ধর্ম্ম করিয়া, হাইদ্রাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

---

## রূপ ও গুণ।

দেখিতে দেখিতে "চোখ্ গেল", তথাপি দেখারও ত শেষ হইল না! অনন্ত বিশ্বের কোন্ কোণে পড়িয়া আছি, এ কয় দিনে কতটুকুই বা দেখিব, আবার কি করিয়াই বা দেখিতে হয়, তাহাও ত এ পর্য্যন্ত ঠিক হইল না। কেবল যাহা দুই চক্ষে পড়িতেছে তাহাই দেখিতেছি, যে দিকে চক্ষু যাইতেছে সেই দিকেই চলিয়াছি। দিন রাত্রিতে আকাশ পাতালে তাকাইয়া কত কি দেখিতেছি তাহার নামও জানিনা; কত নগরে গেলাম, সৌধশিখরে উঠিলাম, কোলাহল হীন গিরি কন্দরে প্রবেশ করিলাম, কত সুরূপ কুরূপ জীবগণের আকার ইঙ্গিত দেখিলাম, কিন্তু আশা মিটিল কৈ? কতকি দেখিয়া আবার ভুলিয়া গেলাম, তবু আরও দেখিবার সাধ: দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু শ্রান্ত হইয়া মুদিয়া গেল তবু ও (স্বপ্নে) কত কি দেখিতেছি! এ অনন্ত রূপ রাশি দেখিতে না পাইলেও আমরা তাহাই দেখিতে উৎসুক, অথচ যাহা আমাদের চির সহচর, সচরাচর যাহা লইয়াই আমরা,—সেই নিজ নিজ রূপের—স্বরূপের ছায়াটীও ভাল করিয়া দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। নিজের রূপ অন্যের চক্ষে কুৎসিৎ হইলেও নিজের চোখে তাহা সুন্দর দেখায় সত্য। যাহা একটী মলাধার মাত্র, তাহার সৌষ্ঠব সাধন করিতেও আমাদের ত্রুটি নাই। অধিক কি আমাদের সমস্ত সময়ই কোন না কোন প্রকারে প্রায়ই তাহার সেবায় ব্যয়িত হইয়া যায়। অথচ তাহাকে একবার দেখার মত দেখি না, ইহাই বড় আশ্চর্য্য! নিজ নিজ দেহকে দেখিতে শিখিলে দেশের খবর ঘরে বসিয়া পাওয়া যায়, আর দেশ বিদেশে দৌড়া দৌড়ি করিতে হয় না, দূরবীক্ষণ যোগে দূরের পদার্থ দেখিবারও তত লালসা হয় না; সূক্ষ্মানু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে শিখিলে অনুবীক্ষণেরও অতীত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—অতীন্দ্রিয় পদার্থেরও অনুভব হইতে বিলম্ব লাগে না।

অনেকে ভাবিবেন দেহের আর দেখিতে বাকি কি আছে! শৈশবের নগ্ন সৌন্দর্য্য, কৈশোর যৌবনের মনোমোহন লাবণ্যচ্ছটা, প্রৌঢ় কালের দৃঢ়তা এবং বার্দ্ধক্যের শৈথিল্য সমস্তই ত দেখিয়াছি। কিন্তু এ ভাবে দেখিলে হইবে না। বৈজ্ঞানিক ত দেহের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা তন্ন তন্ন করিয়া কাটিয়াও দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেই কি ঠিক দেখা হইয়াছে? এরূপ দেখায় রূপ তৃষ্ণা মিটে না। কবি রূপ দেখিতে গিয়া সব ভুলিয়া যান। সুতরাং দেখার সাধ মিটেনা। বৈজ্ঞানিকের হাতে ছিন্ন ভিন্ন এত সুন্দর শরীর ঘোর বীভৎস রূপ ধারণ করে, তাই আর দেখিতে ভাল লাগে না। মৃত দেহ কাটিলে কিছুই দেখা যাইবে না। জীবন্ত শরীরকে দেখিবার যদি কোন উপায় থাকে, তবেই কেবল দেখিবার সাধ মিটিতে পারে। জীবন্ত দেহের রূপ রাশি দেখিতে শিখিলে নিজ নিজ দেহের—দেশের বিষয় জানিতে পারিলে আর অন্য কিছু দেখিতে বড়

বেশী উৎসাহ হইবে না। আমরা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরও তত্ত্ব অবগত হইতেছি, অথচ আমাদের নিজের বিষয় অতি অল্পই জানিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা যাহা কিছু আমাদের বিষয় জানিয়াছি, তাঁহাতে আমাদিগকে বড় বেশী উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্যে যতটা পশুভাব আছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহার যথেষ্টই আলোচনা হইয়াছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানও দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার কথাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। মোট কথায় শরীরের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহার কতকটা আধুনিক জড় বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়াছে, এবং সমাজে থাকিতে হইলে যতটুকু নিয়মিত হওয়া আবশ্যক তাহাই মাত্র মনোবিজ্ঞানের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বিষয়ে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোনই সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। রূপ দেখিতে হইলে ও গুণের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় এই উভয়েরই সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। এই জন্য বর্ত্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখ করিতে হইল। অপিচ শরীর মনের একত্র আলোচনা না করিলে রূপ ও গুণের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

শরীর দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিৎ বলিবার পূর্ব্বে চক্ষুর কোন দোষ আছে কি না জানা আবশ্যক। দেখিবার দোষে অনেক সময় সুন্দর পদার্থও শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়। যে ছেলে তোমার চক্ষে কুৎসিৎ সেইই নিজ মাতার নিকট সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তোমার প্রিয়তম বন্ধুকেও তাঁহার শত্রু বিষ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। আবার অতি সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিকে মহাদুঃশীল পুরুষও দেখিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং রূপ থাকিলেও দেখা যায় না, আবার দেখিতে জানিলে কুৎসিৎ পদার্থের ভিতরেও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের এই রূপ গুণের অধীন। যে গুণেরই আধিক্য থাকিবে, তাহা শরীরে ফুটিয়া বাহির হইবেই। পিতা মাতার শুক্র শোণিতে দেহ গঠিত হইলেও মন পূর্ব্ব সংস্কারানুরূপ দেহ গঠন করিয়া থাকে। সুতরাং দেশ ও বংশগত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কারসজ্জায় আচ্ছাদিত আত্মার অনুরূপ দেহের রূপ হইয়া থাকে। স্থূল দেহ মনোময় শরীরের বিকাশ মাত্র। হর্ষ বিষাদ আদি মনোবৃত্তির উদয়ে শরীরের কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিলেই বিষয়টী স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এবং সেই সেই ভাব পুনঃ পুনঃ মনে উপস্থিত হইতে থাকিলে তাহার স্থায়ী চিহ্ন শরীরেও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতি প্রবল হইলেই মনের ভাব শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য অতি দুষ্ক্রিয়াশীল বা অতি সাধু প্রকৃতির লোককে দেখিয়াই যে সে সহজে বুঝিতে পারে। কিন্তু নিজে উন্নত চেতা ও সচ্চরিত্র না হইলে সাধারণতঃ সুরূপ দেখিয়া স্বরূপ নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ হয় না। কেন না বিষয়ীর চক্ষে যাহা সুন্দর, তত্ত্বতঃ তাহা সুন্দর ভাবের বিকাশ না হইতেও পারে; ভোগীর দৃষ্টিতে যে রূপ মনোমুগ্ধকর, সংযমীর মন তাহাতে কি ভুলিতে পারে? লোকে আপনার ভাবের লোককে অনায়াসে চিনিতে পারে। উভয়ের অনুরূপ বৃত্তিই তাহার কারণ। সুতরাং নিজ নিজ রূপ গুণের যে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে আপনাকে অনেকটা চিনিতে পারা যায়। গুণের দিকে দৃষ্টি না করিলে রূপ চিনিতে পারা যায় না।

মনে যত ভাবেরই উদয় হউক, তাহা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; এবং প্রকৃতিতে গুণ বিশেষের আধিক্য বা অল্পতা বশতঃ মানবে দেব ভাব, পশুভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। দেহকে যতই সুপালিত, রঞ্জিত ও শোভিত করনা কেন, সূক্ষ্মদর্শীর নিকট গুণের ক্রিয়া কদাচই লুকাইতে পারিবে না। সুতরাং যদি সুন্দর হইতে চাও, তবে সদাই মনে সাধু চিন্তানুরত হইতে

হইবে। চিন্তাশীলতার ফল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, এবং সদালোচনা ও সাধু চিন্তা-জনিত সুখে যে প্রফুল্লতার বিকাশ হয়, তাহা কেবল পাণ্ডিত্য থাকিলে বা বিষয় বুদ্ধিতে প্রবীণ হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃ জীবের বিভিন্ন দেহের উৎপত্তি হয়, সেই রূপ মনুষ্যের ইহ জন্মেই চিন্তার বেগ অনুসারে মুখ ভাবের ব্যত্যয় হইয়া যায়। বহিরাবরণ যাঁহার যেমনই কদাকার হউক, সচ্চিন্তার গুণে কালে তাঁহারও পরিবর্ত্তন হইবে; আবার পরম রূপবান্ পুরুষও চিন্তার দোষে আপনাকে কুৎসিৎ করিয়া তুলেন। জগতে এ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। আমাদের কার্য্য ও দেহ উভয়ই মনের স্থূল বিকাশ মাত্র। এই জন্য রূপবান্ হইতে হইলে অগ্রে গুণবান্ হইতে হইবে। সত্বের আধিক্য ব্যতীত মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ হইতে পারে না। সুতরাং যে কার্য্য করিলে ও যে রূপে চিন্তা করিলে সাত্বিক ভাবের বিকাশ হয়, তাহারই সাধনে রূপ লাভ সম্ভব। দার্শনিকের নিকট রূপ মিথ্যা হইলেও উহার আবশ্যকতা আছে, কেন না উহা স্বরূপের ছায়া। রূপ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, কোন্ গুণের ক্রিয়া হইতেছে। এই রূপে বাহিরের রূপের দিকে দৃষ্টি পড়িলে শেষে ভিতরের রূপ দেখিবার শক্তি জন্মিবে, এবং স্বরূপ অবলোকনের অভিলাষও হইবে। কেবল কেশ-বিন্যাস করিবার ও মুখ ভঙ্গিমা দেখিবার জন্য আদর্শে রূপ দেখিলে কোনই লাভ নাই। গুণের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রূপ দেখিতে পারিলে অনেক বিষয় শিখিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে। যিনি নিজ ক্রোধারক্ত বা লোভাসক্ত মুখ ভাব এবং সন্তোষোৎফুল্ল প্রতিকৃতি একত্রে দেখিয়াছেন, তিনি শান্তিময়ী প্রসন্নতা লাভেই সদা যত্নবান্ হইবেন।

গুণানুসারে যেরূপ দেহের পরিণতি হয়, সেই রূপ ক্রিয়ানুসারেও গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রতি শরীরেই তিনগুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ক্রিয়ানুরূপ হইয়া থাকে। অতি তমোগুণও সৎসঙ্গ বা সৎকার্য্যের প্রভাবে হ্রাস হইয়া যায়, এবং সত্ব গুণও উৎকর্ষের অভাবে লুপ্ত হইয়া যায়। এই জন্য চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে মনে কখন কি ভাবের উদয় হইতেছে, কি রূপ ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হইতেছে, কোন্ কোন্ কারণে মনের ভাবের উৎকর্ষাপকর্ষ হইতেছে, তাহা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক। শরীর ও মনের এই রূপে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলে তবে ধর্ম্ম বুদ্ধির বিকাশ, ও মানব জীবনের সফলতা লাভ হইয়া থাকে। নতুবা সচরাচর সংসারে যে বুদ্ধির বৈচিত্র্য ও বিচক্ষণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পশু বুদ্ধির চরমোৎকর্ষ বলিলেই যথেষ্ঠ হইতে পারে। যে কার্য্যে চিন্তা স্রোত অন্তরে প্রবাহিত হয়, ইন্দ্রিয়দিগের বহির্ম্মুখীন বৃত্তির লোপ হয়, তাহাই সাত্বিক অনুষ্ঠান; যে চিন্তায় ইন্দ্রিয়দিগের অন্তর্ব্বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহাই সাত্বিকী ভাবনা। রূপ গুণের সম্মিলন দেখিতে হইলে—ভিতর বাহির এক করিতে হইলে, এই রূপেই আপনাকে দেখিতে ও চিনিতে শিখিতে হয়। মনের ময়লা না কাটিলে সহস্র চেষ্টাতেও গায়ের ময়লা উঠিবার নয়। গায়ের ধূলা কাদা ধুইয়া ফেলিলেও মনের ময়লা সর্ব্ব শরীরে বজ্রলেপময় হইয়া থাকে; "ছেড়ে খুঁটি নাটি ময়লা মাটী মনটা খাঁটি ক'রে তোল", তবেই রূপে চারি দিক্ আলোকিত হইবে। আপনাকে ভগবৎ পদের আশ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য একান্ত আগ্রহ না করিলে, গুণে রূপ দেখিবার জন্য পুরুষার্থ না করিলে অপর সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। কেবল পড়িলে ও শুনিলে কিছুই হইবার নয়, নিজে কিছু করা চাই; রূপের প্রভা ও গুণের বিকাশ তবে অনুভূত হইবে। কথায় কোনও কালেই কিছুই হয় নাই, হইবেও না। গুরু ও শাস্ত্রের অনুগত হইয়া অনুষ্ঠানশীল হও, অন্তঃকরণে শুদ্ধ সত্ব গুণের বিকাশে দেখিবে—

"রূপের নাই যে আদি শেষ, এরূপ স্বরূপের

বিশেষ, যেন অরূপ গাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ; এই রূপ সাগরে ডুবলে পরে মিটে নাম রূপের ঢেউ আপনি।" (পরিব্রাজকের সঙ্গীত)।

---

## শাঙ্কর গীতা-ভাষ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

কিং পুনস্তৎ যৎ সদেব সর্ব্বদাস্তীত্যুচ্যতে অবিনাশীতি। অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলং যস্যেতি। তুশব্দঃ সতোবিশেষণার্থঃ। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি, কিং? যেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশমাকাশেনেব ঘটাদয়ঃ, বিনাশমদর্শনমভাবমব্যয়স্য—ন ব্যেতি উপচয়াপচয়ৌ ন যাতি ইত্যব্যয়ং—তস্যাব্যয়স্য; নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ন ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাদ্দেহাদিবৎ, নাপ্যাত্মীয়েনাত্মীয়াভাবাৎ যথা দেবদত্তোধনহান্যা ব্যেতি, ন ত্বেবং ব্রহ্ম ব্যেত্যতোঽব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণোবিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি; ন কশ্চিৎ আত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি ঈশ্বরোপ্যাত্মা হি ব্রহ্ম, স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ।

[সদ্ বস্তুর অভাব হয় না, পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।] একণে সেই সর্ব্বদা বিদ্যমান সদ্ বস্তু কি তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। যাহা বিনাশ শীল নহে তাহাই অবিনাশী। "তু" শব্দ [অসৎ হইতে] সৎ কে বিশেষিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। [পূর্ব্ব শ্লোকে সৎ ও অসৎ উভয়ই সামান্যতঃ নির্ণীত হইয়াছে। একণে সতের কথা বিশেষ রূপে বলা হইবে "তু" শব্দ দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে।] সৎ-নামে যাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে তিনি ব্রহ্ম। আকাশ দ্বারা ঘটাদি যেরূপ ব্যাপ্ত, আকাশ সহিত এই জগৎও তদ্রূপ সেই সদাখ্য ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত। ইনি অব্যয়; ইহাঁর হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই নাই। ইনি নিরবয়ব বলিয়া দেহাদির ন্যায় ইহাঁর স্বরূপের ব্যাভিচারাদি ত নাইই, পরন্তু ইহাঁর আত্মীয়াভাব বশতঃ [অর্থাৎ কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকায়] লৌকিক ব্যবহারে যেরূপ ধন নাশ বশতঃ লোকে [যথা দেবদত্ত] আপনাকে নষ্ট বলিয়া মনে করে, সে রূপ আরোপিত অপক্ষয়ও ইহাঁতে সম্ভবে না। এই অব্যয় ব্রহ্মের বিনাশ বা অদর্শন সংঘটনে কেহই সমর্থ নহেন; [সামান্য জীব ত দূরের কথা] আত্মাকে বিনষ্ট করিতে ঈশ্বর পর্য্যন্তও সক্ষম নহেন। কারণ আত্মাই ব্রহ্ম এবং নিজ আত্মায় ক্রিয়াই সম্ভবপর নহে।

[ভগবান্ বলিলেন এক সদ্বস্তু বা সত্তাই সমগ্র জগতের অধিষ্ঠান। (সত্তার একত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব শ্লোকের ভাষ্য দেখুন।) বিশ্বের সমস্ত পদার্থ সত্তারই বিকাশ মাত্র। এই সত্তার অপর নাম ব্রহ্ম। ইহাঁর ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। পুনঃ এই অব্যয় ব্রহ্মই প্রত্যেক জীবের আত্মা বা অধিষ্ঠান। সুতরাং এই বিচিত্র বিভিন্ন জীব সকলের আত্মা এক। অতএব মূলে যদি এক জন মাত্র হইলেন তবে আর বিনাশ করিবার লোক কোথা? তিনি মারিবেন কাহাকে? এবং তাঁহাকেই বা মারিবে কে? ক্রিয়া গত্যাত্মক। গতি দেশ কাল সাপেক্ষ। আত্মা দেশকাল নিরপেক্ষ। সুতরাং আত্মায় ক্রিয়ারও সম্ভাবনা হইতে পারে না।]

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

কিং পুনস্তদসৎ যৎ স্বাত্ম-সত্তাং ব্যভিচরতীত্যুচ্যতে অন্তবন্ত-ইতি। অন্তোবিনাশোবিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ। যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণনিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে, স তস্যাঽন্ত স্তথেমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদেহাদিবচ্চান্তবন্তোনিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্যাত্মনোঽন্তবন্তইত্যুক্তাবিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্যানাশিনইতি ন পুনরুক্তং, নিত্যত্বস্য বিবিধত্বাল্লোকে, নাশস্য চ; যথা দেহোভস্মীভূতোঽদর্শনং গতো নষ্টউচ্যতে, বিদ্যমানোঽপি যথা অন্যথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তোজাতোনষ্টউচ্যতে; তত্রানাশিনোনিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ, অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাদাত্মনস্তন্মাভূদিতি, নিত্যস্যানাশিনোনেত্যাহ। অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ। নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনাচ, পূর্ব্বং নাত্মনঃ স্বতঃ সিদ্ধত্বাৎ; সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণান্বেষণা

ভবতি, ন হি পূর্ব্বমিত্থমহমিত্যাত্মানং অপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়-পরিচ্ছেদায় প্রবর্ত্ততে, ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধোভবতি ; শাস্ত্রং ত্বন্ত্যং প্রমাণং, অতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণমাত্রনিবর্ত্তকত্বেন প্রমাণত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে, ন ত্বজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন ; তথা চ শ্রুতিঃ, যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরইতি । যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চ আত্মা, তস্মাৎ যুধ্যস্ব যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ । ন হ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে, যুদ্ধে প্রবৃত্তএব হ্যসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তেঽতস্তস্য কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে, তস্মাদ্যুধ্যস্বেত্যনুবাদমাত্রং ন বিধিঃ ।

ভাষ্যানুবাদ। পুনশ্চ সেই অসৎ বস্তুই বা কি যাহার স্বকীয় অস্তিত্বের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাই ভগবান্ বলিতেছেন " অন্তবন্ত " ইত্যাদি । যাহাদের অন্ত বা বিনাশ আছে তাহারাই অন্তবান্, [যেমন মৃগতৃষ্ণিকাদি । ] মৃগতৃষ্ণিকাদি আছে বলিয়া বোধ হইলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নিরূপণ করিতে গেলে তদনুবৃত্ত সত্তাবোধ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । তখন আর তাহা আছে বলিয়া বোধ হয় না ; বস্তুতঃ সে সময়ে তাহার তিরোভাব হয়, এবং এই তিরোভাবেরই নাম তাহার অন্ত। বিবেকিগণ বলেন এই সমস্ত শরীর যাঁহার তিনি আত্মা ; তিনি নিত্য অবিনাশী ও অপ্রমেয় ; এবং সেই আত্মার পরিদৃশ্যমান সমস্ত শরীর ঠিক এই মৃগতৃষ্ণিকা বা স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল রচিত দেহাদির ন্যায় অন্তবান্ ! [অর্থাৎ মৃগ তৃষ্ণিকাদি প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়, এই দেহাদিও তদ্রূপ তত্ত্ব বিচারে তিরোহিত হইয়া যায়; অথবা স্বপ্ন দৃষ্ট বা বাজিকর রচিত ব্যাঘ্রে ভীষণত্ব প্রতীত হইলেও যেমন তাহা মিথ্যা, বহু সুখ দুঃখের ভোগ ভূমি এই দেহাদিও তদ্রূপ মিথ্যাই । এই মিথ্যাত্ব তখনই অনুভূত হইবে যখন দেহাদি ভ্রমের অধিষ্ঠান স্বরূপ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ হইবে । ] মূলের " নিত্যস্য " ও " অনাশিনঃ " উভয়েই একার্থবোধক হইলেও পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। কারণ নিত্যত্ব ও নাশ শব্দ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন দেহ ভস্মীভূত হইয়া অদর্শন হইলেও তাহা নষ্ট হইল বলা হয়, আবার বিদ্যমান থাকিয়াও ব্যাধ্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আকারান্তরে পরিণত হইলেও তাহাকে নষ্ট বলা হয়। " অনাশিনঃ " ও " নিত্যস্য " এই দুই পদের দ্বারা এই দুই প্রকার নাশের সহিতই আত্মার সম্বন্ধাভাব সূচিত হইয়াছে। অন্যথা আত্মার নিত্যত্ব পৃথিব্যাদির নিত্যত্বের ন্যায়ও বলা যাইতে পারিত। [পার্থিব বস্তুর অপেক্ষায় পৃথিবী নিত্য । ] কিন্তু নিত্য অবিনাশী আত্মার নিত্যত্ব সেরূপ সাপেক্ষ নহে। এবং এই জন্য " অপ্রমেয় " অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় এই বিশেষণেরও প্রয়োগ করা হইয়াছে । [প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান ও শাব্দ, এই চারি প্রমাণ । আত্মা এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের কাহারই প্রমেয় নহেন। হইলে তাঁহার এরূপ নিরপেক্ষ নিত্যত্ব থাকিত না। যদি বল] আত্মার স্বরূপ বেদ রূপ শাব্দ প্রমাণ ও মুক্ত পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ত নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং উহা অবশ্যই প্রমেয়, তাহা সমীচীন হইবে না। কারণ এই সকল প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বেই আত্মা স্বতএব জ্ঞাত হইয়া আছেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আত্মতত্ত্বাবধারণে প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা সেই সর্ব্বজ্ঞ রূপে সিদ্ধ বা জ্ঞাত আত্মার বিষয়েই হইয়া থাকে । [ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণে আত্মা নিখিল বস্তু জাতকে জানিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে কোনও প্রমাণে জানা যায় না। তাই মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—" বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ? "] " আমি ঈদৃশ " পূর্ব্বে আত্মাকে এই রূপে না জানিয়া কেহ আত্মনির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মা কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহেন । তবে যে অন্ত্য [অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদির অন্ত্য বা শাব্দ] প্রমাণ শাস্ত্রকে আত্মার প্রমাণ বলিয়া মান্য করা হয়, তাহা শাস্ত্রের অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাপকত্ব বশতঃ নহে, কেবল জ্ঞাত বস্তুতে তাহা হইতে ভিন্ন বস্তুর ধর্ম্ম আরোপের নিবর্ত্তকত্ব বশতঃ । এ সম্বন্ধে শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন সেই আত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী ; তিনিই প্রত্যক্ষ রূপে জ্ঞাত ব্রহ্ম ।

সুতরাং দেহাদি যখন এই রূপ, এবং আত্মাও নিত্য ও অবিক্রিয় তখন আর যুদ্ধ হইতে উপরত হইবে কেন ?

[ কথা এই:—মনেকর শাস্ত্র বলিলেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী কিরীট কুণ্ডল কৌস্তুভমণি শোভিত শ্যাম-কান্তি কোনও পুরুষ বিশেষ আছেন, যাঁহার নাম বিষ্ণু ভগবান্। বেদ বাক্যে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, আমি বুঝিলাম ঈদৃশ কোন পুরুষ বিশেষ আছেন। এখানে বেদ প্রমাণ, বিষ্ণু প্রমেয়। কারণ "বিষ্ণু" পূর্ব্বে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন, এখন শাস্ত্র বাক্যে জ্ঞাত হইলেন। প্রমাণ তাহাই যাহা অজ্ঞাত জ্ঞাপক বা যদ্দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ে প্রমা বা নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। এবং প্রমাণের বিষয়ই প্রমেয়। এই বিশ্বের সমস্ত বস্তুই কোন না কোন প্রমাণের প্রমেয়। বিনা প্রমাণে আমরা কিছুই নিশ্চয় রূপে জানিতে পারি না। আত্মা সম্বন্ধে বেদাদি কিন্তু এরূপ প্রমাণ নহেন। সুতরাং আত্মাকে বেদাদির প্রমেয় বলা যায় না। কারণ "আমি"র অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় প্রমাণের অপেক্ষা নাই, অনুমানের অপেক্ষা নাই, উপমানের অপেক্ষা নাই, বেদ প্রমাণেরও অপেক্ষা নাই। আমি স্বতএব জানি "আমি আছি"। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক প্রতিবাদ করিলেও আমি বলিব "আমি আছি"; এমন কি সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাম বিলীন হইলেও আমি জানিব "আমি আছি"—যেমন সুষুপ্তি কালে ঘটে। আমি আমাকে নিজেই অর্থাৎ বিনা প্রমাণেই জানিতে পারি আমাতে এরূপ শক্তি আছে। এই জন্য আত্মা বা "আমি" "স্বতঃসিদ্ধ"। তবে হইতে পারে আমি "আমাকে" ভাল করিয়া চিনি না। হয় ত আমি রাজ রাজেশ্বরকে দীন ভিখারী পথের কাঙ্গাল মনে করিয়া অথবা নিরীহ সাধুতে অনর্থক চৌর্য্যাপরাধ আরোপ করিয়া নিজে অপরাধী হইয়াছি। বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই। আমি নিজে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ হইলেও যখন আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই তাহার পূর্ব্বে "কর্ত্তাহং" "ভোক্তাহং" "মনুষ্যোহং" "অমুকস্য পুত্রোহং" প্রভৃতি কিছু না কিছু একটা মনে করিয়াই থাকি। এই শুদ্ধ চৈতন্যে "কর্তৃত্ব" "ভোক্তৃত্ব", "মনুষ্যত্বাদি" অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আরোপ করাই আমাদের ভ্রান্তি। বেদ এই ভ্রান্তির নিবর্ত্তক মাত্র। বেদ বলেন তুমি শ্যাম নও, সুন্দর নও, কর্ত্তা নও, ভোক্তা নও, স্ত্রী পুরুষ, শত্রু মিত্র কিছুই নও, তুমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। যদি বেদকে আত্মার প্রমাণ বলিতে হয় তাহা হইলে এই অর্থে বলা যায়। বেদ অজ্ঞাত আত্মাকে জ্ঞাপন করেন না, তিনি জ্ঞাত আত্মাতে অনাত্মধর্ম্মের অধ্যারোপের নিবৃত্তি মাত্র সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং আত্মা অপ্রমেয়। ]

ভগবান্ "যুদ্ধস্ব" পদ প্রয়োগে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান করিলেন এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোক মোহের প্রতিবন্ধ বশতঃ চুপ করিয়া ছিলেন। ভগবান্ সেই প্রতিবন্ধের অপনয়ন মাত্র করিলেন। সুতরাং "যুদ্ধস্ব" পদ বিধি সূচক নহে, প্রারব্ধানুষ্ঠানের অনুবাদ মাত্র।

---

## "চিত্ত বিকাশ।"

"Renounce all strength but strength divine
And peace shall be for ever thine."

অর্থাৎ বাহু বল, ধন বল, জন বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, অধিক কি তপোবল পর্য্যন্ত সকল বলের অভিমান পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎ কৃপা বলে বলীয়ান্ হও, চির শান্তি লাভ করিবে। পুস্তকের বিবরণ পত্রীতে উদ্ধৃত এই সুমধুর বাণী পাঠ করিয়াই মনে হইল "সেই আর এই"। আর সে নয়নে সুতীব্র বিজলী বিকাশের সহিত "দেব আরাধনে হবে না হবে না" নাই, সে "খোল তরবার" ও নাই। বাস্তবিক প্রকৃতির এ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখিয়া মানব মাত্রকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। তাই বলি এ "চিত্ত বিকাশ" নহে, বহু জনের "নেত্র-বিকাশ"। বঙ্গের কবিকুল চূড়ামণি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই নূতন কবিতা পুস্তক খানি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আমরা যুগপৎ প্রীত

ও বিস্মিত হইলাম। অধিকাংশ কবিতাই কবির অতীত জীবনের অনুস্মৃতি। তিনি নিজের সুদীর্ঘ জীবনে সংসারে বহু প্রকৃতির লোকের সহিত মিশিয়া যে অমূল্য জ্ঞান রত্ন রাজি লাভ করিয়াছেন তাঁহারই স্নিগ্ধ জ্যোতি বিশ্লিষ্ট হইয়া বিবিধ বিচিত্র বর্ণে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই দুইটী কবিতায় তিনি স্বকীয় বর্ত্তমান অবস্থার যে মর্ম্মস্পর্শী করুণ চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়। কোনও সদাশয় বন্ধু এই কবিতাদ্বয়ের উত্তর লিখিয়া মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করায় তৎসহ ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

(১)

(হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।)

'হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন;
বিরাজিত বনমাঝে আগে সে কেমন!
ছিল সুরসাল কাণ্ড, সুচারু গঠন,
উন্নত শিখরে অভ্র করিত ধারণ,
শাখা শাখী চারি ধারে উঠিত কেমন,
বিটপে আতপ তাপ হইত বারণ।
পড়িত তাহার তলে ছায়া সুশীতল,
ফুটিত কেমন ফুল কিবা পরিমল।
কতই লতিকা উঠে জড়াইত গায়,
কতই পথিক শ্রান্ত আসিত তলায়।
ঝটিকা ঝাপটে এবে হারায়ে স্ব-বল,
হেলিয়া পড়েছে আজি পরশি ভূতল।
শুকায়েছে শুকাতেছে বিটপ পত্রিকা,
খসিয়া পড়েছে ভূমে আশ্রিত লতিকা।
শুষ্ক ফল পুষ্প পড়ি ভূমিতে লুটায়।
আসে পাশে বিহঙ্গেরা উড়িয়া বেড়ায়,
নিরাশ্রয় ভগ্ননীড় নিকটে না যায়।
পথিক সতৃষ্ণ নেত্রে তরু পানে চায়,
ছায়া বিনা কেহ সেথা বসিতে না পায়,
নিকটে আসিয়া কেহ ক্ষণ না দাঁড়ায়,
পূর্ব্ব কথা ব'লে ব'লে পথে চলে যায়।
দেখিয়া তরুরে তোরে প্রাণ কাঁদে মম,
আছিল আমার (ও) আগে সব্ই তোর সম.
শাখা শাখী ফল পুষ্প সুবেশ্ সুঘ্রাণ,
করেছি কতই জনে সুচ্ছায়া প্রদান।
হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়;
নিজ পর ভাবি নাই অনন্য উপায়,
যে এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়।
স্বগণ আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।"

---

(২)

(বিভু কি দশা হবে আমার?)

"বিভু কি দশা হবে আমার
একটী কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,
ঘুচাইলে ভবের স্বপন,—
সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী'পরে,
চির দিন করিতে ক্রন্দন॥
আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিলনা এ ভবে,
সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্ব্বস্ব ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে॥
চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে।
যখনি আগের কথা, মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে॥
কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান,
ভাবিতে সে সব কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্ত্তিমান্॥
সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল রিক্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে॥
জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী;

না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা ভাণ্ডার,
চির অস্তমিত দিনমণি ॥
ধরা শূন্য স্থল জল, অরণ্য ভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুর(ই) বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু! কি দশা হবে আমার ॥
প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে
আমারি রজনী শেষ হবেনা কি? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে ॥
আর না সুধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্ত কাল, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোন কালে ॥
বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,
থাকিয়া সংসার ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
দেবতুল্য মানব বদন।
নিজ পুত্র কন্যা মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভব লীলা ঘুচেছে আমার,
বৃথা এবে এ জীবন, হর না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার,
জীবনের শেষ কালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হ'বে আমার।"

(উত্তর)

## অশ্রু।

প্রথম সম্পাত

মরি মরি তরুটীর কি দশা এখন!
হৃদয়ের প্রতিস্তরে, প্রতি অস্থি মাংস পরে,
কি করুণ ছবি কবি হল গো পতন,
রিক্ত হস্তে অযত্নে চিরকাল সুধা ঢেলে,
এই রূপে করিলে কি ব্রত উদ্যাপন!
আহা কি হয়েছে কবি কেন ম্রিয়মান?
দেবদ্বিজ আশীর্ব্বাদে ভারতীর সুপ্রসাদে
তুমি যে অক্ষয়বট্ মহাপুণ্যবান্।
ঢেলেছ অক্ষয় ফল ছায়া চির সুশীতল
বঙ্গ ব্যাপি রহিয়াছে সুযশ সুঘ্রাণ ॥
কি হ'ল কিগেল কবি কি হেতু রোদন?
এখনো সহস্র পান্থ পথশ্রমে হ'লে ক্লান্ত
কাব্যময় তব তলে বসে গো তেমন,
তেমতি আতপতাপ হয় নিবারণ ॥
তোমার বিহঙ্গ যারা কত ভাগ্যধর তারা
তোমার কোটরে তরু তাদের জনম;
চড়ে উচ্চ সৌধ শিরে, বসে গিরি শৃঙ্গ পরে,
অভ্রতলে রবিকোলে তাদের ভ্রমণ।
আহা প্রতিভার কবি পেয়ো না বেদন,
দেবদ্বিজ আশীর্ব্বাদে, ভারতীর সুপ্রসাদে,
তুমি গো অক্ষয়বট্ পুণ্যনিকেতন।
গঙ্গা যমুনার মত কবিতা কল্পনা কত
হা কবি ও বৃক্ষমূল করে প্রক্ষালন;
দেখ কবি ভক্তি ভরে মর্ম্ম ভেদি মন্ত্র প'ড়ে
অশ্রুময় পাদ্য দিয়ে করিতে পূজন,
এই পুণ্য বৃক্ষপাশে কত তীর্থযাত্রী আসে,
কত পুণ্যবান্ এসে করয়ে অর্চ্চন!
বৃথা কাঁদায়োনা কবি কেঁদ না এমন ॥

দ্বিতীয় সম্পাত।

আবার করুণ গান কেন গাহ মতিমান্
বঙ্গ ভূমি স'বে কোন্ প্রাণে?
তোমারে যে হায় কবি যত বঙ্গ কাব্য সেবী
গুরু সম পিতৃ সম মানে।
আহা কত তপোবলে দেব-চক্ষুঃ পেয়েছিলে
দেখিতে না মলিন ভুবন,
কানন নির্ঝর নদ গিরি উপত্যকা হ্রদ

দৈব-চক্ষে করিতে দর্শন।
দেখাইত নেত্র দ্বয় সবি স্বর্গ শোভাময়
লৌহ ঝরে স্বর্ণ-কর-মালা।
ভাল বেসে মনে মনে পরশ মণির সনে
নয়নেরে দিয়াছিলে তুলা।
প'ড়েছি সে পূর্ব্ব-গাথা তাই কি গো হেন ব্যথা
মর্ম্ম ভেঙে প্রাণে বাজে আজ্?
আহা কাঁদায়োনা কবি মোছ গো মলিন ছবি
মৃৎ চক্ষে নাহি তব কায।
হায় কবি যে নয়নে প্রেত ছায়ামূয়ী সনে
পর-লোক করিলে দর্শন,
যে দিব্য নয়ন-বলে ইন্দ্র-পুরী দেখেছিলে
দেখেছিলে দেব দৈত্যে রণ।
ত্রিদশ ত্রিদিব ছাড়ি' ভয়ে চদ্ম বেশ ধরি'
লুকাইলে গভীর পাতালে,
সে আঁধার রসাতলে যে নয়নে গিয়েছিলে
চিনেছিলে দেব দেবী দলে,
শোকদগ্ধা হেমরুচি মর্ত্ত্যে ত্রিদিবের শচী
চিনেছিলে তাঁরে যে নয়নে,
যে নেত্রে তুলেছ কবি. ইন্দু অভাগীর ছবি,
কাব্যময় অমৃত কাননে,
কত বিশ্ব পরিহরি গ্রহ তারা-লোক ছাড়ি
যে নয়নে উঠিলে কৈলাসে,
হা কবি যে নেত্র গুণে উঠি উচ্চতম স্থানে
দাঁড়াইলে দেব-দেব পাশে,
সে নেত্র তোমার হায় হ'ক চিরজ্যোতির্ম্ময়
চর্ম্ম চক্ষে কিবা প্রয়োজন?
অন্তরে বাসনা হ'লে সেই দিব্য আঁখি মেলে
মর্ত্ত্যে ব'সে দেখ' ত্রিভুবন।
কত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ধরা কত সূর্য্য-চন্দ্র-তারা
কত দিবা, কত বিভাবরী,
শাখী পাখী মনোলোভা, কত গিরি-নদী-শোভা,
সে নয়নে হবে আজ্ঞাকারী।
চর্ম্ম চক্ষু জীবাত্মার বুঝি নরকের দ্বার
তাই বিধি করেছে হরণ,
এই পথে কত পাপ, কত শোক দুঃখ তাপ,
জীবাত্মারে করে পরশন।
বৃথা শোকে হেন ভাবে, আছিছি কেঁদনা তবে;
মুছে ফেল শোক অশ্রুধার।
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে ধরণী পরে
কেন্ মুখে আন বারম্বার?
কি হয়েছে, কি গিয়েছে, কি আশা অপূর্ণ আছে,
বল কবি চূর্ণ কিবা সাধ?
বিপুল ঐশ্বর্য্য-রস, জন্মিয়ে অক্ষয়-যশ',
করিয়াছ সকলি আস্বাদ।
কুটুম্ব স্বজনে মায়া অনাথে আশ্রিতে দয়া
কোন্ কার্য্য কর'নি জীবনে?
পুরুষার্থ শৌর্য্য বীর্য্য প্রতিভা গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য
বল কবি নির্ধন কি ধনে?
অযচ্ছলে উপার্জ্জন, উপার্জ্জিয়ে বিতরণ,
কয় জনে করেছে এমন?
মর্ত্ত্যে যাহা চাহিবার যা কিছু মর্ত্ত্যের সার
করিয়াছ সবি আস্বাদন।
বৃথা তবে হেন ভাবে কাঁদায়ো না আর
ব'ল না হে "প্রাণ নিয়ে দুঃখে কর পার।"

শ্রীহর কুমার ভট্টাচার্য্য।

জানি না এ উত্তর কবির সান্ত্বনাপ্রদ হইবে কি না। এ অতৃপ্তির ক্রন্দন যখন তিনি ধন জনে পরিবৃত ছিলেন তখনও ছিল। আজ তিনি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে চক্ষু হারাইয়া দেশ ত্যাগী; এখনও তাহাই রূপান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। সংসারী জীব মাত্রেরই এক কথা—

"কেন হেন তিক্ত প্রাণ দিলে মোরে ভগবান
এত সুখ জগতে তোমার।
নাহি কি কিছুই তায়, মম সাধ মিটে যায়
কোন (ও) হেন সুন্দর সুতার?"

এ অতৃপ্তি, প্রাণের এ অভাব জগতের কোনও পদার্থের সংযোগে মিটিবার নহে। ইহার ঔষধ অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা প্রসূত সন্তোষ। ভরসা করি হিন্দু কবি আপনার এ বিষয় বিচ্ছিন্ন অবস্থাকে কৃপানিধান বিশ্বনাথের কৃপাশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট চিত্তে

বৃদ্ধ হিন্দুর চির আশা আনন্দধাম শিবপদে প্রবেশের প্রতীক্ষায় এই আনন্দ কাননে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া ধন্য হইবেন।

## গুরু প্রণাম।

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৩
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৫
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৬
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিতপদাম্বুজং।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৭
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৮
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৯
অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত-কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১০
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১১
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১২
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৩
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতং।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১৪
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥ ১৫ ইতি
শ্রীগুরুগীতায়াং।

## আমি শরীর নহি।

যে বিচার আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপায় তাহার প্রারম্ভেই এই কথা। যদি আমার দৃঢ় নিশ্চয় হয়, আমি শরীর নহি, শরীর আমার নহে, আমি শরীর হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা হইলে জগতের সহিত সম্বন্ধ নাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সকল অনর্থ নাশের যে সূত্র পাত হইল তাহা কি আবার বলিতে হয়? আমি "সূত্রপাত" বলিলাম; কারণ আমি জগৎকে ছাড়িলেও জগত ত আমায় ছাড়িবে না। তবে আদর না পাইলে ধীরে ধীরে সকলেই নিজ নিজ পথ দেখে। তাই প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানী পুরুষকে সংসারে না থাকিয়াও থাকিতে হয়।

শাস্ত্র তিন প্রকার শরীরের কথা বলিয়াছেন; যথা, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। জাগ্রদবস্থায় স্থূল হস্ত পদাদি বিশিষ্ট যে শরীরে সুখ দুঃখের ভোগ হয় তাহাই স্থূল শরীর। এই রূপ যাহাতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় সুখ দুঃখের ভোগ হয় তাহাই যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর নামে অভিহিত হয়। আমি এই ত্রিবিধ শরীর হইতেই ভিন্ন। এই ভিন্নতা অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা অতি সুন্দর রূপে প্রমাণিত হয়। অন্বয় অর্থে সংযোগ এবং ব্যতিরেক অর্থে বিয়োগ। এই সংযোগ ও বিয়োগ যাহার সহিত আমার হইতে পারে তাহা বা তৎ স্বরূপ আমি কখনই হইতে পারি না। আমি তাহা হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন। এখন দেখ, স্বপ্নাবস্থায় যখন আমি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আসি, বা রণক্ষেত্রে বহু শত্রুকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে নিজেও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, তখন এই স্থূল শরীর কোথায় থাকে? এ শরীরের পদে ত তৃণাঙ্কুরও ফুটেনা বা ইহার কেশাগ্রও ত ছিন্ন হয় না। অথচ জাগ্রদবস্থায় বেশ

মনে থাকে যে এই আমিই স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তাহা হইলেই বুঝা গেল স্বপ্নাবস্থায় আমি স্থূল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিলাম। আবার সুষুপ্তি অবস্থায় এ সকল জ্ঞান কিছুই থাকে না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের বোধ তখন হইয়া থাকে। সে বোধ ও কিন্তু আমারই হইয়া থাকে। কারণ জাগিয়া উঠিয়া ত আমিই বলি "আমি বড় সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জ্ঞান ছিল না"। সুতরাং এ অবস্থায় স্বপ্নের সূক্ষ্ম শরীর হইতেও বিচ্ছেদ ঘটিয়া নূতন কোন অজ্ঞানময় শরীরের সহিত আমার সংযোগ হয়। ইহারই নাম কারণ শরীর। পুনরায় যখন জাগরিত হই তখন এই কারণ শরীরের সহিত কোনই সম্বন্ধ থাকে না। স্থূল শরীরের সহিতই পূর্ণ সংযোগ হইয়া থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে তিন শরীরের সহিতই আমার সংযোগ ও বিয়োগ উভয়ই ঘটে। সুতরাং এ শরীরের একটীও আমি নহি। পুনশ্চ যাহার সহিত এত ঘন ঘন বিচ্ছেদ হয় এবং যাহা এক দিন অবশ্যই চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কি আমার হইতে পারে? যদি তাহাই না হয় তবে তাহার জন্য এত ছুটাছুটি কেন? এবং তাহারই সম্বন্ধে যাহাদের সহিত সম্বন্ধ তাহাদের জন্যই বা এত চিন্তা কেন? ভাই, দেহের চিন্তা ত এত দিন করিয়া আসিলে। একবার "আমি"র চিন্তা টা করিয়া দেখ না!

## শোক সংবাদ।

বর্ষের শেষে এরূপ নিদারুণ শোক সংবাদ লইয়া "প্রচারককে" প্রকাশিত হইতে হইবে ইতঃপূর্ব্বে এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও আমাদের মনে উদিত হয় নাই। মিত্রগণ জগতে ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রসাদ স্বরূপ এবং তাঁহার অপার করুণার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শত্রু রূপে তাঁহার ভ্রূকুটির অর্থ অনেক সময় আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু বন্ধুর সহানুভূতিতে তাঁহার স্নেহ প্রীতি জাজ্বল্যমান রূপে প্রকাশিত হয়। এ হেন বন্ধুর বিয়োগ ভগবানের প্রসন্নতার অপসরণ ব্যতীত আর কি বলিব? বস্তুতঃ দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের ন্যায় সমাজের অকৃত্রিম হিতচিকীর্ষু, নির্ভীক রাজনীতিজ্ঞ, প্রজাবন্ধু, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নরপতির তিরোধান কি অতি শোকাবহ ঘটনা নহে? আগ্রার সেই প্রথিতনামা ধর্ম্মবীর শালিগ্রাম সিংহও চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার ভক্তাগ্রণী বাবু রামচন্দ্র দত্ত, কাশীর সুবিখ্যাত বাবু রামচন্দ্র সেন—যাঁহার যশোগাথা অদ্যাপিও সুদূর আমেরিকা ভূখণ্ডেও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং "বেদ ব্যাস" সম্পাদক বাবু ভূধর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতেও আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ভারতে আর্য্য ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে ইঁহারা সকলেই আমৃত্যু পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

## প্রাপ্ত পত্র।

তন্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "ধর্ম্ম প্রচারক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, "ধর্ম্ম প্রচারক" সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে, কূট ধর্ম্ম তথ্য মীমাংসার গূঢ় রহস্য ভেদে ও শাস্ত্রীয় সংশয়াপনোদনে যাদৃশ সক্ষম ও যত্নশীল তাদৃশ অধ্যবসায় ও যত্ন অন্য কোন পত্রিকায় লক্ষিত না হওয়ায় আমি চির পোষিত সংশয় নিরাকরণার্থ নিম্ন লিখিত তন্ত্র সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রশ্ন "ধর্ম্ম প্রচারকে" প্রচারিত করিবার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি; পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত হইব এবং আপনি বা আপনার কোন ধর্ম্ম প্রাণ পাঠক কৃপা পরতন্ত্র হইয়া প্রশ্ন গুলির প্রমাণ সম্বলিত যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে পরম উপকৃত জ্ঞান করিব।

(১) তন্ত্র প্রাচীন বা আধুনিক শাস্ত্র অর্থাৎ বেদের সমকালিক বা তৎপরবর্ত্তী। যদি তন্ত্র বেদের সমসাময়িক হয় এবং বেদাদি গ্রন্থে সেই রূপ কোন উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে প্রমাণ সহিত তাহা প্রদর্শন করুন এবং বেদ ও তন্ত্রের ভাষা ও লিখন প্রণালীর

বিভিন্নতার কারণ নির্দ্দেশ করুন। তন্ত্রের যে সকল স্থানে অক্ষরের বর্ণনা আছে সে সকলই বঙ্গাক্ষরের বর্ণনা; বঙ্গাক্ষর অধিক দিনের নহে; তন্ত্র যদি বেদের সমসাময়িক হইত তাহা হইলে দেবাক্ষরের বর্ণনা থাকাই যুক্তিযুক্ত হইত। এ সকলের যুক্তি সহ কারণ নির্দ্দেশ করুন।

(২) কথিত আছে বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তার কতক গুলি ভিন্ন ২ তন্ত্র প্রচলিত। এই ক্রান্তাত্রয়ের চতুঃসীমা কি এবং কোন্ ২ ক্রান্তায় কি কি তন্ত্র প্রচলিত?

(৩) তান্ত্রিক দীক্ষা ভিন্ন অন্য প্রকার দীক্ষা আছে কি না? এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র বীজ ভিন্ন অন্য বীজ আছে কি না? দেখা যায় বাঙ্গালায় অধিকাংশ লোক তন্ত্র মন্ত্রে দীক্ষিত; ভারত বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকও সেই রূপ তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত কি না? যদি না হয় তাহার কারণ কি? দীক্ষা তন্ত্রানুসারে হইলে সংস্কারাদি বৈদিক মতে হওয়া উচিত কি না?

(৪) অধুনা যেমন তন্ত্রানুসারে প্রায় সমস্ত দীক্ষা হয়, বৈদিক ও পৌরাণিক সময়েও সেই রূপ হইত কি না? যদি না হয় ও তন্ত্র বেদের সমসাময়িক হয়, তাহা হইলে তন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া কেবল বৈদিক বা পৌরাণিক দীক্ষা কেন হইত? আর এক কথা, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে অপেক্ষাকৃত সহজ তন্ত্রমার্গ অবহেলা করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বৈদিক সাধনাদি করা হইত কেন? কেহ ২ বলেন যে সে সময়ের লোক শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতায় অধুনাতন মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ক্লেশসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু ইহা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ কি সক্ষম কি অক্ষম সহজ পথ সকলেরই আদরণীয়।

(৫) তন্ত্রে ত্রিবিধ আচারের উল্লেখ আছে। কিন্তু পশ্বাচার ও দিব্যাচার কলিযুগে এক প্রকার নিষিদ্ধ। এই আচারদ্বয় কোন্ যুগের জন্য অভিপ্রেত? বীরাচার বিবিধ প্রলোভনের আকর হইয়াও কলিযুগের ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্ব্বল লোকদিগের উপযোগী হইল কেন? বীরাচার রজোগুণাত্মক হইয়াও কি প্রকারে সত্ত্ব গুণাত্মক সাধনের সহায় হইবে? দেখিতে পাওয়া যায় সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাত্ত্বিক সাধকগণ সত্ত্ব গুণোদয়ের জন্য সাত্ত্বিক পান ভোজনাদির যথা সাধ্য অভ্যাস করিয়া থাকেন; কিন্তু তন্ত্র রজোগুণাত্মক বীরাচারের এত প্রশ্রয় দেন কেন?

(৬) সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া পরায়ণ ব্যক্তিগণ ক্রিয়াতেই আবদ্ধ থাকেন, জ্ঞান মার্গে অধিরোহণের অবকাশ পান না। তন্ত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাহ্য পূজাসক্ত ব্যক্তিগণও কি তদবস্থাপন্ন নহেন? জড় মকার জ্ঞানী সাধকদিগের আবশ্যকীয় কি না? জড় মকারে সাধকদিগের উপকার অপেক্ষা অপকারের সমধিক সম্ভাবনা কি না? আদি মকার শৌণ্ডিকোৎপাদিত মদ্য কি আর কিছু? শেষ জড় মকার কি প্রকার সাধনের উপযোগী;

(৭) সনাতন ধর্ম্ম জন সাধারণের ধর্ম্ম; অর্থাৎ ঈশ্বর ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীব মাত্রেকেই অধিকার দিয়াছেন; তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মে জীব মাত্রেরই অধিকার আছে কি না? যদি এই ধর্ম্মে সর্ব্ব জীবের অধিকার থাকে তাহা হইলে ইহা গোপন করিবার ব্যবস্থা এত কড়া কড় কেন? অনেকে বলেন শ্রী গৌরাঙ্গ প্রথমতঃ তন্ত্রানুসারে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এবং তাহাতে ভক্তি প্রেমের অভাব দেখিয়া প্রেম ধর্ম্মের আবিষ্কার করেন। ইহা কি তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অভাব পূরণের জন্য—বা তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সাধারণের জন্য নহে বলিয়া সাধারণের জন্য একটী অপেক্ষা কৃত সহজ ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন? ইহা কিংবদন্তি আছে যে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ বীরাচারী ছিলেন; যদি ইহা সত্য হয় প্রমাণ প্রদর্শন করুন। কিমধিকমিতি।

কস্যচিৎ গ্রাহকস্য।

[কোন ও মহাত্মা এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে আমরা আগ্রহ সহকারে তাহা "ধর্ম্মপ্রচারকে" প্রকাশ করিব। ইতি ধঃ প্রঃ সং]